শিব—ত্রয়ী কাহিনী - ২
নাগ রহস্য
২০ লক্ষেরও বেশী বই বিক্রী হয়েছে
অমীশ ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম পপস্টার
- শেখর কাপুর
অমীশ ভারতের টলকেইন
- বিজনেস্ স্ট্যান্ডার্ড
অমীশ

অমীশের জন্ম ১৯৭৪ সালে। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার আই.আই.এম.-এ। একঘেয়ে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে লেখকের জীবন বেছে নিয়ে সুখী হয়েছেন। তাঁর প্রথম বই *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* (শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রথম গ্রন্থ)-এর বিপুল জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে চোদ্দো বছরের অর্থকরী চাকরী ছেড়ে লেখালিখিতে মনোনিবেশ করেছেন। ইতিহাস, দর্শন ও পুরাণ-শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আবেগ তাঁকে বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও তাৎপর্য্যের সন্ধান দিয়েছে।

অমীশ তাঁর স্ত্রী প্রীতি ও ছেলে নীলকে নিয়ে মুম্বাইতে থাকেন।

www.authoramish.com
www.facebook.com/authoramish
www.twitter.com/amisht

www.authoramish.com

ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর অভিষেক রথ একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুবাদ কর্মশালা ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পি.এইচ.ডি গবেষণারত—বিষয় হলো অনুবাদ। কর্মসূত্রে তিনি সাহিত্য অকাদেমির সাথে যুক্ত।

অনিন্দ্য মুখার্জীর জন্ম কোলকাতার এক প্রাচীন বনেদী বংশে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীতের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠে আনদ্ধবাদ্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। পেশায় তবলাবাদক, নেশায় সাহিত্য। শিব ত্রয়ী কাহিনী ওঁর প্রথম বড়ো অনুবাদের কাজ।

অর্পিতা চ্যাটার্জী একজন অনুবাদিকা, সংগীত গবেষিকা ও শিক্ষিকা। বিভিন্ন প্রকাশনার সঙ্গে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা তিন দশকেরও বেশি। তিনি শিশু ও কিশোরদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসেন এবং নিয়মিত সংগীত সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

শিব - ত্রয়ী কাহিনী -২

নাগ রহস্য

অমীষ

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শিব ত্রয়ী কাহিনীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ 'মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ' বিস্ময়কর ভাবে বেশ ভালোরকম গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সত্যি কথা বলতে 'নাগ রহস্য' লেখার সময় প্রথম গ্রন্থটির সাথে এর সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে আমি বেশ চাপ অনুভব করেছি। আমি জানি না আদৌ আমি সফল হয়েছি কি না। কিন্তু আমার এই কাহিনীর দ্বিতীয় গ্রন্থে শিবের মহান দুঃসাহসিক অভিযান পর্বটি আপনাদের জন্য লিখতে গিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। একটু সময় নিয়ে তাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যারা আমার এই যাত্রা সম্ভব করেছে।

প্রভু শিব, আমার ঈশ্বর, আমার নেতা, আমার রক্ষাকর্তা। আমি এই রহস্য উদ্ধার করার চেষ্টা করে যাচ্ছি যে সে কেন আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে এই সুন্দর কাহিনী রচনা করার আশীর্বাদ দিয়েছেন। আমি এখনো এর উত্তর খুঁজে পাইনি।

আমার শ্বশুরমশাই, প্রয়াত ডাঃ মনোজ ব্যাস ছিলেন একজন একান্তভাবে শিবভক্ত, যিনি এই কাহিনীটি প্রকাশ হওয়ার কিছুকাল আগেই গত হয়েছেন। এই মানুষটিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তিনি আমার হৃদয়ে আজও জীবিত রয়েছেন।

প্রীতি, আমার স্ত্রী, আমার জীবনের মূল ভিত্তিস্বরূপ। আমার সবচেয়ে কাছের পরামর্শদাত্রী। সে কেবল মাত্র আমার ডানার তলার বাতাস নয়, সে আমার ডানাই। আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উষা, বিনয়, ভাবনা, হিমাংশু, মিতা, অনীষ, দোনেট্টা, আশীষ, শেরনাজ, স্মিতা, অনুজ, রুতা—

এদের অনলস সহযোগিতা ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতেই হয়। ভাবনার কথা আরো বেশি করে উল্লেখ করা প্রয়োজন কারণ সে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছে। একই ভাবে দোনেট্টার কথাও উল্লেখ করব যে আমার প্রথম ওয়েবসাইট গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যভার গ্রহণ করেছে।

শর্বাণী পণ্ডিত আমার সম্পাদিকা। যে নিজে এক জেদী, অদম্য মহিলা এবং ভয়ংকরভাবে দায়বদ্ধ এই শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রতি। তার সঙ্গে কাজ করাটা আমার কাছে সম্মানের।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পীর নাম রশ্মী পুসক্কর। একজন অসাধারণ শিল্পী ও জাদুকর। অদম্য মানসিকতার অধিকারী, তিনি সব রকম দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

গৌতম পদ্মনাভম্, পল বিনয় কুমার, রেণুকা চ্যাটার্জী, সতীশ সুন্দরম, অনুশ্রী ব্যানার্জী, বিপিন বিজয়, মনীষা শোভরাজানী এবং এদের নিয়ে গঠিত ওয়েস্টল্যাণ্ডের চমৎকার দলটার কথা উল্লেখ করতেই হবে, যারা আমার কাহিনীর প্রকাশক। যাদের কঠোর পরিশ্রম, উদ্যম এবং সর্বোত্তম বিশ্বাস রয়েছে শিব ত্রয়ী কাহিনীর উপর।

অনুজ বাহরি, আমার প্রতিনিধি। সে আমার বন্ধু এবং এই কাহিনী প্রকাশের ক্ষেত্রে যখন আমার সব সমর্থনের প্রয়োজন ছিল সে আমাকে তা প্রদান করেছে, এবং আমি ভাগ্যক্রমে যে নিজেকে লেখক হিসেবে আবিষ্কার করেছি তার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো দরকার সন্দীপন দেব-কে, যে আমাকে অনুজ এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

চন্দন কৌলি এই গ্রন্থের প্রচ্ছদের চিত্রগ্রাহক। প্রতিভাবান ও অতিশয় সুদক্ষ, তাই যথার্থভাবেই সে প্রচ্ছদের চিত্রগ্রহণের কাজটি সম্পন্ন করেছে। এই প্রচ্ছদের চিত্রটিতে সর্পের উদ্ভাবনাটির রূপকার চিন্তন সরীন আর এ কাজে তাকে সহায়তা করেছে জুলিয়ন ডুবোইস। সাজসজ্জার দায়িত্বে ছিল প্রকাশ গোর। এই কাহিনী প্রকাশের সমগ্র পদ্ধতিটির পরিচালক হল সাগর পুসক্কর। এরা সকলে মিলে সত্যিই যেন এই গ্রন্থ নির্মাণে এক জাদুর সৃষ্টি করেছে।

সংগ্রাম সুর্ভে, শালিনী আইয়ার এবং 'থিঙ্ক ওয়াই নট'-এর সদস্যগণ

যারা এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ও ডিজিটাল বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে, তাদের কথা উল্লেখনীয়। এই সকল অনন্য বাণিজ্যিক প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাথে কাজ করাটা ছিল আমার কাছে সত্যিই আনন্দদায়ক।

এই কাহিনীর বাণিজ্যিকরণের প্রাথমিক পরিকল্পনা বিধিবদ্ধভাবে প্রকাশ করার সময় যে দুজন আমাকে সুপরামর্শ দান করেছে। কওয়াল শূর এবং যোগেশ প্রধান। এদের পারস্পরিক সাহচর্য আমার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকে অনেকটাই ঋদ্ধ করেছে যে কি ভাবে এই গ্রন্থের বাণিজ্যিকরণ হওয়া উচিত।

সবশেষে, যদিও তার গুরুত্ব কিছু কম নয়, উল্লেখ করতে হয় আপনাদের—আমার পাঠকদের কথা—আমার প্রথম গ্রন্থটিকে খোলা মনে গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আপনাদের সমর্থন আমাকে নিরহংকারী করেছে। আমি আশা করব শিব ত্রয়ী কাহিনীর দ্বিতীয় গ্রন্থটিতেও আমি আপনাদের নিরাশ করব না। এই গ্রন্থের যে সমস্ত অংশগুলি আপনাদের ভালো লাগবে, তা আমার কাছে হয়ে উঠবে শিবের আশীর্বাদস্বরূপ। এই গ্রন্থের যে সমস্ত অংশগুলি আপনাদের ভালো লাগবে না তার কারণ হচ্ছে প্রভুর সেই আশীর্বাদ যথাযোগ্য উপস্থাপনা করতে আমি অক্ষম।

শিব ত্রয়ী কাহিনী

শিব! মহাদেব। দেবতাদের দেবতা। দুষ্টের বিনাশকারী। উদ্দাম প্রেমিক। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। অনবদ্য নর্তক। ব্যক্তিত্ববান নায়ক। সর্বশক্তিমান, তবুও অবিনশ্বর। ক্ষিপ্র ভীতিপ্রদ মেজাজের সঙ্গে মানানসই তৎপর বুদ্ধি।

যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে আসা বিজেতা, ব্যবসায়ী, বিদ্বান, শাসক, পর্যটক—কোন বিদেশীই বিশ্বাস করেনি যে বাস্তবে এমন কোন মহান ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে। তারা ধরেই নিয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই কোনো পৌরাণিক দেবতা সম্ভবত যার অস্তিত্ব কেবলমাত্র মানুষের মনোরাজ্যে বর্তমান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ালো আমাদের পাওয়া প্রাজ্ঞতা।

কিন্তু যদি আমাদের ভুল হয়? যদি শিব উর্বর কল্পনাপ্রসূত না হয়ে কোন রক্তমাংসের মানুষ হন? এই তোমার আমার মত। একজন মানুষ যে তার কর্মের ফলে দেবত্বে উপনীত হয়েছেন। এটাই শিব ত্রয়ী কাহিনীর ভিত্তি যা কল্পনা ও ঐতিহাসিক ঘটনার সংমিশ্রণের সাথে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ পৌরাণিক ঐতিহ্য ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছে।

সুতরাং এই রচনা হলো প্রভু শিব ও তার জীবন আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। এক শিক্ষা যা সময় ও অজ্ঞতার গভীরে হারিয়ে গিয়েছিলো। এক শিক্ষা যা বলে যে আমরা সকলেই উন্নততর মানুষ হয়ে উঠতে পারি। এক শিক্ষা যা বলে যে প্রত্যেকের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ভগবানের অস্তিত্ব বর্তমান। আমাদের শুধু নিজেদের কথা শুনতে হবে।

এই অসাধারণ নায়কের যাত্রা লিপিবদ্ধ করা এই ত্রয়ী কাহিনীর প্রথমটি হল *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ*। আপনি দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নাগ রহস্য'কে ধরে আছেন। আরো একটি গ্রন্থ আসবে: 'বায়ুপুত্রদের শপথ।'

লেখকের বার্তা

এই পৃষ্ঠার পর থেকেই *নাগ রহস্য*-এর উন্মোচন শুরু। এটি শিব ত্রয়ী কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড ও এর শুরু সেই মুহূর্তটা থেকে যেখানে এর পূর্ববর্তী খণ্ড *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* শেষ হয়েছিল। যদিও আমার বিশ্বাস যে আলাদাভাবে পড়লেও আপনারা এই বইটি উপভোগ করবেন, তবুও প্রথমে *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* পড়ে থাকলে হয়তো উপভোগের মাত্রা বাড়তে পারে। যদি ইতিমধ্যেই *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* পড়ে ফেলে থাকেন তাহলে দয়া করে এই বার্তা উপেক্ষা করবেন।

আমার এই বই লিখতে যতটা ভালো লেগেছে আশা করি এই বই পড়তে আপনাদেরও ততটাই ভালো লাগবে।

আরেকটা কথা—আলাদা আলাদা ধর্মের বহুজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে প্রভু শিব যে অন্য সব দেবতাদের উর্ধ্বে—এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি কিনা? এইখানটায় আমি আমার প্রতিক্রিয়া আবারও জানাতে চাই। *ঋকবেদ*-এ একটা ভারী সুন্দর সংস্কৃত বাক্য আছে যার মধ্যে আমার বিশ্বাসের সারাংশ নিহিত রয়েছে।
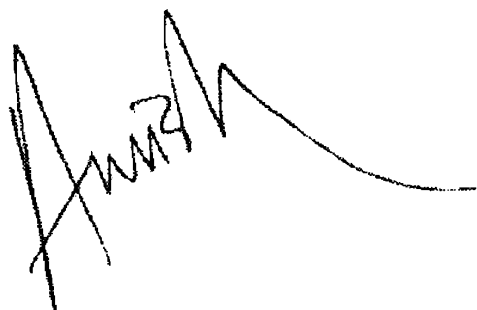
একম্ সৎ বিপ্র বহুধা বদন্তি।

সত্য এক, যদিও সাধকেরা তাঁকে বহু বলেই জানেন।

ঈশ্বর এক, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম তাঁকে ভিন্নভাবে চায়।

আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁকে ঈশ্বরের যেকোনো নামে ডাকতে পারেন—যীশু, আল্লা, বিষ্ণু বা শিব।

পথ আমাদের ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য সেই একই।

অনুবাদকদের কথা

শিব ত্রয়ী কাহিনীর প্রথম গ্রন্থ *মেলুহার মৃত্যুঞ্জয়ীগণ* অনুবাদের পর দ্বিতীয় গ্রন্থ *নাগ রহস্য* অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পেরে আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত। এর জন্য আমরা প্রকাশক, লেখক ও পাঠকমহলের প্রতি কৃতজ্ঞ। অনুবাদ-সাহিত্য আজ সাহিত্যের মূল স্রোতে মিশে গেছে। এই অনুবাদের ভাষা হয়তো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যকারদের লেখকশৈলীর মাধুর্য্যের সাথে আদৌ তুলনীয় নয়। আসলে, অনুবাদক হিসাবে আমরা একটা দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। সেটি হল অনুবাদের মজ্জাগত সমস্যা—মূল রচনার বাক্যশৈলী ও যে ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে তার বাক্যশৈলীর টানাপোড়েন। যেহেতু ঘটনার কাল প্রাচীন বৈদিক ভারত, সেইহেতু আমরা চেষ্টা করেছি যতদূর সম্ভব মিশ্র বিদেশি ভাষা বর্জন করে প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করার। অনুবাদ নির্ভুল করার চেষ্টা করলেও কোথাও কোথাও হয়তো কিছু ভুল থেকেও যেতে পারে। তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি পাঠক নিজগুণে তা ক্ষমা করবেন।

জয় বাবা ভোলানাথ

অনিন্দ্য মুখার্জী, অভিষেক রথ ও অর্পিতা চ্যাটার্জী

শুরু করার আগে

ছেলেটি দ্রুত দৌড়চ্ছিল, যতটা তার পক্ষে দৌড়নো সম্ভব। তুষারক্ষততে আক্রান্ত পায়ের আঙুল তার সারা পায়ে এক ঠাণ্ডা শিরশিরে ব্যথার অনুভূতি দিচ্ছিল। মহিলাটির আর্তস্বর তার দুকানে বাজছিল। 'আমাকে সাহায্য কর, দয়া করে আমাকে সাহায্য কর।'

বেগ না থামিয়ে ও গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল। ঠিক তখনই এক বিশাল লোমশ হাত অনায়াসে ওকে টেনে ধরল। শূন্যে দোল খেতে খেতেই ও চেষ্টা করছিল মাটিতে পা দেওয়ার। ছেলেটি বিকটাকার দৈত্যটির হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, যেন সেই দৈত্যটি তার সাথে খেলাচ্ছলে আমোদ করছে। তখন, বিকটাকার দৈত্যটির অন্য হাতটা ওকে এক পাক খাইয়ে জাপটে ধরল।

ছেলেটি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। শরীরটা ছিল বিকটাকার দৈত্যের কিন্তু মুখটি ছিল সেই সুন্দরী মহিলার, যার থেকে সে কিছুক্ষণ আগে পালিয়েছে। মুখটা খুলল, কিন্তু তার থেকে যে শব্দ শোনা গেল তা কোনো মেয়ের মিষ্টি মধুর আওয়াজ নয়, বরং রক্ত হিম করে দেওয়া এক ভয়াবহ গর্জন।

'তুমি এটা উপভোগ করছিলে, তাই না? তুমি আমার এই নির্যাতনের বেদনা উপভোগ করছিলে, তাই না? তুমি আমার আর্তস্বরকে অগ্রাহ্য করছিলে, তাই না? এখন এই মুখই তোমার বাকি জীবনে বারবার দেখা দেবে।'

তারপর কোথা থেকে যেন তলোয়ার ধরা বিকটাকার একটা হাত বেরিয়ে এল এবং সুন্দর মুখের মাথাটা কেটে ফেলল।

'না আ আ আ!' বলে তীব্র চিৎকার করে সেই ছোট ছেলেটার দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেল।

সে তার অগোছালো খড়ের বিছানার চার দিকে দেখতে লাগল। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এক চিলতে রোদ প্রায় অন্ধকার ঘরে এসে পড়েছিল। দরজার বাইরে আগুন প্রায় নিবু নিবু। হঠাৎই আগুনটা জোরে জ্বলে উঠল আর তাজা বাতাস নিয়ে একজন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল।

'শিব? কি হল? তুমি ঠিক আছ তো আমার সোনা?'

ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে হতভম্ব হয়ে ওপরে তাকালো। সে অনুভব করলো মায়ের হাত তাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং তার ক্লান্ত মাথাটিকে নিজের বুকের দিকে টেনে নিচ্ছে। মায়ের শান্ত, কোমল, বুঝদার স্বর শুনতে পেল। 'ঠিক আছে সোনা, এই তো আমি এখানে আছি। এখানেই আছি।'

ছেলেটি অনুভব করল তার আড়ষ্ট শরীর থেকে ভয় যেন চলে যাচ্ছে। দুচোখ বেয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, যা অনেকদিন নিরুদ্ধ ছিল।

'কি হয়েছে, আমার সোনা? আবার সেই একই দুঃস্বপ্ন?'

ছেলেটি মাথা নাড়লো। চোখের জলের বাঁধ ভেঙে গেল।

'ওতে তোমার কোন দোষ নেই। তুমি কি করতে পারতে, সোনা? সে তোমার থেকে তিনগুণ বড়ো ছিল। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ।'

ছেলেটি কোন কথা না বলে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। নম্রভাবে তার মা তার মুখে হাত বুলিয়ে চোখের জল মুছতে-মুছতে বলল 'তোমাকে মেরে ফেলত।'

ছেলেটি হঠাৎই এক ঝটকায় পিছিয়ে এল।

'তা হলে আমার মরে যাওয়াই উচিত ছিল, আমার তাই পাওয়ার ছিল।'

কথার আঘাতে ছেলেটির মা হতবাক হয়ে গেল। সে ছেলে হিসেবে ভালো ছিল। কোনোদিনই কথার বিরুদ্ধে কথা বলেনি। কখনই নয়। সে দ্রুত তার এই চিন্তাকে দূরে ঠেলে ছেলেটিকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। 'শিব, কখনো আর এরকম কথা বলবে না। আমার কি হত যদি তুমি মরে যেতে?'

ছোট হাতটাকে মুঠো করে নিয়ে সে নিজের কপালে মারতে থাকলো। এরকম করেই যাচ্ছিল যতক্ষণ না মা তার হাতের মুঠোকে টেনে কপাল থেকে সরিয়ে নিল। দুচোখের ভুর মাঝখানে যেন লাল-কালো মিশ্রিত এক ক্রোধের চিহ্নের সৃষ্টি হল।

আবার মা হাত নামিয়ে ধরল আর ওকে নিজের দিকে টেনে নিল। তারপর এমন কথা বলল যা সে শোনার জন্য তৈরি ছিল না। মা বলল 'শোন আমার বাছা। তুমি নিজেই বললে যে সে প্রতিরোধ করেনি। সে তো ওই দুষ্টু লোকটার ছুরিটা টেনে নিয়ে তাকে আঘাত করতে পারত, তাই না?'

ছেলেটি কিছু বলল না। শুধু মাথা নাড়লো।

'তুমি কি জানো কেন সে এরকম করেনি?'

কৌতূহল ভরা চোখে ছেলেটি তার মায়ের দিকে তাকাল।

'কারণ সে ছিল বাস্তববাদী। সে জানত যদি সে লড়াই চালিয়ে যেত, তাহলে হয়তো সে মারা যেতে পারত।'

শিব তার মায়ের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

'তার প্রতি অপরাধ করা হচ্ছিল তবু সে নিজে শুধু বাঁচবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, লড়াই চালিয়ে যায়নি।'

মায়ের মুখের থেকে ওর চোখ এক মুহূর্তের জন্যেও সরে নি।

'এতে অন্যায়ের কি আছে যদি কেউ বাস্তববাদী হয় এবং নিজের মত করে বাঁচতে চায়?'

ছেলেটি আবার ফোঁপাতে লাগল যদিও মনে হল মনের দিক থেকে সে কিছুটা হালকা হয়েছে।

অধ্যায় ১

রহস্যময় দানব

'সতী!' চিৎকার করে তাড়াতাড়ি তলোয়ার বার করে ঢাল সামনে তুলে ধরে শিব তাঁর স্ত্রীর দিকে দৌড়লেন।

ও একটা ফাঁদে পড়তে চলেছে!

শিব চিৎকার করে উঠলেন 'থামো!' অযোধ্যার রামজন্মভূমি মন্দিরে যাওয়ার পথের ধারে কতগুলো গাছের দিকে ওকে দৌড়তে দেখে নিজের দৌড়নোর বেগ বাড়ালেন।

পালাতে থাকা সর্বাঙ্গ ঢাকা নাগ লোকটার পিছনে সতী একভাবে ধাওয়া করছিলেন। তলোয়ার সামনে বাগিয়ে ধরা যেন পাকা কোন যোদ্ধা তার শিকারকে বাগে পেয়েছে।

দৌড়তে দৌড়তে সতীর কাছে গিয়ে সে যে নিরাপদে আছে তা জেনে নিশ্চিৎ হতে শিবের কিছু সময় লাগল। তাঁরা আবার যখন ধাওয়া করতে শুরু করলেন শিবের দৃষ্টি নাগটির দিকে ঘুরে গেল। তিনি অবাক হলেন—

ওই কুকুরটা কেমন করে অতটা এগিয়ে গেল?

অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে ঢেউ খেলানো পাহাড়ি জমি ও গাছের মধ্যে দিয়ে অনায়াসভাবে নাগ যেতে যেতে তার গতি আরো বাড়ালো। মেরু নগরে ব্রহ্মা মন্দিরে এই নাগের সঙ্গে লড়াই-এর কথা শিবের মনে পড়ল যেখানে সতীর সঙ্গে প্রথম দেখা।

ব্রহ্মা মন্দিরে লোকটার ধীর পদ-চালনা তাহলে কেবল একটা যুদ্ধ কৌশল ছিল।

আরো জোরে দৌড়নোর জন্য শিব ঢালটা পিঠে আটকে নিলেন। সতী বাঁ দিকে দৌড়চ্ছিলেন। তিনি হঠাৎই মুখে শব্দ করে ডানদিকটা দেখালেন যেখানে

পথটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে। শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তাঁরা দুই ভাগে যাবেন আর সামনের গিরি পথের আগে উল্টোদিক দিয়ে গিয়ে নাগটিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

তলোয়ার বাগিয়ে শিব ডানদিক ধরে নতুন উদ্যমে ভীম বেগে দৌড়লেন। সতীও ততটাই জোরে নাগের পেছনে ধাওয়া করতে থাকলেন। পায়ের তলায় নতুন পথটা সমান হওয়ায় শিব দূরত্বটা তাড়াতাড়িই কমিয়ে ফেলতে পারলেন। লক্ষ করলেন যে নাগটা ওর ঢাল ডান হাতে টেনে নিল প্রতিরোধের কৌশলের জন্য যেটা ভুল। শিব ভুরু কোঁচকালেন।

সতী এখনও কিছুটা দূরে, শিব তাড়াতাড়ি নাগের ডানদিকে চলে এলেন। বাঁহাতে একটা ছুরি টেনে নিয়ে তার গলা লক্ষ করে ছুড়লেন। শিব তখন এমন একটা চমৎকার কৌশল দেখতে পেলেন যা ধারণার বাইরে, তা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। ছুরিটার দিকে না তাকিয়ে আর দৌড় বন্ধ না করেই নাগ তার ঢালটাকে ছুরির গতিপথে তুলে ধরল। একই গতিতে দৌড়তে দৌড়তে অনায়াসে ঢাল দিয়ে ছুরিটাকে প্রতিহত করল।

সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে শিব হাঁ হয়ে গেলেন, তাঁর গতিবেগ কমে গেল।

না তাকিয়েই ছুরিটাকে আটকে দিল! এ কেরে বাবা?

ইতিমধ্যে সতী গতি বজায় রেখে নাগের পাশ বরাবর ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসছিলেন আর অন্য দিক দিয়ে শিব দৌড়ে আসছিলেন যে পথে নাগ দৌড়চ্ছিল।

সতীকে গিরিপথ পার হতে দেখে শিব দৌড়ের গতি বাড়ালেন স্ত্রীর কাছে পৌঁছোনোর জন্য। গিরিপথ অত্যধিক ঢালু হওয়ার ফলে শিব নাগটিকে পাহাড়ের পাদদেশের পাঁচিলের কাছে কিছুটা আগে পৌঁছতে দেখতে পেলেন। পাঁচিলটা জন্তু-জানোয়ার আর অনধিকার প্রবেশকারীদের থেকে রামজন্মভূমি মন্দিরকে নিচের থেকে রক্ষা করে। এর উচ্চতা শিবের মনে আশা জাগালো। নাগটা লাফিয়ে পাঁচিল টপকাবে তার কোন উপায় নেই। ওকে পাঁচিল বেয়ে উঠতেই হবে। ফলে সতী ও তিনি ওকে ধরে ফেলার আর আক্রমণ শানানোর মূল্যবান সময় পাবেন।

নাগও একইরকম উপলব্ধি করল। পাঁচিলের কাছাকাছি যখন সে এল, গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে চট করে একপাক ঘুরলো, দু-হাত শরীরের দুপাশে নিয়ে গিয়ে দুটো তলোয়ার একসঙ্গে বার করল। ডান হাতেরটা লম্বা একটা সাধারণ তলোয়ার। সান্ধ্য সূর্যের আলোয় ঝকমক করছিল। বাঁহাতেরটা একটা বেঁটে দু-ফলা তলোয়ার যেটায় অদ্ভুত ফলা দুটো হাতলের মধ্যিখানে আটকানো। নাগের কাছাকাছি এসে শিব ঢালটাকে সামনে তুলে ধরলেন। সতী নাগকে ডান দিক থেকে আক্রমণ করলেন। নাগ তার লম্বা তলোয়ারটা জোরে ঘুরিয়ে সতীকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। সতীকে পিছনে সরিয়েই সে ঘুরে গিয়ে বাঁহাত চালালো, শিবকে চট করে নিচু হয়ে সেই আঘাত এড়াতে হল। নাগের তলোয়ারের আঘাত বিফল হতে শিব লাফিয়ে উঠে ওপর থেকে তলোয়ারের কোপ মারলেন। ঢাল দিয়ে না আটকালে যে আঘাত প্রতিহত করা প্রায় অসম্ভব। নাগ কিন্তু অনায়াসে পিছিয়ে গিয়ে এই আঘাত এড়ালো এবং একই গতিতে বেঁটে তলোয়ার চালিয়ে শিবকে পিছনে সরতে বাধ্য করলো। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি ঢাল বাগিয়ে সেই আঘাতকে প্রতিহত করলেন।

সতী আবার এগিয়ে এলেন, তাঁর তলোয়ার চালনা নাগকে পিছনে সরতে বাধ্য করলো। এইবার সতী বাঁহাত দিয়ে শরীরের পিছন থেকে একটা ছুরি বার করে ছুড়ে মারলেন। একেবারে সঠিক সময়ে নাগ মাথা নামিয়ে ছুরিটাকে কোন ক্ষতি করতে না দিয়ে পাঁচিলের গায়ে গেঁথে যেতে দিল। শিব ও সতী যদিও নাগের ওপর এখনো পর্যন্ত একটাও আঘাত হানতে পারেননি কিন্তু ক্রমশ পিছনে সরতে বাধ্য করেছেন। এখন কিছু সময়ের অপেক্ষা যখন দেওয়ালে তার পিঠ ঠেকে যাবে।

পবিত্র সরোবরের দিব্যি, ওকে অবশেষে বাগে পেয়েছি।

আর এখনই নাগ দুর্দান্তভাবে তার বাঁ হাতের তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানলো। শিবকে আঘাত করার পক্ষে তলোয়ারটা বেশ ছোট তাই কৌশলটা ব্যর্থ হল। নাগের দেহে নিশ্চিতভাবে বিদ্ধ করার জন্য শিব সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত হানলেন। কিন্তু নাগ ঘুরে প্রত্যাঘাত করল। এইবার তার বাঁহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বেঁটে তলোয়ারটার বাঁটের একটা হাতলে চাপ দিল ফলে দুটো ফলার একটা হঠাৎই বেড়ে অন্যটার দ্বিগুণ লম্বা হয়ে গেল।

এই তলোয়ারের ফলায় শিবের কাঁধ কেটে গেল। ফলার ধারের বিষ শিবের শরীরে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হওয়ার মতো ঝাঁকানি দিয়ে তাঁকে অচল করে দিল।

'শিব!' আর্তনাদ করে সতী তলোয়ার চালিয়ে নাগের ডানহাতের তলোয়ারের আঘাত হানলেন এই আশায় যাতে তলোয়ারটা নাগের ও হাত থেকে পড়ে যায়। কিন্তু সংঘর্ষ হওয়ার আগের মুহূর্তে নাগ তার ডান হাতের তলোয়ার নিজেই ফেলে দিল। ফলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে টাল সামলাতে না পেরে সতী হুমড়ি খেলেন; তাঁর তলোয়ারও হাত থেকে পড়ে গেল। তিনি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন। চলৎশক্তিহীন অক্ষম শিব আর্তনাদ করে উঠলেন 'না।'

সতী যেটা ভুলে গেছেন সেটা তাঁর মাথায় এল। রামজন্মভূমি মন্দিরে গাছের পেছনে লুকোনো নাগকে দেখতে পেয়ে সতী যে ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিলেন সেটা নাগ ডান হাতে বেঁধে নিয়েছিল। নাগ ছুরি লাগানো ডান হাত সতীর তলপেট ফালা করার লক্ষে চালালো। সতী তাঁর ভুলটা বড্ড দেরীতে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাগ তার হাত টেনে নিল। যা হতে পারতো মরণাঘাত তার বদলে তলপেট একটু চিরে গেল আর সামান্য রক্তের রেখা দেখা গেল। বাঁ কনুই দিয়ে মেরে নাগ সতীর নাক ফাটিয়ে দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

তার দুই শত্রুকেই অচল করে দিয়ে নাগ চট করে ডান পা দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা লম্বা তলোয়ারটা হাতে তুলে নিল। শিব ও সতীর দিকে লক্ষ্য রেখে সে সাঁই করে ঘুরিয়ে দুটো অস্ত্রই খাপে ভরে নিল। এরপর পাঁচিলের দিকে না ঘুরেই জোরে লাফিয়ে হাত দিয়ে পেছনে থাকা পাঁচিলের মাথা আঁকড়ে ধরল।

ততক্ষণে বিষের প্রভাবে হওয়া অচলাবস্থা কেটে যাওয়ায় 'সতী' বলে আর্তনাদ করে শিব তাঁর স্ত্রীর দিকে দৌড়ে গেলেন।

সতী তলপেট চেপে ধরেছিলেন। কেবল ওপর ওপর চিরে যাওয়া আঘাত হওয়ায় নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে নাগ ভুরু কোঁচকালো। তারপর তার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।

উনি অন্তঃসত্ত্বা!

তার বিশাল ভুঁড়ি কুঁচকে পা গুটিয়ে মসৃণভাবে উল্টো ডিগবাজি খেয়ে নাগ পাঁচিল টপকে পালালো।

গভীর ক্ষত হওয়ার আশঙ্কায় শিব চেঁচিয়ে উঠলেন 'জোরে চেপে ধরে থাকো!'

সতীর কাছে এসে ওর আঘাতটা সামান্য চিরে যাওয়া বুঝতে পেরে শিব কিছুটা স্বস্তি পেলেন তবুও রক্ত পড়ার কারণে আর নাকের আঘাতের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হলেন।

সতী শিবের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রচণ্ড ক্রোধে চোখ জ্বলছে। তলোয়ার তুলে নিয়ে গর্জন করে বললেন—

'ওকে ধরো!'

শিব ঘুরে দাঁড়ালেন মাটি থেকে তলোয়ার তুলে নিয়ে খাপে ঢুকিয়ে নিয়ে পাঁচিলটার কাছে পৌঁছলেন। হাঁচড়ে পাঁচড়ে তাড়াতাড়ি কোনরকমে পাঁচিলে উঠলেন। সতী তাঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেন, পাঁচিল টপকে শিব ওপাশে ভিড়ে ভর্তি একটা পথে গিয়ে পড়লেন। দেখতে পেলেন যে তখনো অনেক দূরে নাগটা জোরে দৌড়চ্ছে। শিব নাগের পেছনে দৌড়তে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি জানতেনই যে লড়াইতে হেরে গেছেন। বড্ড পেছনে রয়েছেন। তিনি নাগকে আরো বেশি করে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রীকে এতো যন্ত্রণা দিয়েছে। তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারী। তা সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে নাগের অতি উচ্চস্তরের সামরিক কুশলতায় তিনি বিস্মিত হলেন।

নাগ দৌড়তে দৌড়তে একটা বিপনির বাইরে বেঁধে রাখা ঘোড়ার দিকে গেল। ডান হাত পাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দৌড়তে দৌড়তেই অকল্পনীয়ভাবে উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। ঘোড়াটার ওপর লাফিয়ে গিয়ে বসল। বসতে বসতেই ডান হাতের ছুরির সাহায্যে বেঁধে রাখা লাগামটা কেটে দিয়ে ঘোড়াটাকে মুক্ত করে দিল। ঘোড়াটা চমকে উঠতে ছেঁড়া লাগামটা হাওয়া দুলে উঠল আর নাগ তখনই বাঁহাত দিয়ে অনায়াসে সেটা ধরে নিল। একই সঙ্গে ঘোড়ার কানে ফিসফিস করে কিছু বলতে বলতে একটা লাথি মারল। তাতে ঘোড়াটা

প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে শুরু করল। একটা লোক ধুপধাপ করে দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চিৎকার করতে লাগল 'ধরো। চোর! ওটা আমার ঘোড়া!'

দ্রুতবেগে পালাতে পালাতে নাগটা চেঁচামিচি শুনতে পেয়ে তার ঢিলেঢালা পোষাকের মধ্যে থেকে কিছু একটা বার করে পেছনে জোরে ছুঁড়ে মারল। ছুঁড়ে মারা জিনিসটার প্রচণ্ড আঘাতে ঘোড়ার মনিব হতভম্ব অবস্থায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

শোচনীয় ভাবে আহত হয়েছে ভেবে 'পবিত্র সরোবরের দিব্যি!' বলে চিৎকার করে শিব লোকটার দিকে ছুটে গেলেন।

কাছে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে শিব দেখলেন যে লোকটা ব্যথার চোটে বুকে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে বসছে। জোরে জোরে গালাগালি দিচ্ছে 'হাজার হাজার কুকুর ওই বেজন্মা লোকটার হাত খুবলে খাক!'

'আপনি ঠিক আছেন তো?' লোকটার বুক পরীক্ষা করতে করতে শিব প্রশ্ন করলেন।

শিবের রক্ত মাখা শরীরের দিকে চেয়ে ভয়ে তার মুখে কথা ফুটলো না।

শিব ঝুঁকে নাগের ছুড়ে মারা বস্তুটা তুলে নিলেন। এটা একটা বটুয়া। এত ভালো রেশমের বানানো যা আগে কখনো দেখেননি। ধীরে ধীরে সাবধানে সেটা তিনি খুলতে লাগলেন, ফাঁদ হতে পারে ভেবে। কিন্তু দেখলেন তার ভেতরে মুদ্রা রয়েছে। একটা টেনে বার করলেন সোনার মুদ্রা আর দেখে আশ্চর্য হলেন। প্রায় পঞ্চাশটা মুদ্রা রয়েছে। নাগটা যে দিকে পালিয়েছে সেই দিকে ঘুরে তাকালেন।

ও কেমন ধরনের দানব? ঘোড়াটা চুরি করলো আবার এতো সোনা দিয়ে গেল যে আরো পাঁচটা কেনা যাবে!'

'সোনা!' ফিসফিস করে শিবের কাছ থেকে বটুয়া কেড়ে নিল ঘোড়ার মনিব 'এটা আমার।'

শিব কোন দিকে না তাকিয়ে একমনে মুদ্রার চিহ্নগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন 'আমার একটা চাই।'

শিবের মতো শক্তিশালী মানুষের সঙ্গে বিবাদ করতে না চেয়ে লোকটা সন্তর্পণে বলে উঠলো 'কিন্তু . . . ?'

শিব বিরক্তি সূচক শব্দ করে তাঁর নিজের থলে থেকে দুটো সোনার মুদ্রা বের করে ওর হাতে দিলেন। লোকটা নিজের সৌভাগ্যপুর্ণ দিনের জন্য শুভ গ্রহ-নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিতে দিতে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে গেল।

শিব পেছনে ঘুরতেই দেখতে পেলেন যে সতী পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করছেন। মাথা সোজা রেখে নাক জোরে চেপে ধরে আছেন। তিনি সতীর কাছে এগিয়ে গেলেন।

"ঠিক আছো?"

মাথা নেড়ে সতী জানালেন, যে তিনি ঠিক আছেন। রক্ত শুকিয়ে মুখে লেগে আছে।

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার কাঁধটা? দেখে তো একেবারেই ভাল মনে হচ্ছে না।'

'দেখে খুব খারাপ মনে হলেও আসলে ততটা নয়। আমি ভাল আছি একদম চিন্তা কোর না।'

নাগ যে দিক দিয়ে পালিয়েছে সতী সেদিকে তাকিয়ে বললেন,

'ঘোড়ার মনিবকে ও কি ছুড়ে মারল?'

'এই দিয়ে ভর্তি একটা বটুয়া। এই কথা বলে তিনি সতীকে মুদ্রাটা দেখালেন।'

'স্বর্ণমুদ্রা ছুড়ে ছিল?'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

সতী ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকালেন। মুদ্রাটা নিয়ে চোখের কাছে ধরে আরোও ভালো করে দেখতে লাগলেন। এতে মাথায় মুকুট পরা অচেনা মানুষের মুখ খোদাই করা ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার কারণ নাগদের মতো এর কোন বিকৃতি নেই। 'একে রাজার মতো দেখতে লাগছে' মুখ থেকে বেরোনো রক্ত মুছে সতী বললেন।

'কিন্তু এই অদ্ভুত চিহ্নগুলো দেখ।' মুদ্রাটা উল্টে দিয়ে শিব বললেন।

এদিকটায় খোদাই করা আছে অনুভূমিক ছোট একটা চাঁদের কলা। কিন্তু উদ্ভট যেটা সেটা হল মুদ্রায় বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো রেখার হিজিবিজি। দুটো অ্যাঁকাব্যাঁকা রেখা এসে মুদ্রার মাঝখানে কোনাকুনিভাবে যুক্ত হয়েছে আর তারপর তারা মাকড়সার জালের আকারে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে।

'চাঁদটা বুঝতে পারছি কিন্তু এই রেখাগুলোর কি মানে?' সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

'জানিনা' শিব বললেন। কিন্তু একটা ব্যাপার তিনি পরিষ্কার ভাবে জেনেছেন। তাঁর সহজাত অনুমান ক্ষমতা একেবারে ঠিক ছিল।

নাগদের খুঁজে বার করো। অশুভকে খুঁজে বার করার ওটাই ঠিক পথ। নাগদের খোঁজ।

সতীও তাঁর স্বামীর মনের কথা প্রায় পুরোটা বুঝতে পেরে বললেন 'তাহলে এখন ঝামেলাগুলো হটানো যাক।'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'কিন্তু আগে তোমাকে আয়ুর্বতীর কাছে নিয়ে যাই।'

'তোমারই ওকে বেশি প্রয়োজন।'

— ⅄ⓞ⋃↑⊛ —

'আমাদের এই লড়াইতে আপনার কোন ভূমিকা নেই?' চমকে উঠে দক্ষ জানতে চাইলেন। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, প্রভু। আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম যুদ্ধজয়ের পথে পরিচালনা করে নিয়ে গেছেন। এখন আমাদের বাকি কাজটা শেষ করে ফেলা দরকার। অশুভ চন্দ্রবংশী জীবনধারা শেষ করে ফেলতে হবে আর এই লোকেদের বিশুদ্ধ সূর্য্যবংশী জীবনধারা গ্রহণ করাতে হবে।''

'কিন্তু মহামান্য সম্রাট' নম্র অথচ স্থির গলায় শিব বললেন—

যন্ত্রণা কমানোর জন্য কাপড়ের পটি বাঁধা কাঁধটা একটু নাড়িয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

'আমি মনে করি না ওনারা অশুভ, এখন বুঝতে পারছি যে আমায় অন্য লক্ষ্যে এগোতে হবে।' দক্ষের বাঁদিকে বসে থাকা দিলীপ আনন্দে শিহরিত হলেন। শিবের কথা তার আত্মাতে ঠাণ্ডা প্রলেপ দিল। শিবের ডানদিকে থাকা সতী ও পর্বতেশ্বর চুপ করে রইলেন। পাহারার জন্য কিছুটা দূরে দাঁড়ানো নন্দী আর বীরভদ্র কান খাড়া করে এইসব কথাবার্তা শুনছিল। একজনই দক্ষর মতো রেগে উঠেছিলেন। তিনি হলেন অযোধ্যার সম্রাটপুত্র ভগীরথ। 'যেটা প্রমাণিত সত্যি, সেই বিষয়ে একজন বিদেশী জংলির কাছ থেকে আমাদের কোন শংসাপত্রের দরকার নেই। ভালো করেই জানি যে আমরা অশুভ বা খারাপ নই।' ভগীরথ বললেন—

'চুপ করো।' ফিসফিস করে দিলীপ বললেন। 'নীলকণ্ঠকে অপমান করতে পারো না।'

শিবের দিকে ফিরে হাত জোড় করে দিলীপ বলে চললেন,

'আমার অধৈর্য্য ও মুখ আলগা পুত্রকে ক্ষমা করুন প্রভু। কিছু না ভেবেই ও কথা বলে দেয়। আপনি বললেন যে আপনার লক্ষ অন্য। সেই ব্যাপারে অযোধ্যা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে?'

দিলীপের দিকে ঘোরার আগে ক্রোধে উত্তেজিত ভগীরথের দিকে চোখ রেখে শিব বললেন, 'নাগদের খোঁজ কিভাবে পাবো?'

অশুভ নাম শুনে চমকে ও শিউরে উঠে দিলীপ তার গলার রুদ্রাক্ষ ছুঁলেন। আর দক্ষও চমকে শিবের দিকে তাকালেন।

'প্রভু ওরা ভীষণ শয়তানের জাত। ওদের কেন খুঁজছেন?' দক্ষ বললেন।

'আপনার প্রশ্নের উত্তরটা তো আপনি নিজেই দিলেন।' শিব বললেন।

এরপর দিলীপের দিকে ঘুরে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি না যে নাগদের

সঙ্গে আপনাদের কোন যোগ আছে। কিন্তু আপনার সাম্রাজ্যের কারো কারো সঙ্গে আছে। তাদের কাছে কি করে পৌঁছানো যাবে আমি তা জানতে চাই।' ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে দিলীপ বললেন "প্রভু গুজব যে ব্রঙ্গদেশের রাজার সঙ্গে ওই শয়তানদের খুব ভালো মতো যোগাযোগ আছে। উনিই আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু কোন বিদেশীর এমনকি আমাদেরও ওই অজানা এবং খুব ধনসম্পদশালী দেশে প্রবেশ নিষেধ। মাঝে মাঝে মনে হয় যে ব্রঙ্গরা ওদের দেশে ঢুকতে না দেওয়ার কারণে আমাদের কর দেয়। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কারণে নয়।"

আশ্চর্য হয়ে শিব জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার সাম্রাজ্যে আরেকজন রাজা? কি করে তা সম্ভব?'

'আমরা সূর্য্যবংশীদের মতো সংস্কারবদ্ধ নই। আমরা জোর করে কাউকেই এক আইন মেনে চলতে বাধ্য করি না। প্রত্যেক রাজ্যই সেখানকার রাজার নিজস্ব অধিকারে শাসিত হয়। নিজস্ব নিয়মে এবং নিজস্ব জীবনধারায় চালিত হয়। সেই বিখ্যাত অশ্বমেধ যজ্ঞের যুদ্ধে আমরা ওদের পরাজিত করে ছিলাম বলে ওরা অযোধ্যাকে কর পাঠায়।'

'অশ্বমেধ যজ্ঞ?'

'হ্যাঁ প্রভু' দিলীপ বলে চললেন 'অশ্বমেধ যজ্ঞের পবিত্র ঘোড়া দেশের যে কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাবে। যদি কোন রাজা ঐ ঘোড়াকে বাধা দেয় তবে আমরা যুদ্ধে তাকে হারিয়ে তার রাজ্য অধিকার করে নিই। আর যদি কোন রাজা ঐ ঘোড়াকে বাধা না দেয় তবে তার রাজ্য আমাদের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয় এবং কর প্রদান করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে সেখানকার নিজস্ব আইন বজায় থাকে। তাই গোঁড়া ধর্মান্ধ মেলুহা সাম্রাজ্যের মতো না হয়ে আমরা রাজারা খানিকটা মিত্র সংঘের মতো আবদ্ধ ভাবে থাকি।'

'মুখ সামলে কথা বলুন, নির্লজ্জ বোকা লোক কোথাকার।' ধমকে উঠলেন দক্ষ। 'আপনাদের মিত্র সংঘের ব্যাপারটা আমার কাছে তো জোর করে অর্থ আদায় বলেই মনে হয়। তারা আপনাদের কর দেয়। কেননা যদি না দিতো তাহলে তাদের দেশ আপনারা আক্রমণ করে লুঠে নিতেন। তাহলে এর

মধ্যে রাজধর্ম কোথায়? মেলুহাতে সম্রাট হয়ে কেবলমাত্র কর গ্রহণ করার অধিকারই থাকে না বরং মন্ত্রণার মাধ্যমে সমগ্র সাম্রাজ্যের মঙ্গলের বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়।'

'এই বিষয়ে কোনটা মঙ্গলজনক সেটা কে সিদ্ধান্ত নেয়? আপনি? কোন অধিকারে? প্রজারা যা চায় তাই করার ব্যাপারে তাদের অনুমতি দেওয়া উচিত।'

'তাহলে সেখানে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে।' দক্ষ চীৎকার করে বললেন। অনৈতিক মূল্যবোধের থেকে দেখছি আপনার বোকামোটা আরো প্রকট।'

'অনেক হয়েছে।' কষ্ট করে তাঁর উত্তেজনা চেপে রেখে জোর গলায় শিব বললেন, 'মহামান্য দুজন, দয়া করে থামবেন?'

হঠাৎ বিস্ময়ে ও অবাক হয়ে শিবের দিকে দক্ষ তাকালেন।

তার মতের সমর্থন না করে বরং আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং নীলকণ্ঠ হিসেবে আরো প্রভাবশালী শিবকে দেখতে পেলেন। দক্ষের মন দমে গেল।

পরিবারের একজন সদস্য ভারতবর্ষের সম্রাট হবে আর সমস্ত নাগরিকদের ওপর সূর্য্যবংশী জীবনধারা প্রবর্তন করবে, তার বাবার এই যে স্বপ্ন ছিল, সেটা সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনাটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল। তার সৈন্যবাহিনীর উচ্চতর সামরিক কৌশল ও প্রযুক্তির কারণেই তিনি স্বদ্বীপবাসীদের যুদ্ধে হারাতে পেরেছেন, কিন্তু অধিকার করা দেশটাকে শাসন করার মতো প্রচুর সৈন্য তার নেই। নীলকণ্ঠের উপর স্বদ্বীপবাসীরা যেমন বিশ্বাস রাখে দেশ শাসন করতে হলে তারও তেমনই বিশ্বাস অর্জন করার দরকার। নীলকণ্ঠ যদি তার চিন্তা ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে না এগিয়ে চলেন তাহলে তার এই পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হবে।

'আপনি কেন বললেন যে ব্রঙ্গরা নাগদের মিত্র?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না প্রভু।' দিলীপ বললেন, 'কিন্তু গুজবটা কাশীর ব্যবসায়ীদের থেকে শুনেছি।' স্বদ্বীপে কাশীই একমাত্র রাজ্য যাদের সঙ্গে ব্রঙ্গরা ব্যবসায়িক যোগাযোগ রাখে। তাছাড়া অনেক উদ্বাস্তু ব্রঙ্গ থেকে কাশীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।'

'উদ্বাস্তু?' শিব জানতে চাইলেন। 'কিসের জন্য তারা পালিয়ে আসে? আপনি তো বলেছেন ব্রঙ্গ হল ধনী দেশ?'

'গুজব শোনা যায় যে সংক্রামক মহামারী ব্রঙ্গদেশে বারবার আঘাত করে থাকে। কিন্তু ঠিক নিশ্চিত নই। খুব কম লোকই জানতে পারে যে ব্রঙ্গদেশে ঠিক আসলে কি ঘটে। কিন্তু কাশীর রাজাই আরো ভালো ভাবে এর উত্তর জানেন। ওনাকে কি এখানে ডেকে আনাবো প্রভু?'

'না।' শিব বললেন। হয়তো এটাও বুনো হাঁসের পেছনে তাড়া করার মতো বৃথা একটা প্রচেষ্টা অথবা হয়তো সত্যিই নাগদের সঙ্গে ব্রঙ্গদের কোন একটা কিছু আছে, সেই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।

সতীর মনে একটা ভাবনা আসতেই তিনি দিলীপের দিকে ঘুরে হঠাৎই বলে উঠলেন। নাকে পটি বাঁধা থাকায় তাঁর স্বর নাকি নাকি হলো 'ক্ষমা করবেন মহামান্য ব্রঙ্গদেশটা ঠিক কোথায়?

'দেশটা পূর্বদিকে অনেক দূরে, সম্রাট কন্যা। যেখানে আমাদের পবিত্র ও মহান গঙ্গা নদী উত্তর-পূর্ব দিক হতে আসা ওদের পবিত্র নদ ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।'

কিছু একটা অনুভব করে শিব চমকে উঠলেন। সতীর দিকে ফিরে তাকালেন, মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সতীও উত্তরে হেসে তাকালেন।

ওগুলো রেখা নয়! ওগুলো নদী!

'নাগের থেকে যে মুদ্রাটা পাওয়া গিয়েছিল, বটুয়া থেকে শিব সেটা বার করে দিলীপকে দেখালেন, 'এটা কি ব্রঙ্গদেশের মুদ্রা মহামান্য?'

'হ্যাঁ প্রভু।' বিস্মিত দিলীপ উত্তর দিলেন। 'একপিঠে ইনি হলেন রাজা চন্দ্রকেতু আর ওনাদের দেশের নদীর মানচিত্র রয়েছে অন্যপিঠে। কিন্তু এই মুদ্রাগুলি দুষ্প্রাপ্য। ব্রঙ্গরা কখনো মুদ্রা দিয়ে কর দেয় না। কেবল সোনার বাট দেয়।'

শিব মুদ্রাটি কোথায় পেয়েছেন সেটা দিলীপ জানার জন্য বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ বাধা দিয়ে বললেন—

'কত তাড়াতাড়ি আমরা কাশীর দিকে যাত্রা করতে পারি?'

— ⚲ ◎ ⩌ ⍏ ⊛ —

'হুম্‌ম্, এটা বেশ ভালো।' বীরভদ্রের হাতে ছিলিমটা দিয়ে হেসে শিব বললেন।

'জানি।' মৃদু হাসলো বীরভদ্র। 'এখানকার গাঁজা মেলুহার চেয়ে অনেক ভালো, জীবনের সুক্ষ্ম জিনিষের গুণাগুণ কি করে উপলব্ধি করতে হয় চন্দ্রবংশীরা তা নিশ্চয় জানে।'

শিব মৃদু হাসলেন। তাঁর ওপর গাঁজার প্রভাব শুরু হয়েছিল। অযোধ্যার বাইরে একটা টিলার ওপর দুই বন্ধু বসেছিলেন। সান্ধ্য বাতাস উপভোগ করছিলেন। চারধারের দৃশ্য খুব সুন্দর।

টিলার ঘাসে ঢাকা সুন্দর ঢালু জমিটা নেমে গিয়ে সমতল ফাঁকা ফাঁকা একটা অরণ্যে মিশেছে। অরণ্যটা দূরে যেখানে শেষ হয়েছে তারপরই গভীর খাড়া খাদ নেমে গেছে। খাদের নিচে খাড়া পাহাড় ঘিরে বহু যুগ ধরে চলা বিক্ষুব্ধ সরয়ূ নদী গুরুগুরু শব্দে আবেগে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে। দিগন্তে ধীরে ধীরে অস্তগামী সূর্য্য এই সুন্দর শান্ত মুহূর্তটিকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে।

'আমার অনুমান যে শেষ পর্যন্ত মেলুহার সম্রাট আনন্দিত হয়েছেন।' শিবের হাতে গাঁজার কল্কেটা দিয়ে মৃদু হেসে বীরভদ্র বললো।

বড় একটা টান মারলেন শিব তার আগে বীরভদ্রর দিকে চোখ ঘোরালেন। জানতেন যে চন্দ্রবংশীদের প্রতি তাঁর বদলে যাওয়া ভাবভঙ্গী দেখে দক্ষ বিরক্ত। যেহেতু তিনি নিজে নাগদের খুঁজে বার করার জন্য কোনরকম মনের বিক্ষেপ চাননি। সেই হেতু দক্ষতার সঙ্গে, আপোষপূর্ণ চাল চেলেছেন যাতে করে দক্ষকে যুদ্ধ জয়ের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন আর দিলীপকেও সুখী করে দিয়েছেন।

শিব আদেশ জারি করেছিলেন যে এখন থেকে দক্ষকে ভারতের সম্রাট হিসেবে মানা হবে। কেবল মাত্র দেবগিরিতে সম্রাটের সভাতেই নয়

অযোধ্যাতেও প্রার্থনার শুরুতে দক্ষর নাম উচ্চারণ করতে হবে। একই সঙ্গে দিলীপকে দেশের চন্দ্রবংশী অংশে স্বদ্বীপের সম্রাট হিসেবে মান্য করা হবে। মেলুহাতে তিনি 'সম্রাট-ভ্রাতা' হিসাবে মান্য হবেন। দেবগিরি ও অযোধ্যা দুই জায়গাতেই সভা শুরুর প্রার্থনায় দক্ষর পরেই দিলীপের নাম উচ্চারিত হবে। দিলীপের রাজ্য অধীনতা সূচক হিসাবে সামান্য কর যা এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার সমান, তা মেলুহাকে দেবে। তাতে দক্ষ ঘোষণা করেছিলেন যে এই অর্থ অযোধ্যার রামজন্মভূমি মন্দিরে দান করা হবে। অতএব দক্ষের অন্তত একটি স্বপ্ন সফল হল: ভারতবর্ষের সম্রাট হওয়া। সাফল্য লাভে পরিতৃপ্ত দক্ষ মেলুহাতে ফিরে গেছিলেন। চিরবাস্তব ধর্মী দিলীপ সূর্য্যবংশীদের কাছে হেরে গিয়েও নিজের সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা বজায় থাকায় উৎফুল্ল।

'আমরা কি এক সপ্তাহের ভেতরে কাশী যাচ্ছি?' বীরভদ্র জানতে চাইল।

'হুঁ।'

'ভালো। এখানে বড়ো একঘেঁয়ে লাগছে।'

শিব মুচকি হেসে বীরভদ্রকে কল্কেটা দিলেন। 'ভগীরথ একটু অন্যরকম।'

'হ্যাঁ ঠিকই।' এক গাল ধোঁয়া টেনে বীরভদ্র বলল।

'ওর সম্পর্কে কি শুনেছিস?'

'জানো, ধর্মক্ষেতের যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে পেছন দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনাটা ছিল ভগীরথেরই।'

'পিছন দিক থেকে ওই আক্রমণটা। ওটা দারুণ পরিকল্পনা ছিল। প্রায় সফলও হয়ে যাচ্ছিল। দ্রাপাকুর বীরত্বের কারণে ওটা বিফল হয়েছিল।'

'আসলে ভগীরথের আদেশ যদি সকলে ঠিকঠাক মানতো তাহলে পরিকল্পনাটা নিশ্চয়ই সফল হতো।'

'তাই বুঝি!' ধোঁয়া টানতে টানতে শিব বললেন।

'আমি শুনেছি ভগীরথ চেয়েছিলেন যে রাতের অন্ধকারে তার সৈন্য নিয়ে অনেকটা ঘুর পথ ধরতে যা মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে। যদি তিনি তা করতেন তাহলে তাঁর সৈন্যের চলাচল আমরা ধরতেও পারতাম না।

আর দেরীতে জানার কারণে আমরা নির্ঘাৎ যুদ্ধটা হেরে বসতাম।'

'তাহলে ওদের কি ভুল হয়েছিল?'

'ভগীরথ যখন রাতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তখন যুদ্ধ পরিষদের কেউই আসতে চায়নি।'

'পবিত্র সরোবরের দিব্যি, এই জরুরী কারণেও তারা কেন আসতে চায়নি?'

'তারা ঘুমোচ্ছিল।'

'তুই ঠাট্টা করছিস!'

'না না করছি না।' মাথা নাড়িয়ে বীরভদ্র বললো। 'তার থেকেও অদ্ভুত, পরদিন সকালে তারা যখন একত্রিত হল। ভগীরথকে তখন তারা আদেশ করলো যে ধর্মক্ষেত এবং আমাদের সৈন্যদলের মাঝখানের উপত্যকা দিয়ে সৈন্যদল নিয়ে যেতে। যার ফলে ওদের কৌশল আমরা ধরে ফেললাম।'

'ওদের যুদ্ধ পরিষদ এমন একটা বোকার মতো সিদ্ধান্ত কেন নিল? হতভম্ব হয়ে শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'আসলে ভগীরথের প্রতি ওর বাবার বিশ্বাস নেই। আর সেই কারণে বেশির ভাগ স্বদ্বীপবাসী রাজারা ও সেনাপতিরা ওকে বিশ্বাস করে না।' তারা তখন ভেবেছিল যে সৈন্য নিয়ে অযোধ্যায় পালিয়ে গিয়ে ভগীরথ নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করবে।

'অদ্ভুত তো? দিলীপ কেন নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করেন না?'

'আসলে দিলীপ ভাবেন ভগীরথ তাঁকে খুব খারাপ আর বোকা সম্রাট হিসেবে দেখেন।'

'আমি নিশ্চিত যে ভগীরথ তেমন ভাবে না।'

'তা, আমি যা শুনেছি,' কল্কে থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বীরভদ্র হেসে বললো, 'ভগীরথ তার বাবার সম্বন্ধে আসলে *সেই রকমই* ভাবেন। তাঁর ধারণাটা খুব একটা ভুল নয় কি বলো?'

শিব হাসলেন।

'আর সবচেয়ে যেটা দুঃখের বিষয়।' বীরভদ্র বলে চললো।

'পুরো এই ব্যর্থতাটা ভগীরথের দোষেই হয়েছে বলে ভাবা হল।'

'বলা হলো, সে এক লক্ষ সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে বলেই যুদ্ধে হার মানতে হয়েছে।'

চারপাশে থাকা বোকাদের জন্য একজন বুদ্ধিমান মানুষের মতের অবমাননা দেখে শিবের খারাপ লাগল তাই মাথা নাড়লেন।

'আমার মনে হয় ওই হল যোগ্য লোক, যার ডানা ছেঁটে ফেলা হয়েছে।'

হঠাৎ একটা গলা ফাটানো চিৎকারে শান্ত পরিবেশটা ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেল। শিব আর বীরভদ্র দেখলেন যে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে আর অনেক পেছনে চিৎকার করতে করতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গী।

'বাঁচাও, সম্রাটপুত্র ভগীরথকে কেউ সাহায্য করো।'

ভগীরথ তার দৌড়তে থাকা ঘোড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন আর ঢালু জমি দিয়ে নেমে খাড়া ও গভীর খাদটার দিকে এগিয়ে চলেছেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। শিব লাফিয়ে তাঁর ঘোড়ায় উঠে বীরভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে বেগে ধাওয়া করতে শুরু করলেন। ওদের মধ্যে দূরত্বটা বেশি ছিল। কিন্তু জমিটা ঢালু হওয়ায় শিব ও বীরভদ্র তাড়াতাড়ি সেটা কমিয়ে ফেলতে পারলেন। ভগীরথের ঘোড়াকে ধরার জন্য অর্ধবৃত্তাকার পথে শিব ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। অল্প সময় পরেই তিনি ভগীরথের কাছাকাছি এসে পড়লেন। মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে পড়া অবস্থাতেও ভগীরথ শান্ত আছে ও মনসংযোগ ঠিক রেখেছে দেখে শিব তার প্রতি প্রভাবিত হলেন।

ঘোড়ার গতিবেগ কমানোর চেষ্টায় ভগীরথ লাগাম জোরে টেনে ধরেছে। কিন্তু তাতে ঘোড়া আরো ক্ষেপে যাচ্ছে। দৌড়ের বেগ আরোও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পাশেই বয়ে চলা ভয়ংকর সরযূ নদীর জোর গর্জনে ছাপিয়ে শিব চিৎকার করে বললেন, 'লাগামটা আলগা করো!'

'কি?' ভগীরথ চিৎকার করে উঠলেন। তার শিক্ষার ফলে তিনি জানতেন যে, যখন কোন ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন লাগাম আলগা করা হল সবচেয়ে বোকামো।

'আমায় বিশ্বাস করো! ওটা আলগা করে দাও!'

ভগীরথ পরে ঘটনাটা নিজের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে যে ভাগ্য তাকে নীলকণ্ঠর দিকে নিয়ে গেছিল। এই মুহূর্তে তার সহজাত প্রবৃত্তি জানালো যে নিজের শিক্ষা ভুলে যাও আর তীব্রবতি জংলীটার কথাই বিশ্বাস করো।

ভগীরথ তাই করলেন। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে ঘোড়াটা তখনই ছোটার গতি কমিয়ে দিল।

শিব পাশাপাশি খুব কাছে পৌঁছে গেছিলেন। এতো কাছে যে ঘোড়াটার কানে ফিসফিস করে কথা বলতে পারেন। তিনি অদ্ভুত একটা সুর গেয়ে উঠলেন। ঘোড়া আস্তে আস্তে শান্ত হতে থাকলো, বেগ কমিয়ে সচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকলো। খাদটা এখন ক্রমেই কাছে আসছে। খুব কাছে।

'শিব' সাবধান করে উঠলো বীরভদ্র। 'খাদটা আর মাত্র কয়েকশ গজ দূরে।'

শিব কথাটা শুনে ভগীরথের ঘোড়ার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে একই গতিতে চলতে থাকলেন। ভগীরথ তার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছিল, স্থির অবিচলিত ভাবে ঘোড়ায় বসেছিলেন আর শিব সমানে সুরটা গেয়ে চলছিলেন। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে শিব পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলছিলেন। খাদটার মাত্র কয়েক গজ দূরে এসে ভগীরথের ঘোড়া শেষ পর্যন্ত থামলো।

বীরভদ্র ঘোড়ায় চেপে এসে পড়ার মধ্যেই ভগীরথ আর শিব ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

'বাপরে!' খাদের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বীরভদ্র বললো, 'খুবই ধারে এসে পড়েছি।'

বীরভদ্রের দিকে তাকিয়ে তারপর ভগীরথের দিকে ঘুরে শিব বললেন, 'ঠিক আছো তো তুমি?'

ভগীরথ শিবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তারপর লজ্জায় চোখ নামিয়ে বললেন 'আমি দুঃখিত, আপনাকে এই ঝামেলার মধ্যে ফেলার জন্য।'

'না না এসব কোন ঝামেলা নয়।'

ভগীরথ তার ঘোড়ার দিকে ঘুরলেন, ওর মুখে জোরে মারলেন তাকে বিপদে ফেলার জন্য।

'দোষটা ঘোড়ার নয়।' শিব জোর গলায় বললেন।

ভগীরথ অবাক হয়ে শিবের দিকে তাকালেন। শিব ভগীরথের ঘোড়ার কাছে গেলেন, কোমলভাবে ঘোড়ার মুখে হাত বোলাতে লাগলেন এমন করে যেন ঘোড়াটা কোন নির্দোষ বাচ্চা যাকে বিনা দোষে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি সাবধানে লাগামটা খুলে ফেললেন, ইশারায় ভগীরথকে কাছে ডাকলেন আর দেখালেন যে ঘোড়াটার লাগামে একটা ধাতব কাঁটা ঢুকে আছে।

ভগীরথ মর্মাহত হল। ঘটনার কারণটা বোঝা গেল।

শিব কাঁটাটা বার করে ভগীরথের হাতে দিলেন। 'একজন কেউ তোমায় পছন্দ করছে না বন্ধু।'

এর মধ্যে ভগীরথের সঙ্গী তাদের কাছে এসে পড়লো। 'হে সম্রাটপুত্র! আপনি ঠিক আছেন তো?'

ভগীরথ সঙ্গীর দিকে ঘুরে তাকালেন, 'হ্যাঁ ঠিক আছি।'

শিব লোকটির দিকে ঘুরলেন। 'সম্রাট দিলীপকে গিয়ে বলো যে তার ছেলে একজন অসাধারণ ঘোড় সওয়ার। তাকে জানাও যে ভগীরথের বিপক্ষে একগাদা বাধা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কোন জানোয়ারের ওপর এত ভালো নিয়ন্ত্রণ করা নীলকণ্ঠ আগে কখনো দেখেনি। তাঁকে আরো জানাও যে নীলকণ্ঠ কাশী যাত্রায় সম্রাটপুত্র ভগীরথকে সসম্মানে সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।'

শিব জানতেন যে দিলীপের কাছে এটা শুধু অনুরোধ নয় বরং এক প্রকার আদেশ। জীবনহানির অজানা আকাঙ্ক্ষা থেকে ভগীরথকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার বোধহয় এটাই একমাত্র উপায়। লোকটা তখন হাঁটু গেড়ে বসে বললো 'যে আজ্ঞা হে প্রভু। ভগীরথ হতভম্ব হয়ে দাড়িয়েছিল।'

লোকে চিরকাল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তার ভাবনা চুরি করে বাহবা পেয়েছে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম করেছে কিন্তু এই রকম অভূতপূর্ব। তার সঙ্গীকে তখন সে বললো 'তুমি যেতে পারো।'

তখনি লোকটি ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

'এমন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এর আগে কেবলমাত্র একজনের কাছেই পেরেছি'। ছলছল করে ওঠা চোখে ভগীরথ বলল। 'আর সে হল আমার দিদি আনন্দময়ী। আর সেটা রক্তের টানে। আপনার এমন ব্যবহারের প্রতিদানে আমি কি করতে পারি, প্রভু।'

'আমায় প্রভু বলে না ডেকে বাধিত করো।' স্মিত হেসে শিব বললেন, 'আপনার এই আদেশ অমান্য করার অনুমতি দিন।'

হাত জোড় করে ভগীরথ বললো, 'আর যে কোন আদেশ আমি মেনে নেব। নিজের জীবন দিতে হলেও মেনে নেব।'

'এত নাটক কোর না। এত কষ্ট করে তোমায় বাঁচিয়ে তারপরে আত্মহত্যা করতে বলবো না।'

ভগীরথ হাল্কা হেসে বললেন 'আমার ঘোড়াকে কি গেয়ে শোনালেন প্রভু?'

'আমার সঙ্গে গাঁজা খেতে বসো তখন তোমায় শিখিয়ে দেবো।'

'আপনার পায়ের কাছে বসে শেখাটা আমার কাছে খুবই সম্মানের হবে প্রভু।'

'আমার পায়ের কাছে না বসে পাশে বসো। বন্ধু। তাহলে ভালো শুনতে পারবে।'

শিব তারপর ভগীরথের পিঠ চাপড়ে দিতে সে হেসে উঠল।

অধ্যায় ২

সরযূ বেয়ে যাত্রা

'সম্রাট কন্যা আনন্দময়ীকে বলুন।' আনন্দময়ীর প্রাসাদের প্রবেশ পথে মহিলা রক্ষী বাহিনীর অধিকারীকে পর্বতেশ্বর বললেন, 'যে, সেনাপতি পর্বতেশ্বর বাইরে অপেক্ষা করছে।' সামনে ঝুঁকে সম্মান জানিয়ে সেনা অধিকারী জানালো, 'প্রধান সেনাপতি, উনি আমায় বলে রেখেছেন যে উনি আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি ততক্ষণে দেখে আসছি উনি কি করছেন।'

সেনা অধিকারী আনন্দময়ীর ঘরে যেতেই পর্বতেশ্বর ঘুরে দাঁড়ালেন। শিব তাকে কাশী যাত্রার দায়িত্ব দিয়েছেন। শিব জানতেন যে যদি তিনি অযোধ্যার কোন শাসককে এই ব্যবস্থার ভার দিতেন তাহলে কি ভাবে যাওয়া হবে সেই বিষয়ে কথাবার্তা চালাতে চালাতেই তারা তিন বছর কাটিয়ে দিতো। পর্বতেশ্বর তাঁর বিশিষ্ট সূর্য্যবংশী দক্ষতায় সব ব্যবস্থা এক সপ্তাহের মধ্যে করে ফেলেছেন। সম্ভাব্য যাত্রা পথটা হল প্রথমে জলযান সরযূনদী বেয়ে পূবদিকে মগধ নগর পর্যন্ত যাওয়া। যেখানে নদীটা বিশাল গঙ্গার সাথে মিশেছে। সেখান থেকে গঙ্গা বেয়ে যেতে হবে পশ্চিমদিকে, যেতে হবে—*কাশী, যেখানে পরম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়।*

অযোধ্যার কিছু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ নীলকণ্ঠের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ চান তাই তাদের অর্থহীন অনুরোধের বন্যায় পর্বতেশ্বর ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছেন। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটা অনুরোধকে তিনি সম্মান জানানোর পরিকল্পনা করেছেন। যেমন একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভিজাত মানুষ চান যে দিনের তৃতীয় প্রহরের আশী পল[১] সময়ের পরে তার জলযান যেন ছাড়ে।

[১] আশী পল = বত্রিশ মিনিট/২.৫ পল = ১ মিনিট

অন্যগুলো সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিলেন। যেমন একজন অভিজাত লোকের অনুরোধ ছিল যে তার জলযান কেবল মহিলা দ্বারাই ভর্তি থাকবে। আনন্দময়ীও কিছু বিশেষ বন্দোবস্ত করতে চাইবেন সে ব্যাপারে সেনাপতি একরকম নিশ্চিত ছিলেন।

যেমন তার রূপ-স্নানের জন্য জাহাজ ভর্তি দুধ নিয়ে যাবে।

অধিকারি একটু পরেই ফিরে এল 'আপনি ভেতরে যেতে পারেন সেনাপতি'।

পর্বতেশ্বর গট্‌গট্ করে ভেতরে ঢুকলেন, মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করলেন যেমন ভাবে রাজকীয় ব্যক্তিদের করেন এবং জোরে বললেন—

'আপনার কি দরকার বলুন সম্রাট কন্যা?'

'আপনাকে অত লজ্জা পেতে হবে না সেনাপতি। চোখ তুলে তাকাতে পারেন।'

পর্বতেশ্বর তাকালেন। একটা বড়ো জানালার পাশে আনন্দময়ী উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন, জানালার বাইরে দেখা যাচ্ছে সম্রাটের বাগান। মালিশ করার মহিলা কানিনি আনন্দময়ীর সুন্দর কমনীয় শরীরে তার হাতের ভেলকি দেখাচ্ছে। একটা ছোট কাপড় আনন্দময়ীর শরীরে আলগা ভাবে ফেলা যাতে পিঠের তলা থেকে উরুর ওপরটা কেবল ঢাকা। বাকিটা পর্বতেশ্বরের চোখের পক্ষে উপভোগ করার জন্য খোলা রয়েছে।

'সুন্দর দৃশ্য, তাই না?' আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

পর্বতেশ্বর লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। মাথা ঝুঁকে পড়লো, চোখ অন্যদিকে ঘুরে গেল।

আনন্দময়ীর কাছে পর্বতেশ্বরের আবির্ভাবটা মনে হল যেন এক বিরল পুরুষ কেউটে সাপের মতো যে মিলনের শুরুতে মিলন নৃত্যের জন্য ফনা নামিয়ে আসে আবার তার সঙ্গিনীর আধিপত্য মেনেও নেয়।

'আমি দুঃখিত সম্রাট কন্যা, খুবই দুঃখিত। আপনাকে অপমান করতে চাইনি।'

'রাজকীয় বাগান দেখার জন্য আপনি কেন ক্ষমা চাইছেন সেনাপতি! দেখতেই পারেন।'

চিরকুমার পর্বতেশ্বর শান্ত হলেন। আনন্দময়ী যে তাকে ভুল বুঝেছে তা তার মনে হল না।

মাটির দিকে চোখ রেখে ফিস ফিস করে বললেন, 'আপনার জন্য কি করতে পারি সম্রাটকন্যা?'

'একটা খুবই সহজ কাজ। সরযূ বেয়ে যেতে গেলে দক্ষিণে একটু দূরে একটি স্থান আছে। গুরু বিশ্বামিত্র আর ভাই লক্ষণের সঙ্গে যেতে যেতে সেখানে প্রভু রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করার জন্য থেমেছিলেন। এটা সেই স্থান যেখানে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রভু রামকে বল-অতিবল বিদ্যা শিখিয়ে ছিলেন যে বিদ্যার দ্বারা অনন্তকাল সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায় আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি ওইখানে একটু থামতে চাই আর প্রভু রামের পুজো করতে চাই।'

প্রভু রামের প্রতি আনন্দময়ীর ভক্তি দেখে পর্বতেশ্বরের ভালো লাগল। তিনি হেসে বললেন 'অবশ্যই, আমরা সেখানে থামবো সম্রাট কন্যা। আমি ব্যবস্থা করে ফেলব। আপনি আর বিশেষ কিছু চান?'

'তেমন কিছু নয়। প্রভুর পূজা-প্রার্থনা করার জন্যই কেবল প্রয়োজন নিষ্পাপ হৃদয়ের।'

এই কথায় মনে ছাপ পড়ায় পর্বতেশ্বর অল্প সময়ের জন্য চোখ তুলে তাকালেন। কিন্তু আনন্দময়ীর চোখ দেখে মনে হল যেন তাকে বিদ্রূপ করছেন। একটু রেগে গরগর করে বললেন 'আর কিছু চাই সম্রাটকন্যা?'

আনন্দময়ী বিরক্তিতে মুখ বেঁকালেন। কারণ তিনি যেমন প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন তা পেলেন না। 'আর কিছু লাগবে না, সেনাপতি।'

পর্বতেশ্বর তাড়াতাড়ি অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পর্বতেশ্বরের বেরনোটা লক্ষ করে আনন্দময়ী কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন।

— ⅄ⵔ⋃↑⊛ —

'সবাই এখানে আসুন।' পণ্ডিত বললেন 'আমরা এখন পুজো শুরু করবো'।

শিবের সঙ্গীরা বল-অতিবল কুণ্ডে পৌঁছেছিলেন, যেখানে গুরু বিশ্বামিত্র প্রভু রামকে সেই বিখ্যাত বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। অযোধ্যায় অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ কাশী যাত্রার দলে ঢুকে পড়েছিলো বলে নীলকণ্ঠ বিরক্ত হয়েছিলেন। যেটা হওয়ার কথা ছিল দ্রুতগামী পাঁচটা জলযানের সারি। তা হয়ে দাঁড়ালো পঞ্চাশটা ধীরগতি জলযানের এক বিশাল বহর।

চন্দ্রবংশী অভিজাত সম্প্রদায়ের পেঁচালো যুক্তি পর্বতেশ্বরের মতো সাদাসিধে লোক কাটাতে পারেননি। লোকজন কমানোর জন্য ভগীরথ তখন এক দারুণ উপায় বার করায় শিব খুবই আনন্দ পেলেন। ভগীরথ ছলনা করে একজনকে পরামর্শ দিলেন যে তাড়াতাড়ি কাশীতে গিয়ে অর্ভ্যথনা পরিষদ গঠন করতে যাতে তাদের প্রতি প্রভু সদয় হন। সেই লোকটি তাড়াতাড়ি কাশী যাত্রা করলো। তাকে চলে যেতে দেখে কে আগে কাশী গিয়ে নীলকণ্ঠকে অভ্যর্থনা করতে পারবে সেইজন্য অনেকেই জলযান নিয়ে পাগলের মতো আগের লোকটির পিছু পিছু কাশীতে ছুটলো। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জলযানের সংখ্যা কমে গেল যেমনটি শিব চাইছিলেন।

নদী তীর থেকে দেড়শো হাত দূরে পুজোর বেদী বানানো হয়েছিল। প্রবাদ ছিল যে ভক্তিপূর্ণ ভাবে এই পুজো করলে কেউ কোনদিন রোগে আক্রান্ত হবে না। পুরোহিতের কাছে গোল হয়ে বসেছিলেন শিব, সতী, পর্বতেশ্বর, আয়ুর্বতী, ভগীরথ ও আনন্দময়ী। নন্দী, বীরভদ্র, দ্রাপাকু, কৃত্তিকা এবং সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশী সৈন্যদল একটু দূরে বসেছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত তন্ময় হয়ে সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে চলেছিলেন, গুরুর থেকে যেমনটি শিখেছিলেন ঠিক তেমনই সুর ও ছন্দে।

সতীর অস্বস্তী হচ্ছিল। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল যেন কেউ তাঁর দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে মনে হল যে তীব্র

এক ঘৃণার দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ছে। তারই সঙ্গে রয়েছে বাঁধনহীন ভালবাসার টান ও গভীর দুঃখের অনুভূতি। বিভ্রান্ত হয়ে চোখ খুললেন, বাঁদিকে ঘুরে দেখতে পেলেন প্রত্যেকেরই চোখ বন্ধ করা, পুজোর নিয়মানুসারে। তারপর ডানদিকে ঘুরে তাকিয়ে চমকে উঠলেন যখন দেখলেন শিব তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। খোলা চোখে প্রেমের বন্যা, মুখে মৃদু হাসি।

সতী চোখ পাকিয়ে শিবকে ইশারা করলেন প্রার্থনায় মন দিতে। কিন্তু তার বদলে শিব চুমু ছুড়ে দিলেন। থতমত খেয়ে সতী আরো ভুরু কোঁচকালেন। এই নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ দেখে সূর্য্যবংশী ধারায় শিক্ষিত সতী বিরক্ত হলেন। শিব তাই দেখে দুষ্টু বাচ্চার মতো ঠোঁট ফোলালেন, আবার হোমের আগুনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। সতীও চোখ বন্ধ করলেন এবং এমন শ্রদ্ধেয় স্বামী পাওয়ার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হয়েছেন ভেবে নিজের মনে মৃদু হাসলেন কিন্তু এরপরও মনে হল যেন কেউ তাকে লক্ষ করে চলেছে।

— ⅄⓪Ｕ↑⊛ —

শিবের নৌবহরের শেষ জলযান সরযূর বাঁক ঘুরে চলে গেল। শত্রুরা চোখের আড়াল হতেই সেই নাগ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত যেখানে এতক্ষণ পুজো করছিল, সেই জায়গায় সে হন্তদন্ত হয়ে এল। তার পেছনে অনুসরণ করে এল নাগদের রানী এবং একশোজন সশস্ত্র সৈন্য। তারা নাগকে একা থাকতে দেবার জন্য একটু দূরেই থেমে গেল।

নাগ রানীর প্রধানমন্ত্রী কর্কোতক আকাশের দিকে তাকালো সময় জানার জন্য। তারপর সে দূরে নাগের দিকে একটু চিন্তিত হয়ে তাকালো। বুঝতে চেষ্টা করলো 'মানব প্রভু'র (ওই নাগকে যেমন করে তার নিজের দেশে সম্বোধন করা হয়) এই বিশেষ পুজোর প্রতি কেন এত কৌতূহল। প্রভুর তো এর চেয়েও অনেক বেশি শক্তি ও জ্ঞান আছে। অনেকে নাগ রানীর চেয়েও তাকে বেশি ক্ষমতাবান ও জ্ঞানী বলে মনে করে।

'রানীমা', কর্কোতক রানীকে বললো 'আপনার কি মনে হয় মানব প্রভুকে বোঝানো উচিত যে এখন আমাদের দেশে ফেরাটা আবশ্যক?'

'আমার যখন পরামর্শ নেওয়ার দরকার হবে, কর্কোতক' চাপা স্বরে রানী বকে দিলেন, 'আমি তা চেয়ে নেবো।'

রানীর রাগের জন্য সবসময়ে আতঙ্কিত থাকা কর্কোতক সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

কর্কোতকের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রানী ওই নাগের দিকে ঘুরলেন। তাকে মানতেই হল যে প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলছে। তাদের এখন নিজেদের রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আর একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না। নাগদের রাজ্য সভায় অধিবেশন বসার সময় হয়ে এল। ব্রঙ্গদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করার বিষয়টা এই অধিবেশনে আবার তোলা হবে। চিকিৎসার সাহায্য করার খরচ খুব বেশি বলে অনেক নাগ বিশেষ করে যারা শান্তিপ্রিয়, যারা তাদের সমাজ বহিষ্কৃত জীবনকে নিজেদের কর্মফল বলে মেনে নিয়েছে, তারা ব্রঙ্গদের সঙ্গে হওয়া চুক্তির বিরোধিতা করছে। আবার এই চুক্তি ছাড়া তাঁর প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল ব্রঙ্গদের বিপদের সময় তিনি কখনোই তাদের পরিত্যাগ করতে পারবেন না কেননা তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ।

আর অন্যদিকে তাঁর মানবপ্রভু বোনপোকেও ফেলতে পারেন না। সে সমস্যার মধ্যে রয়েছে। ওই ইতর মহিলার উপস্থিতি ওর সাধারণ শান্ত স্বভাবকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ও অকারণ ঝুঁকি নিচ্ছে, যেমন রামজন্মভূমি মন্দিরে শিব ও সতীর ওপর বোকার মতো আক্রমণ। ও যদি সতীকে মারতেই না চায় তবে কেন নিজেকে বিপদের সামনে ঠেলে দিচ্ছে? ওকে যদি মেরে ফেলা হতো তাহলে কি হতো? অথবা আরও খারাপ, জীবন্ত ধরা পড়তো? ও পরে যদিও যুক্তি দেখিয়েছিলো যে নগরের মধ্যে সতীকে ধরা অসম্ভব বলে অযোধ্যা নগরের বাইরে সে ওই চেষ্টা চালিয়েছিল। আর যাই হোক সতীকে সে তো নিজের জায়গা থেকে টেনে বার করে এনে কাশীযাত্রায় যুক্ত করতে পেরেছে।

কিন্তু ওকে সঙ্গ দিচ্ছে ওর স্বামী আর পুরো একটা সৈন্যবাহিনী। ওকে হরণ করা অসম্ভব।

রানী দেখলেন তার বোনপো একটু নড়লো। কর্কোতক আর সৈন্যদের হাতের ঈশারায় থামতে বলে তিনি একটু এগোলেন। কোমরবন্ধতে লাগানো নতুন খাপ থেকে নাগ একটা ছুরি বার করল। এটা সেই ছুরি যেটা রামজন্মভূমি মন্দিরে সতী তাকে ছুড়ে মেরেছিলেন। সে ছুরিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বুড়ো আঙুলের ওপর দিয়ে ছুরিটা টানলো। ধারালো ফলায় আঙুল একটু কেটে গেল। রাগের চোটে সে মাথা ঝাঁকালো। তারপর বালির ওপর ছুরিটা জোরে গেঁথে দিয়ে রানীর দিকে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। আসতে গিয়ে সে হঠাৎ থেমে গেল। অদ্ভুতভাবে সে দ্বিধাগ্রস্থ।

রানী ফিসফিস করে এমনভাবে বললেন তাঁর বোনপোর কানে যাতে না যায়, ওটাকে ছেড়ে দাও আমার বাছা। ওটায় এত গুরুত্ব দিও না, যেতে দাও।

নাগ তার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এই অস্থিরতা তার মনের ওপর ভীষণ চাপ ফেলছিল। তাদের প্রভুকে এমন দূর্বল অবস্থায় দেখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা খুবই আশ্চর্য হল। রানীকে হতাশ করে নাগ ঘুরে দাঁড়ালো তারপর এগিয়ে গেল যেখানে ছুরিটা সে পুঁতে রেখেছে। সাবধানে সেটা বার করে তুলে নিল, তারপর শ্রদ্ধার সঙ্গে কপালে ঠেকিয়ে খাপে ঢুকিয়ে রাখলো।

রানী নিদারুণ বিরক্তিতে ফোঁস করে পেছনে ঘুরলেন, কর্কোতককে কাছে আসতে ইশারা করলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর আর অন্য কোন উপায় নেই। বোনপোকে দেহরক্ষী সহ এখানে রেখে, তাকে রাজধানী পঞ্চবটির উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে।

— ⅄ⓄƱ卞⊗ —

'জলযানের জন্য কর দিতে হবে? কি যা তা বলছেন?' গরগর করে উঠল অযোধ্যার প্রধানমন্ত্রী শ্যামন্তক্। 'এটা হল স্বদ্বীপের সম্রাটের জলযান। এই জলযান অতি বিশিষ্ট একজনকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজনকে। শ্যামন্তক্ ছিল মগধের বন্দর মন্ত্রী অন্ধকের পথ প্রদর্শনকারী নৌকোয়। কড়া ভাবে মেনে চলা আইনকানুনের ছাড়া অন্ধক আর অন্য কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাতো না, চন্দ্রবংশীদের মতো

সে একেবারেই নয়। নীলকণ্ঠকে বহনকারী বিশাল জলযানটার দিকে শ্যামন্তক ঘাবড়ে গিয়ে তাকাচ্ছিল। পর্বতেশ্বর আর ভগীরথের সঙ্গে শিব জলযানের একদম সামনের দিকে গলুইতে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্যামন্তক সচেতন ছিল যে শিব মগধে থামতে চেয়েছেন। নগরের প্রান্তে নরসিংহ মন্দির দর্শন করার বাসনা জানিয়েছেন। শ্যামন্তক নীলকণ্ঠকে নিরাশ করতে চায়নি। যদি সে জলযানের জন্য কর দেয় তবে সেটা একটা বাজে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে।

নিজের সাম্রাজ্যে সম্রাটের জলযান কেন কর দেবে? দেশজুড়ে বন্দর যুক্ত সাম্রাজ্যে প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি হবে।

খুব বুদ্ধি খাটিয়ে সূক্ষ্মভাবে অন্ধকের সঙ্গে বিষয়টার মিমাংসা করা দরকার।

'জলযানটা কার, সেটা আমি গ্রাহ্য করি না' অন্ধক বললো 'আর প্রভু রামচন্দ্র স্বয়ং যদি ওই জলযানে থাকেন তাও নয়। আইন হল আইন। যে কোন জলযান মগধের বন্দরে এলেই কর দিতে হবে। এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রার মতো সামান্য অর্থমূল্য দেওয়ার জন্য সম্রাট দিলীপ এতো উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন।'

'সমস্যাটা অর্থের জন্য নয়। এটা নীতিগত সমস্যা।' শ্যামন্তক তর্ক জুড়ে দিলো।

'একেবারে যথাযথ বলেছেন! এটাই তো সঠিক নীতি। করের অর্থটা তাহলে মিটিয়ে দিন।'

শিব অধৈর্য্যে হয়ে উঠছিলেন 'ওরা এতক্ষণ ধরে কি এত ছাইপাঁশ বকবক করছে?'

'হে প্রভু' ভগীরথ বললেন 'অন্ধক হলো বন্দর মন্ত্রী। বন্দরে জলযান লাগানোর কর দেওয়ার জন্য নিশ্চয় জোরাজুরি করছে। আমার পিতার কোন জলযানের জন্য শ্যামন্তক কোনরকম কর দিতে চাইবে না। যেটা আমার পিতার মেকি অহমিকায় আঘাত করবে। অন্ধক মাথা মোটা লোক।'

'যে সঠিকভাবে আইন মেনে চলছে তাকে মোটা বুদ্ধির লোক বলছেন কেন?' বিরক্ত হয়ে পর্বতেশ্বর বললেন। 'বরং ওকে সম্মান জানানো উচিত।'

'কখনো কখনো বিশেষ পরিস্থিতি বিচার করে দেখা দরকার প্রধান সেনাপতি।'

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, আমি মনে করি, যে কোন রকম পরিস্থিতিতেই আইনকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।'

সূর্য্যবংশী আর চন্দ্রবংশী জীবনধারার মধ্যে কোন রকম তর্কবিতর্ক শিব আর প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন না, 'মগধের রাজা কেমন ধরনের শাসক?'

'রাজা *মহেন্দ্র?*' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

নামের মানে *বিশ্বজয়ী* তাই না?'

'হ্যাঁ, এর মানে তাই, প্রভু। কিন্তু তিনি নিজের নামের প্রতি সুবিচার করেন নি। মগধ এক সময় ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল, একটা সময় ছিল যখন এটা স্বদ্বীপের অধিরাজ্য ছিল এবং এখানকার রাজাদের সকলে সম্মান করতো, মান্য করতো। কিন্তু সকল মহান রাজাদের যা হয়ে থাকে তাদের অযোগ্য বংশধরেরা নিজেদের রাজ্যের শক্তি ও সম্পদ অপব্যয় করে নষ্ট করে দিল। মগধের পুরোনো গৌরব অনুযায়ী তারা তাদের জীবন মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়।

'আচ্ছা। কেন?'

'হ্যাঁ, অযোধ্যা তিনশ বছরেরও আগে ওদের পরাজিত করে স্বদ্বীপের অধিরাজ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিরাট এক অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছিল, সে এক সময় ছিল যখন অযোধ্যা এখনকার কাঠের পুতুলের মতো ব্যক্তিত্বহীন সম্রাটের দ্বারা শাসিত হতো না। তার ফলে বুঝতেই পারছেন, যে তাদের প্রতিপত্তি আর করের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ায় মগধ মোটেই আনন্দিত হয়নি।'

'বুঝতে পারছি, কিন্তু তিনশ বছর ধরে রাগ পুষে রাখবে?'

ভগীরথ হালকা হাসলেন। 'ক্ষত্রিয়রা পুষে রাখে প্রভু। আর তারা এখনো সেই পরাজয়ের যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। মগধ আক্ষরিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করতে পেরেছিল দুটি নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিতির জন্য। সরযূ আর গঙ্গার

বিভিন্ন বন্দর থেকে আসা ব্যবসায়ীদের কাছে এটা সবচেয়ে সুবিধাজনক বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অশ্বমেধের যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় এই সুবিধে বন্ধ হয়ে যায়। বন্দরে জলযান লাগানো ও বাণিজ্য করার ওপর একটা কর ধার্য্য করা হয়। আর তখন থেকে মানে একশ বছর আগে এই শত্রুতায় আবার নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।'

'আর এটা কি ভাবে ঘটেছিল।'

'গঙ্গার উজানে পশ্চিমদিকে প্রয়াগ বলে একটা রাজ্য আছে। মগধের সঙ্গে এদের চিরকালীন মিত্রতা রয়েছে। সত্যি কথায় শাসকদলের মধ্যে আত্মীয়তা রয়েছে।'

'আর . . .'

'আর যখন যমুনা মেলুহার দিক থেকে তার গতিপথ পাল্টে স্বদ্বীপের দিকে বইতে শুরু করলো, সে প্রয়াগের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হলো।' ভগীরথ বললো।

এই ঘটনার ফলে প্রয়াগ কি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে দাঁড়ালো?' শিব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ প্রভু, মগধের মতোই এই স্থানও নদী বাণিজ্যের বড়ো ঘাঁটি হয়ে উঠলো। এবং মগধের মতো এখানে কোন রকম জলপথে বহন কর ও বাণিজ্য কর দিতে হতো না। কোন ব্যবসায়ী বা অন্য রাজ্যের মানুষ যমুনার পাড়ের এই মুক্তাঞ্চলে বাণিজ্য করতে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইলে প্রয়াগকে কর দিতে হতো। ফলে প্রয়াগের প্রতিপত্তি ও শক্তি ফুলে ফেঁপে উঠলো। গুজব উঠেছিলো যে মগধ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যায় সার্বভৌমত্বর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলো। তাতে প্রয়াগ তাদের সমর্থন করার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু আমার ঠাকুর্দার বাবা যখন সূর্য্যবংশীদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যান এবং যমুনার ওপর একটা বাঁধ তৈরি করা হয় নদীর প্রবাহ মেলুহার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য, তারপর থেকে প্রয়াগের গুরুত্ব আবার কমতে থাকে। তারপর থেকে তারা অযোধ্যাকে চিরকাল দোষারোপ করে এসেছে। ওরা আসলে বিশ্বাস করে যে ওদের বিধ্বস্ত করে দেওয়ার জন্য আমরা ইচ্ছে করেই যুদ্ধে হেরেছিলাম।'

'তাই বুঝি।'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে ভগীরথ বললেন। 'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ঠাকুর্দার বাবার ভুল যুদ্ধনীতির জন্যই আমরা যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলাম।'

'তাহলে তোমরা চিরকাল একে অপরকে ঘৃণা করে এসেছো?'

'চিরকাল নয় প্রভু।' একটা সময় ছিল যখন অযোধ্যা ও মগধ বিশেষ মিত্র ছিল।'

'তাহলে তুমি কি এখানে সাদরে অভ্যর্থিত হবে?'

ভগীরথ হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'সবাই জানে যে আমি আসলে অযোধ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করি না। এটা এমন জায়গা যেখানে আমি সন্দেহভাজন হবো না। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র ভীষণ সন্দেহপ্রবন বলে পরিচিত। আমাদের ওপর সবসময় লক্ষ রাখার জন্য গুপ্তচরের আশা করতে পারি। প্রত্যেক বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গেই তিনি সেটা করে থাকেন। এর পরেও বলা যেতে পারে যে তাদের গুপ্তচর বাহিনী বিশেষ দক্ষ নয়। এই বিষয়ে কোন রকম গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আমার নীল গলা কি এখানে দ্বার খোলাতে পারবে?'

ভগীরথ লজ্জা পেলেন 'আমার পিতা যেগুলো বিশ্বাস করেন এই রাজা তার কোনটাই বিশ্বাস করতে চান না। অযোধ্যা সম্রাট যেহেতু নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন, মগধরাজ সেটা করবেন না।'

শ্যামন্তক্ জলযানের মই বেয়ে উঠে আসায় কথাবার্তায় বাধা পড়লো। সে নীলকণ্ঠর কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললো 'হে প্রভু, একটা চুক্তি করা গেছে। আমরা বন্দরে জলযানকে ভেড়াতে পারবো, কিন্তু আমাদের অন্তত দশদিন এখানে থাকতেই হবে।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

'আমি জলযানটা মগধের অতিথি প্রাসাদের অধিপতির অধিকারে রেখেছি। আমরা তার অতিথি প্রাসাদে দশদিন থাকবো।

আমাদের প্রাসাদের থাকার ভাড়ার অর্থ থেকে সে অন্ধক্‌কে বন্দরে জলযান

লাগানোর কর দিয়ে দেবে। আমরা যখন চলে যেতে চাইবো তখন জলযান আবার সম্রাট দিলীপের অধিকারে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। দশদিন থাকতে হবে প্রাসাদের অধিকারী যাতে নিজের লাভের এবং বন্দরের কর দেওয়ার মতো অর্থ আয় করতে পারে।' শিব শ্যামন্তকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না যে এইরকম অদ্ভুত প্যাঁচানো ভাবে আপোষে মিমাংসা করার জন্য হাসবেন, না সম্রাট দিলীপের সম্মান রক্ষা রেখে শিবের মগধে যাওয়ার লক্ষ পূর্ণ করার মতো অসাধারণ কাজ করার জন্য শ্যামন্তককে বাহবা দেবেন। বন্দর কর কৌশলে দেওয়া হবে ঠিকই কিন্তু আসলে সেটা সম্রাট দিলীপকে দিতে হবে না।

— ⚹ —

নাগ আর তার সৈন্যরা শিব, সতী ও তাঁদের সঙ্গীদের বহন করে নিয়ে যাওয়া নৌবহরকে চুপিসাড়ে অনুসরণ করে চলেছিল। নাগরানী, প্রধানমন্ত্রী কর্কোতক এবং তাদের দেহরক্ষীরা নাগদের রাজধানী পঞ্চবটীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। নাগের সঙ্গের সৈন্যদলটি ছোট হওয়াতে খুবই তাড়াতাড়ি যেতে পারছিল ফলে শিবের দ্রুতগামী নৌবহরের কাছাকাছি থাকতে পারছিল।

তারা ইচ্ছে করেই নদীতীর ধরে যাচ্ছিল না। এমন ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল যাতে নৌবহর থেকে দেখতে পাওয়া না যায় কিন্তু নৌবহরকে অনুসরণও করা যায়। মগধ নগরী এড়িয়ে যাওয়ায় পরে ওদের উদ্দেশ্য ছিল আবার নদীর তীর ধরে যাওয়া। 'আর একটু যেতে হবে, প্রভু,' বিশ্বদ্যুম্ন জানালো, 'তারপর আবার আমরা নদীর কাছাকাছি যেতে পারবো।'

নাগ মাথা নেড়ে সায় দিল। হঠাৎ ভীষণ আর্তচিৎকারে জঙ্গলের শান্ত পরিবেশ ভেঙে খানখান হয়ে গেল। 'না . . .'

সঙ্গে সঙ্গে নাগ হাঁটুগেড়ে বসে পড়লো, বিশ্বদ্যুম্নকে হাতের ইশারা করলো। পুরো সৈন্যদল নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি বসে পড়লো। বিপদ কেটে যাওয়ায় অপেক্ষায়।

কিন্তু ঝামেলা সবে শুরু হল।

এক মহিলা আর্তনাদ করে উঠল, 'না! দয়া করো! ওকে ছেড়ে দাও।'

বিশ্বদ্যুম্ন ঈশারায় তার সৈন্যদের নিচু হয়ে থাকতে বললো।

অনেক ভেবে সে দেখলো, যে একটাই কাজ এখন করা যেতে পারে। পিছিয়ে এসে এই স্থানের থেকে দূরে গিয়ে বড়ো করে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুর পথে নদীর দিকে চলে যাওয়া। এই বিষয়ে বলার জন্য সে তার প্রভুর দিকে ঘুরলো। কিন্তু নাগের দৃষ্টি তখন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যতে আঠার মতো আটকে ছিল।

একটু দূরে কিছুটা গাছ ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে মাটিতে পড়ে আছে এক আদিবাসী মহিলা, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে একটি ছয় কি সাত বছরের ছেলেকে। দুজন সশস্ত্র লোক, সম্ভবত মগধের সৈন্য, বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে চাইছে। মহিলাটি তার দুর্বল চেহারা সত্ত্বেও অবাক করার মতো জোর দেখিয়ে মরিয়া হয়ে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

'দুরছাই।' চিৎকার করে উঠল মগধী সৈন্যদের দলপতি।

'মেয়েছেলেটাকে ঠেলে ফেলে দাও হাঁদার দল।'

গঙ্গা আর নর্মদার মাঝের জঙ্গল ও পতিত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে উপজাতি লোকেরা। বিশাল নদীগুলির আশেপাশের নগরে বাস করা সভ্য নগরবাসীর চোখে এরা হল পিছিয়ে পড়া প্রাণী, কারণ তারা প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে থাকে। বেশির ভাগ রাজ্যই এদের অবহেলা করে, আবার কোন কোন রাজ্য তাদের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বেশি কৃষি জমির প্রয়োজনে এদের জমি জোর করে দখল করে নেয়। আর কিছু কিছু নিষ্ঠুরেরা কৃতদাস করার জন্য এই অসহায় মানুষদের ধরে নিয়ে যায়।

মগধী দলপতি মহিলাকে জোরে লাথি মারলো।

'তুই আরেকটা ছেলে পেয়ে যাবি! কিন্তু এই ছেলেটাকে আমার চাই! ও আমার ষাঁড়কে জিতিয়ে দেবে। অবশেষে তিন বছর ধরে বাবার এক নাগাড়ে জেতার গর্ব আমি খর্ব করে দিতে পারবো।'

নাগ ওই মগধি লোকটার দিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। বিশাল বাজি ধরা, রাজাদের আগ্রহ এবং কৌতূহলের জন্য চন্দ্রবংশী অংশে

ষাঁড়ের দৌড় প্রতিযোগিতা এক বিরাট পাগলামি।

প্রতিযোগিতার মাঠে চিৎকার করে পশুগুলোকে উত্তেজিত করে দৌড় করানোর জন্য সওয়ারদের প্রয়োজন হয়। একই সঙ্গে সওয়ারের ওজন যদি বেশি হয় তাহলে পশুদের গতি কমে যাবে। তাই জন্য ছয় থেকে আট বছরের ছেলেদেরই সঠিক বলে বেছে নেওয়া হয়। তারা ভয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠে আর তাদের ওজনও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ছেলেগুলোকে পশুদের পিঠে বেঁধে দেওয়া হয়। ষাঁড় যদি দৌড়তে গিয়ে পড়ে যায়, তাহলে বাচ্চা সওয়ার মারাত্মক ভাবে আহত হয় অথবা মারা পড়ে। সেই কারণে আদিবাসী ছেলেদের ধরে এনে সওয়ার করা হয়। তারা যদি মরে যায় তাতে সভ্য মানুষদের কিছু যায় আসে না।

মগধি দলপতি তার একজন সৈন্যকে ইশারা করতে সে তলোয়ার বার করলো। তারপর ওই মহিলার দিকে চেয়ে বললো 'ভালো কথা বলছি, তোমার ছেলেকে দিয়ে দাও, না হলে আঘাত করতে বাধ্য হবো।'

'না।'

সৈনিক বাচ্চার মার ডান হাতে তলোয়ারের এক কোপ বসালো। রক্ত ফিনকি দিয়ে বাচ্চাটার সাড়া মুখে ছিটিয়ে পড়লো, সে ভয়ানক চিৎকার শুরু করলো। মহিলার দিকে চেয়ে নাগ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। তার রক্তাক্ত ডান হাত কেটে ঝুলছে কিন্তু যে তখনো বাঁহাত দিয়ে তার ছেলেকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

বিশ্বদ্যুম্ন হতাশায় মাথা নাড়লো, সে জানতো যে এই মহিলাকে মেরে ফেলা আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র। সে তার সৈন্যদের দিকে ঘুরে হাতের ইশারা করলো গুঁড়ি মেরে পিছিয়ে যেতে। প্রভুর দিকে ঘুরলো। কিন্তু প্রভু সেখানে নেই তিনি খুব তাড়াতাড়ি সামনে আদিবাসী মায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বিশ্বদ্যুম্ন আতঙ্কিত হয়ে মাথা নিচু করে প্রভুর দিকে দৌড়ল।

'ওকে মেরে ফেল!' মগধি দলপতি আদেশ দিল। মগধি সৈনিক তলোয়ার তুলে আঘাত করতে যাবে, হঠাৎ নাগ গাছের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো, হাতে উঁচু করে ধরা ছুরি। সৈনিকটা কি হল বোঝার আগেই নাগের

ছুরে দেওয়া ছুরিটা তার হাতে আঘাত করলো আর কোন অনিষ্ট না করেই তলোয়ারটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

মগধি সৈনিকটা আহত হয়ে চিৎকার করে উঠতেই নাগ আরো দুটো ছুরি বার করলো, কিন্তু পিছনের মগধি সৈন্যদের সে দেখতে পেল না। একজন সৈনিক ধনুক দিয়ে তীর ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, সে নাগের দিকে সেটা ছুঁড়ে মারলো। বাঁ কাধে গিয়ে সেটা আঘাত করলো। কাঁধ আর শরীরের বর্মের মাঝের খালি অংশ দিয়ে তীরটা শরীরে ঢুকে হাড়ে গিয়ে বিঁধলো। তীরের আঘাতে নাগ মাটিতে পড়ে গেল। যন্ত্রণা তাকে নিশ্চল করে দিল।

তাদের প্রভুকে পড়ে যেতে দেখে নাগের সৈন্যরা হইহই করে দৌড়ে এল।

নাগকে উঠতে সাহায্য করতে করতে বিশ্বদ্যুম্ন আর্তনাদ করে উঠলো, 'হে প্রভু!'

'তোমরা কারা?' নিষ্ঠুর মগধি দলপতি নিজের নিরাপত্তার জন্য তার দলের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে বললো—

'যদি বাঁচতে চাও তো এখান থেকে সরে পড়ো!' তার প্রভুর আঘাত দেখে নাগের একজন সৈনিক চেঁচিয়ে বললো—

'বঙ্গ?' কথা বলার ধরণ শুনে মগধি দলপতি বলে উঠলো।

'প্রভু ইন্দ্রের দিব্যি তোরা এখানে কি করছিস ছোটলোকের দল?'

'ব্রঙ্গ, বঙ্গ নয়।'

'আমার তাতে কি যায় আসে? আমার এখান থেকে চলে যা।'

ব্রঙ্গ সৈনিক উত্তর না দিয়ে দেখতে লাগলো যে বিশ্বদ্যুম্নের সাহায্য নিয়ে তার নাগ প্রভু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। নাগ বিশ্বদ্যুম্নকে ইশারা করলো পিছিয়ে যেতে এবং নিজে কাঁধ থেকে তীরটা টেনে বার করে ফেলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু খুব ভেতরে বিঁধে গেছিল। বার করতে না পেরে তীরের কাঠিটাকে সে ভেঙে ফেলে দিল।

মগধি দলপতি নাগের দিকে চেয়ে বললো 'আমি উগ্রসেন, মগধের

রাজপুত্র। এটা আমার দেশ। এই লোকগুলো আমার সম্পত্তি, আমার পথ থেকে সরে যাও!'

নাগ এই রাজ পুরুষটিকে কোন পাত্তা দিলো না।

সে ঘুরে গিয়ে এক অভূতপূর্ব ও অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পেলো। মা প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে সৈনিকের পাশে। অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে, মুখে কোন শব্দ নেই।

তা সত্ত্বেও সে তার ছেলেকে নিতে দেবে না। বাঁ হাত তখনো ছেলেকে জাপটে ধরে রেখেছে। নিজের শরীর দিয়ে তার বাচ্চাকে আগলে রেখেছে।

'কি অসাধারণ মা'।

নাগ ঘুরে দাঁড়ালো। রাগে চোখ জ্বলছে। সারা শরীর উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে। হাত মুঠো করা। ভয় জাগানো ঠাণ্ডা গলায় ফিসফিস করে বললো—

একজন মা তার বাচ্চাকে রক্ষা করছে বলে তোমরা তাকে মারতে চাইছো? কথা বলার ধরণে সেখানে একটা ভয়ের আবহাওয়া তৈরি হল। রাজ পুরুষের অহংকারেও তা ভেদ করে গেল। থমকে গিয়েও কিন্তু নিজের স্তাবকের দলের সামনে উগ্রসেন কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। কোথা থেকে এক ব্রঙ্গ সং দোলখেলার মুখোস পরে এসে শিকার ধরার মুহূর্তটাকে কখনোই ব্যর্থ করে দিতে পারে না।

'এটা আমার রাজ্য। আমি যাকে খুশী তাকে মারবো তাই, যদি তুমি নিজের পিঠ বাঁচাতে চাও তো এখান থেকে চলে যাও। তোমরা জানো না কি ক্ষমতা রাখে . '

'একজন মা তার বাচ্চাকে রক্ষা করছে বলে তোমরা তাকে মেরে ফেলতে চাইছো?'

উগ্রসেনের নিরেট মাথায় ভয় ঢুকতেই সে চুপ করে গেলো। সে নিজের অনুচরদের দিকে ঘুরলো। তারাও নাগের ধমক খেয়ে ভয় পেয়ে গেছে।

বিশ্বদ্যুম্ন থতমত হয়ে প্রভুর দিকে তাকিয়ে রইল। কোনদিন সে প্রভুকে এমন গলা তুলে চিৎকার করতে শোনেনি। কখনো না। জোরে জোরে নাগের শ্বাস পড়ছিল। রাগের চোটে দাঁত কিড়মিড় করছিল। প্রচণ্ড রাগে শরীর শক্ত হয়ে গেছিলো। আর তারপর বিশ্বদ্যুম্ন শুনতে পেল যে নাগের শ্বাসপ্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নিল তার প্রভু একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নাগ তার খাপ থেকে লম্বা তলোয়ার বার করলো। সামনে বাগিয়ে ধরলো। আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হল। আর তারপর ফিসফিস করে আদেশ দিল 'কোন ক্ষমা নয়।'

'কোন ক্ষমা নয়।' বিশ্বস্ত ব্রঙ্গ সৈন্যরা চিৎকার করে উঠল এবং প্রভুর সঙ্গে আক্রমণে যোগ দিলো। তারা দুর্ভাগা মগধিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের কোন ক্ষমা করা হোল না।

অধ্যায় ৩

মগধের পণ্ডিত

নরসিংহ মন্দিরে যাওয়ার জন্য শিব যখন অতিথি নিবাস থেকে বেরোলেন তখন সবে সকাল হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে ছিল ভগীরথ, দ্রাপাকু, শ্যামন্তক, নন্দী আর বীরভদ্র।

মগধ অযোধ্যার তুলনায় অনেক ছোট নগর। সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ফলস্বরূপ নগরে লোকসংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটে এই নগরকে সেই জনসংখ্যার উপদ্রব সহ্য করতে হয়নি। এটি ছিল ছিমছাম সুন্দর নগর, পথগুলি গাছে ছাওয়া। দেবগিরির মতো বিস্ময়করভাবে সাজানো বা অযোধ্যার মতো চোখ ধাঁধানো বাড়িঘর না থাকায় মেলুহার রাজধানীর একঘেঁয়েমি আর স্বদ্বীপের রাজধানীর মতো বিশাল বিশৃংখলা এই নগরে ছিল না।

নগরের এক প্রান্তে যেখানে নয়নাভিরাম নরসিংহ মন্দির রয়েছে শিব আর তাঁর সঙ্গীসাথীদের সেখানে পৌঁছতে আধঘন্টার বেশি লাগলো না। শিব বিশাল এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকলেন। তাঁর নির্দেশ মতো সঙ্গীরা বাইরে রইলো, কিন্তু তার আগে তারা চারিদিকে দেখে নিয়েছিলো যাতে কোন সন্দেহভাজন ব্যাপার না থাকে।

মন্দির ঘিরে রয়েছে চৌকো আকারের বিশাল উদ্যান। ভারতের পশ্চিম সীমার অনেক দূরে প্রভু রুদ্রের দেশের মতো করে যা সাজানো। উদ্যানের মধ্যে রয়েছে অতি দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করা বিশাল এক ফোয়ারা এবং সুবিন্নস্ত জলধারার সারি। উদ্যানের কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে ফুলের ঝাড় ও ঘাস, যা খুব সুন্দর অথচ সহজ ভাবে সাজানো। একেবারে প্রান্তে অবস্থান করছে নরসিংহ মন্দির। সাদা মর্মর পাথরে যা তৈরি। বিশাল এক

সিঁড়ি উঠে গেছে মূল বেদীতে। দেবদেবীদের মূর্তি দিয়ে অলংকৃত বিশাল উঁচু মোচার আকারের চূড়ো। যার উচ্চতা দেড়শ হাতের কাছাকাছি হবে।

শিব নিশ্চিৎ ছিলেন যে এই সম্ভ্রম জাগানো এবং অবশ্যই ব্যয়বহুল মন্দির সেই সময় তৈরি করা হয়েছিল যখন স্বদ্বীপের মিত্র সংঘের সম্পদের ওপর মগধ কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। তিনি চটি খুলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন এবং মূল মন্দিরে প্রবেশ করলেন। এক প্রান্তে রয়েছে গর্ভগৃহ। যেখানে রয়েছে জমকালো সিংহাসনে বসা প্রভু নরসিংহের প্রতিমূর্তি। ভগবান নরসিংহ বেশ কয়েক হাজার বছর আগে ছিলেন, প্রভু রুদ্রেরও আগে। শিব ভাবছিলেন মূর্তিটির আকার যদি হুবহু প্রভু নরসিংহের মতো হয় তাহলে তিনি ছিলেন খুবই শক্তিশালী ও বিশাল। তিনি অস্বাভাবিক লম্বা, প্রায় নহাত। এমন পেশীবহুল চেহারা যা দানবদেরও ভয় পাইয়ে দিতে পারে। হাত দুটিও অস্বাভাবিক রকম পেশীবহুল এবং নখগুলি লম্বালম্বা। যা দেখে শিব ভাবলেন যে প্রভুর কেবলমাত্র খালি হাতই ভয়ঙ্কর অস্ত্রস্বরূপ।

কিন্তু প্রভুর মুখ শিবকে স্তম্ভিত করে দিল। ঠোঁট দুটি এতই বড়ো যা ধারণার বাইরে। গোঁফের গড়ন মানুষের মতো নয় বরং বেড়ালের মতো খাড়া খাড়া। নাক অস্বাভাবিক বড়ো আর দুদিকে টানাটানা চোখ। চুলগুলো সিংহের কেশরের মতো ফোলানো। দেখে মনে হচ্ছিল প্রভু নরসিংহ সিংহের মাথাওলা মানুষ ছিলেন।

এখন যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে চন্দ্রবংশীরা তাঁকে নাগ বলে মনে করে ভয় পেতো। কখনোই শ্রদ্ধা করত না। চন্দ্রবংশীদের মতাদর্শের বিষয়ে কোন স্থিরতা নেই?

'স্থিরতা হল অশ্বতর প্রাণী মানে যাকে খচ্চর বলা হয়, তাদের গুণগত বৈশিষ্ট।'

শিব চোখ তুলে তাকালেন, কেমন করে একজন তার ভাবনাকে শুনতে পেয়েছে জেনে আশ্চর্য হলেন।

একজন বাসুদেব পণ্ডিত থামের পিছন থেকে বেরিয়ে এলেন।

শিব আগে যেসব পণ্ডিতদের দেখা পেয়েছেন ইনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে

বেঁটে। কেবলমাত্র সাড়ে তিন হাত কিন্তু বাকি বাসুদেব পণ্ডিতদের মতোই একই রকম চেহারা, ধবধবে সাদা চুল আর মুখে বয়সের ছাপ। গেরুয়া রঙের ধুতি ও অঙ্গবস্ত্র পরে আছেন।

'আপনি কেমন করে . . .'

'সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।' হাত তুলে কথার মাঝে বাধা দিয়ে পণ্ডিত বললেন, কেমন করে শিবের চিন্তাভাবনা উপলব্ধি করতে পারছেন, তিনি সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বলে মনে করলেন না।

ঐ বিষয়ে পরে কথাবার্তা বলা যাবে. মহান নীলকণ্ঠ।

শিব শপথ করে নিশ্চিত বলতে পারতেন যে তিনি পণ্ডিতের কথা শুনতে পারছেন মাথার মধ্যে। শব্দগুলো ছাড়া ছাড়া যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। খুব আস্তে এবং খুব পরিস্কারও নয়। কিন্তু এটা পণ্ডিতেরই গলা। পণ্ডিতের ঠোঁট নড়ছে না দেখে শিব খুব আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালেন।'

'হে প্রভু বাসুদেব . . এই বিদেশী . . খুবই বৈশিষ্টপূর্ণ।'

শিব পণ্ডিতের কথা আবার মাথার মধ্যে শুনতে পেলেন। পণ্ডিত মৃদু হাসলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে শিব তাঁর চিন্তাশক্তিটা উপলব্ধি করতে বা শুনতে পারছেন।

'আপনি কোন ব্যাখ্যা করবেন না, তাই না?' শিব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। আপনি . . এই বিষয়ে . . এখনো . . একেবারেই প্রস্তুত নন।'

এই পণ্ডিতের চেহারা হয়তো অন্য বাসুদেবের মতো। কিন্তু স্বভাব একেবারে অন্যরকমের। এই বাসুদেব রূঢ় কথা বলার ক্ষেত্রে একেবারে সোজাসাপটা। কিন্তু শিব বুঝতে পারছেন যে এই রূঢ়তা ইচ্ছাকৃত নয়। এটা এই পণ্ডিতেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি।

এই পণ্ডিত আগে হয়তো চন্দ্রবংশী ছিলেন।

'আমি একজন বাসুদেব' পণ্ডিত বললেন, 'আমি অন্য কোন পরিচয় বহন করি না। আমি কারো সন্তান নই, বাবা নই, স্বামী নই, এবং আমি কোন চন্দ্রবংশী নই। আমি কেবল একজন বাসুদেব।'

একজন মানুষের অনেক পরিচয় থাকে পণ্ডিতজী।

পণ্ডিত চোখ কোঁচকালেন।

'আপনি কি বাসুদেব হয়েই জন্মেছিলেন?'

'কেউই বাসুদেব হয়ে জন্মায় না, প্রভু নীলকণ্ঠ। সেটা অর্জন করতে হয়। একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় যাতে সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। যদি কেউ উত্তীর্ণ হয় তবে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। তখন সে বাসুদেব হয়ে ওঠে।'

'কিন্তু বাসুদেব হওয়ার অধিকার অর্জন করার আগে আপনি চন্দ্রবংশী ছিলেন।' শিব স্মিত হাসলেন যেন প্রকৃত সত্যিকে উদঘাটন করছেন।

পণ্ডিত শিবের কথায় সায় দিয়ে মৃদু হাসলেন।

শিবের অনেক প্রশ্ন ছিল যেগুলোর উত্তর তিনি জানতে চাইছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল বিশেষ করে এই বাসুদেবের কাছেই সেটা জানা দরকার।

'কয়েকমাস আগে রামজন্মভূমি মন্দিরের বাসুদেব পণ্ডিত আমায় বলেছিলেন যে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করা আমার কাজ নয়, আমার কাজ অশুভ শক্তি কি সেটা খুঁজে বার করা।' শিব বললেন।

'আমি এখনো সেটা নিয়ে ভেবে চলেছি। তাই আমায় প্রশ্নটা ওই বিষয়ে নয়।' শিব বলে চললেন। 'তিনি অন্য একটা বিষয়ে বলেছিলেন প্রশ্ন সেটা নিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে সূর্য্যবংশীরা পুরুষ শক্তির প্রতিরূপ আর চন্দ্রবংশীরা স্ত্রী শক্তির প্রতিরূপ। এর মানে কি? কারণ আমি মনে করি যে সাধারণ পুরুষ আর স্ত্রীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই।'

'আপনি এর চাইতে আর স্পষ্ট ভাবে ধারণা করতে পারবেন না বন্ধু! আপনি ঠিকই ধরেছেন, এর সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশী জীবনধারার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

'জীবনধারা?'

'রাজকুমার উগ্রসেনকে হত্যা করা হয়েছে?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ সম্রাটপুত্র,' আস্তে করে শ্যামন্তক বললো। খবরটা একটা বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া।'

'প্রভু রাম আমাদের সাহায্য করুন! আমাদের এমনই হওয়ার ছিল। রাজা মহেন্দ্র ভাববেন অযোধ্যাই এই গুপ্তহত্যা করিয়েছে, আর তুমি জানো তিনি কেমন প্রতিশোধ নিতে পারেন।'

'আমার আশা উনি ওরকম ভাবছেন না, হে সম্রাটপুত্র আমাদের পক্ষে এর চাইতে খারাপ কিছু হতে পারে না।'

'ওদের গুপ্তচরেরা আমাদের অনুসরণ করছে।' নন্দী জানালো, 'আমি নিশ্চিত যে নগরে ঢোকা থেকে আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে ওনাদের কাছে খবরাখবর পেয়ে গেছে তাই আমাদের দোষারোপ করতে পারবে না।'

'না, নন্দী।' ভগীরথ বললেন 'রাজা মহেন্দ্র এমনও ভাবতে পারেন যে আমরা গুপ্তঘাতক ভাড়া করেছি তাঁর ছেলেকে মারার জন্য। যাকগে, ওই গুপ্তচরগুলো কোথায়?'

'ওই যে দুজন' চোখের ইশারায় দ্রাপাকু গুপ্তচরেদের দিকে দেখাল। 'ওরা একেবারেই কাঁচা, গাছটা ওদের আড়াল করে রাখতেই পারেনি।'

ভগীরথ মৃদু হাসলেন।

'এটা সুরপদ্মনের কাজও হতে পারে।' শ্যামন্তক বললো। 'দ্বীপের প্রত্যেকেই জানে যে মগধের ছোট রাজকুমার নির্মম। সিংহাসনের দাবীতে সে এই হত্যার আয়োজন করতে পারে।'

'না।' ভুরু কুঁচকে ভগীরথ বললেন। সুরপদ্মন হলো রাজা মহেন্দ্রর যোগ্যপুত্র। যত দোষই থাকে না কেন, মগধের রাজা যোগ্যতার মর্যাদা দেন। যেটা অন্য দেশের রাজারা করেন না। সুরপদ্মন প্রকৃতপক্ষে সিংহাসন পেয়েই গেছে। এই জন্য ভাইকে হত্যা করার প্রয়োজন তার নেই।' কিন্তু জনতা এখনো কোন শোক সভা করছে না কেন?'

দ্রাপাকু জিজ্ঞাসা করলো।

'তারা খবরটাকে এখনো অবধি গোপন রেখেছে, শ্যামন্তক বললো 'আমি জানি না কেন।'

'হয়তো উগ্রসেনের স্মৃতিরক্ষা করার জন্য একটা গল্প তৈরি করা হচ্ছে।' ভগীরথ বললেন 'ওই বোকাটার পক্ষে নিজের তলোয়ারের কোপে নিজেরই মরা সম্ভব।'

শ্যামন্তক দ্রাপাকুর দিকে ঘোরার আগে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। তারপর বললো 'প্রভু নীলকণ্ঠ ওই মন্দিরে একা একা এতটা সময় রয়েছেন কেন? উনি তো গোঁড়া নন?'

'ঠিকই উনি গোঁড়া নন। কিন্তু মগধে ওনার পরিচয় আমরা গোপন রেখেছি কেন?'

'কারণ যারা নীলকণ্ঠর উপকথায় বিশ্বাস করে, তারা সবাইতো আর নীলকণ্ঠের অনুগামী নয়।' ভগীরথ বললেন, 'মগধের বর্তমান রাজা নীলকণ্ঠের অনুগামী নন। আর এখানকার মানুষেরা রাজার একান্ত অনুগত। প্রভুর পরিচয় এখানে অপ্রকাশিত রাখাই ভালো।'

'আপনি কি জানেন পশুর তুলনায় মানুষের বিশেষত্ব কি?' পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন।

'কি?' শিব জানতে চাইলেন।

'সেটা হল আমরা মিলেমিশে কাজ করি। সমগ্র লক্ষ্যপূরণ করবার জন্য একজোট হয়ে কাজ করি। অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান একে অন্যকে দিই, যাতে প্রত্যেক বংশধর তার পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে পাথেয় করে নিজের জীবনযাত্রা শুরু করতে পারে। একদম অনভিজ্ঞ হয়ে তাকে জীবন শুরু করতে হয় না।'

'আমি মানছি, কিন্তু আমরাই যে কেবল দলবদ্ধ ভাবে কাজ করি তা নয়। অন্য জন্তু, যেমন হাতি, অথবা সিংহ এরাও একইভাবে কাজ করে। কিন্তু আমরা যে স্তরের কাজ করি অন্য কোন প্রাণী তেমনভাবে করে না।'

'হ্যাঁ, সেটা সত্যি, কিন্তু সবসময় জোটবদ্ধতা নয়, এটা অনেক সময় প্রতিযোগিতা মূলকও হয়ে দাঁড়ায়। সব সময় সেটা শান্তির জন্য নয়, বরং অনেক সময় যুদ্ধের জন্যেও।'

শিব হেসে মাথা নাড়লেন।

'তাহলে আসল কথা হল আমরা মানুষেরা একা কিছুই নই। সবার মিলিত শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কারণ আমরা জোটবদ্ধ হয়ে বাস করি।'

'ঠিক।' শিব সায় দিলেন।

'আর আমাদের জোটবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে একটা জীবনধারার প্রয়োজন, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, পারস্পরিক জোটবদ্ধতা অথবা প্রতিযোগিতামূলক জীবনধারার জন্য একটা নিয়মের প্রয়োজন।'

'বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে শয়ে শয়ে এমন জীবনধারা রয়েছে।' পণ্ডিত বললেন, 'প্রত্যেক সভ্যতাই মনে করে যে তাদেরটাই অনন্য।'

শিব এটা মেনে নিয়ে সায় দিলেন।

মানুষ যে সমস্ত জীবনধারাতে বাস করে সেগুলো আপনি যদি ভালভাবে বিবেচনা করেন তো সেখানে দুরকমের জীবনধারা দেখতে পাবেন— পুরুষশক্তিস্বরূপ জীবনধারা আর স্ত্রীশক্তিস্বরূপ জীবনধারা।'

'আচ্ছা এই দুধরনের জীবনধারার মানে কি?'

'পুরুষশক্তিস্বরূপ জীবনধারা হল নিয়মবদ্ধ জীবনধারা।'

'যেমন ধরুন শ্রীরামের মতো মহাপুরুষ যে ধরনের জীবনধারার নিয়মবিধি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন অথবা ধর্মীয় প্রথা থেকে যদি কোন ধরনের নিয়মবিধি এসে থাকে। আবার জনসাধারণ নিজেরাই যদি বিভিন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে থাকে। কিন্তু পুরুষশক্তিস্বরূপ জীবনধারা খুব স্বচ্ছ। এই নিয়মবিধি অপরিবর্তনীয় এবং তা খুব কঠোর ভাবে মেনে চলতে হয়। এখানে না বোঝার কোন অবকাশ নেই। এখানে মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ আগে থেকেই জানা

যায় কারণ এখানে সবসময় অনুশাসন মেনে চলতে হয়। এই জীবনধারার সবচেয়ে সঠিক উদাহরণ হল মেলুহা। তাই অবশ্যই বোধগম্য যে কেন এই জীবনধারার মানুষদের আদর্শবাণী হল সত্য, ধর্ম আর মান। কারণ কৃতকার্য্য হতে গেলে গুণগুলির প্রয়োজন।'

'আর স্ত্রীশক্তিস্বরূপ জীবনধারা?'

'স্ত্রীশক্তির জীবনধারা 'সম্ভাবনা সাপেক্ষ জীবনধারা।' সেখানে কোন শর্ত বা নিয়মবিধি নেই। কোন ভালো খারাপের পরিমাপ নেই। মানুষ এখানে কোন বিধিনিষেধ মেনে চলে না। বরং তারা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অনুযায়ী কাজ করে। যেমন ধরুন তারা সেই রাজাকে মান্য করে যার ক্ষমতায় টিঁকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। যে মুহূর্তে সম্ভাবনা বদলে যায় তাদের আনুগত্যও বদলে যায়। এই ধরনের সমাজে যদি কোন নিয়ম থেকে থাকে সেগুলো নমনীয়। বিভিন্ন সময়ে নিয়মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। পরিবর্তনই এখানে একমাত্র ধ্রুবক। স্বদ্বীপের মতো স্ত্রীশক্তিস্বরূপ জীবনধারার সভ্যতা এই ধরনের পরস্পর বিরোধীতায় অভ্যস্থ। আর এই ধরনের জীবনযাত্রার কৃতকার্য্য হওয়ার আদর্শনীতি কি? দ্বিধাহীনভাবে শৃঙ্গার, সৌন্দর্য্য আর স্বতন্ত্রতা।

'এই জীবনধারা দুটির মধ্যে কোন একটিও একে অপরের চেয়ে ভালো নয় তাই না?'

'অবশ্যই। তবে দুধরনের সভ্যতারই থাকাটা আবশ্যক, কারণ তারা একে অপরের ভারসাম্য রক্ষা করে।'

'কেমন করে?'

'দেখুন পুরুষশক্তিস্বরূপ জীবনধারার সভ্যতা যখন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয় তখন সে হয় সম্মানীয়, অটল, বিশ্বস্ত এবং অত্যন্ত কৃতকার্য এবং সেই যুগের উপযুক্ত নিয়মপ্রযুক্ত হওয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়। যেখানে নিয়মানুবর্তিতা এবং সমাজব্যবস্থা, পূর্বনির্ধারিত অনুশাসন অনুযায়ী সুসঙ্গত ভাবে এগিয়ে চলে। আজকের সূর্য্যবংশীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কিন্তু এই ধরনের সভ্যতার যখন অবক্ষয় হয় তখন ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হয়। তখন ভীষণ রকম গোঁড়া ও কঠোর হয়ে পড়ে। অন্য জীবনধারার মানুষদের তারা আক্রমণ

করে। নিজেদের 'আদর্শে' তাদের পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে, ফলে গণ্ডগোল ও হিংসার সৃষ্টি হয়। যখন যুগের পরিবর্তন হয় তখনই এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। পুরুষশক্তির জীবনধারার পরিবর্তন হওয়া খুব কঠিন। নতুন যুগের পক্ষে তাদের পুরনো আদর্শ উপযোগী না হলেও তারা তাদের আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। এই সভ্যতা যখন উন্নত পর্যায়ে, তখন তার চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসন গ্রহণযোগ্য হলেও অবক্ষয়ের সময়ে সেটা গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়ায়। অসুরেরা, যারা এই পুরুষশক্তির অনুসারী তাদেরও যখন শক্তির অবক্ষয় হচ্ছিল তারাও একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ছিল।'

'গোঁড়ামো ধরে রাখার ফলে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যে বিদ্রোহ জন্ম নেয় তখন স্ত্রীশক্তিস্বরূপ জীবনধারার উন্মুক্ততা যেন সতেজ বাতাস বয়ে আনে।'

'ঠিক তাই। স্ত্রীশক্তির জীবনধারা বিভিন্ন ধরনের মানুষকে একত্রিত করে। বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষ এক সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারে। কেউ তাদের আদর্শতা অন্যের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেয় না। সেখানে বৈচিত্র্য আর স্বতন্ত্রতার মর্যাদা দেওয়া হয়, যার ফলে সৃজনশীলতা ও সক্রিয়শক্তির বৃদ্ধিতে সমাজ খুবই লাভবান হয়। স্ত্রীশক্তির অনুসারী দেবতারা যখন অসুরদের পরাজিত করেছিল তখন এই ধরনের অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এই জীবনধারার সভ্যতায় স্বতন্ত্রতা যখন অতিমাত্রায় বেড়ে যায় তখন সমাজে দেখা দেয় অধঃপতন, কলুশতা ও লাম্পট্য।'

'মানুষ তখন আবার পুরুষশক্তির জীবনধারাকে আহ্বান জানায়।'

'হ্যাঁ প্রভু রামের সময় দেবতাদের স্ত্রীশক্তিস্বরূপ জীবনধারা অবক্ষয়ের পথে চলেছিল। কলুশতা, অসততা আর নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনে দেশ ছেয়ে গেছিল। জনগণ সুশাসন ও ভদ্র সমাজ পাওয়ার আবেদনে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। প্রভু রাম নতুন ধরনের পুরুষশক্তিস্বরূপ জীবনধারাকে আহ্বান করে আনলেন। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে আগেভাগেই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কখনোই দেবতাদের জীবনধারাকে ছোট চোখে দেখেননি। নিজের রাজত্বকালের জীবনযাত্রার প্রণালীকে একটা নতুন নাম দিলেন: সূর্য্যবংশী ধারা।'

'আপনি কি বলতে পারেন যে পুরুষশক্তিস্বরূপ ও স্ত্রীশক্তিস্বরূপ জীবনধারা কেবল মানব সভ্যতার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলি কি প্রত্যেক নারী ও পুরুষের মধ্যে থাকে না? সবার মধ্যে কি খানিকটা সূর্য্যবংশী মনোভাব ও খানিকটা চন্দ্রবংশী মনোভাব থাকে না? বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার প্রভাব অনুযায়ী তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে না?'

'হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই পুরুষশক্তি ও স্ত্রীশক্তির মধ্যে একটারই প্রাধান্য থাকে।'

শিব ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

'আপনার দুই ধরনের জীবনধারাই জানার প্রয়োজন, কারণ যখন অশুভ শক্তিকে খুঁজে বার করবেন। তারপর কি ধরনের মানুষের সঙ্গে আপনি কথা বলবেন সেই অনুযায়ী আপনার বক্তব্যকে তখন সাজাতে হবে। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সূর্য্যবংশীদের একরকম ভাবে বোঝাতে হবে আবার চন্দ্রবংশীদের আরেকরকম ভাবে বোঝাতে হবে।'

'আমায় কেন তাদের বোঝাতে হবে? আমার মনে হয় না যে সূর্য্যবংশীদের আর চন্দ্রবংশীদের বীরত্বের অভাব আছে।'

'এর সঙ্গে বীরত্বের কোন সম্পর্ক নেই বন্ধু। যুদ্ধ শুরু হলে তখনই বীরত্বের প্রয়োজন। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আগে তো মানুষজনকে আপনাকে তাতিয়ে তুলতে হবে।'

'অশুভ শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্য তাদের প্রভাবিত করতে হবে।'

'সম্পর্ক! অশুভ শক্তির সঙ্গে।' হতভম্ব হয়ে শিব বলে উঠলেন। 'পবিত্র সরোবরের দিব্যি, অশুভ শক্তির সঙ্গে কেউ সম্পর্ক রাখবে কেন?'

পণ্ডিত মৃদু হাসলেন।

শিব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'এবার কি বলুন? কথাবার্তা থামিয়ে দেওয়ায় কি ব্যাখ্যা দেবেন?

আমি প্রস্তুত নই? এখনও সময় হয়নি?'

পণ্ডিত হাসলেন, 'আমি এই মুহূর্তে আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না নীলকণ্ঠ। আপনিও বুঝতে পারবেন না। আর আপনি যখন অশুভ শক্তিকে খুঁজে পাবেন তখন আমার ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হবে না। জয় গুরু বিশ্বামিত্র, জয় গুরু বশিষ্ঠ।'

অধ্যায় ৪

যে নগরে পরম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়

'রাজকুমার সুরপদ্মন্?' আশ্চর্য হয়ে ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে?'

'হ্যাঁ, হে কুমার', শ্যামন্তক চিন্তিত হয়ে বললো।

ভগীরথ শিবের দিকে ঘুরলেন। শিব মাথা নেড়ে অনুমতি দিলেন।

অযোধ্যার সম্রাটপুত্র শ্যামন্তকের দিকে ঘুরে বললেন, 'রাজকুমার সুরপদ্মন্‌কে আসতে বলো।'

একটু পরেই তেজস্বী চেহারার একজন এসে ঢুকলেন। তিনি লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং শ্যামবর্ণ। সুরপদ্মনের সুন্দর তেল দেওয়া পাকানো গোঁফ। পরিপাটি করা লম্বা চুল, মাথায় জমকালো মুকুট। তিনি গেরুয়া রঙের ধুতি ও সাদা অঙ্গবস্ত্র পরেছিলেন। চন্দ্রবংশী রাজপুরুষের পক্ষে যা পরিমিত রঙের পোষাক। সারা শরীরে লড়াইয়ের অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, যা যে কোন ক্ষত্রিয়ের গর্বের বস্তু।

তিনি সোজা শিবের দিকে এগিয়ে গেলেন, হাঁটু গেড়ে বসে শিবের পায়ে মাথা ঠেকালেন, 'হে প্রভু, অবশেষে আপনার আবির্ভাবে ভারতবর্ষ ধন্য হল।'

শিব আশ্চর্য হলেও উপস্থিত বুদ্ধির ফলে পিছিয়ে এলেন না। সেটা তার অপমানজনক হত। 'আয়ুষ্মান ভবঃ রাজকুমার, আমি কে, তা জানলে কি করে?'

'দিব্যজ্যোতিকে ঢেকে রাখা যায় না প্রভু।' ভগীরথের দিকে ইঙ্গিত করে হেসে সুরপদ্মন্ বললেন, 'ওড়না যতই মোটা হোক না কেন।'

ভগীরথ সুরপদ্মনের কথায় সায় দিয়ে হাসলেন।

'তোমার দাদার খবরটা শুনেছি।' শিব বললেন। 'আমার সমবেদনা গ্রহণ করো।'

সুরপদ্মন্ এই বিষয়ে কোন কথা বললেন না, মাথা ঝোঁকালেন এবং অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

'দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নীলকণ্ঠকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা করতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইছি। আসলে আমার পিতা বড্ড একগুঁয়ে।'

'ঠিক আছে। অভ্যর্থনা পাওয়ার মতো কোন কিছু এখনো পর্যন্ত করিনি। তুমি আসলে যে জন্য এখানে এসেছো, সেই বিষয়ে কথা বললে হয় না সুরপদ্মন্?'

'প্রভু আমার অনুমান আপনার কাছে কিছুই গোপন থাকে না। কয়েকদিন আগে আমার দাদা যখন বন্ধুবান্ধব ও দেহরক্ষী সমেত জঙ্গলে ছিল তখন সে নিহত হয়। অনেকে বিশ্বাস করে যে অযোধ্যা এই রকম কাপুরুষোচিত ঘটনার পেছনে আছে।'

'আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা এমন কাজ করিনি' ভগীরথ বলতে শুরু করতেই সুরপদ্মন্ হাত তুলে থামিয়ে দিলেন।

'আমি সেটা জানি সম্রাটপুত্র ভগীরথ।' সুরপদ্মন বললেন, এই হত্যার বিষয়ে আমার নিজের অন্য একটা ধারণা রয়েছে।' কোমরে বাঁধা ছোট থলে থেকে তিনি একটা সোনার ব্রঙ্গ মুদ্রা বার করলেন। *মানবপ্রভু*র আগের ঘটনা থেকে শিব যে মুদ্রাটি পেয়েছিলেন এটি ঠিক সেই রকমের।

'প্রভু,' সুরপদ্মন বললেন, 'আমার দাদার দেহের পাশ থেকে এইটা পেয়েছিলাম, আমি শুনেছি যে অযোধ্যায় নাগের কাছ থেকে আপনি একটা স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। এটা কি তারই মতো?'

ভগীরথ চমকে উঠে সুরপদ্মনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আর ভাবতে লাগলেন যে নীলকণ্ঠের এই ঘটনা সুরপদ্মন কেমন করে জানলেন। সুরপদ্মনের যে নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনী আছে কথাটা তাহলে সত্যি। মগধের অত্যন্ত অযোগ্য গুপ্তচর বাহিনীর তুলনায় সেটা আলাদা।

শিব সুরপদ্মনের থেকে মুদ্রাটা নিলেন, কঠিন চোখে সেটার দিকে চেয়ে থাকলেন। রাগে শরীর শক্ত হয়ে গেল 'ওই নোংরা ইঁদুরটা ধরা পড়েছে বলে তো মনে হয় না?'

শিবের এইরকম প্রতিক্রিয়া দেখে সুরপদ্মন্ আশ্চর্য্য হলেন।

'প্রভু, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, না। আমার আশঙ্কা, ও যে ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়েছিল সেখানেই আবার ঢুকে পড়েছে।'

শিব মুদ্রাটা সুরপদ্মনের হাতে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুরপদ্মন্ ভগীরথের দিকে ফিরে বললেন 'যা জানার ছিল তা জানলাম সম্রাটপুত্র। রাজাকে গিয়ে জানাবো যে আতঙ্কবাদী নাগ আক্রমণ থেকে অযোধ্যাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার দাদা, রাজকুমার উগ্রসেন নিহত হয়েছেন। আমি আরো জানাবো যে এতে অযোধ্যার কোন হাত ছিল না। আমি নিশ্চিত, আপনিও চাননা যে চন্দ্রবংশী মিত্র সংঘের দুটি স্তম্ভের মধ্যে অযথা যুদ্ধ বাঁধুক। বিশেষত এই সময়ে, সূর্য্যবংশীদের হাতে যখন আমাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে।'

শেষের কথাটা খোঁটা দেওয়ার জন্য, কারণ ধর্মক্ষেতে সূর্য্যবংশীদের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে চন্দ্রবংশীদের মধ্যে অযোধ্যার মান ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল।

'আপনার কথায় মনে শান্তি পেলাম রাজকুমার সুরপদ্মন্।'

ভগীরথ বললেন, 'অযোধ্যার পক্ষ থেকে মগধের প্রতি মিত্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারি। দয়া করে আপনার দাদার অকাল মৃত্যুতে অযোধ্যার পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করার অনুমতি দিন।'

সুরপদ্মন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ফিরে আবার মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন 'প্রভু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনিও নাগেদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে আছেন। আমার অনুরোধ যে এই বিশেষ নাগের সঙ্গে যখন লড়াই হবে তখন যেন আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়।

শিব আশ্চর্য হয়ে ভুরু কুঁচকে সুরপদ্মনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাজকুমার তার দাদার প্রতি ভালোবাসা বা মৃত্যুর প্রতিশোধের ব্যাপারে এখনো

পর্যন্ত কোন আভাস দেয়নি।

‘প্রভু, সে যেমনি লোক ছিল না কেন।’ সুরপদ্মন্ বললো, ‘সে তো আমার ভাই, আমায় প্রতিশোধ নিতে হবে।’

‘ওই নাগ আমার ভাইকেও মেরেছিল, রাজকুমার সুরপদ্মন’, শিব বললেন। যার কথা বললেন তিনি হলেন বৃহস্পতি, মেলুহার প্রধান বিজ্ঞানী, যিনি ছিলেন তাঁর ভাইয়ের মতো। ‘যখন লড়াই বাঁধবে, তোমায় ঠিক সময়ে খবর দেব।’

শিবের নৌবহর চুপচাপ মগধ থেকে রওনা হল। মেলুহা ও স্বদ্বীপের নগরগুলোতে তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য যেমন আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল এখানে তেমন কোন আয়োজন করা হয়নি। মগধের বেশির ভাগ মানুষের কাছে তাঁর আসা যাওয়া গোপন রাখা হয়েছিল।

যদিও বিদায় নেওয়ার আগে সুরপদ্মন্ ছদ্মবেশে বন্দরে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছিল। মধ্যিখানের মূল জলযানে শিব ও তাঁর সঙ্গীসাথী এবং তার চারদিকে চারটে রণতরী, এইভাবে মেলুহী নৌবহর সাজানোর রীতি মেনে জলযানগুলো ভেসে চলেছিল। যেকোন দিক থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে প্রথমে তাদের একটা যুদ্ধজলযানের সঙ্গে লড়াই করে তবেই শিবের কাছে পৌঁছনো সম্ভব ছিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামনের যুদ্ধ জলযানটার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এটা পুরো নৌবহরের গতি নিয়ন্ত্রকও বটে। একে শিবের জলযানের সামনের দিকটা রক্ষা করার জন্য ধীর গতিতেও চলতে হবে আবার প্রয়োজন অনুযায়ী শিবের জলযানকে পালিয়ে যেতে জায়গা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট দ্রুতবেগেও চলতে হবে। একজন চন্দ্রবংশী অধিপতি এই পথপ্রদর্শনকারী জলযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিল এবং কাজটা একেবারেই করতে পারছিল না। পাগলের মতো হড়বড় করে এগিয়ে যাচ্ছিল যেন তার জলযানের শৌর্য্য দেখাতে হবে। এর ফলে শিবের আর সামনের জলযানের মধ্যে অনেকটা স্থান উন্মুক্ত হয়ে পড়ছিল। পর্বতেশ্বরকে জলযানের শিঙ্গা বাজিয়ে সামনের জলযানের অধিপতিকে সতর্ক করে দিতে হচ্ছিল যাতে গতি কমিয়ে ফেলে।

এই অদক্ষ পরিচালনায় বিরক্ত হয়ে পর্বতেশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন যে সামনের জলযানে যাবেন আর চন্দ্রবংশী অধিপতিকে মেলুহী নৌপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দু-একটা বিষয়ে শিখিয়ে দেবেন।

পর্বতেশ্বর অস্বস্তিতে পড়লেন কেননা অজানা কারণে আনন্দময়ী সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনিও সামনের জলযানটায় যাবেন।

আমরা এতো ধীরে ধীরে যাচ্ছি কেন?' আনন্দময়ী জানতে চাইলেন। জলযানের একেবারে সামনের গলুইয়ের ঘেরা জায়গায় থাকা পর্বতেশ্বর ঘুরে দাঁড়ালেন। পা টিপে টিপে আসা আনন্দময়ীকে তিনি দেখতে পাননি। আনন্দময়ী জলযানের বেড়ায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কনুইয়ের বেড়ার ওপরে ভর দেওয়া। একটা গোড়ালি বেড়ার নিচের চৌকাঠের ওপর তোলা। এমনভাবে দাঁড়ানোর ভঙ্গির ফলে খাটো ধুতির অনেকটাই উঠে গিয়ে ডানপায়ের এবং বুকের অংশের বেশ খানিকটা উত্তেজকভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। অজানা এক অস্বস্তিতে পর্বতেশ্বর একটু পিছিয়ে গেলেন।

'এটা নৌপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ, সম্রাটকন্যা।' কষ্ট করে পর্বতেশ্বর বোঝাতে শুরু করলেন যেন কোন অবুঝ বাচ্চাকে জটিল গণিতের ব্যাখ্যা করছেন।

'বিষদভাবে আপনাকে বলতে গেলে আমার সারাজীবন লেগে যাবে।'

'আপনার সঙ্গে আমায় সারাজীবন থাকতে অনুরোধ করছেন? বুড়ো শয়তান আপনি।'

পর্বতেশ্বর লাল হয়ে গেলেন।

'শুনুন।' আনন্দময়ী বলতে লাগলেন 'একটা সাধারণ ব্যাপার আপনাকে বলতে আমার কিন্তু একেবারেই সারাজীবন লাগবে না। সামনের এই জলযানটাকে বিশ্রী রকম আস্তে না চালিয়ে তার বদলে মূল জলযানের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে দিলেই হয়। তারপর একজন সৈনিককে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, দড়িটা জল স্পর্শ করলেই সে সংকেত দিয়ে জানাবে যে এই জলযানটা খুব আস্তে যাচ্ছে অতএব গতি বাড়াও। আর দড়ি খুব টান টান হয়ে গেলেই সে সংকেত করবে যে সামনের জলযানের গতি কমানো উচিত।'

আনন্দময়ী চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাচ্ছিলেন। 'এতে আপনার অনেক সময় বাঁচবে আর আমিও এই অসম্ভব ছোট জায়গা থেকে নিস্তার পেয়ে কাশী প্রাসাদে গিয়ে ভালোভাবে থাকতে পারবো।'

তার এমন উদ্ভাবনী দক্ষতা দেখে পর্বতেশ্বর অভিভূত হলেন।

'অসাধারণ! আমি এখনি অধিপতিকে এটা কার্যকর করার নির্দেশ দিচ্ছি।'

আনন্দময়ী তার কমনীয় হাত বাড়িয়ে পর্বতেশ্বরের হাত ধরে টানলেন, এত তাড়া কিসের পর্ব? কয়েক মুহূর্ত দেরী হলে খুব একটা কিছু পাল্টাবে না। আমার সঙ্গে একটু কথা বলো।'

নিজের নামের এমন বদল শুনে এবং আনন্দময়ীর জোরে হাত চেপে ধরার ফলে পর্বতেশ্বর লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। তিনি আনন্দময়ীর চেপে ধরা হাতের দিকে তাকালেন।

আনন্দময়ী ভুরু কুঁচকে হাত সরিয়ে নিলেন। 'হাতগুলো ময়লা নয় সেনাপতি।'

'আমি তা ভাবছি না সম্রাটকন্যা।'

'তাহলে কি ভাবছো?' কঠোরভাবে আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি কোন মহিলাকে স্পর্শ করতে পারি না সম্রাটকন্যা, বিশেষত আপনাকে। আমি চিরকৌমার্য্য রক্ষা করার শপথ নিয়েছি।'

আনন্দময়ী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পর্বতেশ্বরের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যে সে একজন অন্য গ্রহের জীব।

'দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি কি বলতে চাও যে তুমি ১৮০ বছরের একজন ব্রহ্মচারী?'

এমন অশোভন কথাবার্তায় বিরক্ত হয়ে পর্বতেশ্বর পেছনে ঘুরে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন। আনন্দময়ী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

— ⅄ⓄⓊ⇡⊗ —

বিশ্বদ্যুম্ন ক্ষীণ একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার তলোয়ার বাগিয়ে ধরলো আর সঙ্গের সৈনিকদের হাত দিয়ে সংকেত করলো যেন তারাও সজাগ হয়। রাজকুমার উগ্রসেন ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই হওয়ার পর এই সৈন্যদলটা মগধের দক্ষিণ জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকছিল। নাগ গুরুতর ভাবে আহত হওয়ায় বেশি দূরে যাওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। নাগের যাতে আরো বেশি ক্ষতি না হয় সেই ব্যাপারে সজাগ থেকে তারা যতটা সম্ভব দ্রুত চলার চেষ্টা করছিল। কারণ এখন মগধীরা তাদের রাজপুত্রের ঘাতকদের পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

বিশ্বদ্যুম্ন আশা করছিল যে শব্দটা যেন মগধীদের না হয় কারণ তার প্রভু যুদ্ধ করা বা পালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না।

'তোমার তলোয়ারটা নামাও বোকা কোথাকার।' ফিস্‌ফিস্‌ করে এক নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'তোমায় যদি মারতে চাইতাম তো তলোয়ারটা বার করার সুযোগ দিতাম না।'

বিশ্বদ্যুম্ন কর্কশ ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলাটা চিনতে পারলো না। লম্বা যাত্রা ও ঠাণ্ডার কারণে হয়তো গলার শব্দ কর্কশ হয়ে গেছিল। কিন্তু বলার ধরনে সে চিনতে পারলো আর সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নামিয়ে দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ালো।

নাগরানী তার ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। পেছনে বিশ্বস্ত প্রধানমন্ত্রী কর্কোতক ও পঞ্চাশজন সেরা দেহরক্ষী।

'তোমায় একটাই সামান্য কাজ করতে দিয়েছিলাম।' রাগে ফোঁস করে উঠে রানী বললেন। 'তোমার প্রভুকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারলে না? এটা কি এতটাই কঠিন?

'রানীমা' ঘাবড়ে যাওয়া বিশ্বদ্যুম্ন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলার চেষ্টা করলো 'পরিস্থিতিটা হঠাৎই হাতের বাইরে চলে . ’

'চুপ করো!' চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠলেন রানী, তারপর ঘোড়ার লাগামটা এক সৈনিকের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি জঙ্গলের মধ্যের খালি জায়গার মাঝে থাকা কাপড়ের শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ছোট শিবিরের মধ্যে ঢুকে রানী নিজের মুখোশটা খুললেন। খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে তার বোনপো, মানব প্রভু। শরীরে পটি বাঁধা, দেহ দূর্বল ও নিস্তেজ। রানী তার বোনপোর দিকে উদ্বেগের সঙ্গে তাকালেন, খুব নরম গলায় বললেন, 'উপজাতিদের সঙ্গেও কি আমরা মিত্রতা গড়েছি?

নাগ চোখ খুললো ও মৃদু হাসলো, দুর্বল গলায় বললো, 'না মাননীয়া রানীমা।'

'পরমাত্মার দিব্যি। তাহলে কেন তুমি জঙ্গলবাসীদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছো। আমায় কেন এত দুঃখ দিচ্ছো। আমার কি অন্যান্য বিপদ যথেষ্ট নেই?'

'ক্ষমা করো মাসী কিন্তু যেটা নিয়ে তোমার সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ, সেটার কি ব্যবস্থা করিনি?'

'হ্যাঁ, তা করেছো। আর সেই কারণেই তোমার সঙ্গে এতদূরে এসেছি। তুমি সমগ্র নাগজাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেছো। কিন্তু তোমার কর্ম এখনো অসম্পূর্ণ। অনেক কিছু করার বাকি আছে। রাজার ছোঁড়ার করা যে কাজ তুমি অসৎ বলে মনে করে থামিয়েছো, সেটা তোমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজপুরুষে ভর্তি এই দেশ, যারা তাদের প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে। তাই বলে আমরা কি প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করবো?'

'ওটা ছোটোখাটো ব্যাপার ছিল না মাসী।'

'হ্যাঁ তাই। মগধের রাজকুমার কিছু অপরাধ করছিলেন। কিন্তু যারাই কিছু অপরাধ করবে তাদের প্রত্যেককে থামানো তোমার কর্তব্য নয়। তুমি প্রভু রুদ্র নও।'

'ও ষাঁড়ের প্রতিযোগিতার জন্য একটা বাচ্চা ছেলেকে কেড়ে নিতে চাইছিল।'

রানী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'চারিদিকেই এমন ঘটছে। হাজার হাজার শিশুর ওপর এমনই ঘটছে। ষাঁড়ের দৌড় একটা বাজে নেশা। কতজনকে তুমি থামাবে?'

'কিন্তু ও সেখানেই থেমে থাকেনি' ফিস্‌ফিস্‌ করে নাগ বললো 'ছেলেটার

মাকে ও প্রায় মেরেই ফেলেছিল। কারণ মা তার ছেলেকে রক্ষা করছিল। এমন মা বড়ো একটা দেখা যায় না।' গভীর আবেগে ফিস্‌ফিস্ করে নাগ বলল 'ওদের নিরাপত্তার অধিকার আছে।'

রাগে জ্বলে উঠে রানী আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। 'যথেষ্ট হয়েছে! কতবার বলেছি যে এসব ভুলে যাও?'

রানী তাড়াতাড়ি তার মুখোসটা পরে নিয়ে দ্রুত শিবির থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভয়ংকর রাগের আঁচ পেয়ে তার লোকজন আতংকিত হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, 'কর্কোতক!'

'আজ্ঞে রানীমা।'

'আমরা একঘন্টার মধ্যে যাত্রা করবো। দেশে ফিরছি আমরা, সব ব্যবস্থা করে ফেল।'

মানব প্রভু চলাফেরা করার মতো অবস্থায় নেই সেটা কর্কোতক জানতো। 'কিন্তু রানীমা . . .'

রানীর কঠোর ও জ্বলন্ত দৃষ্টির ঝাঁঝে তার কথা মাঝপথেই থেমে গেল।

— ⅄ⓄⅡ↑⊗ —

কাশী, যে নগরে পরম জ্যোতিবিচ্ছুরিত হয়, তার কাছাকাছি আসতে শিবের নৌবহরের তিন সপ্তাহের একটু বেশি সময় লাগল।

পবিত্র গঙ্গার বাঁকে এই নগরীর পত্তন হয়েছিল। গঙ্গা এখানে সাপের মতো আঁকাবাঁকা অলস গতিতে পূবদিকে যাওয়ার আগে উত্তরদিকে একবার বাঁক নিয়েছিল। আকাশ থেকে যদি দেখা যেতো তাহলে এই সর্পিল গতিকে চাঁদের কলার মতো দেখতে লাগতো, ঘটনাচক্রে চন্দ্রবংশীদের যা রাজকীয় চিহ্ন। সেই কারণে স্বদ্বীপবাসীদের চোখে কাশী ছিল প্রকৃত চন্দ্রবংশী নগর।

কাশীতে একটা সংস্কার ছিল নদীর কেবল পশ্চিমপাড়েই নগর গড়ে উঠেছিল। পূর্বপাড়ে কোন বসতি ছিল না। একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে, কেউ যদি কাশীর পূর্বপাড়ে বাড়ি বানায় তবে ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের শিকার হবে।

ভুল করেও কেউ যাতে ঈশ্বরের রোষের শিকার না হয় সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে কাশী রাজ পরিবার পূর্বপাড়ের সকল জমি কিনে নিয়েছিল।

শিবের জলযান যতই এই সমৃদ্ধ নগরীর প্রধান ঘাট—প্রাচীন ও বিখ্যাত আশী ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, ঘাটের সিঁড়ির ধাপে অপেক্ষারত জনতা তাঁর অভ্যর্থনায় ঢাকঢোল বাজাতে লাগলো আরতির উদ্যোগের সাথে।

'এটা দেখছি খুব সন্দর নগর।' নিজের বাড়ন্ত পেটের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে সতী বললেন। শিব তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, তাঁর হাত টেনে নিয়ে আস্তে করে চুমু খেলেন তারপর নিজের বুকের ওপর হাতটা রাখলেন। 'কেমন যেন নিজের দেশের মতো মনে হচ্ছে। আমাদের সন্তানের জন্ম এখানেই হওয়া উচিত।'

সতী হেসে জানালেন, 'হ্যাঁ এখানেই হবে।'

অনেক দূর থেকেও অযোধ্যাবাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের চেহারা ভগীরথের চোখে পড়লো। যারা অভ্যর্থনা জানানোর প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলে ধরার চেষ্টায় কাশীর অভিজাতদের সঙ্গে গুঁতোগুতি করছিল। সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের পারিবারিক নিশান আরো তুলে ধরার জন্য সহকারীদের বকাবকি করছিল। তারা চাইছিল যে মহাদেব তাদের লক্ষ করুন ও অনুগ্রহ করে সদয় হোন। কিন্তু নীলকণ্ঠ আরো বিশেষ কিছু লক্ষ করলেন।

'ভগীরথ', শিব তাঁর দিকে ঘুরে বললেন এই নগরীর কোন দুর্গ প্রাকার নেই। পবিত্র সরোবরের দিব্যি, এরা কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেনি কেন?

'ওহ! সে এক বিরাট কাহিনী প্রভু।' ভগীরথ বললেন।

'আমার হাতে অনেক সময় আছে, ভারতবর্ষের একটা আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম সেইজন্য পুরো গল্পটা জানতে চাই।'

'ঠিক আছে, প্রভু। কাহিনী শুরু হচ্ছে আশী ঘাট থেকে, যেখানে আমরা ভিড়তে চলেছি।'

'হুম্।'

'সিঁড়িতে আশীটা ধাপ আছে বলে ঘাটের এমন অদ্ভুত নাম হয়নি। আশীটা

ছোট ছোট জলধারা এর আশপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বলেও এর এমন নাম হয়নি। একটা হত্যালীলা এখানে ঘটেছিল বলেই এর এমন নাম। আসলে একই দিনে আশীজনকে মারা হয়েছিল এখানে।'

'প্রভু রাম সহায় হোন।' হতবুদ্ধি হয়ে সতী বললেন।

'ওই দুর্ভাগা লোকগুলো কারা ছিল?'

'তারা মোটেই দুর্ভাগা ছিল না, দেবী।' ভগীরথ বললেন, 'তারা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধী। অসুর রাজবংশীয়দের মধ্যে আশীজনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য প্রভু রুদ্র হত্যা করে ছিলেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে অশুভ অসুরদের বিনাশ দেবাসুরের পরিশ্রান্তিকর যুদ্ধের ফলে হয়নি বরং এটা এই মহোত্তম ন্যায় বিচারের ফলে হয়েছিল। মুখ্য নেতৃত্বের অভাবে দেবতাদের বিরুদ্ধে অসুরদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেছিল।'

'আর তারপর?' অযোধ্যায় বাসুদেব পণ্ডিত তাঁকে কি বলেছিলেন সে কথা শিবের মনে পড়ল।

কে বলেছে অসুরেরা অশুভ?

'তারপর অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। এর পরেই ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ও ভয়ংকর বীরযোদ্ধা প্রভু রুদ্র সমস্ত হিংসা পরিত্যাগ করলেন। যে দৈবী অস্ত্র দেব-অসুরের যুদ্ধে ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছিল তার ব্যবহার তিনি নিষিদ্ধ করে দিলেন। কেউ এই আদেশ অমান্য করলে প্রভু রুদ্রর রোষে পড়বে। আর কেউ কোন দিব্যাস্ত্র ব্যবহার করলে তিনি তাঁর অহিংসায় শপথ ভঙ্গ করবেন আর সেই ব্যক্তির সাত পুরুষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেবেন।'

'দৈবি অস্ত্রের ওপর প্রভু রুদ্রের এই আদেশ আমি জানি' সতী বললেন, যেমন *দিব্যাস্ত্র*-র ওপর মহাদেবের নিষেধ সম্বন্ধে মেলুহীরা সচেতন ছিল। 'কিন্তু এর পেছনে যে কাহিনী আছে, সেটা জানি না। কি কারণে তিনি এই আদেশ দিয়েছিলেন?'

'আমি ঠিক জানি না দেবী।' ভগীরথ বললেন।

আমি জানি, শিব মনে মনে বললেন *এটা ছিল সেই সময়, যখন প্রভু রুদ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে অসুরেরা অশুভ শক্তি নয়, শুধু আলাদা। তিনি*

অবশ্যই অপরাধবোধে চরম যন্ত্রণা পেয়েছিলেন।

'কিন্তু কাহিনী এখানেই শেষ হল না। প্রভু রুদ্র আরও জানালেন যে আশী ঘাট ও কাশী নগরী পবিত্র হয়ে উঠল। কেন, তিনি তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু সেই সময়ের লোকেরা ধারণা করেছিল এই স্থানে যুদ্ধটা শেষ হয়েছিল সেই জন্যই। প্রভু রুদ্র বললেন আশী ঘাটে আর প্রাণ নাশ করা হবে না। আর কোনদিনও না। এই স্থানকে সবসময়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হবে।

তাই আশী ঘাট আর কাশীতে সবচেয়ে পাপীর মৃতদেহও যদি দাহ করা হয় তবে এখানকার আত্মা তার পাপ ক্ষমা করে তাকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়।'

'দারুণ ব্যাপার।' সতী বললেন।

'প্রভু রুদ্রের খুব বড়ো অনুগামী কাশীরাজ আশী ঘাটে শুধু যে প্রাণদণ্ড ও হত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তা নয়, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে যে কোন রাজ্যের মানুষের দাহ করার জন্য এই স্থান উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যে কোন মানুষ এখানে মোক্ষলাভ করতে পারে। কাশী যে আত্মার মুক্তি পাওয়ার স্থান সেই বিশ্বাসটা ক্রমশ গড়ে উঠল।

আর তাই প্রচুর মানুষ তাদের জীবনের শেষদিনগুলো কাটাতে এখানে আস্তে শুরু করলো।

ছোটো আশীঘাটে এত বেশি লোকের সৎকার করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাই এইখানে দাহ করা থামিয়ে দেওয়া হল আর মনিকর্নিকা নামের একটা বিরাট বড় ঘাটকে বিরাট শ্মশানে বদলে ফেলা হল।'

'কিন্তু সেটার সঙ্গে তাদের দুর্গপ্রাচীর না থাকার কি সম্পর্ক?' শিব জানতে চাইলেন।

'কারণটা হল স্বদ্বীপের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষরা যদি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস নিয়ে এখানে আসে যে এখানে তাঁদের পাপের ক্ষমা মিলবে আর তাঁরা মোক্ষলাভ করবেন। ফলে খুব কম লোকই কাশীকে ধ্বংস করতে চাইবে কিংবা চাইবে না যে মিত্র সংঘের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে তাতে কাশী যুক্ত থাকুক। এ ছাড়া কাশীরাজ প্রভু রুদ্রের অহিংসা নীতি গ্রহণ করে তাকে

কাজে পরিণত করতে চাইলেন। রাজপরিবার প্রকাশ্যে শপথ নিলেন যে তাঁরা বা তাঁদের বংশধরেরা কখনোই যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত থাকবে না। আসলে তাঁরা শপথ নিলেন যে আত্মরক্ষা ছাড়া তারা কাউকে হত্যা করবেন না। তাঁদের প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে দূর্গ প্রাচীর ভেঙে ফেলে তার জায়গায় নগর ঘেরা রাজপথ বানিয়ে ফেললেন। তারপর সেখানে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য বড় বড় প্রচুর মন্দির তৈরি করে ফেললেন।'

'কাশীকে কখনো আক্রমণ বা অধিকার করা হয়নি?'

'তার ঠিক উল্টো, প্রভু', ভগীরথ বলে চললেন।

'প্রভু রুদ্রর অহিংসা নীতির প্রতি তাদের প্রবল আনুগত্যের ফলে কাশী প্রায় তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। কেউই এই নগরকে আক্রমণ করতে পারতো না কেননা তা করলে মনে করা হতো যে প্রভু রুদ্রকে অপমান করা হচ্ছে। এটা পরম শান্তির স্থান আর তার ফলে সৌভাগ্যের স্থান হয়ে উঠল। মিত্র সংঘের সমস্ত উৎসাহ হারানো মানুষেরা এখানে এসে মনের সান্ত্বনা পেতো। ব্যবসায়ীরা এই জায়গাকে তাদের বাণিজ্যের সবচেয়ে নিরাপদ ঘাঁটি হিসাবে দেখতে লাগলো।

স্বদ্বীপের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে শান্তিনীতি ও জোট নিরপেক্ষতা কাশীকে স্থায়িত্বের মরুদ্যান করে তুললো।'

'তাই জন্যই কি এখানে এত ব্রঙ্গদের দেখা যায়?'

'হ্যাঁ প্রভু। আর কোথায় তারা এতো নিরাপদে থাকবে? কাশীতে সবাই নিরাপদে বাস করে। কিন্তু কাশীর বিখ্যাত ধৈর্য্য ও সেবাকেও ব্রঙ্গরা পরীক্ষার সামনে ফেলেছিল।'

'তাই বুঝি?'

'আপাত দৃষ্টিতে ওদের সঙ্গে কারুর বনিবনা হওয়া শক্ত। কাশী সর্বসংকীর্নতামুক্ত একটা নগর, সেখানে কেউ কারুর জীবনযাত্রা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু ব্রঙ্গরা তাদের নিজস্ব একটা স্থান চেয়েছিল নিজেদের বিশেষ একরকম প্রথার জন্য। কাশী রাজপরিবার বলে দিয়েছিল যে ব্রঙ্গরা নিজেদের দেশে ভীষণভাবে নির্যাতিত তাই তাদের প্রতি কাশীর নাগরিকরা যেন

সহানুভূতিশীল হয়। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা হতে পারেনি। আসলে কয়েক বছর আগে গুজব রটেছিল যে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছিল যে কাশীরাজ ব্রঙ্গদের দেশ ছাড়ার আদেশ প্রায় দিতে যাচ্ছিলেন।'

'আর তারপর কি হল?' শিব জানতে চাইলেন।

'সৎ আদর্শে যা করা হচ্ছিল, সোনা দিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হল। ব্রঙ্গ হল সবচেয়ে ধনী রাজ্য। শোনা যায় যে কাশীর দশ বছরের সংগৃহীত করের সমান সোনা ব্রঙ্গরাজ পাঠিয়ে ছিলেন। ফলে দেশ ছাড়ার আদেশ ধামা চাপা দেওয়া হল।'

'ব্রঙ্গরাজা নিজের অর্থ দেশছাড়া লোকেদের পেছনে ব্যয় করলেন কেন?'

'আমি জানি না প্রভু। আমরা এটাকে ব্রঙ্গদের এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিতে পারি।'

জলযান আশীঘাটে এসে আস্তে করে থামলো আর তাঁকে স্বাগত জানাতে আসা জনসমুদ্রের দিকে শিব তাকালেন। শিব যাতে নামতে পারেন পর্বতেশ্বর আগেভাগে তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। দূরে দ্রাপাকুকে দেখলেন, সে নন্দী আর বীরভদ্রকে আদেশ দিচ্ছে। নগর রক্ষীবাহিনীর প্রধানের খোঁজে ভগীরথ জলযান থেকে ঘাটে নামার ঢালু পথ দিয়ে লাফাতে লাফাতে আগেই চলে গেলেন। সতী তাঁকে আস্তে টোকা মারলেন। শিব তাকাতেই সতী চোখের ইশারায় দেখতে বললেন, শিব সেই দিকে তাকালেন। কাশীর অভিজাত সম্প্রদায় নীলকণ্ঠকে স্বাগত জানানোর জন্য একদম সামনের দিকে ছিল। দূরে এদের ভিড় থেকে আলাদা পেছনের দিকে আড়ম্বরহীন এক রাজছত্রের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বিষণ্ণ এক বৃদ্ধ। শিব সামনে ঝুঁকে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন কাশী নরেশ অতিথিগ্বকে। অতিথিগ্বও প্রতি নমস্কার করলেন। মনে হল যেন রাজার চোখে জল, সতী দূর থেকে নিশ্চিত হতে পারলেন না।

অধ্যায় ৫

ছোট্ট একটা ভুল?

'উম্' শিব মুখে শব্দ করে উঠলেন, কেননা সতী আস্তে চুমু খেয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। তিনি দুহাতে সতীর মুখ ধরলেন।

'চোখ কি আমার ধোঁকা দিচ্ছে, নাকি তুমি রোজই আরোও সুন্দর হয়ে উঠছ?'

সতী মৃদু হেসে নিজের পেটে হাত বোলাতে লাগলেন।

'এত ভোর বেলায় আমার স্তুতি করা বন্ধ করো!'

শিব কনুইতে ভর দিয়ে উঠে তাঁকে চুমু খেলেন। 'তাহলে এখন থেকে স্তুতি বাক্যের একটা বাঁধা ধরা সময় হল?'

সতী আবার হাসলেন, ধীরে বিছানা থেকে উঠলেন। 'তুমি হাত মুখ ধুয়ে নিচ্ছ না কেন? ঘরেতে সকালের জলখাবার দিতে বলেছি।'

'বাহ! তুমি তাহলে আমার মতো হতে শিখছো।' খাবার ঘরে একসঙ্গে গুছিয়ে বসে খাওয়া, যেটা সতীর পছন্দ, সেটা শিব সব সময় ভীষণ অপছন্দ করতেন।

কাশী প্রাসাদে শোওয়ার ঘরের লাগোয়া স্নান ঘরে শিব যেতে সতী বাইরের দিকে তাকালেন। সেই বিখ্যাত নগর ঘেরা রাজপথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যার আরেকনাম পবিত্র পথ। এটা ছিল অসাধারণ এক দৃশ্য। কাশী খুব ঘিঞ্জি নগর হলেও এই রাজপথ খুবই চওড়া, ছ-খানা গরুর গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারবে। পুরো পথ জুড়ে নয়নাভিরাম গাছের সমারোহ, বোধহয় ভারতবর্ষের সব রকমের ফুলগাছ এখানে রয়েছে। গাছের পিছনেই মন্দিরের ছড়াছড়ি।

১৫ ক্রোশ লম্বা এই রাজপথ চাঁদের মতো বাঁকাভাবে বিস্তৃত। দুই দিকের সৌধগুলি অন্য কিছু নয়। কেবল ভগবানের আরাধনার স্থান। চন্দ্রবংশীরা বলতে ভালোবাসতো যে কাশীর এই পবিত্র পথে ভারতের সকল দেবতার গৃহ আছে। ভারতীয়রা তিরিশ কোটিরও বেশি দেবতার পুজো করে, কিন্তু বাস্তবে অত মন্দির এখানে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যে কেউ নিশ্চিন্তে বলতে পারতো যে সব বিখ্যাত দেবদেবীর মন্দিরই এই পবিত্র পথে রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জমকালো ও বড়ো মন্দিরটা যাঁর নামে সবচেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎসর্গ করা তিনি হলেন সেই মহান মহাদেব প্রভু রুদ্র। সেই মন্দিরের দিকে সতী তাকিয়েছিলেন। ব্রহ্মাঘাটের কাছে এটি গড়ে উঠেছিল। পৌরাণিক কাহিনীতে শোনা যায় যে এই মন্দিরের মূল পরিকল্পনা আশী ঘাটের কাছে দেবতাদের দ্বারা প্রভু রুদ্রের জীবদ্দশাতেই হয়েছিল। কিন্তু অসুরদের যন্ত্রণাকারী মহাদেব রুদ্র আদেশ দিয়েছিলেন আশীঘাটের কাছে তাঁর কোন স্মৃতি মন্দির যেন কোনদিন না বানানো হয়। এই কথা, যার কোন কুল পাওয়া যায়নি—*এখানে নয়। যেখানেই হোক। কিন্তু এখানে নয়।*

এমন আদেশ কেন তা কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে ভয়ানক প্রভু রুদ্রকে কেউ জিজ্ঞাসাও করেনি।

'ওরা একে বলে *বিশ্বনাথ* মন্দির।' হঠাৎ করে এসে সতীকে চমকে দিয়ে শিব বললেন। 'এর মানে *বিশ্বের প্রভু।*'

'উনি এক মহান মানুষ ছিলেন' ফিস্‌ফিস্ করে সতী বললেন, 'সত্যিই ভগবান।'

'অবশ্যই' শিব সায় দিলেন। *প্রভু রুদ্রকে প্রণাম জানালেন ওম রুদ্রায়ে নমঃ।*

'ওম রুদ্রায়ে নমঃ।'

'গত রাতে রাজা অতিথিগ্ব আমাদের ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছিলেন। আশীঘাটে একগাদা অনুষ্ঠানের পর আমাদের অবশ্যই বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।'

'হ্যাঁ, তাঁকে ভালো মানুষই মনে হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আজ সকালে

উনি তোমায় একলা ছাড়বেন না। বেশ বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন বিষয়ে তোমার সঙ্গে উনি অনেক কথাই বলবেন।'

শিব হাসলেন, 'কিন্তু আমার এই নগরকে বেশ ভালো লাগছে। যতো দেখছি ততো নিজের দেশের মতো মনে হচ্ছে।'

'জলখাবার খেয়ে নেওয়া যাক।' সতী বললেন—'আমার মনে হচ্ছে সারাদিন অনেক কিছু করতে হবে।'

— ⅄ ◎ Ʊ ↑ ⊗ —
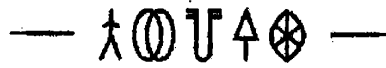
'বিশেষ করে আপনাকে নয়?' কানিনি জানতে চাইলো তিনি ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।

'ঠিক ওই কথাগুলোই' আনন্দময়ী বললেন, 'বললো যে, সে কোন নারীকে স্পর্শ করতে পারে না। বিশেষত আমাকে।'

কানিনি দক্ষতার সঙ্গে আনন্দময়ীর মাথায় কেশবর্ধক তেল লাগাচ্ছিল, 'সম্রাটকন্যা, তার মানে তো বুঝতে পারছি। দুজন মাত্র নারী আছে যারা চিরকুমারত্বর শপথ ভাঙতে পারে। হয় অপ্সরা মেন্‌কা আর নয় তুমি।'

'দুজন?' অপ্সরার সঙ্গে তাকে একগোত্রে ফেলার জন্য আনন্দময়ী ভুরু উঠিয়ে বললেন—

'ক্ষমা চাইছি' কানিনি মুখ টিপে হাসলো। 'মেনকার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় কি করে?'

আনন্দময়ী হেসে ফেলল।

'কিন্তু মেনকার থেকে এটা অনেক শক্ত পরীক্ষা সম্রাটকন্যা' কানিনি বলে চললো 'ঋষি বিশ্বামিত্র শপথ নিয়ে ছিলেন তাঁর জীবনের শেষদিকে। তিনি ভালোবাসার স্বাদ ইতিমধ্যেই লাভ করেছিলেন। মেনকা তাকে কেবলমাত্র মনে করিয়ে ছিলেন, চাহিদা তৈরি করেননি আর এদিকে সেনাপতি হলেন আজীবন ব্রহ্মচারী।'

'আমি জানি, কিন্তু কোন জিনিস যখন খুব সুন্দর হয় সহজে তাকে অর্জন

করতে পারা যায় না। পারা যায় কি?'

কানিনি চোখ কুঁচকে তাকালো। 'ওনাকে জয় করার আগে নিজের হৃদয় দিয়ে ফেলোনা সম্রাট কন্যা।'

আনন্দময়ী ভুরু কুঁচকে বললেন 'মোটেই আমি দিইনি!'

কানিনি অনেকক্ষণ আনন্দময়ীর দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর মৃদু হাসলো, সম্রাটকন্যা অবশ্যই প্রেমে পড়েছে। সে আশা করলো যে পর্বতেশ্বর যেন ঠিক সময়ে তাঁর সৌভাগ্যের কথা বুঝতে পারেন।

— ⅄ⓄⅧ⇞⊛ —
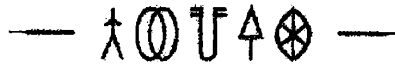
'আপনার রাজধানী খুব সুন্দর, মাননীয় রাজা', শিব বললেন।

সূর্য্যদেব ইতিমধ্যেই তাঁর দৈনিক যাত্রার তিনভাগ সেরে ফেলেছিলেন। শিব সতীর সঙ্গে বসেছিলেন রাজা অতিথিগ্ব নিজের ঘরে। দ্রাপাকু, নন্দী আর বীরভদ্র লাঠি চালনায় দক্ষ কাশীর রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে দরজা পাহারায় সাহায্য করছিল। রাজপরিবারকে রক্ষা করার জন্য কেন শুধু ছোট লাঠি ব্যবহার করা হয় সেটা দ্রাপাকুর কাছে রহস্যজনক লাগল। যদি গুরুতর আক্রমণ ঘটে তাহলে? এরমধ্যে কাশী রক্ষীবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে পর্বতেশ্বর বাইরে একটু দেখে শুনে আসতে গেছেন। বিকেলে নীলকণ্ঠর রাজপ্রাসাদ থেকে বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করতে যাওয়ার যাত্রাপথটার সুরক্ষার ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত হতে চাইছিলেন।

অনুমান করা যাচ্ছিল যে নীলকণ্ঠকে একঝলক দেখার জন্য পবিত্র রাজপথে পুরো নগরবাসী সার বেঁধে দাঁড়াবে, যেহেতু অসীঘাটে পা-দেওয়ার সময় কেবলমাত্র অভিজাতরাই দেখা করার অনুমতি পেয়েছিল।

'প্রকৃতপক্ষে, এই নগর আপনার, প্রভু', অনেকটা ঝুকে অতিথিগ্ব বললেন।

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

'প্রভু রুদ্র বেশির ভাগ সময়টাই কাশীতে কাটিয়েছিলেন। একে বলতেন তাঁর অস্থায়ী দেশ।' ব্যাখ্যা করে অতিথিগ্ব বললেন। 'পশ্চিমে তাঁর জন্মস্থানে

ফিরে যাওয়ার পর কাশী রাজপরিবার আশীঘাটে এক পুজোর আয়োজন করেছিলেন প্রভু রুদ্র ও তাদের বংশধরদের কাশীর আসল রাজা রূপে বরণ করে নেওয়ার জন্য। যে রাজপরিবার ঐ পুজো করেছিলেন, আমরা সেই বংশের না হলেও আজও সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছি। প্রভু রুদ্রর বংশধরদের জন্মের অধিকার রক্ষায় তত্ত্বাবধায়ক রূপে আমরা কাজ করে চলেছি।'

শিবের অস্বস্তি বাড়তে লাগলো।

'এখন প্রভু রুদ্রের বংশধর এখানে বর্তমান। এখন তাঁর কাশী রাজসিংহাসন গ্রহণের সময়।' অতিথিগ্ব বলে চললেন 'আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন প্রভু।'

বিস্ময়ে আর বিরক্তিতে শিবের প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল।

এই মানুষগুলো সব পাগল! উদ্দেশ্য ভালো হলেও কিন্তু পাগল।

'আমার রাজা হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই মহামান্য।' শিব হেসে বললেন।

'প্রভু রুদ্রর বংশধর হওয়ার মতো যোগ্য বলেও নিজেকে মনে করি না। আপনি একজন সুযোগ্য রাজা, আমার মত এই যে আপনি আপনার প্রজাদের সেবা করে যান।'

'কিন্তু, প্রভু . '।

'যদিও আমার কয়েকটি অনুরোধ আছে, মহামান্য রাজা।' শিব বাধা দিয়ে বলে উঠলো। শিব নিজের রাজকীয় জন্ম ইতিহাস আলোচনা করতে চাইছিলেন না।

'আপনার যেমন ইচ্ছে প্রভু।'

'প্রথমত, আমার স্ত্রী ও আমি চাই যে আমাদের সন্তানের জন্ম এখানেই হোক। ততদিন কি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করতে পারবো?'

'প্রভু পুরো প্রাসাদ তো আপনারই। দেবী সতী আর আপনি চিরকাল এখানে থাকতে পারেন।'

শিব হেসে বললেন, 'না, আমার মনে হয় না চিরকাল থাকতে হবে।

তাছাড়া এই নগরে একজন ব্রঙ্গ নেতার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ওর নাম দিবোদাস, প্রভু। আপনার সামনে অবশ্যই তাকে ডেকে পাঠাবো। ওছাড়া ওই দূর্ভাগা জাতের অন্য কারো সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। দিবোদাসই হল উপযুক্ত লোক যার মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। সে একটা ব্যবসার কাজে বাইরে গেছে, রাতেই ফিরবে। আমি নিশ্চিত যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাকে এখানে ডেকে পাঠানো হবে।'

'চমৎকার!'
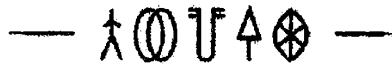
'দ্রাপাকু ওই দিকের জনতা মনে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।' পর্বতেশ্বর দেখালেন।

ভগীরথ, দ্রাপাকু এবং কাশীর রক্ষীবাহিনীর প্রধান ভৃত্যর সঙ্গে পবিত্র রাজপথে একটা উঁচু বেদীতে পর্বতেশ্বর দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যে কাশীর সকল নাগরিক ২০ লক্ষ লোক সেখানে নেমে এসেছে নীলকণ্ঠকে এক ঝলক দেখার জন্য। এই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কাশীর অদক্ষ নগর রক্ষীবাহিনীর খুবই শোচনীয় অবস্থা হচ্ছিল। কাশীর ভদ্র নাগরিকদের প্রতি তাদের ব্যবহার অতিমাত্রায় মার্জিত ছিল। কিন্তু এমন একটা উপলক্ষ যেখানে প্রত্যেকেই মরিয়া হয়ে প্রভুকে ছোঁয়ার জন্য লাফিয়ে সামনে আসতে চাইছিল, সেখানে বলিষ্ঠ সূর্য্যবংশী হাতের দরকার হয়ে পড়ল।

'আমি এর ব্যবস্থা করছি, প্রধান সেনাপতি।' দ্রাপাকু বেদীর ওপর থেকে লাফিয়ে নিচে দাঁড়ানো নন্দীকে নির্দেশ দিতে বলল, যাওয়ার আগে।

'কিন্তু উনি যেন মারধোর একেবারে না করেন।' ব্রত্য বললো।

'ও অবস্থা অনুযায়ী ঠিক ব্যবস্থা নেবে, ব্রত্য।' বিরক্ত হয়ে পর্বতেশ্বর বললেন।

দ্রাপাকুর আদেশ পেয়ে নন্দী তার নিজস্ব সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে গেল। দ্রাপাকু তার কেটে বাদ দেওয়া বাঁ হাতের জায়গায় লাগানো আংটার সাহায্যে আশ্চর্যজনক দক্ষতায় বেদীতে উঠে এল।

'কাজ হয়েছে, মাননীয় সেনাপতি।' দ্রাপাকু জানালো, 'জনতাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

পর্বতেশ্বর সায় দিয়ে শিব ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের দিকে ঘুরলেন। সতীর হাত ধরে শিব হাসিমুখে আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন। যারা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল তাদের প্রায় প্রত্যেকের থেকে অভিবাদন নিচ্ছিলেন, সতীর সঙ্গিনী কৃত্তিকা একটু পিছনেই আসছিলেন আর ভক্তিতে উদভাসিত অতিথিগ্ব নিঃশব্দে তাঁর পরিবার আর মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন।

'মাননীয় ত্রত্য' আতংকিত এক কাশীর নগররক্ষী বেদীতে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললো।'

ত্রত্য বললো 'বলো কাবস্?'

'ব্রঙ্গদের বাসায় একটা দাঙ্গা হতে চলেছে।'

'কি হয়েছে ঠিক করে বলো।'

'ওরা আবার একটা ময়ূর মেরেছে। কিন্তু এবার আশেপাশের লোকেদের কাছে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে, তারা এই পাপের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য পন করেছে।'

'আমি অবাক হইনি! জানি না মহামান্য রাজামশাই এই অসভ্য বোকা লোকগুলোকে নগরে থাকতে দেওয়ার জন্য কেন জেদ ধরে আছেন। কেবল কিছু সময়ের অপেক্ষা যখন জনগণ তাদের ধৈর্য্য হারাবে আর সাংঘাতিক কিছু করে বসবে।'

'কি হয়েছে?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'এই ব্রঙ্গরা। ওরা জানে যে প্রভু রুদ্রর প্রিয় পাখীর একটা বলে কাশীতে ময়ূর মারা বারণ। অনেকে বিশ্বাস করে ওদের অঞ্চলে ওরা অদ্ভুত এক অনুষ্ঠানে ময়ূর বলি দেয়। এখন ওরা হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে আর ওদের একটা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

'আপনার কিছু লোক ওখানে পাঠিয়ে গণ্ডগোলটা বন্ধ করছেন না কেন?'

ত্রত্য অদ্ভুতভাবে পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালো। 'আপনি সব কিছু বুঝবেন না। কাশীতে ভারতবর্ষের সমস্ত রকম সমাজ ও সম্প্রদায়কে আমরা গ্রহণ

না। এই মহান নগরকে নিজের মনে করে সকলে শান্তিতে বসবাস করে। কিন্তু ব্রঙ্গরা ইচ্ছে করে আমাদের সবাইকে খেপিয়ে দিতে চায়। আসলে ব্যাপারটা খারাপ হলেও শেষে ভালোই হবে। যেমন হচ্ছে হোক।'

একটু আগেই যে অহিংসার গুণ প্রচার করছিল সেই রক্ষীবাহিনীর প্রধানের মুখে এমন কথা শুনে পর্বতেশ্বর মনে আঘাত পেলেন। 'তারা যদি অপরাধ করে থাকে, বিচারালয়ে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। গণ্ডগোল বাঁধানো এবং পাখী মারার সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই সেই সব নিরীহ মানুষদের আঘাত করার কোন অধিকার নাগরিকদের নেই।'

'যদি কিছু নিরীহ লোক আহত হয় তাতে কিছু যায় আসে না। নগর থেকে ব্রঙ্গ এবং তাদের অশুভ জীবনধারাকে তাড়াতে হলে এই সামান্য মূল্য তো দিতে হবে। আমি এই ব্যাপারে কিছু করতে পারি না আর পারলেও করবো না।'

'যদি আপনি কিছু না করেন, তাহলে আমি করবো,' পর্বতেশ্বর সতর্ক করলেন।

ত্রত্য পর্বতেশ্বরের দিকে অত্যন্ত রেগে একবার তাকিয়ে নীলকণ্ঠের অনুগামী লোকেদের দিকে ঘুরে দেখতে লাগলো। পর্বতেশ্বর ত্রত্যর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। মনস্থির করতে তাঁর সামান্য সময় লাগলো।

'দ্রাপাকু, তোমায় দায়িত্ব দিচ্ছি', পর্বতেশ্বর বললেন 'প্রভু যেই বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকবেন তারপরই জনতার ভিড় এখান থেকে হটিয়ে দেবে।'

'সম্রাটপুত্র ভগীরথ, আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন? চন্দ্রবংশী রীতিনীতি জানি না তাই কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

'সেটা যে আমার পক্ষে সম্মানের প্রধান সেনাপতি,' ভগীরথ বললেন।

'এটা আপনাদের কাজ নয়', ত্রত্য সারাদিনে এই প্রথমবার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে আপনাদের মাথা গলানোর কোন অধিকার নেই।'

'ওনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।' বাধা দিয়ে রাজপুরুষের ঔদ্ধত্যে ভগীরথ বললেন।

'প্রভু রামের আদেশ কি ভুলে গেছেন? যখন কোন অপরাধ করা হচ্ছে তখন কেউ তাতে বাধা না দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলে সে নিজেও অপরাধী হয়। আপনার কাজটা করে দিচ্ছেন বলে প্রধান সেনাপতিকে আপনার ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

পর্বতেশ্বর আর ভগীরথ কাবস্‌কে সঙ্গে নিয়ে উঁচু বেদী থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। বীরভদ্রকে একশজন সৈন্য নিয়ে অনুসরণ করতে বলে তাড়াতাড়ি ব্রঙ্গদের থাকার জায়গার দিকে রওনা দিলেন।

'এটা বেশ শক্ত আর কৌশলের কাজ।' ভগীরথ বললেন।

ব্রঙ্গদের বাড়ির সামনে তারা দাঁড়িয়েছিল।

পূর্বদিক থেকে উদ্বাস্তুদের প্রচুর সোনাদানা আনার ফলে বিশেষ করে নগরের এই ঘিঞ্জি অঞ্চলটা পাল্টে গেছিল। এখানে বড় বড় বাড়িঘর গড়ে উঠেছিল। বিলাসবহুল কারুকাজ করা একটা বহুতল বাড়িতে ব্রঙ্গরা বাস করতো। বিশ্বনাথ মন্দির আর রাজপ্রাসাদকে ছেড়ে দিলে তাদের বাড়িই সবচেয়ে উঁচু ছিল। কিছুটা মগধের নরসিংহ মন্দিরের মতো এই বাড়িটাও ছিল চারদিকে বিশাল বাগান দিয়ে ঘেরা যা মনোরম অথচ পরিমিতভাবে সাজানো।

প্রবেশ পথে একটা কাঠের ফলকে এই বাড়ির আবাসিকদের ভক্তির কথা লেখা ছিল। 'প্রভু রুদ্র পবিত্র বঙ্গভূমিকে আশীর্বাদ করুন।' বাগানের বেড়ার পর থেকেই নগরের গাদাগাদি ভিড় আর বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল। সরু পথটা উপনগরীতে চলে গেছিল যা অযোধ্যা, মগধ, প্রয়াগ এবং চন্দ্রবংশী ও অন্যান্য মিত্র দেশের উদ্বাস্তুতে ভর্তি ছিল। আরেকটা ছোট বাস্তব ব্যাপার ছিল যে কিছু মেলুহী উদ্বাস্তুও কাশীতে ছিল। তারা নিজের দেশে বিধিবদ্ধ জীবনে ক্লান্ত হয়ে এবং নিজেদের সন্তানদের মাইকায় দিয়ে দেওয়ায় ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিল। নিজেদের সন্তানকে চোখের সমানে বড়ো হতে দেখার আনন্দের জন্য চন্দ্রবংশী জীবনধারার বিশৃঙ্খলাকে সহ্য করে নিয়েছিল।

'শুধুমাত্র প্রথার কারণে যে এই রাগ নয় সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

কাশার সাধারণ লোক আর ব্রঙ্গদের জীবনশৈলীর যে প্রবল পার্থক্য। সেটা বুঝতে পেরে বীরভদ্র বলে উঠল, 'ধনসম্পদের কারণে নিজেদের অপমানিত বোধ করার জন্যও ব্রঙ্গদের ওরা এখন ঘেন্না করে।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভগীরথ পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরলেন, তিনি তখন পরিস্থিতিটার মূল্যায়ন করছিলেন 'কি মনে হচ্ছে প্রধান সেনাপতি?'

প্রতিরোধের দিক থেকে দেখলে জায়গাটার অবস্থান খুবই খারাপ ছিল। ব্রঙ্গরা পাহাড় আর কঠিন জমির মাঝে আটকা পড়েছিল। বাড়িটার সামনের গলিঞ্জি অঞ্চল ভিড়ে ঠাসা। পথের বিরোধী লোকজনের দ্বারা ব্রঙ্গরা চারদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না, সরু পথে সহজেই দাঙ্গাবাদীদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বাগানটা সামান্য ভাবে কেবল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে ছিল।

কোন দাঙ্গাকারীদের হাতে বিপন্ন হলে এই জায়গাটার জন্য ব্রঙ্গরা বাড়িতে ঢুকে পড়ার জন্য অন্তত আড়াই পল সময় পেত।

কাশীতে নিজেদের অবস্থার জন্যই হয়তো ব্রঙ্গরা সবসময় ভয়ে ভয়ে বাস করতো। সেইজন্য বাড়ির ছাদে প্রচুর পরিমাণে পাথরের টুকরো মজুত করে রেখেছিল। ওই রকম উঁচু থেকে পাথর ছুড়লে সেগুলো ক্ষেপণাস্ত্রের কাজ করবে। তার ফলে গুরুতর আঘাতের এমনকি সঠিক জায়গায় লাগলে মৃত্যুরও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

কাশীর দাঙ্গাকারীরা বাগানে ইতিমধ্যে কুকুর ছেয়ে দিয়েছিল, যেগুলোকে ব্রঙ্গরা ঘেন্না করতো। তারা জানতো যে ব্রঙ্গরা পাথর ছুড়ে কুকুরগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করবে। পর্বতেশ্বর বুঝতে পারলেন যে এই অসম লড়াইতে ব্রঙ্গদের পাথর শেষ হয়ে যাওয়া শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা। আর তার পরেই তাদের সামনের থেকে ভীষণ একটা আক্রমণের মুখে পড়তে হবে।

রান্নাঘরের ছুরি; কাপড় কাচার ছোটো ডান্ডা এইরকম হাস্যকর অস্ত্র সজ্জিত হলেও সংখ্যায় একজনের অনুপাতে একশজন থাকায় ব্রঙ্গদের নিস্তারের আশা খুবই কম ছিল।

'ব্রঙ্গদের পক্ষে ব্যাপারটা ভালো মনে হচ্ছে না,' পর্বতেশ্বর বললেন

'আমরা কি কাশীর দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখতে পারি?'

'আমি ইতিমধ্যেই চেষ্টা করে দেখেছি, প্রধান সেনাপতি।' ভগীরথ বললেন 'ওরা শুনবে না, ওদের বিশ্বাস ব্রঙ্গরা সোনা দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে কিনে নিতে পারে।'

'সেটা খানিকটা সত্যি,' কাশী রক্ষী বাহিনীর দলপতি কাবস্—বিড়বিড় করে বলে সে কোন দলে সেটা বুঝিয়ে দিলো।

ভগীরথ কাবসের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সে চমকে ভয়ে পিছিয়ে গেল যেহেতু ভগীরথের খ্যাতি কাশীতে সবাই জানতো।

'ওদের সঙ্গে তুমি একমত নও, তাই না?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

কাবসের মুখ রাগে কুঁচকে গেল 'ব্রঙ্গদের আমি খুবই ঘেন্না করি। ওরা হল সবরকম আইন ভাঙ্গা নোংরা নীতিহীনের দল। এমনকি অর্থ দিয়ে ওরা সবই কিনে নিতে চায়।' এই কথাগুলো ওর মুখ থেকে বেরোতে ও ঠাণ্ডা হল। সে নিচের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো 'কিন্তু তাই বলে কি ওদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে? প্রভু রুদ্র থাকলে কি এমন করতেন? না, মহামান্য।'

'তাহলে একটা উপায় বার করো।'

তাদের চারিদিকে ক্ষেপে ওঠা লোকদের দেখিয়ে কাবস বললো 'ব্রঙ্গরা কোনরকম শাস্তি না পেলে এরা কিছুতেই পিছু হটবে না, সম্রাটপুত্র ভগীরথ। এমন কোন নিশ্চিত উপায় বার করবো যাতে ব্রঙ্গরা জীবিত আর নিরাপদ থাকবে আমি জানি না।'

'যদি সূর্য্যবংশীরা আক্রমণ করে তাহলে?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন। কার্যকর কিন্তু প্রায় অনৈতিক উপায় তার মাথায় আসায় পর্বতেশ্বর মনে আঘাত পেলেন।

ভগীরথ সঙ্গে সঙ্গে হাসল কারণ যে ধারণা করতে পারলো পর্বতেশ্বর কি করতে চলেছেন, 'আমরা কাশী নগর রক্ষী বাহিনীর ছোট লাঠিগুলো ব্যবহার করবো, আমাদের অস্ত্র নয়। আমরা কেবল আহত করবো, নিহত করবো না।'

'ঠিক, তাই', পর্বতেশ্বর বললেন, 'তাহলে এই লোকগুলো তাদের বিচার পেয়ে যাবে আর চলে যাবে। ব্রঙ্গরা আহত হলে বেঁচে যাবে।' আমি জানি যে এটা করা ঠিক নয়, কিন্তু কিছু কিছু সময় একটা বড় অপরাধ থেকে বাঁচতে ছোট অপরাধ করা একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়। এই অপরাধ করার দায় আমি পুরোপুরি নিজের ঘাড়ে নেব আর পরমাত্মাকে এর জন্য উত্তর দিতে হতে পারে।'

ভগীরথ মৃদু হাসলেন, পর্বতেশ্বরের মধ্যে কিছু চন্দ্রবংশী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। তার দিদি যে এই মেলুহী প্রধান সেনাপতির প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছে সেটা নজর এড়িয়ে যায়নি।

পর্বতেশ্বর কাবসের দিকে ঘুরে বললেন, 'আমার একশটা ছোট লাঠি লাগবে।'

ভগীরথ কাবসের সঙ্গে পবিত্র পথে তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। পর্বতেশ্বর তার মধ্যে দাঙ্গাকারীদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলেন। যদি তারা অস্ত্র ফেলে দেয় তবে সুবিচার পাবে সেই কথা দিয়েছিলেন। তারা তখন সূর্য্যবংশীদের হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পর্বতেশ্বর সূর্য্যবংশীদের সামনে জড়ো করলেন। 'মেলুহীরা শোনো, তোমাদের তলোয়ার ব্যবহার করবে না। ছোট লাঠি ব্যবহার করবে। ওদের হাতে পায়ে মারবে, মাথায় মারবে না। তোমাদের ঢাল মাথার ওপর শক্ত করে ধরে কুর্ম-ব্যুহ রচনা করো। ওপর থেকে ফেলা পাথর লাগলে মৃত্যু হতে পারে।

সূর্য্যবংশী সৈনিকরা পর্বতেশ্বরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

'ব্রঙ্গদের বাঁচানোর এটা একটাই মাত্র উপায়।' পর্বতেশ্বর বললেন।

মেলুহীরা লড়াইয়ের জন্য তাড়াতাড়ি ব্যুহ রচনা করে ফেলল। নেতৃত্বে রইল পর্বতেশ্বর, ভগীরথ আর বীরভদ্র। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্থ না থাকায় কাবস সবচেয়ে নিরাপদে স্থান মধ্যিখানে রইলো। সৈন্যরা যেই ব্রঙ্গদের বাগানে ঢুকলো অমনি পাথর বৃষ্টি শুরু হল। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে

তারা বাড়িটায় ঢোকার দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন ঢালের আড়াল তাদের রক্ষা করছিল।

বাগানের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথের থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িতে ঢোকার পথটা সরু ছিল। কুর্ম বা কচ্ছপ বুহ্য তাই এখানে ভেঙে দিতেই হল। পর্বতেশ্বর সবাইকে দুটো সারিতে এগিয়ে যেতে বললেন।

ঢাল ক্রমাগত ডাইনে বাঁয়ে নাড়তে নাড়তে, যাতে সামনের দিক থেকে ছোঁড়া পাথর আটকানো যায়। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লে আর পাথর ছোঁড়া হবে না। এক বিশাল ভুল ধারণা।

— ⸻ —

'বাবা, কি মূর্তি', প্রভু রুদ্রর মূর্তি দেখে সতী একটু কেঁপে উঠলেন।

শিব ও সতী বিশাল বিশ্বনাথ মন্দিরে সবে ঢুকেছিলেন। ব্রহ্মাঘাটের থেকে একটু দূরে গড়া এই মন্দিরের গঠন ছিল অতি মনোরম। এটার যে শুধুমাত্র কয়েকশ হাত উঁচু চুড়োই ছিল তা নয় বরং সুবিশাল ভবনটির অনাড়ম্বর গঠন দেখে তাঁরা আশ্চর্য্য হলেন।

পবিত্র পথ থেকে মন্দিরে ঢোকার পথে ছিল প্রভু রুদ্রর জন্মভূমির মতো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সাজানো খোলা বাগান। প্রায় রক্তের মতো লাল রঙের বেলে পাথরে গড়া মন্দিরে ছিল বিস্ময়কর রকম পরিমিতির ছাপ। প্রায় চল্লিশ হাত উঁচু বিশাল দালান যা বাগানের শেষ অবধি বিস্তৃত। শিবের দেখা অন্যান্য মন্দিরের মতো কারুকাজ অলংকরণ, ছবি ইত্যাদি এখানে একেবারেই ছিল না।

দালানে ওঠার জন্য একশটা সিঁড়ির ধাপ। দালানের ওপরে পৌঁছলে মন্দিরের মূল চুড়ো দেখে ভক্ত অবাক হবে, যা একই রকম লাল বেলে পাথরে তৈরি, একশ ষাট হাত উঁচুতে উঠে গেছে। দালানের মতো মূল মন্দিরেও কোন কারুকাজ নেই। চুড়োকে ধরে রাখার জন্য রয়েছে একশটা থাম। গর্ভগৃহ দালানের মধ্যিখানে। অন্যান্য মন্দিরের মতো একধারে নয়। সারা দেশ থেকে ভক্তরা যাঁর টানে ছুটে আসে গর্ভগৃহর মধ্যে রয়েছে তাঁর মূর্তি যিনি—ভয়ংকর প্রভু রুদ্র।

পুরা কাহিনীতে আছে যে প্রভু রুদ্র বেশির ভাগ কর্মকাণ্ডই একা করেছিলেন। তাঁর কোন পরিচিত বন্ধু ছিলেন না যার কাহিনী মন্দিরের গায়ে খোদাই করে অমর করে রাখা যাবে। কোন প্রিয় ভক্ত ছিলেন না যার মূর্তি তার পায়ের কাছে রাখা যাবে। প্রভু রুদ্রের একজনই সঙ্গী ছিলেন যাঁর কথা তিনি শুনতেন, তিনি ছিলেন দেবী মোহিনী। দেবীর অসামান্য সৌন্দর্যের কোন প্রতিমূর্তি না দেখতে পেয়ে কৃত্তিকা অবাক হলো।

'দেবী মোহিনীর মূর্তি এখানে নেই কেন?' কৃত্তিকা ফিসফিস করে অতিথিত্বর এক মহিলা কর্মচারীকে বলল।

'আপনি তো প্রভুর কাহিনী ভালো মতোই জানেন, কর্মচারীটি উত্তর দিল, 'আসুন।'

সে কৃত্তিকাকে গর্ভগৃহের অপরদিকে নিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে কৃত্তিকা আবিষ্কার করলো যে পিছনের দিকে গর্ভগৃহের আরেকটা ঢোকার পথ রয়েছে, সেখান দিয়ে ঢুকলে ভক্ত দেবী মোহিনীর মূর্তি দেখতে পাবে। যিনি চিরকালের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা এমনই জনশ্রুতি তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর সুন্দর চোখে ঢুলঢুলু মায়াবী দৃষ্টি। কিন্তু কৃত্তিকা ভালো করে লক্ষ করলো যে দেবীর হাতে ছুরি লুকনো রয়েছে যা প্রথম দর্শনে বোঝা যায় না। মোহিনী হলেন সবসময়ে কল্পনাপ্রিয় ও মৃত্যুময়ী। কৃত্তিকা হাসলো, এর থেকে বোঝা যায় কেন দেবীমোহিনী আর প্রভু রুদ্রর মূর্তি পিঠেপিঠে বসানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জটিল সম্পর্ক ছিল; দুজনেই সঙ্গী কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্ন।

কৃত্তিকা দেবী মোহিনীকে প্রণাম করলো, যদিও কেউ কেউ তাঁকে *অবতার* হিসেবে সম্মান দেয়নি। তবে বেশির ভাগই বিশ্বাস করতো যে দেবী মোহিনী কল্যানময়ী সম্বোধনের যোগ্য।

গর্ভমন্দিরের অপরদিকে শিব প্রভু রুদ্রের মূর্তির দিকে এক দৃষ্টে দেখছিলেন। প্রভু হলেন খুবই পেশীবহুল ও শক্তিশালী। তাঁর লোমশ বুকে শোভা পাচ্ছিল হার থেকে ঝোলানো এক অলংকার। কাছ থেকে ভালো করে পরীক্ষা করার পর শিব বুঝতে পারলেন যে অলংকারটা হল বাঘনখ। প্রভুর

ঢাল তাঁর সিংহাসনের পাশে রাখা আর যেহেতু তলোয়ারটাও সিংহাসনের পাশে রাখা তাই প্রভুর হাত তলোয়ারের হাতলে ছোয়ানো। পরিষ্কার ভাবেই ভাস্কর ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যেহেতু ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর যোদ্ধা আনুষ্ঠানিক ভাবে হিংসা পরিত্যাগ করেছিলেন তাই তাঁর অস্ত্র হাতের পাশে নামিয়ে রাখা আর কেউ তাঁর আদেশ অমান্য করলে তার জন্য আবার তা ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত। শিল্পী প্রভু রুদ্রর শরীরে খুব যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্নগুলি যে গুলো গর্বের বস্তু। একটা ক্ষত ছিল কপাড়ের ডানপাশ থেকে বাঁদিকে গাল পর্যন্ত টানা। প্রভুর লম্বা দাড়ি-গোঁফ, তাতে অনেক বিনুনি। তাতে আবার পুঁতি দেওয়া।

'ভারতে কখনো কাউকে দাড়িতে পুঁতি লাগাতে দেখিনি।' অতিথিগ্বকে শিব বললেন।

'প্রভু রুদ্রের দেশ পরিহার মানুষেরা এমনই লাগায় প্রভু।'

'পরিহা?'

'হ্যাঁ প্রভু, *পরিদের দেশ।* ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমারও ওধারে এই দেশ। আমাদের বিশাল পর্বতমালা হিমালয়েরও ওপারে।'

প্রভুর মূর্তির দিকে শিব ঘুরে দাঁড়ালেন। সবচেয়ে বেশি যে অনুভূতি তাঁর হচ্ছিল সেটা হল ভয়ের অনুভূতি। ভগবানের প্রতি এমন ভয় পাওয়া কি ভুল? এটা ভালোবাসা হওয়া উচিত নয় কি? শ্রদ্ধা সম্ভ্রম? ভয় কেন?

কারণ অনেক সময় ভয়ই মানুষের মনকে একাগ্র এবং দৃষ্টিকে স্পষ্ট করে তোলে। প্রভু রুদ্র তাই তাঁর লক্ষে পৌছলোর জন্য ভীতি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

শিব মাথার মধ্যে কথাগুলো শুনতে পেলেন। দূর থেকে কথাগুলো আসলেও খুব পরিষ্কার। তিনি জানতেন যে ইনি কোন বাসুদেব পণ্ডিত।

আপনি কোথায় পণ্ডিতজি?

চোখের আড়ালে প্রভু নীলকণ্ঠ, চারপাশে অনেক লোকজন।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সময় হলেই হবে বন্ধু। কিন্তু আপনি যদি আমার কথা শুনতে পেয়ে থাকেন তবে আপনার সবচেয়ে অনুগত ভক্তের ডাক আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

সবচেয়ে অনুগত ভক্ত?

গলার স্বর থেমে গেল। শিব উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

অধ্যায় ৬

এমন কি পাহাড়ও পড়ে যেতে পারে

'আড়ালে যাও!' পর্বতেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলেন।

পাথর বৃষ্টির অভ্যর্থনার মধ্যে ভগীরথ ও তিনি ব্রঙ্গ ভবনে ঢুকলেন।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে সামনেই ছিল বিরাট একটা ঘর যার ছাদটা সূর্য্যের আলো আসার জন্য খোলা। এটা ছিল সুর্য্যের আলো আর বিশুদ্ধ বাতাস আসার জন্য অসাধারণ একটা প্রযুক্তি। অত্যন্ত কৌশলে এর ছাদ এমন ভাবে বানানো হয়েছিল যে প্রয়োজন হলে বর্ষার সময়ে ছাদটাকে ঢেকে ফেলা যাবে। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় ঘরটা সূর্য্যবংশীদের কাছে মরণ উপত্যকা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেহেতু চারিদিকের বারান্দা থেকে তাদের ওপর ব্রঙ্গরা পাথর বর্ষণ করছিল।

একটা ধারালো পাথর পর্বতেশ্বরের বাঁ কাধে আঘাত করলো। তিনি বুঝলেন যে বাঁ কাঁধের হাড় ভেঙে গেল। প্রচণ্ড ক্রোধে পর্বতেশ্বর তাঁর বেঁটে লাঠি উচিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হর হর মহাদেব!'

'হর হর মহাদেব!' সূর্য্যবংশীরাও একযোগে চেঁচিয়ে উঠলো।

তারা ছিল দেবতার মতো অজেয়! কেবলমাত্র পাথর তাদের থামাতে পারবে না। সূর্য্যবংশীরা সিঁড়ি দিয়ে তেড়ে ওপরে উঠতে থাকলো। সামনে মহিলা শুদ্ধু যারাই পড়লো তাদের সবাইকে তারা লাঠি পেটা করলো। এতো উত্তেজনার মধ্যেও পর্বতেশ্বরের নির্দেশ তারা মনে রেখেছিল। মাথায় কোন আঘাত না। অবিরাম ও সুশৃঙ্খল সূর্য্যবংশী আক্রমণের মুখে ব্রঙ্গরা ধপাধপ পড়তে শুরু করলো। একটু পরেই সূর্য্যবংশীরা ছাদে উঠে গেল। সেখানে

...। দলনেতার দেখা না পেয়ে পর্বতেশ্বর অবাক হলেন। ব্রঙ্গরা ছিল ...কল্পনাহীন একদল লোক। বীরের মতো সাহসের সঙ্গে হলেও তারা ...মেলো ভাবে লড়াই করেছিলো। যতক্ষণে সূর্য্যবংশীরা ছাদে পৌঁছল, ...ক্ষণে প্রায় সব ব্রঙ্গরাই মেঝেতে পড়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। ...রা আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গেল। আর ঠিক তখনই পর্বতেশ্বর এক ...ভুত শব্দ শুনতে পেলেন। যদিও অনেক ব্রঙ্গ যন্ত্রণায় কাতরানোয় প্রচণ্ড ...চই হচ্ছিল তাও ভয়ংকর সেই একটানা শব্দ শুনতে তিনি ব্যর্থ হননি। ...নে হচ্ছিল শয়ে শয়ে শিশু প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে যেন তাদের ...রণ বাঁচন এই চিৎকারের ওপর নির্ভর করছে।

পর্বতেশ্বর ব্রঙ্গদের ভয়ংকর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে গুজব শুনেছিলেন। ভীষণ খারাপ কিছু অনুমান করে তিনি ছুটে গেলেন সেই ঘরের দিকে, যে ঘর থেকে ওই বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেনাপতি এক লাথি মেরে দরজাটা খুলে দিলেন। তিনি যা দেখলেন তাতে বমি উঠে আসার উপক্রম হল। মাথা কাটা নিস্তেজ একটা ময়ূরের দেহ ঘরের কোণে একজন ধরে আছে, তলায় একটা পাত্রে তার রক্ত জমা হচ্ছে। পাত্রকে ঘিরে অনেক মহিলা। প্রত্যেকে একজন করে শিশুকে ধরে রেখেছে যারা যন্ত্রণায় শরীর মোচড়াচ্ছে। কিছু শিশুর মুখে রক্ত লেগে রয়েছে। আতঙ্কিত পর্বতেশ্বর তাঁর লাঠি ফেলে তলোয়ার নিতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর বাঁদিক থেকে আসা আঘাতে সব ঝাপসা হয়ে গেল। কোন কিছু করার আগেই মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

ভগীরথ চিৎকার করে উঠে তলোয়ার বার করলেন, সূর্য্যবংশীরাও বার করলো। পর্বতেশ্বরকে যে লাঠি দিয়ে মেরেছে তাকে তলোয়ার দিয়ে প্রায় মারতে যাচ্ছেন, তখন একজন মহিলা চেঁচিয়ে উঠলো: **না মারবেন না।**

ভগীরথ থেমে গেলেন। মহিলাটি অবশ্যই গর্ভবতী। ব্রঙ্গ লোকটা তার লাঠি তুলে মারতে গেল। মহিলা আর একবার চেঁচিয়ে উঠলো **'না'**।

ভগীরথকে অবাক করে দিয়ে লোকটা তা মেনে নিলো। অন্য ব্রঙ্গ মহিলারা তাদের গা-গুলোনো আচার অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছিল।

'থামুন!' ভগীরথ চিৎকার করে উঠলেন।

গর্ভবতী মহিলাটি ভগীরথের পায়ে লুটিয়ে পড়লো 'না বীর সম্রাটপুত্র না, আমাদের থামাবেন না। দয়া করুন।'

'প্রধান যাজিকা, আপনি কি করছেন?' ব্রঙ্গ লোকটা জিজ্ঞাসা করলো, 'নিজেকে অপমান করবেন না।'

ভগীরথ আর একবার আচার অনুষ্ঠানের দিকে তাকালেন আর তখনই আসল ব্যাপারটা মনে ফুটে উঠলো। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেই শিশুগুলিই কাঁদছিল যাদের মুখে রক্ত লেগে ছিল না। তাদের হাত পা দারুণ যন্ত্রণায় বেঁচে যাচ্ছিল যেন কোন ভয়ংকর শক্তি তাদের ছোট শরীরগুলোকে মুচড়ে দিচ্ছে। যে মুহূর্তে ময়ূরের রক্ত শিশুর মুখে দেওয়া হচ্ছে, তখুনি সে শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

ভগীরথ মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'কি ছাই হচ্ছে এটা . . '

'দয়া করুন' ব্রঙ্গদের প্রধান যাজিকা মিনতি করলেন। 'আমাদের শিশুদের জন্য এটা দরকার। এছাড়া ওরা মরে যাবে। আমি ভিক্ষা চাইছি ওদের বাঁচাতে দিন।'

হতভম্ব হয়ে ভগীরথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'মহামান্য সম্রাটপুত্র।' বীরভদ্র ইশারা করে বললো, 'প্রধান সেনাপতি।' ভগীরথ তক্ষুনি ঝুঁকে পর্বতেশ্বরকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন, হৃৎপিণ্ড চলছে, কিন্তু হৃৎস্পন্দন খুব দুর্বল।

'সূর্য্যবংশীরা শোনো, প্রধান সেনাপতিকে আয়ুরালয়ে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই!'

তাদের সেনাপতিকে নিয়ে সূর্য্যবংশীরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। পর্বতেশ্বরকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

আয়ুবর্তী অস্ত্রোপচারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পর্বতেশ্বরের আঘাতের চিকিৎসা করার জ্ঞান চন্দ্রবংশী চিকিৎসকদের একেবারেই ছিল না। তাই আয়ুর্বতীকে জরুরী ভাবে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

শিব ও সতী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আয়ুবর্তীর মুখের হতাশ ভাব দেখে সতীর মন খুব দমে গেল।

'কত তাড়াতাড়ি উনি ঠিক হয়ে যাবেন, আয়ুবর্তী?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

আয়ুর্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'হে প্রভু, লাঠিটা খুব খারাপ জায়গায় আঘাত করেছে, প্রধান সেনাপতির কপালের একেবারে মধ্যিখানে। ভেতরে অনেক রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এই রক্ত ক্ষয় মারাত্মক হতে পারে।'

শিব ঠোঁট কামড়ালেন।

'আমি . . .' আয়ুবর্তী বলতে গেলেন।

'যদি কেউ ওনাকে বাঁচাতে পারে তো সে হলেন আপনি।' শিব বললেন।

'এমন মারাত্মক আঘাতের জন্য চিকিৎসাবিধির পুস্তকে কোন নিদান নেই, হে প্রভু।'

আমরা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করতে পারি, কিন্তু রোগী অচেতন থাকলে সেটা করা সম্ভব নয়। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে রোগীর স্থানীয় ব্যথা উপশমকারী ওষুধ দেওয়া হয়, যাতে সচেতন অবস্থায় থাকা রুগী আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। অচেতন থাকা পর্বতেশ্বরের ক্ষেত্রে এই অস্ত্রোপচারটা আগের আঘাতের থেকে আরো সাংঘাতিক হতে পারে।'

সতীর চোখ জলে ভরে গেল।

'আমরা এমনটা কিছুতেই হতে দিতে পারি না, আয়ুর্বতী' শিব বললেন।

'কিছুতেই না।'

'আমি জানি প্রভু।'

'তাহলে কিছু ভাবুন, আপনি হলেন আয়ুর্বতী।' পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো চিকিৎসক!'

'আমার মনে একটাই সমাধানের পথ আছে, প্রভু।' আয়ুবর্তী বললেন।

'কিন্তু সেটা কাজ করবে কিনা জানি না।'

'সোমরস?' শিব জানতে চাইলেন।

'আপনি এতে এক মত?'

'হ্যাঁ। তাহলে চেষ্টা করুন।'

আয়ুর্বতী তার সহকারীদের খোঁজ করতে তাড়াতাড়ি বলে গেলেন।

শিব উদ্বিগ্ন হয়ে সতীর দিকে ঘুরলেন। জানতেন সতী তার *পিত্রতুল্যর* কতোটা কাছের। তার এই অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণা অজাত সন্তানের ওপরও প্রভাব ফেলবে। 'উনি ঠিক হয়ে যাবেন, বিশ্বাস রাখো।'

'কোথায় সেই সোমরস? বিরক্ত হয়ে শিব জানতে চাইলেন।'

'আমি দুঃখিত প্রভু।' অতিথিগ্ব বললেন, 'কিন্তু আমাদের সত্যিই প্রচুর সোমরস নেই। কোন আর্য়ুআলয়ে সোমরস রাখি না।'

'ওটা আসছে, প্রভু।' আয়ুর্বতী আশ্বস্ত করলেন। 'মস্ত্রক্‌কে পাঠিয়েছি, আমার বাসার থেকে সামান্য আনার জন্যে।'

'নিরাশায় শিব অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে পর্বতেশ্বরের ঘরের দিকে ফিরে বললেন 'অপেক্ষা করুন বন্ধু। আমরা আপনাকে সারিয়ে তুলবো। অপেক্ষা করুন। মস্ত্রক্ হাঁপাতে হাঁপাতে হাতে একটা কাঠের বড় পাত্র নিয়ে এলো 'দেবী।'

'তুমি ঠিক মতো বানিয়েছো তো?'

'হ্যাঁ দেবী।'

আয়ুর্বতী তাড়াতাড়ি পর্বতেশ্বরের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

ঘরের এক কোণে বিছানার ওপর পর্বতেশ্বর শুয়েছিলেন। আয়ুর্বতীর সহকারী মস্ত্রক ও ধ্রুবিনি নিমপাতার রস পর্বতেশ্বরের নখের তলায় ঘসে

দিচ্ছিল। পর্বতেশ্বরের নাকে একটা যন্ত্র লাগানো ছিল যা দিয়ে তার নিশ্বাস প্রশ্বাসকে আরো সহজ করা হচ্ছিল।

'ভেতরের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে প্রভু।' আয়ুর্বতী বললেন।

'ওনার শরীর আর খুব বেশি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা নেই।'

প্রধান সেনাপতির নাকে যন্ত্র লাগানো থাকার দৃশ্য শিবের মনে খুব নাড়া দিল। পর্বতেশ্বরের মতো মানুষকে এমন অসহায় অবস্থায় দেখে শিবের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন হলো।

'তাহলে ওই যন্ত্রটার কি প্রয়োজন?'

'ওনার মস্তিষ্কের যে অংশটা শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, রক্ত বেরনোর ফলে সেটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।' শান্তভাবে আয়ুর্বতী বললেন, চিকিৎসা সংকটের মুখোমুখি হলে সব সময় নিজেকে যেমন নিয়ন্ত্রণে রাখেন তেমন ভাবে।

'পর্বতেশ্বর নিজে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে পারবেন না। আমরা যদি যন্ত্রটা খুলে নিই, উনি মারা যাবেন।'

'তাহলে আপনি কেন মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করছেন না?'

'আমি আপনাকে বলেছি প্রভু রোগী অজ্ঞান থাকলে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা যায় না। সেটা খুবই ঝুঁকির কাজ। আমার অস্ত্রোপচার করার যন্ত্রপাতির দ্বারা কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।'

'সোমরস . '

'এটা রক্ত বেরনোটা বন্ধ করেছে, প্রভু। উনি স্থিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কের যে আরোগ্যলাভ হচ্ছে তা নয়।'

'আমরা তাহলে কি করবো?'

আয়ুর্বতী চুপ করে থাকলেন। তাঁর এমন কোন উত্তর জানা ছিল না। যা বাস্তবসম্মত।

'নিশ্চয় কোন পথ আছে।'

'একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে প্রভু।' আয়ুর্বতী জানালেন।

'সঞ্জীবনী গাছের ছাল। আসলে এটা সোমরসের একটা উপাদান, খুবই পাতলা করে ব্যবহার করা একটা উপাদান।'

'তাহলে আমরা সেটা ব্যবহার করছি না কেন?'

'এটা বেশিক্ষণ টেঁকে না। এই ছাল খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

সজীব সঞ্জীবনী গাছ থেকে ছাল নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।'

'তাহলে খুঁজুন . . .'

'এখানে এটা জন্মায় না প্রভু। হিমালয়ের পাদদেশে যেসব পাহাড় আছে সেখানে এই গাছ স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। মেলুহাতে আমরা এর চাষ করি। কিন্তু এটা পেতে একমাস সময় লাগবে। ছাল নিয়ে ফেরার সময় সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

একটা উপায় নিশ্চয় আছে! পবিত্র সরোবর দয়া করে আমায় একটা পথ বলে দাও!

— ⅄⓪Ʊ⍏⊗ —

'মাননীয় সম্রাটপুত্র,' নন্দী বললো, বাহিনীর সাধারণ অধিপতি থেকে যার পদোন্নতি হয়েছে।

'বলুন সেনাপতি নন্দী।' ভগীরথ বললেন।

'দয়া করে আমার সঙ্গে আসতে পারবেন?'

'কোথায়?'

'এটা জরুরী মাননীয় সম্রাটপুত্র।'

ভগীরথ ভাবলো পর্বতেশ্বর যখন জীবনের সঙ্গে লড়াই করছেন তখন নন্দী তাকে আয়ুর-আলয় ছেড়ে যেতে বলছে। সেটা অদ্ভুত। কিন্তু সে জানতো যে নন্দী ছিল নীলকণ্ঠের খুব কাছের লোক। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, সে জানতো নন্দী ঠাণ্ডা মাথার লোক। যদি সে কোথাও যাওয়ার জন্য বলে, সেটা গুরুত্বপূর্ণই হবে।

নাগ রহস্য

নাগ রহস্য

শিব ত্রয়ী কাহিনীর
দ্বিতীয় খণ্ড

অমীশ

বাংলা অনুবাদ:
অনিন্দ্য মুখার্জী, অভিষেক রথ ও অর্পিতা চ্যাটার্জী

Westland Ltd

www.authoramish.com

ওয়েস্টল্যাণ্ড লিমিটেড

৬১ সিলভার লাইন বিল্ডিং, তৃতীয় তল, অলাপক্কম মেন রোড, মদুরাভয়াল, চেন্নাই ৬০০০৯৫

৯৩, দ্বিতীয় তল, শ্যামলাল রোড, নিউ দিল্লী ১১০০০২

নং ৩৮/১০ (নিউ নং ৫), রাঘব নগর, নিউ টিম্বার ইয়ার্ড লে আউট, বেঙ্গালুরু ৫৬০০২৬

www.westlandbooks.in

ওয়েস্টল্যাণ্ড লিমিটেড দ্বারা প্রকাশিত, ২০১৪

এই গ্রন্থের লেখক হিসাবে সনাক্ত হওয়ার নৈতিক অধিকার অমিশ ত্রিপাঠীর। এটি কাল্পনিক রচনা। স্থান, কাল, পাত্র ও ঘটনাবলী হয় লেখকের কল্পনাপ্রসূত অথবা এদের ব্যবহার কাল্পনিক। বাস্তবের কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তি-স্থান ও এলাকার সাথে এর মিল থাকলে তা নেহাৎই সমাপতন।

ISBN: 978-93-84030-08-7

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

প্রচ্ছদ অলংকরণ : রশ্মি পুশক্কর

প্রভু শিবের আলোকচিত্র : চন্দন কোহলি

সত্যজিৎ অক্ষরে বর্ণসংস্থাপনা: প্রদীপ রায়

মুদ্রণ রাধা প্রেস, দিল্লী

www.authoramish.com

প্রীতি ও নীলকে দিলাম

দুর্ভাগ্যবান তারাই যারা নন্দনকাননের জন্য
সপ্তসিন্ধুর খোঁজে নিরত থাকে

ভাগ্যবান তারাই যাদের সেই স্বর্গের অভিজ্ঞতা
হয়েছে যা কেবলমাত্র আমাদের প্রিয়জনদের
সংস্পর্শে বিদ্যমান

আমি সত্যিই ভাগ্যবান

ভগীরথ অনুসরণ করলেন।

— ¥০ⲒⱯ⊛ —

ভগীরথ তার বিস্ময় ঢাকতে পারলেন না যখন নন্দী তাকে ব্রঙ্গভবনে নিয়ে গেল।

'কি ব্যাপার সেনাপতি?'

'আপনি অবশ্যই ওনার সঙ্গে দেখা করুন।' নন্দী বললো।

'কার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে।' একজন লম্বা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ লোক ভবন থেকে বেরিয়ে এসে বললো।

তার তেল মাখানো সুন্দর লম্বা চুল চুড়ো করে বাঁধা। হরিণীর মতো চোখ, চোয়ালের হাড় উঁচু। দীর্ঘ পাতলা চেহারা, পরিধানে মাড় দেওয়া ধুতি আর ঘিয়ে রঙের অঙ্গবস্ত্র কাঁধে ফেলা। তার মুখে এমন একজন মানুষের ছাপ যে এক জীবনে প্রচুর দুঃখজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে।

'আপনি কে?'

'আমি দিবোদাস। এখানকার ব্রঙ্গদের কর্তা।'

ভগীরথ রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো, 'প্রধান সেনাপতি আপনাদের সবাইকে বাঁচালো আর আপনার লোকেরা ওনাকে মৃত্যুর কিনারায় পাঠিয়ে দিয়েছেন!'

'আমি জানি মাননীয় সম্রাটপুত্র, লোকেরা ভেবেছিল প্রধান সেনাপতি আমাদের শিশুদের রক্ষার কাজ থামাতে চাইছিলেন। ওটা অত্যন্ত ভুল হয়েছিল। আমরা আন্তরিক ভাবে অপরাধ স্বীকার করছি।'

'ভাবছেন যে আপনার অপরাধ স্বীকারের ফলে ওনার জীবন রক্ষা হবে?'

'সেটা যে হবে না আমি তা জানি। উনি আমাদের পুরো গোষ্ঠীকে নিশ্চিত মৃত্যু হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমার স্ত্রী এবং অজাত সন্তানকে রক্ষা করেছেন। এটা এমন এক ঋণ যা অবশ্যই পরিশোধ করা দরকার।'

পরিশোধের কথা উঠতে ভগীরথ প্রচণ্ড রেগে উঠলেন।

'ভাবছেন আপনাদের ফালতু সোনা দিয়ে পার পেয়ে যাবেন? ভালো করে শুনে রাখুন, প্রধান সেনাপতির যদি কিছু হয়, তাহলে আমি নিজে এখানে আসবো আর এক এক করে সবাইকে মেরে ফেলবো। প্রত্যেককে মেরে ফেলবো!'

অনুভূতিহীন মুখে। দিবোদসে চুপ করে রইলো।

'মাননীয় সম্রাটপুত্র।' নন্দী বললো 'ওনার কথা শোনা যাক।'

ভগীরথ বিশ্রীভাবে ফোঁস করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

'সোনা দিয়ে কিছুই হয় না, মাননীয় সম্রাটপুত্র', দিবোদাস বললো 'দেশে মণ মণ রয়েছে। আমাদের ভোগান্তি থেকে কখনোই সে মুক্তি দিতে পারে না। কিছুই জীবনের চেয়ে দামী নয়। কোন কিছুই নয়। এই সরল ব্যাপারটা তখনই উপলব্ধি করবেন যখন প্রত্যেকদিন আপনি মৃত্যুর সম্মুখীন হবেন।'

ভগীরথ কোন কথা বললেন না।

'প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর একজন সাহসী ও সম্মানীয় মানুষ। পূর্বপুরুষদের নামে যে শপথ নিয়েছিলাম, ওনার জন্য আমি সেই শপথ ভাঙবো। তার জন্য আমার আত্মা যদি নরকে যায় তাও।'

ভগীরথ ভুরু কোঁচকালেন।

'ব্রঙ্গ ছাড়া অন্য কাউকে ওই ওষুধের ভাগ দিই না। কিন্তু প্রধান সেনাপতির জন্য আপনাকে এটা দেবো। আপনাদের চিকিৎসককে বলুন যে প্রধান সেনাপতির কপালে ও নাকের মধ্যে এটা লাগাতে। উনি বেঁচে যাবেন।'

ভগীরথ ছোট রেশমের থলির দিকে সন্দেহপূর্ণভাবে দেখলো।

'এটা কি?'

'এটা কি সেটা জানার দরকার নেই মাননীয় সম্রাটপুত্র। আপনার একটাই বিষয় জানা জরুরী যে এটা প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বরের জীবন বাঁচাবে।'

— ⚘ —

'এটা কি?'

ভগীরথ যে ছোট রেশমের থলিটা দিয়েছে আয়ুর্বতী সেটা দেখছিলেন।

'সেটা কোন ব্যাপার না।' ভগীরথ বললেন। 'শুধু ওনার কপাল আর নাকের মধ্যে লাগান। হয়তো তিনি বেঁচে যাবেন।'

আয়ুর্বতী ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

'আয়ুর্বতী দেবী চেষ্টা করতে দোষ কি?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।

আয়ুর্বতী ছোট থলেটা খুলে লালচে বাদামী রঙের ঘন মলম দেখতে পেলেন। তিনি আগে কখনো এমন জিনিস দেখেননি। মলমটা শুঁকলেন তারপর হতভম্ব হয়ে ভগীরথের দিকে তাকিয়ে বললেন 'কোথায় পেলেন এটা?'

'সেটা জানা দরকারি নয়। এটা লাগান।'

আয়ুর্বতী ভগীরথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে শয়ে শয়ে প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগলো। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজটা তাঁকে প্রথমে করতে হবে। তিনি জানতেন যে এই মলমটা পর্বতেশ্বরের জীবন বাঁচাবে।

— ꕕꕕꕕꕕ —

পর্বতেশ্বর ধীরে ধীরে চোখ খুললেন।

'বন্ধু।' শিব আস্তে করে বললেন।

'হে প্রভু,' পর্বতেশ্বর আস্তে করে বলে চেষ্টা করলেন উঠে বসার।

'না! একদম নয়।' শিব বললেন। আস্তে করে পর্বতেশ্বরকে শুইয়ে দিলেন। 'আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। মনের জোর থাকলেও এখন শরীরটা আপনার ঠিক নেই।'

পর্বতেশ্বর নিস্তেজ ভাবে হাসলেন।

শিব জানতেন প্রধান সেনাপতির মনে প্রথম যে প্রশ্নটা উদয় হবে।

'সমস্ত ব্রঙ্গরা নিরাপদে আছে। আপনি যা করেছিলেন তা চমৎকার ছিল।

'আমি জানি না হে প্রভু। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। অধর্ম করেছি'।

'আপনি যা করেছেন, জীবন বাঁচিয়েছেন। প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন নেই।'

পর্বতেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মাথা তখনো ভীষণ ভাবে দপদপ করছিলো। 'ওরা ভয়ংকর সব আচার অনুষ্ঠান . . .'

'ওই সব নিয়ে চিন্তা করবেন না বন্ধু। এখন আপনার বিশ্রামের দরকার। আয়ুর্বতী কড়া ভাবে আদেশ দিয়েছেন কেউ যাতে আপনাকে বিরক্ত না করে। আপনাকে একা রেখে যাচ্ছি। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।'

— ⅄⊙Ⴎ↑⊗ —

'দিদি!'

ভগীরথ তার দিদি আনন্দময়ীকে থামাতে চেষ্টা করলেন। পর্বতেশ্বর সেখানে রয়েছেন আনন্দময়ী আয়ুরালয়ের সেই অংশে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন। সারাদিন তিনি নগরের বাইরে এক আশ্রমে সঙ্গীতের পাঠ নিচ্ছিলেন। তিনি ছুটে এসে ভাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

'ও ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' ভগীরথ বললেন।

আনন্দময়ী ভুরু কুঁচকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। 'যে একাজ করেছে সেই বেজন্মাটা কে? আশা করি তুই ওই কুকুরটাকে শেষ করে দিয়েছিস।'

'কি করা হবে সেই সিদ্ধান্তটা পর্বতেশ্বরকে নিতে দেওয়া উচিত।'

'শুনেছি ওর কপালে আঘাত করা হয়েছিল। তাই সেখানে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'অগ্নিদেব সহায় হোন। সেটা তো মারাত্মক হতে পারে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু ব্রঙ্গদের ওষুধে উনি রক্ষা পেয়েছেন।'

'ব্রঙ্গ? প্রথমে তারা ওকে প্রায় মেরে ফেলছিল আর তারপর ওষুধ দিল বাঁচানোর জন্য? ওদের কি পাগলামোর কোন সীমা নেই?'

'ওষুধটা ওদের নেতা দিবোদাসের দেওয়া। সে কয়েক ঘন্টা আগে কাশীতে ফিরে এসেছে এবং এই ঘটনাটা শুনেছে। সে ভালো লোক বলেই মনে হয়।' আনন্দময়ী ব্রঙ্গনেতার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। 'পর্বতেশ্বর কি জেগে উঠেছে?'

'হ্যাঁ, প্রভু নীলকণ্ঠ এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। সে ঘুমোচ্ছে। সে বিপদ মুক্ত। চিন্তা করো না।' আনন্দময়ী মাথা নাড়লো। চোখ জলে ভরা।

'আর একটা কথা' ভগীরথ বললেন, 'আমিও আঘাত থেকে সেরে উঠেছি'।

আনন্দময়ী হাসিতে ফেটে পড়লেন 'ভাই, আমি দুঃখিত। আগেই আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।'

ভগীরথ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেউ তোমার ভাইকে আহত করতে পারে না। যেহেতু সে হল সর্বশ্রেষ্ঠ চন্দ্রবংশী বীর!'

'কেউ তোকে আঘাত করেনি কারণ তুই নিশ্চয় পর্বতেশ্বরের পিছনে লুকিয়ে ছিলি।'

ভগীরথ হেসে খেলাচ্ছলে তার দিদিকে মারতে গেল। আনন্দময়ী তার ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরলো।

'যাও!' ভগীরথ বললেন, 'ওনাকে দেখলে তোমার মনটা ভালো হবে।'

আনন্দময়ী মাথা নাড়লেন। যেই তিনি পর্বতেশ্বরের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন অন্য একটা ঘর থেকে আয়ুর্বতী বেরিয়ে এলেন। 'মাননীয় সম্রাটপুত্র।'

'বলুন, আয়ুর্বতী দেবী।' নমস্কার জানিয়ে ভগীরথ বললেন।

'প্রভু নীলকণ্ঠ আর আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন?'

'অবশ্যই।'

— ⅄⓪Ʊ⇑⊛ —

'কোথা থেকে তুমি এই ওষুধ পেয়েছো ভগীরথ?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

শিবের কথার ধরন দেখে ভগীরথ আশ্চর্য হলেন। প্রভুকে সবসময় স্নেহশীল মনে হয়। কিন্তু তিনি এখন রেগে আছেন।

'কি ব্যাপার প্রভু?' ভগীরথ উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন।

'আমার কথার উত্তর দাও সম্রাটপুত্র। কোথায় এই ওষুধ পেয়েছো?'

'ব্রঙ্গদের থেকে।'

শিব ভগীরথের চোখে চোখ রেখে একদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। ভগীরথ বুঝতে পারলেন নীলকণ্ঠ তার কথাগুলো বিশ্বাস করার জন্য দোনামনা করছেন।

'আমি মিথ্যে বলছি না হে প্রভু।' ভগীরথ বললেন, 'আর কেনই বা বলবো? 'এই ওষুধ প্রধান সেনাপতির জীবন বাঁচিয়েছে।'

শিব একইভাবে চেয়ে রইলেন।

'প্রভু, সমস্যাটা কিসের?'

'সম্রাটপুত্র সমস্যাটা হল।' আয়ুর্বতী বললেন, 'এই ওষুধ সপ্তসিন্ধুতে পাওয়া যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি যে এটা সঞ্জীবনী গাছের ছাল থেকে বানানো হয়েছে। কিন্তু যে কোন সঞ্জীবনী ওষুধ খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সজীব গাছ থেকে না নিলে এটা কার্য্যকর হয় না। এই ওষুধটা ঠিক রয়েছে। এটা মলম তাই আমরা এটা ব্যবহার করতে পারলাম।'

'ক্ষমা করবেন আয়ুর্বতী দেবী, আমি কিন্তু এখনো সমস্যাটা বুঝতে পারছি না।'

'একটাই মাত্র উপাদান আছে, অন্য একটা বিশেষ গাছের কাঠের গুড়ো, সেটা সঞ্জীবনীর সঙ্গে মেশালে সঞ্জীবনীকে স্থিতিশীল রাখে। সেই গাছ সপ্তসিন্ধুতে জন্মায় না।'

ভগীরথ আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালো।

'ওই গাছ কেবল নর্মদায় দক্ষিণে জন্মায়। নাগদের অঞ্চলে।'

অযোধ্যার সম্রাটপুত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন নীলকণ্ঠ কি ভাবছেন। 'প্রভু নাগদের সঙ্গে আমার কিছু নেই। ব্রঙ্গদের নেতা দিবোদাসের কাছ থেকে ওষুধটা পেয়েছি। অযোধ্যার নামে শপথ করছি। আমার প্রিয়

দিদির নামে শপথ করে বলছি নাগদের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই।'

শিব একদৃষ্টে ভগীরথের দিকে চেয়েছিলেন। 'দিবোদাসের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

'প্রভু, শপথ করে বলছি নাগদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।'

'এক ঘন্টার মধ্যে দিবোদাসকে আমার চাই, সম্রাটপুত্র ভগীরথ।'

ভগীরথের বুকে মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছিলো। 'প্রভু দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন . . .'

'আমরা এই ব্যাপারে পরে কথা বলবো, সম্রাটপুত্র।' শিব বললেন।

'দয়া করে দিবোদাসকে নিয়ে এসো।'

'আমার ধারণা রাজা অতিথিগ্ব ইতিমধ্যেই আগামীকাল সকালে দিবোদাসের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন হে প্রভু।'

শিব কঠিন দৃষ্টিতে ভগীরথের দিকে তাকিয়ে রইলেন, চোখ ছোট করলেন।

'দিবোদাসের এখানে আসার ঠিক মতো ব্যবস্থা করছি, হে প্রভু।' এই বলে ভগীরথ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

— ⁂ —

পর্বতেশ্বরের বিছানার পাশে একটা বসার আসনে আনন্দময়ী বসে ছিলেন, প্রধান সেনাপতি ঘুমোচ্ছিলেন, আস্তে শ্বাস পড়ছিল। সম্রাট কন্যা তাঁর আঙুলগুলি আস্তে আস্তে পর্বতেশ্বরের শক্তিশালী কাঁধে বোলাচ্ছিলেন। হাত বোলাতে বোলাতে কাঁধ থেকে হাত, হাত থেকে নামতে নামতে আঙুলের কাছে হাত নিয়ে আসতে প্রধান সেনাপতির শরীর মনে হলো একটু কেঁপে উঠলো।

আনন্দময়ী মৃদু হাসলেন 'সমস্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে থাকলেও তুমি পুরুষমানুষ তো বটে!'

সহজাত প্রবৃত্তির বশে পর্বতেশ্বর হাত সরিয়ে নিলেন।

ঘুমের মধ্যেই তিনি বিড় বিড় করে কিছু বলছিলেন। শব্দগুলো আনন্দময়ীর

কানে পৌঁছনোর মতো স্পষ্ট নয়। তিনি ঝুঁকে শোনার চেষ্টা করলেন।

'আমি কখনোই প্রতিজ্ঞা ভাঙবো না . . পিতা। সেটা আমার . . . দশরথের দিব্যি। আমি কখনোই আমার প্রতিজ্ঞা . ভাঙবো না।'

দশরথের দিব্যি হলো প্রভু রামের বাবার নামে প্রতিজ্ঞা। একবার যা বললে আর কখনোই তা ভাঙা হতো না।

মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পর্বতেশ্বর বার বার তার *ব্রহ্মচর্যের* প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছিলেন।

'আমি কখনোই আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙবো না।'

আনন্দময়ী মৃদু হাসলেন 'দেখা যাক।'

— ⚹ —

'হে প্রভু।' দিবোদাস একথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠের পা-ছুঁয়ে নমস্কার করলো।

'আয়ুষ্মান ভবঃ', শিব আশীর্বাদ করলেন।

'আপনার সাক্ষাতে খুবই ধন্য হলাম হে প্রভু। অন্ধকার দিনের অবসান হল। আপনি আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করবেন। আমরা দেশে ফিরতে পারবো।'

'দেশে ফিরবে? তুমি এখনো দেশে ফিরতে চাও?'

'ব্রঙ্গদেশ আমার আত্মা হে প্রভু। মহামারী যদি না হতো আমি কখনোই দেশ ছেড়ে আসতাম না।'

ওর কথায় শিব ভুরু কোঁচকালেন তার পরে নির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

'তুমি ভালো লোক দিবোদাস আমার বন্ধুর জীবন রক্ষা করেছো। সেটা বোধহয় নিজের বিবেকের তাড়নায়।'

'এটা একটা প্রতিদানের বিষয় ছিল, হে প্রভু। যা ঘটেছে আমি সব জানি। প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর আমার গোষ্ঠীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে

বাঁচিয়েছেন। আমাদের সেটা পরিশোধ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। আর সেইক্ষেত্রে কোন মূল্য দিতে হয়নি।'

'সেটা তোমার ব্যাপার বন্ধু। কিন্তু এইবার উত্তর দেওয়ার সময় তোমার বিবেকের কথা মনে রাখবে।'

দিবোদাস আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালো।

'কেমন করে তুমি নাগ ওষুধ পেয়েছো?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

দিবোদাস স্থির হয়ে গেল।

'উত্তর দাও দিবোদাস', শান্ত ভাবে শিব আবার বললেন।

'হে প্রভু . '

'আমি জানি কেবলমাত্র নাগরাই ওই ওষুধ বানাতে পারে। প্রশ্ন হল দিবোদাস তুমি কেমন করে এটা পেলে?'

দিবোদাস নীলকণ্ঠকে মিথ্যে বলতে চায় না, তা সত্ত্বেও সত্যি বলতে তার দ্বিধা হচ্ছিল।

'দিবোদাস সত্যবাদী হও।' শিব বললেন। 'মিথ্যে ছাড়া কোন কিছুই আমার সবচেয়ে বেশি রাগিয়ে তোলে না। আমি কথা দিচ্ছি যে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি নাগদের খুঁজছি।'

'হে প্রভু, জানি না পারবো কিনা। আমার গোষ্ঠীর প্রতি বছর ওষুধটার প্রয়োজন হয়, কয়েকদিনের দেরী হওয়ার ফলে কি গণ্ডগোল হয় আপনি তা দেখলেন। এটা না হলে তারা মরে যাবে, হে প্রভু।'

'কোথায় ওই নোংরা বজ্জাতগুলোকে পাওয়া যাবে বলো আর আমি কথা দিচ্ছি প্রত্যেক বছর ওষুধগুলো পাইয়ে দেব।'

'হে প্রভু . . '

'এটা শপথ দিবোদাস, তুমি সবসময়ই তোমার ওষুধ পেয়ে যাবে। বাকি জীবনে যদি এই একটাই কাজ আমি করতে পারি। ওষুধ না থাকার কারণে তোমার গোষ্ঠীর কেউ আর মারা যাবে না।'

দিবোদাস ইতস্তত করছিলেন তারপর নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যের প্রতি তার

বিশ্বাসকে কারণে অজানা ভয়কে কাটিয়ে উঠলো।

'কোন নাগের সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি প্রভু। আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি যে তারা ব্রঙ্গের ওপর একটা অভিশাপ দিয়েছে। প্রতি বছর গরমকালে নিশ্চিতভাবেই মহামারীটা দেখা দেয়। একটাই ওষুধ আমাদের রক্ষা করে সেটা হল নাগদের সরবরাহ করা ওষুধ। রাজা চন্দ্রকেতু নাগদের অপরিমিত সোনা ও মানুষজন জোগান দেন এই ওষুধের পরিবর্তে।'

শিব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'তুমি বলছো যে রাজা চন্দ্রকেতু বাধ্য হয়ে নাগদের সঙ্গে এই লেনদেন করেন। তিনি ওদের কবলে?'

'উনি একজন অতি দক্ষ রাজা, হে প্রভু। অতি অল্প সংখ্যক যারা ব্রঙ্গ থেকে পালিয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে রয়েছি তাদেরও উনি সোনা দেন যাতে অন্যের সাহায্য ছাড়াই আমরা বেঁচে থাকতে পারি। প্রতি বছর আমরা ওষুধ নেওয়ার জন্য ব্রঙ্গতে যাই।'

শিব চুপ করে ছিলেন।

দিবোদাসের চোখের কোণে একটু জল দেখা গেল। 'আমাদের রাজা একজন মহান মানুষ, হে প্রভু। তিনি শয়তানগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন আর নিজের আত্মাকে অভিশপ্ত করেছেন কেবলমাত্র ব্রঙ্গবাসীদের রক্ষা করার জন্য।'

শিব আস্তে মাথা নাড়লেন, 'রাজাই কি একমাত্র যিনি নাগদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।'

'আমি যা জানি, তিনি এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী। হে প্রভু, আর কেউ নয়।'

'আমার সন্তান জন্মালে আমরা ব্রঙ্গে যাত্রা করবো। তখন তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।'

'হে প্রভু!' কাতরভাবে দিবোদাস বলে উঠলো। 'আমরা কোন অব্রঙ্গকে আমাদের দেশে নিয়ে যেতে পারি না। আমাদের গোপনতা সীমাবদ্ধ থাকে। আমার গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আমার দেশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন।'

'বিষয়টা তুমি, তোমার গোষ্ঠী অথবা আমার চেয়ে অনেক বড়। এটা ভারতের বিষয়। আমাদের অবশ্যই নাগদের খুঁজে বার করা উচিত।'

দিবোদাস শিবের দিকে চেয়েছিলো ভীষণভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে।

'আমার বিশ্বাস আমি সাহায্য করতে পারবো, দিবোদাস।' শিব বললেন, 'এমনভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ আছে? মরিয়া হয়ে প্রতি বছর ওষুধের জন্য ভিক্ষে চাওয়া? এমনকি তোমার গোষ্ঠীর কি হবে তা না জেনেই? আমাদের এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। আমি এটা করতে পারবো। কিন্তু তোমার সাহায্য ছাড়া পারবো না।'

'হে প্রভু . . .'

'দিবোদাস ভেবে দেখো। আমি শুনেছি যে ময়ূরের রক্তে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে যেগুলো খারাপ। যদি তুমি নাগদের ওষুধ সময় মতো না পাও তাহলে কি হবে? তোমার গোষ্ঠীর কি হবে? কি হবে তোমার স্ত্রীর? তোমার যে সন্তান জন্মাবে তার? একেবারে চিরকালের মতো এর সমাধান চাও না?'

দিবোদাস আস্তে মাথা নাড়লো।

'তাহলে আমাকে তোমাদের রাজ্যে নিয়ে চলো। তোমাদের রাজা আর ব্রঙ্গদেরকে আমরা নাগদের কবল থেকে মুক্ত করবো।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।'

— ⚹ —

'আমি দিব্যি দিয়ে বলছি নাগদের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই হে প্রভু'। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ভগীরথ বললেন। শিবের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা নন্দী সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছিল।

'বিশ্বাস করুন আপনার বিরুদ্ধে কখনোই যাবো না। কখনোই নয়।' ভগীরথ বললেন।

'জানি।' শিব বললেন। 'ওষুধটা দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল।

নন্দী ইতিমধ্যেই আমাকে বলেছে। কেমন করে ওষুধটা তোমার হাতে এসে পড়লো আমি তা জেনেছি। তোমায় সন্দেহ করছিলাম বলে ক্ষমা চাইছি।'

'হে প্রভু' ভগীরথ কাতর হয়ে বলে উঠলেন। আপনার ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই।'

'না ভগীরথ। আমি যদি কোন ভুল করে থাকি, অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত। তোমায় আর কখনো সন্দেহ করবো না।'

'প্রভু . . '

শিব ভগীরথকে কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরলেন।

— ⅄ⓄƱ↑⊗ —

'এখানে এসে আমাদের কৃপা করার জন্য আরেকবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, হে প্রভু।' মেলুহী প্রধানমন্ত্রী কনখলা বললেন। মহর্ষি ভৃগুর পা-ছুঁয়ে নমস্কার করলেন। 'আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

'আয়ুষ্মান ভবঃ, পুত্রী।' ভৃগু মৃদু হেসে আশীর্বাদ করলেন। মেলুহার রাজধানী দেবগিরিতে গুহাবাসী মহর্ষির হঠাৎ আবির্ভাবে কনখলা খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু তার সম্রাট দক্ষ একটুও আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হল না।

সপ্তর্ষি উত্তরাধিকারী কেমনভাবে থাকতে পছন্দ করেন কনখলা তা জানতেন।

কনখলা ওনার থাকার ঘরটা একেবারে হিমালয়ে ওনার থাকার গুহার মতো করে সাজিয়েছিলেন। কোন আসবাব সেখানে ছিল না। ছিল কেবল পাথরের খাট, যেখানে বর্তমানে ভৃগু বসেছিলেন। পাহাড়ের মতো অস্বস্তিকর স্যাঁৎস্যাঁতে ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া তৈরি করার জন্য ঘরের মেঝে ও দেওয়ালে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জানলায় মোটা কাপড় লাগিয়ে ঘরেতে আলো আসা কমানো হয়েছিল। একটা বড় পাত্রে ফল রাখা ছিল যা মহর্ষির অনেকদিনের একমাত্র খাদ্য। এছাড়া বিশেষ লক্ষণীয় যে ঘরের উত্তরদিকে একেবারে শেষে দেওয়ালের খাঁজে প্রভু ব্রহ্মার একটা মূর্তি রাখা ছিল।

কনখলার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর দক্ষর দিকে ফিরে শান্ত মধুর স্বরে ভৃগু জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি এই বিষয়ে নিশ্চিত তো, সম্রাট?'

ভৃগুর পায়ের কাছে মাটিতে বসে থাকা দক্ষ বললেন।

'হ্যাঁ প্রভু। এটা আমার কন্যার সন্তানের জন্য। আর কোন ব্যাপারে জীবনে এত নিশ্চিত হইনি।'

ভৃগু মৃদু হাসলেন কিন্তু চোখ দেখে বোঝা গেল তাঁর ভালো লাগেনি।

'মাননীয় সম্রাট, আমি অনেক রাজাদের দেখেছি যারা নিজের সন্তানের প্রতি ভালোবাসার জন্য রাজধর্ম ভুলে গেছেন। আশা করি কারুর প্রতি অন্ধ ভালোবাসার কারণে আপনি নিজের দেশের প্রতি কর্তব্যটা ভুলে যাবেন না'।

'না, না প্রভু। আমার কাছে সতী হলো জগতের সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু সেই কারণে দেশের প্রতি কর্তব্য থেকে লক্ষচ্যুত হবে না।'

'বেশ, আমি সেই কারণেই আপনাকে সম্রাট হওয়ার জন্য সাহায্য করেছিলাম'।

'জানি প্রভু। নির্দিষ্ট কর্তব্যের থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই নয়। ভারতের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।'

'আপনি কি মনে করেন না যে আপনার জামাই এটা দেখে প্রশ্ন করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয়?'

'না প্রভু। সে আমার মেয়েকে ভালোবাসে আর সে ভারতকেও ভালোবাসে। এই উদ্দেশ্যে সে কোনরকম আঘাত করবে না।'

'বাসুদেবরা ওকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে।'

দক্ষ অত্যন্ত হতাশ হয়ে কোন কথা বলতে পারলেন না।

এই কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যে অনর্থক, ভৃগু সেটা বুঝতে পারলেন। এই পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ প্রভাবটা বোঝার পক্ষে দক্ষ বড়ই সরল ছিলেন। ভৃগুকে এই পরিকল্পনা ফলপ্রসু করতে হলে একলাই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

'আপনার যদি তাই মনে হয় তাহলে চালিয়ে যান।' ভৃগু বললেন। 'কিন্তু

এটা কোথা থেকে এসেছে সেই ব্যাপারে কোন উত্তর দেবেন না, কাউকেই নয়। সব বুঝতে পেরেছেন?' দক্ষ মাথা নাড়লেন। শিব আর বাসুদেবদের প্রতি ভৃগুর মনোভাব শুনে দক্ষ তখনো থমকে ছিলেন।

'এমনকি আপনার মেয়েকেও নয়। মাননীয় সম্রাট।' ভৃগু বললেন।

'যথা আজ্ঞা প্রভু।'

ভৃগু মাথা নাড়লেন। জোরে শ্বাস নিলেন। এটা বেশ অসুবিধাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যাপারটা রক্ষা করতে হলে তাঁকে কঠিন লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। এটা অবশ্যই করা দরকার। তাঁর বিশ্বাস, যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন।

'কোন ব্যাপারেই আপনি কোন চিন্তা করবেন না।' যা তার মনে হচ্ছিল না অথচ তেমন ভান করে দক্ষ বললেন। 'বৃহস্পতির সঙ্গে যাই ঘটে থাকুক গোপন তথ্য সুরক্ষিতই আছে। এটা শয়ে শয়ে বছর ধরে টিকে থাকবে। ভারতবর্ষের উন্নত হওয়া চলতে থাকবে, আর সারা পৃথিবীকে সে শাসন করবে।'

'বৃহস্পতি ছিল বোকা', ভৃগু বললেন। তাঁর গলার স্বর চড়তে লাগলো। 'তার চেয়েও খারাপ, এই ব্যাপারে সে হয়তো রাষ্ট্রদোহী ছিল।'

দক্ষ চুপ করে ছিলেন। সবসময়ই তিনি ভৃগুর ক্রোধকে ভয় পেতেন।

ভৃগু শান্ত হলেন। 'বিশ্বাসই করতে পারছি না যে কোন এক সময় আমার শিষ্যা তারাকে ওর হাতে তুলে দেবার কথা ভেবেছিলাম। বেচারি মেয়েটার জীবনটা শেষ হয়ে যেতো।'

'তারা এখন কোথায় প্রভু? আশা করি সে নিরাপদে এবং সুখে আছে।'

'সে নিরাপদে। প্রভু রুদ্রের দেশে ওকে রেখেছি। ওদের মধ্যে কয়েকজন আমার বিশ্বস্ত। আর সুখের কথা যদি বলেন . . .'

পরিশ্রান্ত ভৃগু মাথা নাড়লেন।

'সে এখনো বৃহস্পতিকে ভালোবাসে?'

'হ্যাঁ বোকার মতো এখনো সে ভালোবাসে। যদিও বৃহস্পতি নেই।'

'বৃহস্পতির কথা বলে লাভ নেই।' দক্ষ বললেন। 'অনুমতি দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ, প্রভু। আমি খুবই কৃতজ্ঞ।'

ভৃগু মাথা নাড়লেন তারপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন। 'সাবধানে থাকবেন সম্রাট। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। এইটা ভাববেন না যে আপনিই কেবল নীলকণ্ঠকে ব্যবহার করছেন।'

অধ্যায় ৭

জন্ম যন্ত্রণা

দশ্মাশ্বমেধ ঘাটে রাজকীয় ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘেরা স্থানের একধারে শিব দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাশে ছিলেন মাননীয় সম্রাট দিলীপ, রাজা অতিথিগ্ব, তাঁদের পিছনে ছিলেন অভিজাত পরিবারের প্রধানরা। কাশীর নাগরিকরা ঘেরা স্থান থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা বেশিরকম উত্তেজিত ছিল না। কারণ নীলকণ্ঠ কাশীকে তাঁর অস্থায়ী বাসস্থান বানানোয় যে হইচই হচ্ছিল এতদিনে তারা তাতে অভ্যস্থ হয়ে গেছিল। কাশীর পররাষ্ট্র দপ্তরের কূটনৈতিক কর্মচারীদের পক্ষে এটা ছিল একটা ব্যস্ত দিন।

দিলীপ সেইদিন সকালেই এসেছিলেন। স্বদ্বীপের সম্রাটের জন্য পররাষ্ট্রীয় আচরণ-বিধি মেনে চন্দ্রবংশী নিশান স্বরূপ চাঁদের কলা শোভিত একটা সাদা পতাকা রাজকীয় ঘেরা স্থানে টাঙানো হয়েছিল। সকলে এখন ভারত সম্রাট দক্ষের আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

এই ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রীয় আচরণ-বিধি মানার ক্ষেত্রে একটা কৌশলের ব্যাপার ছিল। কিন্তু তারা শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল আর তাই লাল রঙের সূর্য্যবংশী পতাকা ওই ঘেরা স্থানের সবচেয়ে উঁচুতে লাগিয়েছিল। কেননা প্রভু নীলকণ্ঠ দক্ষকে সমগ্র ভারতের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এছাড়াও দিলীপের স্পর্শকাতরতা মেনে নিয়ে কাশীর পররাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা সূর্য্যবংশী পতাকার থেকে একটু নিচুতে চন্দ্রবংশী পতাকা টাঙিয়ে ছিল।

শিব অবশ্য এইসব অনুষ্ঠানের ব্যাপার গ্রাহ্য করছিলেন না। নদীর ওপারে জলযান তৈরির অস্থায়ী কারখানায় কর্মীদের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

সেখানে দিবোদাসের নেতৃত্বে ব্রঙ্গরা তিন মাস ধরে প্রচণ্ডভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। গঙ্গার বাঁকের পূর্বদিকে কেউ বাস করবে না এই কুসংস্কার থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই ব্রঙ্গদের কাজ করার পক্ষে ওই স্থানটা নিরাপদ ছিল। তারা বিশেষ ধরনের জলযান বানাচ্ছিল যা বিশাল ব্রঙ্গদ্বারের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে। এই ব্রঙ্গদ্বার তাদের প্রধান নদীর বুকে বিশাল এক আড়াআড়ি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। শিব ধারণাই করতে পারলেন না যে গঙ্গার মতো চওড়া নদীতে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত আড়াআড়ি বাঁধ বানানো কেমন করে সম্ভব। কিন্তু দিবোদাস বলেছে যে এই বিশেষ জলযানগুলো দরকার। শিবের মনে পড়লো অবিশ্বাসী অতিথিগ্বকে বলেছিলেন, যিনি ব্রঙ্গদের পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেছিলেন, 'আপনি ধারণা করতে পারেন না বলেই যে তার অস্তিত্ব নেই, তা তো নয়।'

কিন্তু নদীর পূর্ব পাড়ের রাজপ্রাসাদ আর জমিকে অতিথিগ্ব জলযান বানানোর কাজে ব্যবহার করতে দেননি। তাই ব্রঙ্গরা নদীর ধারের নতুন চড়াতে বিপদজনকভাবে কাজ করছে।

ব্রঙ্গদেশে যাওয়ার সময়ে শিবকে সঙ্গ দেবার শপথ নেওয়ার ঠিক পরদিন থেকেই দিবোদাস কাজ শুরু করে দিয়েছে।

দিবোদাসের কথার দাম আছে, সে ভালো লোক।

দক্ষর জলযানের ঘাটে ভেড়ার শব্দে শিব তাঁর ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এলেন। দেখলেন জলযান থেকে ঘাটের পথে দড়ির মই নামানো হয়েছে। রাজকীয় অভ্যর্থনা অগ্রাহ্য করে তাড়াতাড়ি বাঁধানো পথে নেমে সম্রাট প্রায় দৌড়ে শিবের কাছে গেলেন। ঝুঁকে সম্মান জানিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন 'ছেলে হয়েছে তাই না প্রভু?'

ভারত সম্রাটকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শিব উঠে দাঁড়ালেন, নমস্কার জানিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা এখনো কিছু জানি না মহামান্য সম্রাট, কালকের আগে কিছু জানা যাবে না।'

'ও, চমৎকার। আমি তাহলে দেরী করে ফেলিনি। এই আনন্দের দিনে

আসতে পারবো না ভেবে ভয় পেয়েছিলাম।’

শিব জোরে হেসে উঠলেন, কে বেশি উত্তেজিত ছিল সেটা বলা কঠিন—বাবা না ঠাকুর্দা!

‘আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে পূর্বকজী’ শিব বললেন, তাঁর আসন থেকে উঠে এসে অন্ধ মানুষটির পা ছুঁয়ে নমস্কার করার জন্য নিচু হলেন।

পূর্বক হলেন দ্রাপাকুর অন্ধ পিতা এবং সেই বিকর্ম মানুষ কয়েকবছর আগে মেলুহার কোটদ্বারে শিব যাঁর আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। কোটদ্বারের নাগরিকরা শিবের এই বিকর্ম আইনকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

সম্রাট দক্ষের বাহিনীর সঙ্গে পূর্বক কাশী এসেছিলেন। শিব কি করতে যাচ্ছেন তা বুঝতে পেরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলেন। ‘না, প্রভু! আপনি হলেন নীলকণ্ঠ। কেমন করে আপনাকে আমার পা ছুঁতে দিই?’

‘কেন পারেন না, পূর্বকজী?’ শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

‘কিন্তু প্রভু কেমন করে আপনি বাবার পা ছোঁবেন?’ দ্রাপাকু বললো, ‘আপনি হলেন মহাদেব।’

‘আমি কার পা ছোঁব সেটা কি আমার ব্যাপার নয়?’ শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

পূর্বকর দিকে ঘুরে শিব বলতে লাগলেন, ‘আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। আপনার আশীর্বাদ পাওয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারেন না। তাই তাড়াতাড়ি করুন, এতক্ষণ ঝুঁকে দাঁড়ানোর ফলে আমার পিঠ ব্যথা করছে।’

পূর্বক হেসে উঠলেন, শিবের মাথায় হাত রাখলেন ‘আপনাকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। মহান আপনি। আয়ুস্মান ভবঃ।’

শিব সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন,

'আপনি কি তাহলে এখন ছেলের সঙ্গে থাকতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ প্রভু।'

'কিন্তু আমরা এখন একটা বিপদজনক অভিযানে যাত্রা করতে চলেছি। আপনি জানেন তো?'

'আমিও এক সময় যোদ্ধা ছিলাম প্রভু। আমার এখনও শক্তি রয়েছে। সামনে এসে পড়লে যে কোন নাগকে আমি মেরে ফেলতে পারবো।'

শিব হাসলেন, দ্রাপাকুর দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচিয়ে অবাক হওয়ার ভান করলেন। দ্রাপাকু প্রত্যুত্তরে হাসল, হাতের ইশারায় জানালো যে সে তার বাবাকে রক্ষা করবে।

'বাছা আমার, ভেবো না যা তুমি বলছো তা আমি বুঝতে পারছি না।' পূর্বক বললেন। 'আমি অন্ধ হতে পারি, কিন্তু আমার হাত ধরেই তুমি তলোয়ার চালানো শিখেছ।' আমি নিজেকে এবং সেই সঙ্গে তোমাকেও রক্ষা করবো।'

শিব ও দ্রাপাকু দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়লো।

'আপনার ছেলের কথা ভুলে যান।' শিব বললেন, 'আপনাকে নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে পেলে ভালো লাগবে।'

— ⚲⚲⚲⚲⚲ —

'আমি ভয় পাচ্ছি, শিব।'

সতী তাঁদের ঘরে খাটের ওপর বসেছিলেন। শিব থালা ভরা খাবার নিয়ে সবে ঢুকেছেন। রাজার পাচককে খুব অবাক করে দিয়ে নীলকণ্ঠ জোর করে তাঁর স্ত্রীর জন্যে নিজেই রান্না করেছেন।

যেন মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন, তেমনভাবে ঠাট্টা করে শিব বললেন 'আমার রান্না ভয় পাওয়ার মতো খারাপ নয়!'

সতী হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, 'আমি তো তা বলিনি!'

শিব কাছে এসে হাসলেন। থালাটা পাশে রেখে সতীর মুখে হাত বুলিয়ে

আদর করে বললেন 'জানি, আমি আয়ুর্বতীকে বলেছি প্রসবের সময় তত্ত্বাবধান করতে। উনি পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা চিকিৎসক। অঘটন কিছুই ঘটবে না।'

'কিন্তু এই সন্তানও যদি মৃত হয়? যদি আমার পূর্বজন্মের পাপের প্রভাব বেচারি সন্তানের ওপর পড়ে?'

'পূর্বজন্মের কোন পাপের ব্যাপার এখানে নেই সতী! এই জীবনটাই খালি আছে। এটাই হল বাস্তব। বাদবাকি খালি মতবাদ। যে মতবাদে মনে শান্তি পাবে সেটা বিশ্বাস করো আর যাতে মনে ব্যথা পাও তাকে বর্জন করো। যাতে মনে দুঃখ পাচ্ছো সেই মতবাদকে ধরে রেখেছো কেন? তোমার সন্তানের জন্য এবং নিজের জন্য যা করণীয় তা সবই তো করেছো। এবার ভাগ্যের ওপর সবকিছু ছেড়ে দাও।'

সতী চুপ করে রইলেন, তাঁর মনের খারাপ ভাবনা চোখে প্রতিফলিত হচ্ছিল।

শিব আবার সতীর মুখে হাত বুলিয়ে বললেন 'প্রিয়তম আমায় বিশ্বাস করো। তোমার অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ায় কিছুই লাভ হবে না। শুধু আনন্দজনক ও ইতিবাচক ব্যাপার নিয়ে ভাবো। সেইটাই আমাদের সন্তানের পক্ষে সবচেয়ে ভালো কিছু করতে পারে। আর বাকিটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও। আর যাইহোক না কেন, ভাগ্য তো নির্দিষ্ট করে রেখেছে যে কাল তুমি বাজি হারবে।'

'কি বাজি?'

'এবার আর বাজি থেকে বেরোতে পারবে না!' শিব বললেন।

'ঠিক করে বলো, কিসের বাজি?'

'সেটা হলো যে আমাদের মেয়ে হবে।'

'এই ব্যাপারটা আমি ভুলেই গেছিলাম।' সতী মৃদু হেসে বললেন।

'কিন্তু আমার ভালোমতোই অনুভব হচ্ছে যে ছেলেই হবে।'

'না!' হেসে শিব বললেন।

সতীও একই সঙ্গে হাসলেন আর শিবের হাতের ওপর মাথাটা রাখলেন।

শিব একটু রুটি ছিঁড়ে নিয়ে তরকারি দিয়ে গাল করে সতীর মুখের কাছে ধরে বললেন 'দেখ নুন ঠিক আছে তো?'

'পূর্বজন্মের পাপ বলে কি সত্যিই কিছু আছে?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে শিব ছিলেন। তাঁর সামনে বসেছিলেন একজন বাসুদেব পণ্ডিত। মন্দিরের পথের মধ্যে দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যকে দেখা যাচ্ছিল। লাল বেলে পাথরগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, বিস্ময়কর এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল।

'আপনার কি মনে হয়?' বাসুদেব পণ্ডিত জানতে চাইলেন।

'কোন প্রমান না দেখে আমি কিছু বিশ্বাস করি না। প্রমান ছাড়া কোন তত্ত্ব যদি আমাদের শান্তি দেয়, আমার মনে হয় যে সেই তত্ত্বকে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। তত্ত্বটা সত্যি কি মিথ্যে সেটা কোন ব্যাপার নয়।'

'আনন্দদায়ক জীবনের জন্য সেটা ভালো পন্থা তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

পণ্ডিত আরো কিছু বলবেন ভেবে শিব অপেক্ষা করলেন।

তিনি কিছু বললেন না বলে শিব আবার বলতে লাগলেন, 'আপনি আমার প্রশ্নের তো কোন উত্তর দিলেন না। সত্যিই কি পূর্বজন্মের কোন পাপ থাকে এই জন্মে যার ফল ভোগ করতে হয়?'

'আমি প্রশ্নের কোন উত্তর দিইনি কারণ উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে পূর্বজন্মের পাপের ফল এই জন্মকে প্রভাবিত করবে তবে এই জন্মে আরো উন্নততর জীবনযাপন করার চেষ্টা সে করবে না?'

শিব মৃদু হেসে মনে মনে বললেন। *এনারা কি কেবল অসাধারণ বাকপটু না বিশাল দার্শনিক?*

পণ্ডিত হাসলেন *আবার বলছি যে আমার এর উত্তর জানা নেই!*

শিব হা হা করে হেসে উঠলেন। তিনি ভুলে গেছিলেন যে পণ্ডিত তার মনের কথা পড়তে পারেন আর তিনিও পণ্ডিতের কথা পড়তে পারেন। 'কেমন করে এটা কাজ করে? কেমন করে আপনার মনের কথা আমি জানতে পারি?'

'আসলে এটা হল সাধারণ বিজ্ঞান। বেতার-তরঙ্গ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

'এটা তত্ত্বমূলক ব্যাপার নয়?'

পণ্ডিত মৃদু হাসলেন। 'এটা একেবারেই তত্ত্বমূলক নয়। এটা বাস্তব। যেমন আলো আপনাকে দেখতে সাহায্য করে, তেমনই বেতার তরঙ্গ আপনাকে শুনতে সাহায্য করে। সব মানুষই আলোর সাহায্যে দেখতে পেলেও বেশির ভাগই জানে না যে শোনার জন্য বেতার তরঙ্গের সাহায্য কেমনভাবে নিতে হয়। শ্রবণের জন্য আমরা শব্দ তরঙ্গের ওপর নির্ভর করি। শব্দতরঙ্গ বাতাসের মধ্যে দিয়ে ধীরে এবং তুলনামূলকভাবে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। বেতার তরঙ্গ আলোর মতো দ্রুতগতিতে অনেক দূর যেতে পারে।'

শিব তাঁর খুড়োর কথা ভাবলেন, যিনি সব সময় শিবের মনের কথা জানতে পারতেন। ছোটবেলায় ভাবতেন এটা জাদুবিদ্যা। এখন আরো ভালো করে বুঝতে পারলেন যে এর পেছনে বিজ্ঞানের হাত রয়েছে।

'বেশ ভালো তো! তাহলে আপনারা বেতার তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করার কোন যন্ত্র কেন বানাতে পারেন না?'

'হ্যাঁ! সেটা খুবই কঠিন। আমরা তাতে এখনো সাফল্য পাইনি। তবে বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করার জন্য আমরা আমাদের মস্তিষ্ককে উন্নত করতে পেরেছি। এটা করতে হলে বহু বছরের সাধনার প্রয়োজন। কোন সাধনা বা অনুশীলন ছাড়াই এটা আপনি পারছেন দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম।'

'মনে হয় আমার ভাগ্যে ছিল।'

'এ কোন ভাগ্যের ব্যাপার নয় হে মহান। আপনি বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মেছেন!'

শিব ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, 'আমার তা মনে হয় না। যাই হোক। এটা কি

ভাবে কাজ করে? কেমন ভাবে আপনারা বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করেন? প্রত্যেকের চিন্তাভাবনা বা মনের কথা আমি কেন শুনতে পারি না?'

'আপনার চিন্তাকে বেতার তরঙ্গ রূপে ভালোভাবে পাঠানোর জন্যও বিশেষ শক্তির প্রয়োজন। অনেকেই অজানতে ও কোন অনুশীলন না করেই এটা করতে পারেন। কিন্তু বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করা এবং অন্য জনের চিন্তাকে শুনতে পাওয়া? সেটা একেবারেই আলাদা। এটা একেবারেই সহজ নয়। কোন শক্তিশালী তরঙ্গ পাঠানোর যন্ত্রের কাছে আমাদের থাকতেই হবে।'

'মন্দিরগুলো?'

'আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমান হে নীলকণ্ঠ!' পণ্ডিত হাসলেন, 'হ্যাঁ, মন্দিরগুলি তরঙ্গ পাঠানোর যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। সেই কারণে যে মন্দিরগুলি আমরা ব্যবহার করি তাদের উচ্চতা কম করে একশ হাত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যান্য বাসুদেবদের চিন্তা তরঙ্গ গ্রহণ করতে আর একই ভাবে আমার চিন্তা ওনাদের কাছে পাঠাতে মন্দিরগুলি সাহায্য করে।'

'তার মানে অন্যান্য বাসুদেবরা আমাদের কথাবার্তা সবসময় শুনছেন, পণ্ডিতজী?'

'অবশ্যই। যিনি আমাদের কথা শুনতে চাইছেন তিনিই শুনছেন। আর খুব কম বাসুদেবই আছেন যিনি আমাদের এই কালের পরিত্রাতার কথা শুনতে চাইবেন না, হে নীলকণ্ঠ।

শিব ভুরু কোঁচকালেন। যদি পণ্ডিতের কথা সত্যি হয় তবে সারা ভারতে যে কোন মন্দিরের যে কোন বাসুদেব পণ্ডিতের সঙ্গে এখনই তিনি কথা বলতে পারবেন।

তাহলে মগধের মন্দিরে হে বাসুদেব আমায় বলুন যে অশুভ শক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

মনের মধ্যে জোরে হাসির শব্দ শুনতে পেলেন শিব। বোঝা গেল এটা দূর থেকে আসছে।

আপনি খুবই চালাক, হে নীলকণ্ঠ।

শিব মৃদু হাসলেন, *স্তুতির থেকে আমি উত্তর পছন্দ করি, মহান বাসুদেব।*

কোন শব্দ নেই।

এরপর শিব মগধের থেকে আসা তরঙ্গ পরিস্কার শুনতে পেলেন। *ধর্মক্ষেত্রের যুদ্ধে আপনার বক্তৃতা আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল। হর হর মহাদেব। আমরা সকলেই মহাদেব। প্রত্যেকের মধ্যেই অবস্থান করছেন। কি সুন্দর চিন্তাধারা।*

আমার প্রশ্নের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক রয়েছে? আমি জানতে চেয়েছি কেন মানুষের অশুভ শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে?

খুব ভালোভাবেই আছে। প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। এর থেকে আমরা কি অনুসিদ্ধান্ত পৌঁছতে পারি?

'সেটা হলো যে প্রত্যেকেরই দারিত্ব নিজের মধ্যের সেই ঈশ্বর কে আবিষ্কার করা।'

না বন্ধু। সেটা হল নীতিবাক্য, আমি জানতে চাইছি অনুসিদ্ধান্তটা ঠিক কি?

আমি বুঝতে পারছি না পণ্ডিতজী।

সবকিছুর মধ্যেই ভারসাম্যের প্রয়োজন, হে নীলকণ্ঠ।

পুরুষশক্তি চায় স্ত্রীশক্তিকে। শক্তির প্রয়োজন পদার্থের। তাই ভাবুন। হর হর মহাদেব। এই কথার অনুসিদ্ধান্ত কি? এই কথার ভারসাম্য রক্ষাকারী বাক্য কি হবে?

শিব ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগলেন। মনে একটা ভাবনার উদয় হলো, সেটা তাঁর পছন্দ হল না।

অযোধ্যায় বাসুদেব শিবকে ঠেলা দিলেন, *আপনার চিন্তাকে বাধা দেবেন না বন্ধু। মুক্তচিন্তাই হল সত্যকে আবিষ্কার করার একমাত্র পথ।*

শিব মুখ বেঁকালেন। *কিন্তু? এটা সত্যি হতে পারে না।*

সত্য পছন্দের নাও হতে পারে। এটা কেবল মাত্র বলে ফেলতে হয়।

বলে ফেলুন। সত্য হয়তো আপনাকে আঘাত করবে কিন্তু আপনার

মনকে মুক্ত করবে। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না।

সত্য বিশ্বাসের অপেক্ষা করে না। এটা কেবল বিদ্যমান। আপনি কি ভেবেছেন সেটা আমায় শুনতে দিন। প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন, এর অনুসিদ্ধান্ত কি?

প্রত্যেকের মধ্যেই অশুভ শক্তি রয়েছে।

একেবারে ঠিক। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে শুভ শক্তি রয়েছে। এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অশুভ শক্তি রয়েছে। শুভ-অশুভর মধ্যে আসল লড়াইটা আমাদের অন্তরের মধ্যে হয়।

আর আমাদের অন্তরের মধ্যে অশুভ শক্তির সঙ্গে বৃহৎ অশুভ শক্তির যোগ রয়েছে। তার জন্যই কি মানুষ এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়?

আমার বিশ্বাস যখন আপনি আমাদের কালের বৃহৎ অশুভ শক্তিকে আবিষ্কার করবেন, তখন এই শক্তি নিজে থেকেই আমাদের অন্তরের গভীরে কেমন করে সংযুক্ত হয় তার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আপনার হবে না।

শিব তাঁর সামনের পণ্ডিতের দিকে তাকিয়েছিলেন। এই আলোচনা তাঁকে মানসিকভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর কাজ কেবল অশুভ শক্তিকে আবিষ্কার করা নয়। সেটা কিছুটা সহজ। কেমন করে অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা যায়?

'এখনই আপনাকে সব উত্তর খুঁজতে হবে না, বন্ধু' কাশীর বাসুদেব বললেন।

শিব অস্বস্তির সঙ্গে ক্ষীণভাবে হাসলেন। তখন তিনি অনেক দূরের থেকে অচেনা কারো কণ্ঠস্বর মনের মধ্যে শুনতে পেলেন। এক কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। কঠিন অথচ শান্ত।

ওষুধটা.

'অবশ্যই' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে যাবার আগে কাশীর পণ্ডিত বললেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরে এলেন, সঙ্গে আনলেন রেশমের একটা ছোট থলে।

শিব ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন।

'এটা আপনার স্ত্রীর পেটে লাগান বন্ধু', কাশীর পণ্ডিত বললেন, 'আপনার সন্তান স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হয়ে জন্মাবে।'

'এটা কি?'

'এটা কি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল এটা কাজ করবে।'

শিব থলেটা খুললেন। ঘন লালচে মলম রয়েছে তাতে।

ধন্যবাদ। যদি এর দ্বারা আমার সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়, তবে চিরকাল আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

যে অচেনা কণ্ঠ কাশীর বাসুদেবকে আদেশ করেছিলেন তিনি বলে উঠলেন *আপনাকে কৃতজ্ঞ হতে হবে না, প্রভু নীলকণ্ঠ। আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়।*

জয়গুরু বিশ্বামিত্র, জয়গুরু বশিষ্ঠ।

— ⁂ —

শিব জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রাসাদের প্রাচীরের উচ্চতা থেকে তাঁর চোখে পড়ছিল নগরের ভিড়, তার পেছনে চওড়া পবিত্র রাজপথ। তার কিনারায় ব্রহ্মাঘাটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশ্বনাথ মন্দির। শিব হাত জোড় করে করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মন্দিরের দিকে চেয়েছিলেন।

প্রভু রুদ্র দয়া করে আমার সন্তানকে দেখবেন, কোন অশুভ কিছু হতে দেবেন না।

মৃদু কাসির শব্দে তিনি ঘুরলেন। ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দম বন্ধ করে সতী ও শিবের সন্তানের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দক্ষ একটু ঘাবড়ে গিয়ে অস্থির ভাবে এদিক-ওদিক করছিলেন, বেশ ভয় পেয়েছিলেন।

উনি সত্যিই সতীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। যাইহোক না কেন উনি একজন সত্যিকারের বাবা।

অবিচলিত বীরিনি দক্ষের হাত ধরেছিলেন। সম্রাট দিলীপ শান্ত হয়ে

বসেছিলেন, তাঁর সন্তানদের দেখছিলেন। ভগীরথ ও আনন্দময়ী উদ্দীপিত কিন্তু মৃদু ভাবে কথাবার্তা বলছিলেন।

দিলীপ ভগীরথের দিকে চেয়ে আছেন . . .

পর্বতেশ্বর, যিনি তিন মাস আগের আঘাত থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছিলেন, ঘরের কোণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজা অতিথিগ্ব ঘরের এদিক থেকে ওদিকে জোরে জোরে পায়চারি করছিলেন।

তাঁর নিজের চিকিৎসকরা নীলকণ্ঠর প্রথম সন্তানের প্রসব করানোর সম্মান না পাওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু শিব এই ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে চাননি। কেবল আয়ুর্বতী করাবেন।

শিব ঘুরে দাঁড়ালেন। নন্দী দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখে চোখের ইশারা করলেন।

'বলুন প্রভু?' শিবের কাছে এসে নন্দী জিজ্ঞাসা করলো।

'নিজেকে বড়ো অসহায় লাগছে, নন্দী, বিচলিত হয়ে আছি।'

'আমায় একটু সময় দিন প্রভু।'

নন্দী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই বীরভদ্রকে নিয়ে ফিরে এল।

দুই বন্ধু জানলায় গেল।

'এইটা ভালো জিনিষ!' বীরভদ্র বললো।

'সত্যি?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

বীরভদ্র গাঁজার ছিলিম ধরিয়ে শিবকে দিতে, তিনি লম্বা একটা টান মারলেন।

'হুমমম . . .', আমেজে বললেন শিব।

'এখন?'

'আমার এখনো বেশ ভয় ভয় করছে।'

বীরভদ্র হাসতে হাসতে বললো।

'কি হবে আশা করছো?'

'মেয়ে।'

'মেয়ে? ঠিক? মেয়ে কোনদিন বীর যোদ্ধা হতে পারে না।'

'বোকা কোথাকার! সতীর দিকে দেখ্।'

বীরভদ্র মাথা নাড়লো, 'ঠিক আছে। আর নাম?'

'কৃত্তিকা।'

'কৃত্তিকা! আমার জন্য এটা তোমার করা উচিৎ নয় বন্ধু।'

'আমি তোর জন্য এটা করছি না রে বোকা!' শিব বললেন, 'আমি তাই যদি চাইতাম, আমার মেয়ের নাম ভদ্র রাখতাম। আমি এটা কৃত্তিকা আর সতীর জন্য করছি। আমার বৌ-এর জীবনে কৃত্তিকার একটা বিরাট সমর্থন রয়েছে। আমি সেটা এইভাবে অভিনন্দিত করতে চাই।'

বীরভদ্র হাসলো, 'ও একজন ভালো মহিলা . . . তাই না?'

'অবশ্যই ও ভালো, তুই ভালো কাজই করেছিস।'

'এই, সেও খুব বাজে কাজ করেনি, আমি ভয়ঙ্কর স্বামী নই!'

'আসলে, ও আরো ভালো কাজ করতে পারতো!'

ভদ্র ঠাট্টা করে কবজিতে চড় মারলো আর দুই বন্ধু হো হো করে হেসে উঠলো। শিব কল্কেটা বীরভদ্রর হাতে আবার দিয়ে দিলেন।

হঠাৎ ভেতরের ঘরের দরজা খুলে গেল। আয়ুর্বতী তাড়াতাড়ি শিবের দিকে এলেন। 'ছেলে হয়েছে প্রভু! স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ছেলে!'

শিব আয়ুবর্তীকে দুহাতে করে তুলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দোলাতে লাগলেন। আনন্দে হাসতে হাসতে বললেন 'ছেলেও পারবে।'

হতভম্ব হওয়া আয়ুর্বতীকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে শির ভেতরের ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকলেন। আয়ুবর্তী আর সবাইকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিলেন। সতী বিছানায় শুয়ে ছিলেন। দুজন সেবিকা এদিক ওদিক করছিল। সতীর হাত ধরে পাশেই বসেছিল কৃত্তিকা। সতীর পাশেই ছিল শিশুটি, এমন সুন্দর

আগে দেখেননি। সাদা কাপড় দিয়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা। গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে সে।

সতী মৃদু হেসে বললেন, 'এটা ছেলে। দেখ আমি বাজী জিতেছি প্রিয়তম।'

'সেটা সত্যি', ফিসফিস করে শিব বললেন, 'কিন্তু আমিও কিছু হারিনি।'

সতী জোরে হেসে উঠলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন। সেলাই-এর জায়গায় ব্যথা লাগলো। 'আমরা ওকে কি বলে ডাকবো? ওকে নিশ্চয় কৃত্তিকা বলে ডাকবো না।'

'হ্যাঁ, কোন প্রশ্নই ওঠে না' মৃদু হেসে সতীর সহচরী বললো 'কৃত্তিকা মেয়েদের নাম।'

'কিন্তু কৃত্তিকা, আমি তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম রাখতে চাই।' শিব বললেন।

'আমার তাই মত।' সতী বললেন। 'কিন্তু নামটা কি হবে?'

'শিব কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করলেন। 'পেয়েছি। ওকে আমরা ডাকবো কার্তিক বলে।'

অধ্যায় ৮

মিলন নৃত্য

অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ তাড়াহুড়ো করে ঘরে ঢুকে পড়লেন, পিছনে পিছনে বীরিনি।

'বাবা,' ফিসফিস করে সতী বললেন 'তোমার প্রথম নাতি।' দক্ষ কোন উত্তর দিলেন না। তিনি যত্ন করে কার্তিককে তুলে নিলেন আর সতীর অস্বস্তি বাড়িয়ে শিশুকে শক্ত করে জড়ানো সাদা কাপড় খুলে দিলেন, সেটা বিছানায় পড়ে গেল। দক্ষ কার্তিককে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন আর প্রশংসা করতে লাগলেন। ভারত সম্রাটের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল। 'সুন্দর, সত্যিই খুবই সুন্দর।'

চমকে কার্তিক জেগে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে শুরু করলো। শক্তপোক্ত বাচ্চার জোরালো তেজী কান্না! সতী বাচ্চাকে ধরতে গেলেন, দক্ষ যদিও তাকে আনন্দে গদগদ বীরিনির হাতে দিলেন। সতীকে অবাক করে বীরিনির কোলে গিয়ে কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল। সম্রাজ্ঞী তাকে সাদা কাপড়ের ওপর রেখে শক্ত করে জড়িয়ে দিলেন। তারপর সতীর কোলে দিলেন। সে ছোট্ট মাথাটা সতীর কাঁধে রাখলো।

কার্তিক ঘড় ঘড় শব্দ করে ঘুমিয়ে পড়লো।

দক্ষর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে যেন নিজেদের নতুন জীবন পেলেন তাঁরা। দক্ষ শিবকে জোরে জড়িয়ে ধরলেন। 'সকল ইতিহাসের মধ্যে আমি হলাম সবচেয়ে সুখী মানুষ, হে প্রভু!'

সম্রাটের পিঠে শিব আলতো করে চাপড়ে দিলেন, একটু হেসে বললেন,

'আমি জানি, মহামান্য।'

দক্ষ পেছিয়ে এলেন আর চোখ মুছলেন। 'সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে। প্রভু নীলকণ্ঠ, আমার পরিবারের যে অশুদ্ধতা ছিল আপনি তাকে শুদ্ধ করে দিয়েছেন, সবকিছু আবার ঠিক হয়ে গেছে।'

বীরিনী দক্ষের দিকে একদৃষ্টে দেখছিলেন। তার চোখ কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। নিশ্বাস ঠিকঠাক পড়ছিল না, দাঁত কিড়মিড় করছিলেন কিন্তু চুপ হয়ে রইলেন।

— ⅄ଠ𐊍ᛏ⊗ —

দিবোদাসের লোকেরা যে জলযানগুলো বানাচ্ছিলেন সেই কাজকর্ম কেমনভাবে এগোচ্ছিল তা তদারক করে নদীর ধার থেকে ভগীরথ পায়ে হেঁটে ফিরছিলেন। যদি দেরী হয় তাই নিজের দেহরক্ষীদের আগেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটা ছিল কাশী, যেখানে সবাই ঝঞ্ঝাট এড়ানোর চেষ্টা করে। এটা শান্তির নগর।

পথগুলো মড়ার মতো শান্ত। এত নিস্তব্ধ যে তিনি পেছনে পা দিয়ে কিছু মাড়ানোর মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন।

অযোধ্যার সম্রাটপুত্র হাঁটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছু গ্রাহ্য না করার ভান করে। তার হাত তলোয়ারের হাতলে, কান খাড়া, পেছনে পায়ের শব্দটা ক্রমে দ্রুত হতে শুরু করলো, আস্তে করে একটা তলোয়ার বার করা হল। হঠাৎ ভগীরথ চট্ করে ঘুরে গিয়েই ছুরি বার করে ছুঁড়ে মারিলেন, তার আক্রমণকারীর পাকস্থলীতে গিয়ে সেটা বিঁধল। আক্রমণকারীকে অচল করে দেওয়ার পক্ষে আঘাতটা যথেষ্ট ছিল। সে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করবে, কিন্তু মরবে না।

চোখের কোণ দিয়ে আরেকটা নড়াচড়া দেখতে পেলেন। আরেকটা ছুরির জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু নতুন আক্রমণটা দেওয়ালে আছড়ে পড়লো, একটা বেঁটে তলোয়ার ওর বুকে বিঁধে গেল। মরণ হল।

ঘুরে গিয়ে ভগীরথ বাঁদিকে নন্দীকে দেখতে পেলেন।

'আর কেউ আছে?' তিনি ফিসফিস করে বললেন।

নন্দী মাথা নাড়লো।

প্রথম আক্রমণকারীর দিকে ভগীরথ দৌড়ে গেলেন। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমায় কে পাঠিয়েছে?'

ঘাতক চুপ করে রইলো।

ভগীরথ লোকটার পেটে ঢোকানো ছুরিটা মোচড়াতে লাগলেন।

'কে?'

হঠাৎই লোকটার মুখ থেকে গাঁজলা বেরোতে লাগলো। ইঁদুরটা বিষ খেয়েছে, সে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে গেল।

'দুর ছাই,' হতাশ হয়ে ভগীরথ বললেন।

নন্দী ভগীরথের দিকে তাকিয়েছিল, নতুন কোন আক্রমণ হলে তার জন্য সতর্ক, তলোয়ার বাগিয়ে ধরা।

ভগীরথ মাথা নেড়ে উঠে পড়লেন, 'ধন্যবাদ নন্দী। ভাগ্য ভালো কাছাকাছি ছিলে।'

'এটা ভাগ্যের ব্যাপার নয়, মহামান্য।' আস্তে করে নন্দী জানালো 'আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই নীলকণ্ঠ আপনাকে অনুসরণ করতে বলে দিয়েছিলেন। আমি সরলভাবেই ভেবেছিলাম যে প্রভু বাড়াবাড়ি করছেন। কোন পিতাই তার সন্তানের জীবন নিতে চাইবেন না। আমার মনে হয় আমি ভুল ধারণা করেছিলাম।'

ভগীরথ মাথা নাড়লেন 'এটা বাবার কাজ নয়। অন্তত সরাসরি নয়।'

'সরাসরি নয়? কি বলছেন আপনি?'

তাঁর এমন শক্তি নেই। কিন্তু আমি তার পক্ষের নই সেটা তিনি ভালোভাবেই চাউর করেছেন। সেটা সুস্পষ্টভাবেই সেইসব প্রতিপক্ষের সিংহাসন পাওয়ার দাবিকে উৎসাহিত করে তোলে, যারা তার সভায় যাতায়াত করেন, তারা সকলে মিলে যেটা করবে সেটা হল আমাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এমন ভাবে ব্যাপারটা দেখাবে যেন কোন দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যু হয়েছে।'

'এটা।' মৃত ঘাতকের দিকে দেখিয়ে নন্দী বললো।

'দেখে দুর্ঘটনা মনে হচ্ছে না।'

'জানি। আমি বলতে চাইছি যে ওরা ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছে।'

'কেন?'

'আমার বাবার স্বাস্থ্য ভালো নয়। আমার মনে হচ্ছে, ওরা ভাবছে ওদের হাতে আর সময় নেই। যেখানে আমি জীবিত আছি তিনি মারা গেলেন। আমি তখন যুবসম্রাট হবো।'

নন্দী মাথা নাড়লো।

ভগীরথ নন্দীর কাঁধ চাপড়ালেন, 'আমি তোমার কাছে ঋণী, বন্ধু। যতদিন বেঁচে থাকবো কৃতজ্ঞ থাকবো।'

নন্দী মৃদু হাসলো 'আর আপনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন মহামান্য। আমি কাছাকাছি থাকতে আপনার কিছু হবে না। কেউ আক্রমণ করার সাহস দেখালে তার আর আপনার মাঝে এসে আমি রুখে দাঁড়াবো। এবং আপনাকে আগলে রাখার মতো যথেষ্ট প্রকাণ্ড মোটা আমার শরীর!'

নন্দী নিজের হাতীর মতো শরীর নিয়ে ঠাট্টা করায় ভগীরথ হেসে ফেললেন।

— —

'কোন নাম পেলে? কে ওদের পাঠিয়েছিলো?'

'আমি জানি না প্রভু' ভগীরথ বললেন। কোন উত্তর পাওয়ার আগেই তারা মারা গেছিল।

শিব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন 'মৃতদেহগুলো?'

'কাশী রক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে' ভগীরথ বললেন 'কিন্তু তারা কোন সমাধান করতে পারবে বলে আশা করি না।'

'হুম্' শিব বললেন।

'দ্বিতীয়বার আমার জীবনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হলাম, হে প্রভু।'

'তুমি আমার কাছে মোটেই ঋণী হওনি' নন্দীর দিকে ঘোরার আগে শিব বললেন। এরপর নন্দীর দিকে ঘুরে বললেন 'ধন্যবাদ বন্ধু। কৃতিত্বটা যার প্রাপ্য সে হল তুমি।'

নন্দী মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখালো 'আপনার সেবা করা আমার কাছে সম্মানের, হে প্রভু।'

ভগীরথের দিকে আবার ফিরে শিব বললেন 'আনন্দময়ীকে তুমি কি বলবে?'

ভগীরথ ভুরু কুঁচকে বললেন 'না। অকারণে ওকে জ্বালাতন করতে চাই না। আমি ঠিক আছি। এই ব্যাপারটা অন্য কারোর জানার প্রয়োজন নেই।'

'কেন?'

'কারণ আমি নিশ্চিত যে বাবা এমন কি এই আক্রমণের ঘটনাটার ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান পর্যন্ত করবেন না। তার এই মৌনতাকে সম্মতি ভেবে আমাকে মারার জন্য দুর্ঘটনা ঘটানোর কৌশল না করে অন্যান্য অভিজাতরা আমার ওপর সোজাসুজি আরো জোরালো আক্রমণ করার চেষ্টা করবে, এই সংবাদটা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে সেটা কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের দাবীকে আরো জোরালো করে তুলবে।'

'সেখানে কি অনেক গণ্যমান্যরাই তোমার প্রতিপক্ষ?'

'সভার অনেক লোকই বাবার সপক্ষে, প্রভু। তাদের মধ্যে সকলেই ভাবে যে সিংহাসনের প্রতি তাদের অধিকার আছে।'

শিব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'তোমার বাবা যতদিন এখানে আছেন, একা একা কখনোও থাকবে না। আর ব্রঙ্গ যাত্রায় তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছো। এখান থেকে অনেক দূরে।'

ভগীরথ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ভগীরথের কাঁধে চাপড় মেরে শিব বললেন 'তুমি যাতে মরে না যাও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হও। আমার কাছে তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

ভগীরথ মৃদু হাসলো, 'আপনার জন্য আমি বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো, প্রভু!'

শিব আস্তে করে হাসলেন, নন্দীও তাই করলো।

— ⚲ —

'মহামান্য, এতখানি সোমরস চূর্ণ নিয়ে আসাকে আমি খুব বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছি না।'

শিবের ঘরে দক্ষ আর শিব ছিলেন। কার্তিকের জন্মের পর এক সপ্তাহ কেটেছে। পাশের ঘরে সতী আর কার্তিক ঘুমোচ্ছিল। ভালোভাবে পরিচর্যায় জন্য ছিল কৃত্তিকা ও একদল সেবিকা। কার্তিকের উপহার হিসেবে দক্ষ প্রচুর পরিমাণে যে সোমরস চূর্ণ এনেছিলেন তাতে শিব বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। দক্ষ চাইছিলেন যে জন্ম থেকেই কার্তিক যেন সোমরস গ্রহণ করা শুরু করে, প্রত্যেকদিন যাতে সে শক্তিশালী যোদ্ধা হিসাবে বড়ো হয়ে উঠে।

তিনি এতটাই সোমরস চূর্ণ এনেছিলেন যাতে তা কার্তিকের আঠারো বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত চলে!

'মহামান্য সম্রাট,' দক্ষ বললেন। 'প্রথম নাতিকে সে কি দিতে পারে আর দিতে পারে না, সেটা একজন স্নেহে অন্ধ হওয়া দাদুকে আপনার বলাটা শোভা পায় না।'

'কিন্তু প্রভু, মন্দার পর্বত ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সোমরসের জোগান আপনাদের কমে গেছে। আমার ছেলেকে এতটা সোমরস দেওয়া ঠিক নয়, যেখানে আপনার পুরো দেশ এই সোমরসের প্রসাদ লাভ করে।'

'সেটা আমার চিন্তা প্রভু, দয়া করে না বলবেন না।'

শিব এ বিষয়ে আর জোরাজুরি করলেন না, 'মন্দার পর্বত আবার করে তৈরি করার পরিকল্পনা কেমন চলছে?'

'অনেক সময় লাগছে।' হাত নেড়ে প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার ইশারা করে দক্ষ বললেন 'ওসব বিষয় ভুলে যান। আমার নাতি রয়েছে। একজন স্বাস্থ্যবান, নিখুঁত, সুদর্শন নাতি যে বড়ো হয়ে উঠে ভারতবর্ষের সম্রাট হবে!'

— ⚲ —

কোন শিশুর জন্ম হওয়ার ঠিক সাতদিন পরে কাশীর নাগরিকরা প্রথা অনুযায়ী নাচগান করে জন্মোৎসব পালন করে থাকে। কাশীবাসীদের এই প্রথাকে শিব সম্মান জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

নৃত্যসভায় সিংহাসনে শিব বসেছিলেন, তাঁর পাশে কাশীর রানী বসায় সিংহাসনে বসেছিলেন সতী। ঘুমন্ত কার্তিককে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছিলেন তিনি। তাঁদের পাশে সম্মানীয় অতিথিদের আসনে বসেছিলেন দক্ষ আর দিলীপ। কাশীর রাজপরিবার বসেছিলেন এদের পাশে। বসার রীতি অনুসারে রাজ্যের রাজার অপেক্ষাকৃত কম পদ-মর্যাদার আসনে বসাটা প্রথা বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু অতিথিগ্ব তাতে কিছু মনে করেন নি।

সতী শিবের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন 'তুমি অসাধারণ নেচেছো। সবসময়ই যেমন নাচো।'

'তুমি সেটা লক্ষ করেছো?' ঠাট্টা করে শিব বললেন।

এই সন্ধ্যেতে শিব জোর করে নেচে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন।

নীলকণ্ঠ নিজে নাচছেন—নিজেদের এত সৌভাগ্য দর্শকরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তাঁর নাচের চমৎকার দক্ষতা দেখে দর্শকরা প্রায় ১২ পল[১] সময় ধরে দাঁড়িয়ে থেকে জয়ধ্বনির সাথে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিল। তাঁর সব নাচের মধ্যে এইবারেরটা সবচেয়ে ভালো হয়েছিল। আর দর্শকরা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এইসব জ্বালাতনের মধ্যেও শিব লক্ষ করেছিলেন যে তাঁর নাচ করার সময় সতী কেমন যেন বিক্ষিপ্ত ছিলেন। যখন থেকে দক্ষের সোমরস আনার কথা শিব বলেছিলেন সতী তখন থেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

'অবশ্যই আমি লক্ষ করেছিলাম।' হেসে সতী বললেন।

'আমার মনটা স্থির নেই কেননা বাবা এতবেশি সোমরস দিয়ে দিচ্ছেন এটা ঠিক নয়। এটাতো মেলুহার সম্পত্তি, কেবলমাত্র রাজবংশীয় বলে কার্তিক

১ মিনিট = ২.৫ পল

।শেষ সুবিধে তো পেতে পারে না। এটা প্রভু রামের নীতিবিরুদ্ধ কাজ।'

'তাহলে, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো।'

'বলবো, তবে ঠিক সময়ে।'

'ভালো। তাহলে আনন্দময়ীর দিকে দেখ, এখন সে নাচবে। সে হয়তো তোমার মতো ক্ষমাশীল নয়।'

মৃদু হেসে সতী শিবের কাঁধে মাথা রাখলেন আর মঞ্চে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক তখনই আনন্দময়ী সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তিনি খুবই আঁটোসাঁটো ছোট ধুতি ও জামা পরেছিলেন সেগুলো এতই ছোট যে পুরো শরীরটা দর্শকদের কল্পনা করে নিতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। সতী আশ্চর্য হয়ে ভুরু তুলে শিবের দিকে তাকালেন, শিব হেসে ফেললেন।

'এই নাচের জন্য এটাই সঠিক পোশাক।' শিব বললেন।

সতী মাথা নেড়ে আবার মঞ্চের দিকে তাকালেন, শিব পর্বতেশ্বরের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের মনে হাসলেন। প্রধান সেনাপতির মুখটা যে ভাবলেশহীন মুখোশের মতো। সূর্য্যবংশী সংযম তাঁকে স্থির রেখে ছিল, কিন্তু চোয়ালকে শক্ত করা এবং ভুরুর নাচন দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। আনন্দময়ী তাঁর নাচের প্রদর্শনের প্রেরণা ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য হেঁট হয়ে মঞ্চে কপাল ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন। প্রথম সারিতে বসা চন্দ্রবংশী দর্শকরা ঝুঁকে পড়লো যাতে বুকের খাঁজ আরো ভালো করে দেখতে পাওয়া যায়। এটা যদি অন্য কোন নৃত্যশিল্পী হতো তাহলে দর্শকরা হয়তো শিস দিয়ে উঠতো। কিন্তু ইনি ছিলেন স্বদ্বীপের সম্রাটকন্যা তাই শুধু তারা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। এরপর আরেকজন নৃত্যশিল্পী মঞ্চে এল: উত্তঙ্ক। মগধের বিখ্যাত এক সহকারী সেনাপতির বংশধর। উত্তঙ্কের সামরিক জীবন আগেভাগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শারীরিকভাবে জখম হওয়ার ফলে ডান কাঁধ আবের মতো ফোলা ছিল। বেশিরভাগ মানুষের মতোই নিয়তির ফলে জীবনে হতাশ হয়ে সেও উদ্বাস্তু হয়ে কাশীতে এসেছিল। এখানে সে নৃত্যকলার সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু যে আঘাত তার সামরিক জীবনকে শেষ করে দিয়েছিল সেই আঘাত তার নৃত্যজীবনেও

বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধের স্বাভাবিক নড়াচড়া না হওয়ার ফলে সত্যিকারের ভালো নৃত্যশিল্পী সে হতে পারেনি। কানাঘুষো শোনা গেছিল যে আনন্দময়ী, যার হৃদয় সত্যিকারের চন্দ্রবংশীর মতো দুর্বলের প্রতি প্রসারিত হয়—তেমনভাবেই উত্তঙ্কের প্রতি দয়া দেখিয়ে তাকে নাচের সঙ্গী হিসেবে বেছে ছিলেন। কিন্তু সেখানে এমনও মনে হচ্ছিল এই করুণা দেখানো বোধহয় ভুল হয়েছে। মঞ্চতে উত্তঙ্ক হয়তো অপমানিত হতে পারে। জানা গেছিল যে তারা একটা জটিল নাচ দেখাবে যাতে দেখানো হবে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মুনিকে স্বর্গের অপ্সরা মেনকার দ্বারা প্রলোভিত করার দৃশ্য। উত্তঙ্ক কি ঠিকভাবে সেটা দেখাতে পারবে?

আনন্দময়ী এইসব জল্পনা কল্পনায় মাথা না ঘামিয়ে উত্তঙ্ককে ঝুঁকে সম্মান জানালেন। সেও সামনে ঝুঁকে সম্মান জানালো। তারপর তারা নিজেরা খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। এই নাচের জন্য যতটা কাছে দাঁড়ানোর প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকবেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে। উত্তঙ্ক বেশিদূরে হাতকে প্রসারিত করতে পারবে না তাই বোধহয় এইভাবে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। শিব আর একবার পর্বতেশ্বরের দিকে ঘুরে দেখলেন। সে চোখ ছোট করে ফেলেছে আর দম বন্ধ করে রেখেছে মনে হল।

ওনার কি ঈর্ষা হচ্ছে?

অযোধ্যার সম্রাটকন্যা তাদের নৃত্য পরিকল্পনা সুন্দরভাবে সাজিয়ে ছিলেন, উত্তঙ্কের হাতের সীমিত ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে এই নাচের জন্য বিশেষ ভঙ্গিমার পুরনো রীতির পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে একটা ব্যাপার নিশ্চিত হয়েছিল যে দুজনে পুরো সময়টাই খুবই কাছাকাছি থেকে নাচছিল, যাতে গভীর আবেগপূর্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়।

দর্শকরা প্রথম প্রথম আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে এই নাচ দেখছিল। কেমন করে একজন প্রাক্তন সৈনিক সম্রাটকন্যা আনন্দময়ীকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে ধরার অনুমতি পেল? পরে তারা অত্যন্ত উচ্চস্তরের নৃত্যাভিনয়ের টানে ভেসে গেছিল। কেউই বিশ্বামিত্র ও মেনকাকে নিয়ে এমন প্রণয় আবেগ পূর্ণ নাচ আগে কখনো দেখেনি।

নাচ শেষ হতেই দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে পাগলের মতো হাততালি আর শাঁখ দিয়ে অভিনন্দন জানাতে থাকলো। এটা সত্যি একটা অসাধারণ প্রদর্শন হয়েছিল। আনন্দময়ী ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে উত্তঙ্কের দিকে দেখলেন, প্রশংসনীয়ভাবে এই প্রতিবন্ধী সৈনিককে কৃতিত্বের ভাগটা দিলেন। এই প্রশংসায় প্রেরণা পাওয়ায় উত্তঙ্কের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোধ এই প্রথমবার জীবনের আসল মানে সে খুঁজে পেল।

একমাত্র পর্বতেশ্বরই উপস্থিত ছিলেন যিনি হাততালি দেননি।

— ⅄◎⋃↑⊗ —

পরদিন কাশী প্রাসাদে সাময়িকভাবে গড়ে তোলা সামরিক শিবিরে পর্বতেশ্বর পূর্বকর সঙ্গে ঘুঁষির লড়াই করছিলেন। প্রাক্তন এই সহকারী সেনাপতি তার হারিয়ে ফেলা ভয়ংকর শক্তিকে আবার করে আবিষ্কার করেছিলেন। পূর্বক চোখে না দেখতে পেলেও পর্বতেশ্বরের লড়াইয়ের কৌশল তার সুক্ষ্ম শোনার ক্ষমতা দিয়ে বুঝতে পারছিলেন। অবস্থা অনুযায়ী ধাক্কা মারছিলেন, ঘুঁষি চালাচ্ছিলেন, পর্বতেশ্বর আনন্দিত হচ্ছিলেন।

লড়াইয়ে বিরতি দিয়ে পর্বতেশ্বর দ্রাপাকুর দিকে ঘুরে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর পূর্বকর দিকে ঘুরে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে মেলুহার সামরিক রীতি অনুযায়ী অভিবাদন জানালেন। পূর্বকও বুকে ঘুঁষি মেরে সামনে ঝুঁকলেন, পর্বতেশ্বরের চেয়ে বেশি। তিনি পর্বতেশ্বর অসাধারণ শৌর্যকে শ্রদ্ধা করতেন।

'নীলকণ্ঠের সঙ্গে যাত্রাকারী সূর্য্যবংশী সৈন্যদলে আপনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম, সেটা আমার কাছে খুবই সম্মানের। সহকারী সেনাপতি পূর্বক।' পর্বতেশ্বর বললেন।

পূর্বক মৃদু হাসলেন। অনেক বছর পরে আবার সহকারী সেনাপতি বলে তাকে সম্বোধন করা হল। 'আমিই সম্মানিত হলাম। প্রধান সেনাপতি, চন্দ্রবংশী সৈন্যদলে আমাকে সরিয়ে দেননি তাই ধন্যবাদ। মনে হয় না যে আমি ওদের অদক্ষতাকে সহ্য করতে পারতাম।"

ঘরের অন্যদিকে দাঁড়িয়ে থাকা ভগীরথ হাসি থামাতে পারলেন না। 'আমরা

দেখবো নীলকণ্ঠের জন্য কে বেশি কাজ করে পূর্বক। ভুলে যাবেন না বর্তমানে আপনি চন্দ্রবংশী অঞ্চলে রয়েছেন। এখানে কিন্তু ভিন্নভাবে লড়াই করা হয়।' পূর্বক উত্তরে কোন কথা বললেন না। তাঁর শিক্ষায় রাজপুরুষের সঙ্গে মুখে মুখে উত্তর দেওয়া নিষেধ ছিল। তিনি মাথা নেড়ে কথাগুলো মেনে নিলেন।

ঠিক তখনই আনন্দময়ী ঘরে ঢুকলেন। ভগীরথ তার দিকে দেখার আগে হেসে একবার পর্বতেশ্বরকে দেখে নিলেন। আনন্দময়ী ক্যাটক্যাটে উজ্জ্বল হলদেটে সবুজ রঙের মহিলাদের জামা ও খাটো ধুতি পরেছিলেন। রঙটা এতই ক্যাটক্যাটে যে আনন্দময়ীর মতো সুন্দরী ও চূড়ান্ত স্পর্ধা দেখাতে পারা মহিলাই তা কেবল পরতে পারেন। তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে পর্বতেশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজনেই দিদির সাহস আরো বেশি বেড়ে গিয়েছিল। দিদিকে তিনি এর আগে এমন আচরণ করতে দেখেননি এবং তিনি মনস্থির করতে পারছিলেন না যে এ বিষয়ে দিদির সঙ্গে কথা বলা দরকার না পর্বতেশ্বরকে ডেকে নিয়ে ওনার মনোভাব জানা দরকার।

ভাইয়ের দিকে হাত নেড়ে আনন্দময়ী গটগট করে হেঁটে একেবারে সোজাসুজি পর্বতেশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, পেছন পেছন উত্তঙ্কও গিয়ে দাঁড়ালো। তিনি পর্বতেশ্বরের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। 'আমার পছন্দের মেলুহী প্রধান সেনাপতি মহাশয়, কেমন কাজ করছেন?' ভুরু বেঁকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 'মেলুহার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য নেই, মাননীয়া দেবী। আমাদের একটাই সৈন্যবাহিনী আছে।' পর্বতেশ্বর বললেন।

আনন্দময়ী ভুরু কোঁচকালেন।

'তার মানে হল একজনই যখন মেলুহীর প্রধান সেনাপতি আছে তখন পছন্দের কোন ব্যাপার থাকছে না।'

'আমি তা মানছি, পর্বতেশ্বর শুধু একজনই . ’

পর্বতেশ্বর লাল হয়ে গেলেন। দ্রাপাকু বিরক্তিতে মুখবিকৃতি করলো।

'আমি কি আপনার জন্য কোনকিছু করতে পারি, সম্রাটকন্যা?' পর্বতেশ্বর

তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গের কথাবার্তা শেষ করতে চাইছিলেন।

'আমি ভাবলাম তুমি কখনো জিজ্ঞাসাই করবে না।' হাসলেন আনন্দময়ী। উত্তঙ্ককে দেখিয়ে বললেন, 'এই যুবকটি মগধ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। ওর নাম উত্তঙ্ক। ও যোদ্ধা হতে চেয়েছিল কিন্তু বোকা ও কেবলমাত্র চরম যোগ্যতাকে মর্যাদা দেওয়ার মানুষ রাজপুত্র সুরপদ্মন ওকে বাদ দিয়ে দেয়, বেশিরভাগ দুর্ভাগাদের মতো ও কাশীর পথ বেছে নেয়। আমি নিশ্চিত যে গতকাল তুমি ওকে নাচতে দেখেছো। অসাধারণ নেচেছে ও। আমি চাই তুমি ওকে নীলকণ্ঠর বাহিনীতে নাও।'

'নৃত্যশিল্পী হিসেবে?' হতভম্ব হয়ে পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

'তুমি কি ইচ্ছে করে বোকা সাজতে চাও, নাকি এটা অভিনয়?'

পর্বতেশ্বর ভুরু কোঁচকালেন।

'নাচিয়ে হিসেবে একেবারেই নয়।' ভীষণ রেগে হতাশ হয়ে আনন্দময়ী বললেন 'অবশ্যই সৈনিক হিসেবে।'

পর্বতেশ্বর উত্তঙ্কের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। ওর পা ফাঁক করা। তলোয়ারের হাতলে হাত রাখা। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। অবশ্যই উত্তঙ্কের লড়াইয়ের শিক্ষা ভালভাবেই রয়েছে। এরপর পর্বতেশ্বর ওর কাঁধের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। আঘাতের ফলে ফুলে ওঠা কাঁধের জন্য ওর পক্ষে ডান হাত ভালভাবে নাড়ানো সম্ভব নয়। 'লম্বা লোকের সঙ্গে তুমি লড়াই করতে পারবে না।'

'পিছু হটে পালানোর চেয়ে আমি বরং মরতেও রাজি, মাননীয় প্রধান সেনাপতি।' উত্তঙ্ক বললো।

'যে সৈন্য মরে যায় তাকে আমার প্রয়োজন নেই।' পর্বতেশ্বর বললেন। 'যে বেঁচে থেকে মারতে পারবে তেমন সৈন্য আমার চাই। তুমি নৃত্যেই লেগে থাকছো না কেন?'

'তুমি কি বলতে চাও যে নৃত্যশিল্পী যোদ্ধা হতে পারে না?' মধ্যিখানে আনন্দময়ী বলে উঠলেন।

পর্বতেশ্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, নীলকণ্ঠ বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আবার এক ভয়ংকর যোদ্ধা। তিনি ঘুরে দুটো কাঠের তলোয়ার ও ঢাল তুলে নিলেন। উত্তঙ্ককে একজোড়া ছুঁড়ে দিলেন। তলোয়ার বাগিয়ে ধরলেন। ঢাল ঠিক মতো ধরলেন এবং মগধীকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন।

'তুমি ওর সঙ্গে লড়াই করবে?' আশ্চর্য্য হয়ে আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানতেন যে উত্তঙ্ক পর্বতেশ্বরের সমকক্ষ নয়।

'তোমার হয়েছেটা কি? ওকে দলে নিয়ে নেওয়া যায় না কেন . . .'

ভগীরথ তার হাতে স্পর্শ করতে আনন্দময়ী থেমে গেলেন। তিনি আনন্দময়ীকে পেছনে টেনে সরিয়ে নিলেন। পূর্বক আর দ্রাপাকুও পেছিয়ে গেলেন।

'এখনও তোমার সুযোগ রয়েছে সৈনিক', পর্বতেশ্বর বললেন 'তুমি চলে যেতে পারে।'

'তার চেয়ে আমায় বরং মড়ার খাটে করে নিয়ে চলুন', উত্তঙ্ক বললো।

পর্বতেশ্বর চোখ ছোট করে চিন্তা করলেন। লোকটার সাহস দেখে তাঁর ভাল লাগলো। কিন্তু এখন তাঁকে ওর সক্ষমতার পরীক্ষা নিতে হবে। সাধারণত শুধু শারীরিক সক্ষমতা ছাড়া সাহসীকতা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ংকর মৃত্যু ডেকে আনে।

উত্তঙ্ক আক্রমণ করবে ভেবে পর্বতেশ্বর ধীরে ধীরে এগোলেন।

কিন্তু সে খাড়া দাঁড়িয়েই থাকলো। পর্বতেশ্বর বুঝলেন যে মগধী লোকটা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে চায়। উত্তঙ্কের কাঁধের আঘাত হাত উঁচু করে লড়াই করার পক্ষে বাধা স্বরূপ, যা পর্বতেশ্বরের মতো লম্বা মানুষকে আক্রমণ করার জন্য প্রয়োজন। প্রধান সেনাপতি নিজেই আক্রমণ করলেন, নিয়ম বিরুদ্ধ আক্রমণ। ঢাল মাঝামাঝি উচ্চতায় রেখে কেবলমাত্র ওপর থেকে তলোয়ারের কোপ মারলেন। উত্তঙ্ককে পিছিয়ে যেতে হল, শক্তিশালী আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে বাঁহাতে ঢাল ওপর দিকে তুলে ধরল সে। যদি সে তার ডান হাত ওপরে তুলতে পারতো, তবে পর্বতেশ্বরের বুকের উচ্চতায়

সে প্রত্যাঘাত করলো। পর্বতেশ্বর ঢাল দিয়ে সহজেই সেই আঘাত আটকালেন। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে পর্বতেশ্বর উত্তঙ্ককে দেওয়ালের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। এখন শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা যখন উত্তঙ্কের পক্ষে আর পেছনোর পথ থাকবে না।

আনন্দময়ী, তিনি যেমন পর্বতেশ্বরের ঈর্ষা দেখে আনন্দ পাচ্ছিলেন, তেমনই উত্তঙ্কের জন্য উদ্বিগ্নও হচ্ছিলেন।

'ও কেন একটু দয়া দেখাচ্ছে না।'

ভগীরথ দিদির দিকে ঘুরে বললেন 'পর্বতেশ্বর ঠিক কাজই করছেন। লড়াইতে শত্রুকে দয়া দেখাতে নেই।'

ঠিক তখনই উত্তঙ্কের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেল। ঢাল সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিক থেকে সাঁই করে তলোয়ার চালিয়ে উত্তঙ্কের বুকে জোরে আঘাত করলেন পর্বতেশ্বর।

'আসল তলোয়ার হলে এটা মরণাঘাত হত।' ফিসফিস করে পর্বতেশ্বর বললেন।

উত্তঙ্ক মাথা নাড়লো, সে নিজের আঘাত পাওয়া বুকে হাত বোলানোর চেষ্টাও করলো না।

পর্বতেশ্বর শান্তভাবে ঘরের মধ্যিখানে ফিরে গেলেন এবং জোরে বললেন 'আরেকবার?'

উত্তঙ্ক কষ্ট করে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। পর্বতেশ্বর আবার আক্রমণ করলেন। আবার একই ফল হল।

উত্তঙ্ককে যন্ত্রণা পেতে দেখে আনন্দময়ী আহা আহা করে উঠলেন। তিনি এগিয়ে যেতে গেলেন কিন্তু ভগীরথ থামিয়ে দিলেন। ভগীরথ নিজেও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জানতেন ওনাদের মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়। সেটা প্রধান সেনাপতি আর ওনার সঙ্গে লড়তে থাকা ওই বোকা সাহসী সৈনিকের কাছে অপমানকর হবে।

'ওই লোকটাকে এখানে এনেছো কেন?' তিনি জানতে চাইলেন।

'উত্তঙ্ক ভাল নাচে। আমি ভাবলাম ব্রঙ্গ যাত্রায় ও থাকলে বেশ মজা হবে।'

চোখ কুঁচকে দিদির দিকে ঘুরলেন ভগীরথ, 'এর পুরোটা সত্যি নয়। তুমি কি করছো আমি তা জানি। আর সেটা ঠিক নয়।'

'ভালবাসায় আর যুদ্ধক্ষেত্রে সবই ঠিক ভগীরথ। কিন্তু আমি সত্যিই চাইনা উত্তঙ্ক আঘাত পাক।'

'তাহলে ওকে এখানে নিয়ে আসা তোমার উচিৎ হয়নি!'

পর্বতেশ্বর ঘরের মধ্যিখানে এসে বললেন 'আরেকবার?'

উত্তঙ্ক অতি কষ্টে ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। তার খুবই যন্ত্রণা হচ্ছিল, মুখে প্রচণ্ড ক্রোধ আর হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিল। অন্যদিকে পর্বতেশ্বর উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন কেননা তারা যদি আর একবার এই নকল যুদ্ধ করেন তাহলে হয়তো এই সৈনিকের পাঁজর ভেঙে যাবে। কিন্তু তাঁকে এই গোঁয়ার্তুমি থামাতেই হবে। যদি এটা আসল হতো, তাহলে উত্তঙ্ক এতক্ষণে দুবার মারা পড়েছে।

তিনি উত্তঙ্ককে আবার আক্রমণ করলেন, তাঁকে চমকে দিয়ে এবার উত্তঙ্ক চট করে একদিকে সরে গেল, পর্বতেশ্বরকে তাঁর নিজের গতিবেগেই এগিয়ে যেতে দিল। তারপর ঘুরে গিয়ে নিজেই প্রথমে আক্রমণ করলো। বাঁদিকে ঘুরে গিয়ে ঢাল নামিয়ে নিজের শরীর মুক্ত করে দিল। পর্বতেশ্বর তখন তলোয়ার সামনে সোজাসুজি বিঁধিয়ে দিতে গেলেন, সেই আঘাত এড়াতে উত্তঙ্ক ডানদিকে ঘুরে গেল আর একই গতিতে তার ডান হাত সাঁই করে ঘোরালো। আঘাত লাগা কাঁধের জন্য তলোয়ার যতটা ওঠে নিজের এই গতিবেগের ফলে তার চেয়ে বেশি উঁচুতে উঠলো তলোয়ার। সে পর্বতেশ্বরের কাঁধে কোপ মারলো। অনুশীলনের অস্ত্র না হয়ে সেটা যদি আসল তলোয়ারের ফলা হত তবে সেটা হত মরণাঘাত।

পর্বতেশ্বর থমকে দাঁড়ালেন। উত্তঙ্ক কেমন করে এটা করতে পারলো? উত্তঙ্ক নিজেও খুব আশ্চর্য্য হয়েছে বোঝা গেল। কাঁধে চোট পাওয়ার পরে তলোয়ার দিয়ে এত উঁচুতে সে মারতে পারেনি। কখনোই পারেনি।

পর্বতেশ্বরের মুখে অল্প হাসি ফুটে উঠলো। উত্তঙ্ক আত্মরক্ষার লড়াই ছেড়ে আক্রমণাত্মক হয়ে গেল আর জিতে গেল। 'ঢালের প্রতি এই নির্ভরতা ছেড়ে দাও। জোরে আক্রমণ করলে তোমার মেরে ফেলবার ক্ষমতা আছে বৈকি।'

তখনো হাঁফাতে থাকা উত্তঙ্ক মৃদু হাসলো।

'মেলুহায় সৈন্যদলে স্বাগত, সাহসী সৈনিক।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তঙ্ক তলোয়ার ফেলে দিয়ে পর্বতেশ্বরের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, তার চোখ ছলছল করে উঠলো। পর্বতেশ্বর তাকে ধরে দাঁড় করালেন। 'এখন তুমি মেলুহী সৈনিক আর আমার সৈনিকরা কাঁদে না। মেলুহী সৈনিকের মতো মানসিকতা তৈরি করো।'

ভগীরথ নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তির শ্বাস ফেললেন এবং আনন্দময়ীর দিয়ে ঘুরে বললেন, 'এইবারের মতো ভাগ্য তোমায় সাহায্য করলো।'

আনন্দময়ী মাথা নেড়ে সায় দিলেন। কিন্তু তার মন আরো আগে ছুটছিল। পর্বতেশ্বর যাতে প্রভাবিত হল সেটা আসলে সামরিক শৌর্য্য। তাঁর পর্বতেশ্বরকে জালে ফেলার জন্য আনন্দময়ী নতুন পরিকল্পনার পথ খুঁজতে লাগলেন।

— ⚲ⓞⓊ↑⊛ —

'শিব ঠিকই বলেছে বাবা।' সতী বললেন 'তুমি এত সোমরস দিয়ে দিতে পার না। এটা মেলুহার প্রয়োজন।'

কার্তিকের জন্মের পর দশদিন কেটে গেছে। সম্রাট দিলীপ আর তার দলবল অযোধ্যার দিকে যাত্রা করেছে। শিব গেছেন গঙ্গার তীরে রণতরী বানানোর কাজে তদারক করতে।

দক্ষ আর বীরিনি সতীর ঘরে বসেছিলেন সেখানে গর্বিত মা দোলনায় শোওয়া কার্তিককে আস্তে আস্তে দোলাচ্ছিলেন, বীরিনি দক্ষের দিকে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না।

'মেলুহার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, সোনা আমার।' দক্ষ বললেন, 'তোমার ছোট্ট মাথাটাকে কার্তিকের জন্যই ভাবতে দাও।'

এরকম গুরুজন সুলভ কথাবার্তা সতী ঘৃণা করতেন, 'বাবা, অবশ্যই আমি কার্তিকের জন্য চিন্তাভাবনা করছি। আমি যে ওর মা। কিন্তু মেলুহার প্রতি আমার কর্তব্যকে তো আমি ভুলে যেতে পারি না।'

'বাছা আমার,' দক্ষ মৃদু হেসে বললেন 'মেলুহা সুরক্ষিতই আছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত। আমি মনে করি না যে প্রজাদের দেখাশোনা করার আমার যে সামর্থ্য আছে তার প্রতি তুমি আস্থা হারাও।'

'বাবা, তোমার ক্ষমতা আর কর্তব্য পরায়ণতার প্রতি আমি আস্থা হারাইনি। আমি শুধু বলছি যে এতখানি সোমরস কার্তিককে দেওয়া অনুচিত। কেননা মেলুহার প্রত্যেক নাগরিকের এটা পাওয়ার সমান অধিকার আছে। এও জানি যে মন্দার পর্বত ধ্বংসের পরে সোমরসের অনেক ঘাটতি রয়েছে। আমার ছেলেকে এত দেবে কেন? ও সম্রাটের নাতি বলে? এটা প্রভু রামের নীতি বিরুদ্ধ।'

দক্ষ হো হো করে হেসে বললেন 'প্রিয় কন্যা, প্রভু রামের নীতিবাক্যে কোথাও বলা নেই যে সম্রাট তার নাতিকে সোমরস চূর্ণ দিতে পারবে না।'

'ঠিক এই কথাগুলো অবশ্যই বলা নেই বাবা।' বিরক্ত হয়ে সতী তর্ক শুরু করলেন। 'তোমায় বলা কথাগুলোর প্রসঙ্গ এখানে উঠছে না, এখানে আসছে নীতির প্রশ্ন ধর্মের প্রশ্ন।'

'একজন সম্রাটের উচিত তার প্রজাদের স্থান নিজের পরিবারের আগে রাখা। সেই নীতি আমরা অনুসরণ করছি না।'

'অনুসরণ করছি না বলে কি বোঝাতে চাইছো?' রেগে উঠে দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন। 'তুমি কি আমায় নীতি ভঙ্গকারী বলছো?'

'বাবা একটু আস্তে বলো, কার্তিকের ঘুম ভেঙে যাবে। আর কার্তিককে যদি তুমি সাধারণ মেলুহীদের চেয়ে প্রাধান্য দাও তাহলে বলতে হয় যে অবশ্যই প্রভু রামের নীতি ভঙ্গ করছো।'

বীরিনি অনুনয় করে বললেন 'আহা, একটু আস্তে . . .'

বীরিনিকে পাত্তা না দিয়ে দক্ষ চিৎকার করে উঠলেন।

'আমি প্রভু রামের নীতি ভাঙছি না।'

'অবশ্যই তুমি ভাঙছো।' সতী বললেন, 'তুমি কি বলতে চাইছো যে সব সূর্য্যবংশীদের জন্য সোমরস রয়েছে? আর অন্য কোন কম সৌভাগ্যবান মেলুহীকে বঞ্চিত করে কার্তিককে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। তুমি যদি শপথ করে আমায় বলতে পারো, তবেই এই সোমরস আমি ব্যবহার করতে দেব তা নাহলে এগুলো পড়েই থাকবে। আর অন্য কাউকে দিয়েও কার্তিককে দিতে দেব না।'

'তুমি নিজের ছেলের ক্ষতি করতে চাইছো?' ঘুমন্ত নাতির দিকে একবার তাকিয়ে দক্ষ সতীর দিকে খুব রাগের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'কার্তিক আমার ছেলে। অন্য কারুর ক্ষতি করে ও নিজের ভাল চাইবে না। কারণ ওকে আমি শেখাবো যে রাজধর্ম কি?'

রাজধর্ম পালন করছেন না বলে তার নিজের মেয়ে দোষারোপ করায় দক্ষ রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। 'আমি অবশ্যই রাজধর্ম পালন করছি।'

হঠাৎ কার্তিক ঘুম ভেঙে কাঁদতে শুরু করলো। সহজাত প্রবৃত্তির টানে সতী ওকে তক্ষুণি কোলে তুলে নিলেন। মায়ের চেনা গন্ধ পেয়ে ও তক্ষুণি শান্ত হল।

সতী ঘুরে বাবার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন।

'আমি এই কথাটা তোমায় বলতে চাইনি।' দক্ষ বললেন, 'কিন্তু কার্তিকের ক্ষতি করবে বলে যখন পন করেছ তখন বলি শোনো, সোমরস উৎপাদনের অন্য একটা ব্যবস্থা রয়েছে। মহর্ষি ভৃগু গোপনে সেটা গড়ে তোলার জন্য অনেক বছর আগে আদেশ করেছিলেন। এটা হল মন্দারের বিকল্প সহায়ক ব্যবস্থা। আমরা গোপন রেখেছিলাম কারণ আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে।'

সতী কথাগুলো বিশ্বাস করতে না পেরে অবাক হয়ে বাবার দিকে চেয়ে রইলেন, বীরিনি মেয়ের মাথায় হাত রেখেছিলেন।

'তাহলে আমার আদরের কন্যা শোনো', ব্যঙ্গের সঙ্গে দক্ষ বললেন।

'আমি রাজধর্ম পালন করেছি। সকল মেলুহীদের জন্য যথেষ্ট সোমরস রয়েছে শত শত বছর চলার মতো। এখন থেকে যতদিন না কার্তিক আঠারো বছরের হচ্ছে ততদিন রোজ ওকে দেবতাদের পানীয় দাও। সে ইতিহাসের সবচেয়ে মহান মানুষ হয়ে থাকবে।'

সতী কিছু বললেন না। তিনি তখনো সোমরসের নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের কথা শুনে হতভম্ব হয়েছিলেন। তাঁর মনে শত শত প্রশ্ন ঘুরছিল, 'তুমি কি আমার কথা শুনেছো।' দক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার্তিককে নিয়মিত সোমরস খাওয়াবে। প্রতিদিন।'

সতী মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

— ⁂ —

শিব শুকনো নদীখাতে দাঁড়িয়েছিলেন। যেখানে ব্রঙ্গরা তাদের অস্থায়ী কর্মশালা গড়ে তুলেছিল। পাঁচটা জলযান বানানো হচ্ছিল। শিব, যিনি মেলুহার সমুদ্র বন্দর করচপতে তৈরি কয়েকটা বিশাল তরী দেখেছিলেন। এখানে মুলগতভাবে একেবারে ভিন্ন পরিকল্পনায় তৈরি ব্রঙ্গ তরীগুলো দেখে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। পর্বতেশ্বরের অবস্থা একই রকম হয়েছিল।

তাঁরা একসঙ্গে বিশাল কাঠের মঞ্চতে হাঁটছিলেন যার ওপর জলযানগুলো রেখে তৈরি করা হচ্ছিল। আকার এবং গঠনের দিক দিয়ে জলযানগুলো স্বদ্বীপের সাধারণ জলযানের থেকে অনেক ভালো। আয়তনে প্রায় মেলুহী জলযানের মতো। কিন্তু পার্থক্যটা রয়েছে জলযানের কাঠামোর একেবারে তলার দিকে। জলের তলায় থাকা অংশ অদ্ভুতভাবে সরু হয়ে নিচের দিকে চার থেকে ছয় হাত অবধি খাড়া ভাবে নেমে গেছে।

'এইরকম গঠন হওয়ার কারণ কি, পর্বতেশ্বর?' শিব জানতে চাইলেন।

'আমি জানি না, প্রভু' পর্বতেশ্বর বললেন, 'এমন অদ্ভুত ধরনের গঠন আমি প্রথম দেখছি।'

'তোমার কি মনে হচ্ছে এর দ্বারা জলযান জল কেটে দ্রুততর গতিতে

যেতে পারবে?'

'আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু এই প্রসারিত অংশের জন্য জলযানের ভারসাম্যের স্থিতি কি কমে যাবে না?'

'ওপরের এই আবরণের জন্য জলযানের ওজন তো বেড়ে যাবে।' জলযানের তলার অংশে কাঠের ওপর পিটিয়ে বসানো ধাতুর পাত ছুঁয়ে শিব বললেন।

'তোমরা যে অদ্ভুত নতুন ধাতু সবে আবিষ্কার করেছো, এটা সেই ধাতু না?'

'হ্যাঁ প্রভু, লোহা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে ভারী হওয়া কারণে এর ভারসাম্যের স্থিতি হয়তো বেড়ে যাবে।'

'কিন্তু ভারী হওয়ার কারণে জলযানের গতিও তো কমে যাবে।'

'তা ঠিক'।

'আমি ভাবছি এইভাবে খাঁজ কাটা হয়েছে কি কারণে?'

জলযানের খাড়া লোহার পাতের এই পুরো অংশটা জুড়ে লম্বাভাবে তৈরি করা খাঁজের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

'আর এই আংটাগুলোই বা কেন?'

খাঁজকাটা অংশের চার হাত ওপরে লাগানো বড় বড় অনেক আংটার দিকে তাকিয়ে শিব বললেন।

আর তখুনি আয়ুবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে দিবোদাস তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল। রোদের মধ্যে একসঙ্গে দুই খেপে কাজ করায় ব্রঙ্গেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আয়ুবর্তীর সাহায্য নেওয়ার জন্য দিবোদাস শিবকে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে আয়ুবর্তী খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা ব্রঙ্গদের জন্য এক শক্তিবর্ধক পানীয় প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

দিবোদাস বললো 'হে প্রভু, আয়ুবর্তী দেবী তো অসাধারণ প্রতিভাময়ী। ওনার ওষুধ পান করা মানে বিশুদ্ধ শক্তি যেন শরীরে বিঁধিয়ে নেওয়া। শেষ

কয়দিনে আমার কর্মীদের ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।'

লজ্জা পেয়ে আয়ুবর্তী লাল হয়ে গেলেন 'না, না, এটা এমন কিছু নয়।'

'আপনারা সূর্য্যবংশীরা এমন কেন?' দিবোদাস বললো 'একটা প্রশংসাও ভাল করে নিতে পারেন না কেন?'

শিব আর আয়ুবর্তী হাসিতে ফেটে পড়লেন। পর্বতেশ্বর হাসবার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বললেন 'প্রভু রাম বলেছেন নম্রতা হচ্ছে মহান মানুষের লক্ষণ। যদি আমরা আমাদের নম্রতা ভুলে যাই তবে প্রভু রামকে অপমান করা হয়।'

'পর্বতেশ্বর, আমি মনে করি না যে দিবোদাস এমন কিছু বলেছেন যাতে প্রভু রামকে আঘাত করা হয়।' আয়ুর্বতী বললেন, 'আমরা সকলে প্রভু রামকে সম্মান করি। আমার মনে হয় দিবোদাস বলছেন যে আমাদের জীবনের কিছু ভাল মুহূর্তকে আরো একটু খোলামেলা ভাবে উপভোগ করা উচিত। তাতে তো ভুল কিছু নেই।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য শিব বললেন 'ঠিক আছে। যে ব্যাপারে আমি খুবই কৌতূহলী, সেটা হল জলযানের একেবারে তলায় প্রসারিত এই অংশটা। প্রথমত, এটার নক্সা করা খুবই কঠিন কাজ। তোমাদের একেবারে সঠিকভাবে আকার এবং ওজন নিরুপণ করতে হয়েছে না হলে জলযান উল্টে যাবে। তাই তোমার তরী নির্মাতাদের অবশ্যই প্রশংসা জানাচ্ছি।'

'প্রশংসা নিতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না প্রভু।' মুচকি হেসে দিবোদাস বললো। 'আমার জলযান-নির্মাতারা খুবই দক্ষ!'

শিব দাঁত বার করে হেসে বললেন 'অবশ্যই। কিন্তু এই প্রসারিত খাড়া অংশটা থাকার কারণ কি। এটা কি কাজ করে।'

'এটা প্রবেশদ্বার খোলায়, হে প্রভু।'

'কি?'

এটা চাবির মতো। আমরা যখন ব্রঙ্গের প্রবেশদ্বারে পৌছবো, তখন আপনি দেখতে পাবেন এটা কি ভাবে কাজ করে।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

'এই রকম গঠন ছাড়া কোন জলযানই ব্রঙ্গতে ঢুকতে পারে না। নাহলে সেই জলযান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।'

'বিশাল গঙ্গানদীর ওপর সেই প্রবেশদ্বার?' পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ভাবতাম যে সেটা কাল্পনিক, ধারণাই করতে পারছি না যে এত বড়ো স্রোতস্বিনী নদীতে আড়াআড়িভাবে কেমন করে প্রবেশদ্বার তৈরি করা সম্ভব।'

দিবোদাস মৃদু হেসে বললো 'কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে অতি দক্ষ নির্মাতার প্রয়োজন। আর আমাদের ব্রঙ্গতে এমন লোকের কমতি নেই!'

'তাহলে প্রবেশদ্বারগুলো কেমন করে কাজ করে?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'যদি নিজের চোখে দেখেন, সেটা আরো ভাল হবে।' দিবোদাস বললো।

'বিশাল ও সম্ভ্রম জাগানো সেই প্রযুক্তিকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দেখলে বোঝা যায়।'

তখনি একমাসের শিশুকে নিয়ে এক মহিলা এলেন। ইনি ব্রঙ্গের প্রধান যাজিকা যিনি ব্রঙ্গ ভবনে ভগীরথের আক্রমণ থামিয়ে ছিলেন।

শিব শিশুটিকে দেখে হেসে বললেন 'কি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা।'

'ও আমার কন্যা, হে প্রভু।' দিবোদাস বললেন, 'আর এ আমার স্ত্রী যশিনি।'

যশিনি শিবের পা ছুঁয়ে নমস্কার করে মেয়েকে শিবের পায়ে রাখলেন। শিব সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে তাকে কোলে নিলেন। এর কি নাম?'

'দেবযানী, হে প্রভু' যশিনি বললেন।

শিব মৃদু হেসে বললেন, 'গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যার নামে নাম রেখেছেন.'

যশিনি মাথা নেড়ে বললেন 'হ্যাঁ প্রভু'।

'খুব সুন্দর নাম। বড়ো হয়ে ও জগতে জ্ঞানের শিক্ষা বিতরণ করবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।' যশিনির কোলে শিশুটিকে দিয়ে শিব বললেন।

'ব্রঙ্গতে শিশুদের জীবিকা নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা বাড়াবাড়ি দেখায়।' আমরা এটুকুই আশা করি যে তারা যেন ভবিষ্যতে বেঁচে থাকে।'

সমবেদনায় শিব মাথা নাড়লেন 'এটার ব্যবস্থা না করে আমি কিছুতেই থামবো না।'

'ধন্যবাদ প্রভু।' দিবোদাস বললো 'আমি জানি আপনি সফল হবেন। নিজেদের জীবন নিয়ে আমরা ভাবিনা। কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের বাঁচাতেই হবে। আপনি সফল হলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।'

'কিন্তু দিবোদাস' আয়ুর্বতী মধ্যিখানে বলে উঠলেন 'প্রভুও তো আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

শিব আর দিবোদাস দুজনেই আয়ুর্বতীর দিকে অবাক হয়ে ঘুরে গেলেন।

'কেন' দিবোদাস জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার ওষুধ কার্তিকের জীবন বাঁচিয়েছে।' ব্যাখ্যা করলেন আয়ুর্বতী।

'কি বলছেন আপনি?'

'তাহলে শুনুন, অনেকসময় গর্ভের মধ্যে গর্ভনাড়ি শিশুর গলায় জড়িয়ে যায়। এমন হলে কখনো কখনো ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি শিশু বেঁচে থাকে না। শ্বাস আটকে মারা যায়। আমি জানিনা যেহেতু আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু মনে হয় সম্রাটকন্যা সতীর প্রথম শিশুর জন্মের সময়ও এমনটাই ঘটেছিল। কার্তিকের গলায় গর্ভনাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বেলায় সতীর পেটে আপনার ওষুধ লাগিয়ে ছিলাম, হয়তো গর্ভের মধ্যে সেটা কার্যকর হয়েছিল আর ভূমিষ্ঠ হওয়ার চরম মুহূর্ত পর্যন্ত কার্তিককে বেঁচে থাকার মতো শক্তি যুগিয়েছিল। আপনার ওষুধ ওর জীবন রক্ষা করেছে।'

'কি ওষুধ?' দিবোদাস জানতে চাইলেন।

'নাগদের ওষুধ।' আশ্চর্য্য হয়ে আয়ুর্বতী বললেন।

'আমি যখনই সেটা শুঁকেছিলাম চিনতে পেরেছিলাম। আর আপনিই কেবল এটা দিতে পারেন, ঠিক তো?'

'কিন্তু ওটাতো আমি দিই নি?'

'আপনি দেননি?' হতভম্ব হয়ে আয়ুর্বতী জিজ্ঞাসা করলেন, শিবের দিকে ঘুরে বললেন, 'তাহলে . . . কোথা থেকে এই ওষুধ পেয়েছেন প্রভু?'

শিব থমকে গিয়েছিলেন। কেউ যেন নিষ্ঠুরের মতো তাঁর সবচেয়ে সুখস্মৃতি একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

'হে প্রভু, কি হয়েছে?' আয়ুর্বতী জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শিব হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন।

'নন্দী! ভদ্র! চলে এসো আমার সঙ্গে।'

'হে প্রভু' কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

কিন্তু শিব ততক্ষণে চলে গেছেন। পেছনে পেছনে গেছে নন্দী, ভদ্র আর তাদের সৈন্যরা।

— ⁂ —

'পণ্ডিতজী!'

শিব কাশী-বিশ্বনাথ মন্দিরে ছিলেন। আদেশ অনুযায়ী নন্দী, বীরভদ্র আর তাদের সৈন্যরা বাইরে অপেক্ষা করছিল।

'পণ্ডিতজী!'

গেল কোথায় লোকটা?

আর তখনই শিব উপলব্ধি করলেন যে চিৎকার করার প্রয়োজন নেই, চিন্তাশক্তিকে পাঠানোর প্রয়োজন। *বাসুদেবরা! আপনারা কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন?*

কোন উত্তর নেই। শিবের ক্রোধ আরেক ধাপ বেড়ে গেল।

আমি জানি যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন! আপনাদের কারোর কি আমার সঙ্গে কথা বলার মত সাহস আছে?

এবারেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

নাগদের ওষুধ কোথা থেকে পেয়েছেন আপনারা?

চারিদিকে নিস্তব্ধতা।

ব্যাখ্যা দিন আপনারা! নাগেদের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক? সম্পর্ক কত গভীর?

কোন বাসুদেব উত্তর দিলেন না।

পবিত্র সরোবরের দিব্যি উত্তর দিন! নাহলে শুভশক্তির শত্রু হিসেবে আপনাদের চিহ্নিত করবো।'

শিব কোন শব্দই শুনতে পেলেন না। রুদ্রদেবের মূর্তির সামনে দাঁড়ালেন। কোন এক অজানা কারণে তাঁকে আগের মত ভয়ংকর মনে হল না। শান্ত লাগলো। স্থির, নির্মল, মনে হল তিনি শিবকে কিছু বলতে চাইছেন।

শিব ঘুড়ে দাঁড়িয়ে শেষবার চিৎকার করে বলে উঠলেন।

বাসুদেবগণ! এখনই উত্তর দিন আর না হলে সবচেয়ে খারাপটাই আমি ভেবে নিচ্ছি!'

কোন উত্তর না পেয়ে ঝড়ের মতো মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন শিব।

অধ্যায় ৯

তোমার কর্ম কি?

'কি হয়েছে রে শিব?'

ছোট্ট ছেলেটা পেছনে ঘুরে দেখতে পেল তার খুড়ো দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে নিল কেননা গুণজাতির পুরুষের মধ্যে চোখের জলকে দুর্বলতার চিহ্ন হিসেবে দেখা হয়।

খুড়ো হাসলেন। তিনি শিবের পাশে বসে ছোট্ট কাঁধে হাত রাখলেন।

তারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, মানস সরোবরের জলকে পায়ের পাতায় ছলাৎ ছলাৎ করে খেলা করতে দিলেন। জলটা ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু তারা আমল দিলেন না।

'তোর কি সমস্যা, বাছা?' খুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন।

শিব চোখ তুলে দেখলেন। তিনি সবসময়ই ভাবতেন যে খুড়োর মতো এমন ভয়ংকর যোদ্ধা কেমন করে এমন শান্ত ভাবে হাসেন, যেন সব কিছু বুঝতে পারছেন।

'মা বলেছে যে আমার নিজেকে দোষী ভাবা উচিৎ নয় ওই...' কান্না পাওয়ায় শিবের গলা বুজে এল। তাঁর ভুরু আবার দপদপ করতে লাগলো।

'ওই মেয়েটার ঘটনায়?' খুড়ো জানতে চাইলেন। ছেলেটি মাথা নেড়ে সায় দিল।

'আর, তুমি নিজে কি ভাবো!'

'কি ভাবতে হবে আর তা জানি না।'

'হ্যাঁ, জানো, মনের ভেতর খুঁজে দেখো। তোমার কি মনে হয়?'

শিবের ছোট ছোট হাতদুটি বাঘ ছালের জামা অস্থির ভাবে কচলাতে লাগলো।

'মা মনে করে আমি ওকে সাহায্য করতে পারতাম না। কারণ আমি খুবই ছোট, খুবই কম বয়সী, খুবই দুর্বল। বরং ওকে সাহায্য করতে না পেরে বোধহয় নিজেই আহত হয়ে পড়তাম।'

'সেটা হয়তো সত্যি। কিন্তু তাতে কি কিছু যায় আসে?'

ছেলেটি মুখ তুললো, চোখ ছোট হয়ে গেছে, জলে ভরে উঠেছে।

'না।'

খুড়ো হাসলেন, 'ভেবে দেখ। তুই যদি ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করতিস, তাতে একটা সম্ভাবনা থাকতো যে সে এখনো যন্ত্রণা পেত। আর এমনও হতে পারতো যে সে হয়তো নিস্তার পেয়ে পালাতো, যদিও তেমন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম, কিন্তু তুই যদি কোন রকম সাহায্য করার চেষ্টা নাই করে থাকিস তবে তার পক্ষে তেমন কোন সুযোগই তৈরি হয়নি। হয়েছিল কি?'

শিব মাথা নেড়ে না বললেন।

'মা তোকে আর কি বলেছে?'

'বলেছে যে মেয়েটা উল্টো লড়াই করে বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি।'

'আচ্ছা, সেটা হয়তো সত্যি।'

'মা আরো বলেছে মেয়েটা যদি লড়াই করার চেষ্টা নাই করে থাকে তবে আমি করলে সেটা কেন ভুল হত?'

'এটা তো নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার প্রতি অপরাধ করা হচ্ছিল, আর তা সত্ত্বে যে সেটা গ্রহণ করেছিল।'

কিছুক্ষণ তাঁরা চুপ হয়ে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'তাহলে, মেয়েটা যদি নিজে লড়াই করে বাধা না দিয়ে থাকে।' খুড়ো বললেন 'তোর কি করা উচিত ছিল বলে মনে হয়?'

'আমি . . .'

'বল।'

'আমি মনে করি, মেয়েটা নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল না। যাই হোক না সেটার সঙ্গে আমার কাজের কোন সম্পর্ক নেই। তার জন্য আমার লড়াই করা উচিৎ ছিল।'

'কেন?'

শিব মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন 'আপনি কি এও ভাবছেন যে আমি ভাবনা-চিন্তা না করে কাজ করি? তাই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া অনুচিত হয়নি?'

'আমি কি ভাবছি সেটা মূল ব্যাপার নয়। আমি তোর মতটা জানতে চাইছি। তুই কেন ভাবছিস যে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়াটা ভুল?'

শিব নিচের দিকে তাকালেন বাঘছালের জামা কচলাতে থাকলেন। তাঁর কপাল ভীষণ দপদপ করছিল। 'কারণ আমার কাছে সেটা মনে হয়েছিল ভুল।'

খুড়ো হাসলেন। 'এইটাই হল উত্তর। ভুল মনে হয়েছিল কারণ তুই যেটা করছিলিস তা ছিল তোর কর্মের আদর্শ বিরুদ্ধ। তোকে ওই মেয়েটার কর্মে থাকতে হবে না। সে যা করছিল তা নিজের ইচ্ছেতে করছিল। তোকে তোর কর্মের আদর্শ নিয়ে থাকতে হবে।'

শিব মুখ তুলে তাকালেন।

'তোর কর্ম হল অশুভর সঙ্গে লড়াই করা। যাদের ওপর অশুভ শক্তির প্রভাব পড়ছে, তারা যদি তার বিরুদ্ধে লড়াই নাও করে তোকে সে ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না।

সমস্ত জগৎও যদি অন্যদিকে চলে যায় তাও নয়। এটা সবসময় মনে রাখবি। অন্যের কর্মের আদর্শের অনুগামী হয়ে চলবি না। নিজের কর্মের আদর্শ নিয়ে চলবি।'

শিব ধীরে মাথা নাড়লেন।

'ওখানে কি ব্যথা করছে?' দু-চোখের মধ্যিখানে ফুলে ওঠা কালচে লাল

জায়গাটা দেখিয়ে খুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন।

শিব ওখানে জোরে চাপ দিলেন। চাপ দিতে কিছুটা স্বস্তি হল।

'না, কিন্তু জ্বালা করে। বড্ড জ্বালা করে।'

'বিশেষ করে যখন তুই হতাশ হয়ে যাস তাই না?'

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

খুড়ো তার কম্বলের পোষাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা বটুয়া বার করলেন। 'এটা খুবই সুন্দর ও দুর্লভ ওষুধ। অনেকদিন ধরে এটা আমার কাছে রয়েছে। আমার মনে হয় তুই হলি সঠিক জন যে এটা গ্রহণ করতে পারবে।'

শিব বটুয়াটা নিলেন। সেটা খুলে তার মধ্যে লালচে বাদামী মলম দেখতে পেলেন। 'এটা কি জ্বালা সারিয়ে দেবে?'

খুড়ো হাসলেন। 'এটা তোকে তোর নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছনোর পথে স্থাপিত করে দেবে।'

শিব বিভ্রান্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন।

মানস সরোবরের ওধারে বিস্তৃত বিশাল হিমালয় পর্বতমালার দিকে দেখিয়ে খুড়ো বললেন 'বাছা আমার, তোর বিরাট ভাগ্য রে। এই বিশাল পাহাড়গুলোর চেয়েও অনেক বিরাট। কিন্তু সেটা বুঝতে হলে তোকে এই বিশাল পাহাড়গুলো পেরিয়ে যেতে হবে।'

খুড়ো কথাগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করলেন না। কিছুটা মলম নিয়ে শিবের দুচোখের মধ্যিখান থেকে কপালে যেখানে চুল সুরু হয়েছে সেইখান পর্যন্ত লম্বা করে টেনে দিলেন। কপালটা সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় শিব স্বস্তি পেলেন। তারপর খুড়ো কিছুটা মলম নিয়ে শিবের গলায় লাগিয়ে দিলেন। বাকি ওষুধটা নিয়ে শিবের ডান হাতের তালুতে রাখলেন। তারপর নিজের আঙুল একটু কেটে কফোঁটা রক্ত ওই ওষুধটায় ফেললেন, তারপর ফিসফিস করে বলতে লাগলেন 'আপনার আদেশ আমরা কখনোই ভুলবো না প্রভু রুদ্র, এটা এক বায়ুপুত্রের রক্ত শপথ।'

শিব খুড়োর দিকে একবার দেখলেন তারপর নিজের হাতের তালুর দিকে তাকালেন যেখানে রয়েছে অদ্ভুত লালচে বাদামী রঙের মলম, তার খুড়োর রক্ত মেশানো। 'তোর টাকরাতে লাগা' খুড়ো বললেন। কিন্তু গিলে ফেলবি না। জিব দিয়ে ঘষতে থাক যতক্ষণ না মিলিয়ে যাচ্ছে।'

শিব তাই করলেন।

'এখন তুই তৈরি। এবার ভাগ্যকে সময়ের হাতে ছেড়ে দে।' শিব কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু ওষুধটা যে স্বস্তি দিল সেটা বুঝলেন।

'আপনার কাছে এই ওষুধ আরো রয়েছে?'

'আমার কাছে যতটা ছিল সবই তোকে দিয়ে দিয়েছি, বাছা আমার।'

'বাসুদেবদের কাছে নাগদের ওষুধ ছিল?' আশ্চর্য হয়ে সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি মনস্থ করেছিলেন যে সকাল বেলায় বাবার সঙ্গে যে উত্তেজক কথাবার্তা হয়েছিল সেই ব্যাপারে শিবের সঙ্গে কথা বলবেন। সোমরস তৈরির বিকল্প সহায়ক ব্যবস্থা রয়েছে আর কেউই সেটা জানে না এটা জেনে সতী এখনও হতভম্ব হয়েছিলেন। কিন্তু শিবের মুখে প্রচণ্ড রাগ দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভুলে যেতে হল।

'আমাকে ভুল পথে চালানো হচ্ছে, তারা হয়তো নাগদের সঙ্গে যুক্ত! এই দেশে কি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না?'

সতীর ভেতরে কেউ যেন বলে উঠলো যে বাসুদেবরা খারাপ হতে পারেন না। ব্যাপারটা ঠিক মেলানো যাচ্ছিল না। 'শিব তুমি হয়তো তাড়াহুড়ো করে '

'তাড়াহুড়ো? তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি?' কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে শিব বললেন। 'আয়ুর্বতী কি বলেছেন তা তুমি জানো। ওই ওষুধ কেবল নাগদের দেশেই বানাতে পারা যায়। আমরা জানি কেমন করে ব্রঙ্গরা সেটা পায়। তারা চাপের চোটে নিতে বাধ্য হয়। বাসুদেবরা কি ব্যাখ্যা দেবেন?

নিজেদের মন্দির বানানোর জন্য তাদের নাগদের প্রয়োজন?'

সতী চুপ করে রইলেন।

শিব জানলার কাছে গিয়ে বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন অদ্ভুত কারণে নিজের অন্তরাত্মার কথা শুনতে পাচ্ছিলেন যেন এক কথা বারবার বলে চলেছে। *শান্ত হও। হট্ করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না।*

শিব মাথা নাড়লেন।

'আমি নিশ্চিত বাসুদেবরা ধারণা করে নেবে যে ওষুধ কোথা থেকে এল সে ব্যাপারে তুমি চিন্তা-ভাবনা করবে।' সতী বললেন। 'তাই সেই ব্যাপারে কেবল দুটোই ব্যাখ্যা হতে পারে যে বাসুদেবরা কেন তোমায় সেটা দিয়েছেন।'

শিব ঘুরে দাঁড়ালেন।

'হয় তাঁরা বোকা, অথবা তাঁরা ভেবেছেন যে তোমার পুত্রের নিরাপদ জন্মটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই তোমার রাগ হবে জেনেও এই ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা সম্মত হয়েছেন।'

শিব আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

'তোমার কথা থেকে সব তথ্য জড়ো করে আমি যা পেলাম তাতে আমার মনে হল না যে তারা বোকা' সতী বললেন। 'ফলে একটাই ব্যাখ্যা আমাদের কাছে পড়ে থাকে। তারা ভেবেছেন যদি আমাদের সন্তানের কোন কিছু হয়, তাহলে তুমি এতই বিধ্বংসী হয়ে উঠবে যে তাতে তাদের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটবে।'

শিব চুপ করে থাকাই ভালো মনে করলেন।

— ⚲ —

নাগদের মানবপ্রভু তার নিজের ঘরে জানলার ধারে কাঠের আসনে বসেছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন সেই সমবেত দলের গান যা সন্ধ্যের এই সময়টায় পঞ্চবটীর পথে পথে সপ্তাহে একদিন পরিক্রমা করে। রানী এই

দুঃখের গান গাওয়া নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেদের পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন হিসেবে দেখতে ঘৃণা বোধ করতেন। কিন্তু নাগদের রাজ্যসভার সদস্যরা তার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমবেত মত প্রদান করে গান গাওয়া পজায় রেখেছিল।

এই গান নাগের মনে ভীষণ আবেগের সঞ্চার ঘটাতো কিন্তু সে নিজেকে খুবই সংযত রাখতো।

আমার জগৎ, আমার দেবতা, আমার স্রষ্টা,

তাও আমার ত্যাগ করলে

আমি তোমায় চাইনি তুমি আমায় ডেকেছিলে

তাও, আমায় ত্যাগ করলে

আমি তোমায় সম্মান দিয়েছি, তোমার মতো করে থেকেছি তোমার রক্তে নিজেকে রাঙিয়েছি

তাও আমায় ত্যাগ করলে

তুমি আঘাত দিয়েছো, পরিত্যাগ করছো, আমার প্রতি তোমার কর্তব্য করোনি।

আর তাও, আমিই দানব,

বলো প্রভু আমি কি করতে. . .

'বিরক্তিকর গান' নাগের চিন্তায় বাধা দিয়ে রানী বললো, 'আমাদের দুর্বলতার আর আনুগত্যের কথা শোনায়।'

'মাসী' উঠে দাঁড়িয়ে নাগ বললো, 'তুমি যে এসেছো আমি তা শুনতেই পাইনি।'

'কেমন করে পারবে?' এই গা ঘিনঘিন করা গান জগৎকে ডুবিয়ে দেয়। সব ইতিবাচক চিন্তাকে ডুবিয়ে দেয়।'

'প্রতিশোধ কোন ইতিবাচক চিন্তা নয়, মাননীয়া রানী মা।' মৃদু হাসলো নাগ। 'দলটা আনন্দের গানও তো গায়।'

রানী হাত নেড়ে বললেন, আমার আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার আছে।

'বলো মাসী।'

একটা বড়ো শ্বাস নিয়ে রানী বললেন, 'তুমি কি বাসুদেবদের সঙ্গে দেখা করে ছিলে?'

নাগ তার চোখ কুঁচকে চইলো। রানীর এটা জানতে এতদিন লাগলো বলে সে আশ্চর্য হল।

'হ্যাঁ।'

'কেন?' রাগ চেপে রানী জানতে চাইলো।

'মাননীয়া রানীমা, আমার মনে হয় আমরা ওদের সাহায্য নিতে পারি।'

'ওরা আমাদের কখনোই সমর্থন করবে না। ওরা হয়তো আমাদের শত্রু নয় কিন্তু আমাদের পক্ষপাতিত্ব করবে না।'

'আমি এটা মানতে পারছি না। মনে হয় আমাদের একই শত্রু যখন ওরা আমাদের পক্ষই নেবে।'

'বোকা কোথাকার! বাসুদেবরা পুরোনো দৈব ঘটনাকে অন্ধবিশ্বাস করে সেই মতকে প্রচার করে। নীলগলার কোন বিদেশি এই দেশকে কখনোই রক্ষা করবে না!'

'কিন্তু পুঁতি লাগানো দাড়িওলা আরেক বিদেশি একবার এই দেশকে রক্ষা করেছিলেন। তাই না?'

'উপজাতীয় এই লোকটার সঙ্গে প্রভু রুদ্রের তুলনা কোরো না। এই দেশের ভাগ্যে সম্ভবত ধ্বংসই অনিবার্য। ভারতবর্ষ আমাদের শুধু যন্ত্রণা আর দুঃখই দিয়েছে। আমরা এতে কেন মাথা ঘামাবো?'

'কারণ যাই হোক না কেন, এটাতো আমাদেরও দেশ।'

রানী রাগে গরগর করে উঠলো। 'সত্যি কথাটা বলো কি কারণে তাদের ওষুধটা দিলে? তুমি জানো যে ওষুধ কম আছে ব্রঙ্গদের বাৎসরিক বরাদ্দটা পাঠাতেই হবে। আমি কথার খেলাপ করবো না, এই দুর্ভাগা দেশের ওরাই

একমাত্র ভালো। ওরাই একমাত্র যারা আমাদের মেরে ফেলতে চায় না।'
'ব্রঙ্গদের বরাদ্দতে কোন প্রভাব পড়বে না, মাননীয়া রানীমা। আমি কেবল নিজের অংশ থেকেই দিয়েছি।'

'ভূমি দেবীর দিব্যি, কেন? তুমি কি নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করতে শুরু করলে নাকি?'

'আমি যা বিশ্বাস করি তাতে কিছু যায় আসে না, রানী মা, ভারতবর্ষের লোকজন যা বিশ্বাস করে সেটাই আসল ব্যাপার।'

রানী কঠিন দৃষ্টিতে নাগের দিকে তাকালেন 'এটা তো আসল কারণ নয়।'

'হ্যাঁ এটাই।'

'আমাকে মিথ্যে কথা বোলো না।'

নাগ চুপ করে রইলো।

'তুমি ওই জঘন্য মহিলার জন্য এটা করেছো।' রানী বললো।

নাগ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার গলার স্বর শান্তই থাকলো।

'না, অন্তত ওনার সম্বন্ধে তোমার এমন করে বলা উচিত নয়, রানী মা।'

'কেন নয়?'

'কারণ আমাকে ছাড়া তুমিই কেবল সত্যি কথাটা জানো।'

'আমার অনেক সময়ই মনে হয় যে না জানলেই ভালো হতো।'

'এখন সে সব ভাবার পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

রানী মুখ টিপে হাসলেন। 'এটা সত্যি যে ভগবান একজনকে সব ক্ষমতা দেন না। আর তুমিই আসলে তোমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু।'

— ⅄OU↑⊛ —

দক্ষ মেঝেতে বসেছিলেন। না বলে কয়ে দেবগিরিতে মহর্ষি ভৃগুর এই হঠাৎ আবির্ভাবে দক্ষ মনে খুবই ধাক্কা খেয়েছিলেন।

মেলুহার সম্রাট ওনার দর্শন চান নি।

খুবই বিরক্ত ভৃগু কঠিন দৃষ্টিতে দক্ষর দিকে চেয়েছিলেন।

'আপনি একটা আদেশ সরাসরি অমান্য করেছেন, মাননীয় সম্রাট।'

দক্ষ চুপ করে রইলেন। মাথা নুয়ে পড়লো।

মহর্ষি কি করে জানতে পারলেন। কেবল সতী, বীরিণী আর আমিই ওই কথাবার্তার মধ্যে ছিলাম। বীরিণী কি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে? প্রত্যেকে আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে কেন? কেন আমার বিরুদ্ধে?

ভৃগু দক্ষর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। ওর মনের কথা পড়ছিলেন।

এই ঋষি জানতেন যে দক্ষ দুর্বল মনের। কিন্তু সম্রাট সরাসরিভাবে কখনো আদেশ অমান্যর সাহস করেননি। তাছাড়া ভৃগু সত্যি করে অনেক আদেশও দেননি। তিনি একটা ব্যাপারেই সচেতন ছিলেন। অন্যান্য সব ব্যাপারে দক্ষকে নিজের ইচ্ছে মতো কাজকর্ম করতে দিতেন।

'আপনাকে একটা কারণে সম্রাট বানানো হয়েছে।' ভৃগু বললেন।

'দয়া করে আমার সিদ্ধান্তের প্রতি প্রশ্ন তুলবেন না।'

দক্ষ ভয় পেয়ে চুপ করে রইলেন।

ভৃগু সামনে ঝুঁকে দক্ষর মুখ ওপরে তুলে ধরে বললেন, 'আপনি কি ওকে স্থানটাও বলে দিয়েছেন, মহামান্য?'

দক্ষ ফিসফিস করে বললেন 'শপথ করে বলছি, না প্রভু।'

'আমাকে মিথ্যে বলবেন না।'

'শপথ করে বলছি প্রভু।'

ভৃগু দক্ষের মনের কথা পড়লেন, সন্তুষ্ট হলেন।

'আপনি আর কাউকেই এটার কথা উল্লেখ করবেন না।'

'ঠিক মতো বুঝেছেন?'

দক্ষ চুপ করে রইলেন।

'মহা মহিম' ভৃগু বললেন, তাঁর গলার স্বর আরো জোরালো হল। 'ঠিক মতো সব বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ, প্রভু।' ভয় পেয়ে যাওয়া দক্ষ ভৃগুর পা ধরে বললেন।

শিব আশীঘাটে দাঁড়িয়েছিলেন। উজ্জ্বল পাঁচটি ব্রঙ্গতরীর মধ্যে একটা বাদে সবকটির পাল গুটিয়ে রাখা হয়েছিল। যেটি ঘাটের সবথেকে কাছে ছিল তার পাল তোলা ছিল। উপস্থিত জনতার সপ্রশংসনীয় দৃষ্টির সামনে এক দারুণ সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল এই বিশাল তরী।'

'ওগুলো দেখে বেশ ভালো লাগছে দিবোদাস।' শিব বললেন।

'ধন্যবাদ প্রভু।'

'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে তোমরা মাত্র ন-মাসের মধ্যে এগুলো তৈরি করেছো।'

'আমরা ব্রঙ্গরা সবকিছু পারি। প্রভু।'

শিব মৃদু হাসলেন।

শিবের পাশে দাঁড়ানো অতিথিগ্ব বলে উঠলেন 'দিবোদাস, তুমি নিশ্চিত যে এই বিশাল তরীগুলি জলে চলবে? এই তরীর সবকটি পালই তোলা আর বাতাসও জোরে বইছে তা সত্ত্বেও তো মনে হচ্ছে না যে এটা একটু নড়ছে।'

স্পষ্টতই বোঝা গেল তরী চলার ব্যাপারে রাজা বিশেষ কিছুই জানেন না।

'এটা একটা ভালো বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন মহামান্য রাজামশাই।' দিবোদাস বললেন, 'আসলে তরীটা চলছে না কারণ আমরা চাইছি না যে আমাদের ছাড়াই ওটা ভেসে চলে যাক। পালগুলো এমন ভাবে লাগানো যে ওগুলোতে বাতাসের ধাক্কা না লাগে। দেখতে পাচ্ছেন না প্রধান পাল কেমন নাটকীয়ভাবে কাঁপছে?'

অতিথিগ্ব মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'তার মানে পালটা আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে যতক্ষণ না সে বাতাস ধরতে পারছে।'

শিব মৃদু হেসে বললেন 'হাসছে?'

'ওই কথাটাই আমরা ব্যবহার করি যখন পাল ভুলভাবে লাগানো হয় আর সেটা নেতিয়ে পড়ে পতপত করে কাঁপতে থাকে, প্রভু।' দিবোদাস বললেন।

'ঠিক আছে।' শিব বললেন 'আমি তাহলে এখন গুরুত্বপূর্ণ আসল কথা বলি।'

'আমরা তিন দিনের মধ্যে ব্রঙ্গর উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। সকল বন্দোবস্ত করে ফেলো।'

— ⅄Ⓞ⨅↑⊗ —

নিজের ঘরের জানলা থেকে সতী গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন কয়েকটি নৌকো রাজা অতিথিগ্বকে নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে তাঁর পূর্বপাড়ের প্রাসাদে চলেছে।

কেন তিনি ওখানে বার বার যান? কেন কেবল পরিবার নিয়ে যান তিনি?

'কি ভাবছো, সতী?'

শিব ওনার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি শিবকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তোমার অভাব বোধ করবো তাই ভাবছি।'

শিব ওনার মুখ কাছে টেনে নিলেন, চুমু খেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি আসলে তা ভাবছিলে না।'

সতী শিবের বুকে আস্তে করে মেরে বললেন 'তুমি কি আমার মনের কথাও পড়তে পারো?'

'যদি পারতাম।'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাবছিলাম না। পূর্বপাড়ের প্রাসাদে রাজা অতিথিগ্ব কেন এতবার যান সেটাই ভাবছিলাম, আরো অদ্ভুত যে তিনি কেবল মাত্র তার পরিবারকেই নিয়ে যান।'

'হ্যাঁ, আমিও এটা লক্ষ করেছি। নিশ্চয় কোন ভালো কারণই আছে।

পূর্বপাড়ের প্রাসাদের ব্যাপারে যে অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস রয়েছে সেটা অশুভ। তাই তো?'

সতী প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলেন 'সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে? তুমি তিনদিনের মধ্যে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিনের জন্য যাচ্ছো?'

'জানি না, আশা করি বেশিদিনের জন্য নয়।'

'ইস, আমিও যদি যেতে পারতাম।'

'জানি, কিন্তু এমন একটা দূর যাত্রার পক্ষে কার্তিক ততো বড়ো হয়ে ওঠেনি।'

বিছানায় ঘুমন্ত কার্তিকের দিকে সতী তাকালেন। সে এতো তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে উঠছে যে দোলনায় আর ধরছে না।

'দিন দিন তোমার মতো দেখতে হচ্ছে।'

'শিব হেসে বললেন 'মাত্র দু মাস হল, কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন দু-বছর বয়স!'

শিবের কথাই সতীকে বিশ্বাস করতে হল, কারণ মেলুহী হয়েও তাকে মাইকাতে থাকতে হয়নি বলে ষোলো বছরের কম বয়সের কাউকে তিনি দেখেননি।

'হয়তো এটা সোমরসের আশীর্বাদ।' সতী বললেন, 'হতে পারে। প্রথমবার সোমরস পান করে ও যে অসুস্থ হয়নি তা দেখে আয়ুর্বতী অবাক হয়ে গেছিলেন।'

'অবাক হওয়ার মতোই। বা এটাও হতে পারে যে সত্যিই ও অসাধারণ!'

'তাতো বটেই। আমি ছমাসের বাচ্চাকে কখনো হাঁটতে দেখিনি।'

সতী মৃদু হেসে বললেন 'ও আমাদের গর্বিত করবে।'

'সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

সতী শিবের দিকে তাকালেন তারপর আরেকবার চুমু খেয়ে বললেন, 'নাগদের পাওয়ার পথ খুঁজে বার করো আর আমার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

'অবশ্যই আসবো। প্রিয়তমা।'

— ᛣ⊚ᛘ↑⊗ —

বিশাল জলযানগুলোয় প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম জিনিসপত্র ভর্তি করা হয়েছিল। যাত্রা পথে কোন বন্দরে থামার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে যাওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। পর্বতেশ্বরের মানসিক যন্ত্রণা তৈরি করে সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশীদের মিলিত মাঝারি সৈন্যদল তৈরি করা হয়েছিল। কারণ পাঁচটা তরীতে বেশি লোকজন ধরার অসুবিধা ছিল। একটাই স্বস্তির ব্যাপার ছিল যে দ্রাপাকু সমগ্র সৈন্যদলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল।

আশীঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শিব জলযানগুলো দেখছিলেন। সৈন্যদলের পরিচালক রূপে দ্রাপাকু ছিল সামনের তরীতে, সঙ্গে তার পিতা পূর্বক। নীলকণ্ঠের সঙ্গীরা ছিলেন প্রধান তরীর নিরাপদ আশ্রয়ে। যে তরীকে ঘিরে রেখেছিল অন্য চারটে তরী। পর্বতেশ্বর, ভগীরথ, আনন্দময়ী, আয়ুর্বতী, নন্দী আর বীরভদ্র সকলে দাঁড়িয়েছিল জলযানের গলুইতে। উত্তঙ্কও প্রধান জলযানে রয়েছে দেখে শিব আশ্চর্য হলেন।

আনন্দময়ী নিশ্চয় জোর করে ব্যবস্থা করেছে। প্রলোভন দেখিয়ে জোর করে কেউ যদি পর্বতেশ্বরের চিরকুমারত্ব ঘোচাতে পারে তো আনন্দময়ীই পারবে।

'হে প্রভু' বললেন অতিথিগ্ব। তাতে শিবের চিন্তায় বাধা পড়ল। কাশীর রাজা শিবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

'আয়ুষ্মান ভবঃ' বলে অতিথিগ্বর মাথায় হাত রেখে শিব আশীর্বাদ করলেন।

হাত জোড় করে ফিসফিস করে অতিথিগ্ব বললেন 'অনুরোধ করছি দয়া

শ'রে কাশীতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন, প্রভু। আপনাকে ছাড়া আমরা যে অনাথ।'

'আমাকে আপনাদের প্রয়োজন নেই মহামান্য। সত্যি করে আপনাদের কারুরই প্রয়োজন নেই। আপনি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, তার প্রতি বিশ্বাস রাখুন, তিনি হলেন: আপনি নিজে।'

এরপর ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকা সতীর দিকে শিব ঘুরে দাঁড়ালেন। কার্তিক তার পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল; জোরে বাতাস বইছিল বলে সে টলমল করছিল।

কার্তিক শিবকে দেখতে পেয়ে ডাকতে লাগলো 'বা-বা।'

হেসে শিব কার্তিককে কোলে তুলে নিলেন। 'বাবা শিগ্গিরই ফিরে আসবে। কার্তিক। মাকে বেশি জ্বালাতন করবে না।'

কার্তিক শিবের চুল ধরে টানতে লাগল আর বার বার বলতে লাগলো 'বাবা-বাবা।'

আরো হাসি মুখ করে শিব কার্তিকের কপালে চুমু দিয়ে আদর করলেন। তারপর কোল থেকে নামিয়ে এগিয়ে গিয়ে সতীকে জড়িয়ে ধরলেন। কিছু কিছু সূর্য্যবংশী রীতি ভঙ্গ করা ভীষণ কঠিন কাজ। সতীও শিবকে আলতো করে আলিঙ্গন করলেন। যদিও প্রকাশ্যে এমন আবেগ দেখানোতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শিব ছাড়লেন না। শিবের প্রতি সতীর ভালোবাসা তাঁর সূর্য্যবংশী সংযম ভেঙে দিয়েছিল। তিনি চোখ তুলে তাকালেন তারপর চুমু খেয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

'আসবো।'

অধ্যায় ১০

ব্রঙ্গ দ্বার

জল তাড়াতাড়ি বাড়ছিল, ছোট নৌকাটা ডুবে যাওয়ার মতো হয়েছিল।

শিব প্রাণপণে নৌকাটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলেন। দাঁড় নিয়ে উন্মত্ত নদীর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিলেন। প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাঁর বন্ধুর কাছে পৌঁছনোর জন্য।

বৃহস্পতি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মনে হল কোথা থেকে দড়ির মতো কিছু এসে তাঁর পায়ে জড়িয়ে গেল। তাঁকে দ্রুত টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

'শিব! সাহায্য করো। দয়া করে আমায় বাঁচাও!'

শিব খুব তাড়াতাড়ি মরিয়া হয়ে দাঁড় বাইছিলেন, 'অপেক্ষা করো, আমি আসছি!'

হঠাৎ তিন মাথাওলা এক বিশাল সাপ নদীর জল থেকে মাথা তুললো। শিব লক্ষ করলেন, যে দড়িটা বৃহস্পতিকে জড়িয়ে ধরে ছিল সেটা আরো পেঁচিয়ে যেতে লাগলো। তাকে নির্মম ভাবে পিষে ফেলতে লাগলো। এটা ছিল সেই নাগ।

'না-া-া-া!'

শিবের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। তিনি হতভম্ব হয়ে চারদিকে দেখলেন। তাঁর ভুরুর মধিখানটা ভীষণ দপদপ করছিল। গলা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। প্রত্যেকে ঘুমোচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন ঘরের মেঝেটা দুলছে। কারণ জলযানটা গঙ্গার ঢেউয়ের তালে তালে আস্তে আস্তে দুলছিল। ছোট গোল

জানলার কাছে গেলেন, সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস খেতে লাগলেন যাতে হৃদস্পন্দনের গতি যায় কমে।

ঘুঁসি পাকিয়ে দেওয়ালে মারলেন। 'আমি ওকে ধরবোই বৃহস্পতি। ওই সাপ মূল্য চোকাবে।'

— ⅄ʘ∪⅄⊕ —

শিব ও তাঁর দলবলের কাশী ছেড়ে চলে আসার পর দু সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল। নদীস্রোতের অনুকূলে চলার কারণে তারা ভালোভাবেই এগিয়ে চলেছিলেন। সবে মাত্র মগধ নগরী পেরিয়েছিলেন।

'আর তিন সপ্তাহ বাদেই আমরা ব্রঙ্গদেশে পৌঁছে যাব, প্রভু।' পর্বতেশ্বর বললেন।

শিব, নদীর উজানে কাশী যেদিকে সেই দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মৃদু হেসে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনি কি দিবোদাসের সঙ্গে কথা বলে এলেন?'

'হ্যাঁ'।

'ও এখন কোথায়?'

'মাস্তুলের একেবারে মাথায় প্রভু। তরীর পালগুলোকে ভালোভাবে বাতাস লাগানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনিও অবশ্যই ব্রঙ্গতে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চাইছেন।'

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, আমার তা মনে হচ্ছে না। সে আমার এই অনুসন্ধান যাত্রায় নিজের ভুমিকা খুব নিষ্ঠাসহকারে পালন করে তার স্ত্রী ও কন্যার কাছে ফিরে আসতে চাইছে। সত্যিই সে ওদের অভাব বোধ করছে।'

'যেমন আপনি সতী ও কার্তিকের অভাব বোধ করছেন, প্রভু।'

শিব হেসে মাথা নাড়লেন। দুজনেই তরীর বেড়ার ওপর ঝুঁকে শান্ত গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলেন। এক ঝাঁক শুশুক জল থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো আর কিছুটা উড়ে গিয়ে আবার ঝপাৎ করে জলে পড়লো। আবার তারা জল

থেকে লাফিয়ে উঠলো। সমবেতভাবে সমান ছন্দে তারা এইভাবে লাফিয়ে চলেছিল, যেন সমবেত নৃত্য করছে। শুশুকদের দেখে শিবের ভালো লাগছিল। যেন সবসময়ই তারা ভাবনাহীন ও সুখী।

'চিত্তচঞ্চলা চঞ্চলা সুরধুনীতে ভাবনাহীন মৎস্য! কবিতার মতো, তাই না?'

পর্বতেশ্বর মৃদু হেসে বললেন 'হ্যাঁ প্রভু।'

'চিত্তচাঞ্চল্য ও নির্ভাবনার কথা যখন উঠলো, তা আনন্দময়ী কোথায়?'

'মনে হয় সম্রাটকন্যা উত্তঙ্কর সঙ্গে রয়েছেন, প্রভু। তিনি ওর সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন কক্ষে যাতায়াত করছেন বোধহয় অন্য ধরনের কোন নৃত্যকে নিখুঁত করেছেন তারা।'

'হুম।'

পর্বতেশ্বর নদীর দিকে দেখছিলেন।

'ও ভালোই নাচে, ঠিক না?' শিব জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ প্রভু।'

'আসলে, অসাধারণ ভালো।'

'ওইটাই ন্যায্য মন্তব্য হবে, প্রভু।'

'উত্তঙ্কর নাচের দক্ষতা সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে একবার ঘুরে তাকালেন তারপর আবার নদীর দিকে দেখতে লাগলেন। 'আমি মনে করি উন্নতির একটা সম্ভাবনা রয়েছে, প্রভু। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সম্রাটকন্যা আনন্দময়ী ওকে ভালোভাবেই নৃত্য শিক্ষা দেবে।'

শিব মৃদু হাসলেন আর মাথা নেড়ে বললেন 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে ভালোভাবেই শিক্ষা দেবে।'

— ⁂ —

'একমাস আগে নীলকণ্ঠ ও তার দলবল ব্রঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

মাননীয়া।' নাগদের মানবপ্রভু রানীকে বললো।

রানীর নিজের ঘরে তারা বসেছিল।

'তুমি আবার এতে মন দিয়েছো দেখে ভালো লাগছে। রাজা চন্দ্রকেতুকে সতর্ক বার্তা পাঠাবো।'

নাগ মাথা নেড়ে সায় দিল। সে আরো কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু চুপ করে রইলো। তার বদলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো, পঞ্চবটীর এই স্থান থেকে সে দূরে শান্ত গোদাবরী নদী দেখতে পাচ্ছিলো।

'আর?' রানী জিজ্ঞাসা করলেন।

'কাশী যাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চাই।'

'কেন? তুমি কি ওদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করতে চাও?' খুবই রোমাঞ্চিত হয়ে রানী জানতে চাইলেন।

'উনি নীলকণ্ঠের সঙ্গে যান নি।'

রানী আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

'দয়া করো মাননীয়া রানী মা এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

'তুমি কি পাওয়ার আশা করো, বাছা আমার,' রানী জিজ্ঞাসা করলেন। 'এটা মুর্খের মতো এক অনুসন্ধান।'

'আমি ওনার উত্তরটা চাই।'

'জেনে কি লাভ হবে?'

'সেটা আমায় শান্তি দেবে।'

রানী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই খোঁজাখুজিটাই তোমার অধঃপতনের কারণ হবে।'

'এতে আমি সম্পূর্ণ হবো রানী মা।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো যে তোমার নিজের লোকদের প্রতি কর্তব্য আছে।'

'আমার নিজের প্রতি কর্তব্য আগে, মাসী।'

হতাশ হয়ে রানী মাথা নাড়লো, 'রাজ্য সভার অধিবেশন শেষ হওয়া

পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ব্রঙ্গদের সমর্থন করার প্রস্তাবটা যাতে নাকচ না হয়ে যায় সেই জন্য এখানে তোমাকে আমার চাই। তারপর তুমি যেতে পারো।'

নাগ নিচু হয়ে রানীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো 'ধন্যবাদ মাসী।'

'কিন্তু তুমি একা যাবে না। নিজের প্রতি সাবধান হওয়ার ব্যাপারে তোমাকে মোটেও বিশ্বাস করি না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

নাগ মৃদু হেসে বললো 'ধন্যবাদ।'

— ⚹ —

শিবের বাহিনীর ব্রঙ্গদ্বারে পৌঁছতে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। জলযানগুলো দ্রুতগতি বজায় রেখেই চলছিল। পর্বতেশ্বর আর দিবোদাস একটা দ্রুতগামী ছিপ নৌকো নিয়েছিলেন সামনের জলযানে থাকা দ্রাপাকুর সঙ্গে ব্রঙ্গের দ্বারে পৌঁছে রাষ্ট্রীয় আচরণবিধির ব্যাপারে পরামর্শ করতে যাওয়ার জন্য। পর্বতেশ্বর পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে নীলকণ্ঠ কোনরকম রক্তপাত চান না। নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ ব্রঙ্গদের দেশে ঢোকার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার জন্য ছিলেন দিবোদাস। তা ছাড়া, তার মতে নীলকণ্ঠকে না দেখিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা অসম্ভব হবে, কারণ, ব্রঙ্গরাও দৈব মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করে। পর্বতেশ্বর এই দৈব মাহাত্ম্যের সাহায্য না নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করার পরামর্শ দিলেন। দিবোদাস যেখানে দ্রাপাকুর সঙ্গে গেলেন নিশান প্রদর্শনের জন্য। সেখানে পর্বতেশ্বর মধ্যিখানের প্রধান তরীতে ফিরে এলেন। ব্রঙ্গ সীমান্ত রক্ষীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে সে ব্যাপারে তিনি প্রভু মহাদেবের উপদেশ চাইছিলেন, পর্বতেশ্বর সুরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করতেও চাইছিলেন আবার একই সাথে পাঁচটা তরী দেখে ব্রঙ্গরা নৌবহর ভেবে ভয় পায় সেটাও চাইছিলেন না।

দঁড়িটা ছিপটাকে মূল জলযানের গায়ে বাঁধতে তিনি জলযানের পিছনের দিকে উঠে এলেন, পেছনে তাকিয়ে হঠাৎ আনন্দময়ীকে ওখানে দেখে বিস্মিত হলেন। উনি পিছন ফিরে ছিলেন। হাতে ছিল দুটো ছুরি। লক্ষভেদ করার জন্য যে সাধারণ কাঠের তক্তা রাখা হয় তা সরিয়ে অভিজ্ঞ যোদ্ধার জন্য

অনেকটা ছোট লক্ষভেদের তক্তা টাঙানো হয়েছিল। ভগীরথ, উত্তঙ্ক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

উত্তঙ্ক আনন্দময়ীর দিকে ঘুরলো 'আমি যা আপনাকে শিখিয়েছি তা মনে করুন সম্রাটকন্যা। থামা চলবে না, এক নাগাড়ে ছুরিগুলো ছুড়তে হবে।'

আনন্দময়ী চোখ ঘুরিয়ে বললেন 'আজ্ঞে গুরুজী। প্রথমবারেই আপনার কথা শুনেছি। আমি কালা নই।'

'দুঃখিত সম্রাটকন্যা?'

'এবার তাহলে সরে দাঁড়াও।'

উত্তঙ্ক সরে দাঁড়ালো।

পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতেশ্বর যা দেখলেন তাতে হতবাক হয়ে গেলেন। আনন্দময়ী একেবারে সঠিক ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। একেবারে শিক্ষিত যোদ্ধার মতো। পা দুটো একটু ছড়িয়ে অটলভাবে, ডান হাত আলগাভাবে পাশে ঝুলছিল, দুটো ছুরির হাতল ধরা বাঁহাতটা ডান কাঁধের কাছে ছিল। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে শান্তভাবে পড়ছিল। একদম সঠিক।

তারপর তিনি ডান হাতটা তুললেন এবং নাটকীয়ভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাঁহাত থেকে প্রথম ছুরি টেনে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্বিতীয় ছুরিটা নিলেন এবং ছুঁড়ে মারলেন আর তারপর একইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আর ষষ্ঠটা।

আনন্দময়ীর ভঙ্গি এতই নিখুঁত ছিল যে লক্ষভেদ হল কিনা এমনকি তাও দেখার সময় পেলেন না। পর্বতেশ্বর মুগ্ধ হয়ে ওনার ভঙ্গি দেখতে লাগলেন তিনি। বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল। তারপর শুনতে পেলেন ভগীরথ আর উত্তঙ্কর প্রশংসার হই চই। লক্ষের দিকে ঘুরে তাকালেন। প্রত্যেকটা ছুরি একেবারে কেন্দ্রে বিঁধেছে, নিখুঁত।

'প্রভু রামের দিব্যি!' পর্বতেশ্বর আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

আনন্দময়ী ঘুরে হেসে বললেন 'পর্ব! কখন তুমি এখানে এলে?'

পর্বতেশ্বর এর মধ্যে প্রশংসা করার মতো অন্য কিছু দেখতে পেলেন।

তিনি আনন্দময়ীর খোলা পায়ের দিকে চেয়ে আছেন, আনন্দময়ী নাচের ভঙ্গিতে পাছা বেঁকিয়ে দাঁড়ালেন। 'তোমার পছন্দের মতো কিছু দেখতে পাচ্ছো পর্ব

আনন্দময়ীর কোমরে লাগানো খাপে ঢাকা তলোয়ার দেখিয়ে একটু অবাক হয়ে ফিসফিস করে পর্বতেশ্বর বললেন।

'ওটা তো বিরাট তলোয়ার।'

আনন্দময়ী হতাশ হলেন। 'কোন মহিলার আনন্দকে কি ভাবে মাটি করে দিতে হয় সেটা তুমি ভালোই জানো, ঠিক না?'

'কি বললেন?' পর্বতেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

আনন্দময়ী কেবল মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু এটাতো বেশ লম্বা তলোয়ার', পর্বতেশ্বর বললেন, 'এটা চালানো কখন শিখলেন আপনি?'

যোদ্ধার হাতের চেয়ে লম্বা কোন তলোয়ার চালানো এক বিরল দক্ষতার পরিচয়। আয়ত্ত্ব করা কঠিন। কিন্তু যারা সেটা আয়ত্ত্ব করে, এই তলোয়ারের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে, চমকপ্রদভাবে তাদের শত্রুকে বধ করার সামর্থ্যের উন্নতি হয়। ভগীরথ ও উত্তঙ্ক এতক্ষণে কাছে চলে এসেছেন।

ভগীরথ উত্তর দিলেন, 'উত্তঙ্ক গত একমাস ধরে ওকে শিখিয়েছে, প্রধান সেনাপতি মশাই, দিদি মেধাবী ছাত্রী।'

পর্বতেশ্বর আনন্দময়ীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পারলে তা আমার কাছে খুবই সম্মানের হবে, সম্রাটকন্যা।'

আনন্দময়ী তার ভুরুর ধনু বাঁকালেন 'তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাও? কি ছাই প্রমাণ করতে চাইছো তুমি?'

'আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইছি না, মাননীয়া দেবী। আনন্দময়ীর রুখে উঠা মনোভাব দেখে পর্বতেশ্বর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে তলোয়ার খেলতে চাইছি কেবল আমাদের জন্য, আর আপনার দক্ষতা দেখার জন্য।'

'আমার ক্ষমতার *পরীক্ষা?* তুমি কি ভাবছো সে জন্যই যুদ্ধ বিদ্যা শিখেছি?

যাতে তুমি আমার পরীক্ষা নেবে আর নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করবে?’ আগে থেকেই জানি তুমি আমার চেয়ে ভালো। অযথা নিজের দক্ষতাকে দেখিও না।’

পর্বতেশ্বর জোরে নিঃশ্বাস নিলেন, নিজের বেড়ে ওঠা রাগকে দমন করার চেষ্টা করলেন ‘মাননীয়া দেবী, আমি সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করিনি।’

‘আমি কেবল ’

আনন্দময়ী ওনাকে মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন ‘বুদ্ধিমান লোক হয়েও তুমি মাঝে মাঝে বোকার মতো কাজ করো। প্রধান সেনাপতি, আমি কি ভাবছিলাম তা নিজেই জানি না।’

ভগীরথ ব্যাপারটা থামাতে চেষ্টা করলেন, ‘হুমম্, শোনো, আমি মনে করি না . . .’

কিন্তু আনন্দময়ী ততক্ষণে উল্টোদিকে ঘুরে ঝড়ের বেগে চলে গেলেন।

* * *

গঙ্গার ওপর সবে সূর্য্যদেব উদয় হয়েছেন। তাঁর বাদামী আলোয় গঙ্গাকে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

সতী তাঁর ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে দেখছিলেন। পেছনে কার্তিক কৃত্তিকার সঙ্গে খেলা করছিল। তিনি ঘুরে তার সহচরী আর ছেলের দিকে তাকালেন আর মৃদু হাসলেন।

কৃত্তিকা যেন একেবারে কার্তিকের দ্বিতীয় মা, ছেলেটা খুবই সৌভাগ্যবান।

সতী আবার নদীর দিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন। মনে হল নদীতে কিছু একটা হচ্ছে। আরো ভালো করে দেখতে লাগলেন যে কি হচ্ছে এবং দেখে আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। রাজা অতিথিগ্ব আবার তার এই রহস্যময় প্রাসাদে যাচ্ছেন। বোধহয় কাশীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আরেকটা পুজো দিতে! সতীর এটা অদ্ভুত লাগলো। পুরো কাশী নগরী এইদিন *রাখীবন্ধন* উৎসব পালন করছে।

এই দিনে প্রত্যেক বোন তার ভাইয়ের হাতে রাখী বেঁধে দেয় যাতে কোন বিপদ বোনের এলে তার ভাই তাকে রক্ষা করে।

মেলুহাতেও এই উৎসব পালন করা হয়। স্বদ্বীপে একটাই ব্যাপার অন্যরকম যে এখানে বোনেরা ভাইয়ের কাছে উপহার দাবী করে। আর ভাইদের তা মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

এই সময়ে রাজার কি কাশীতে থাকা উচিত না? মেলুহাতে মহিলারা স্থানীয় নগরপালের হাতে রাখী বাঁধতে আসে। আর তার কর্তব্য ওনাদের সুরক্ষা দেওয়া। প্রভু রাম পরিষ্কারভাবেই এটা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রাজা অতিথিগ্ব এই প্রথা পালন করছেন না কেন আর তা না করে ওই প্রাসাদে কেন যাচ্ছেন? আর প্রভু রামের দিব্যি তিনি অত রকম জিনিস কেন নিয়ে যাচ্ছেন? ওগুলো কি পূর্বপারের দুর্ভাগ্য দূর করার জন্য কোঁন পুজোর সামগ্রী? কিম্বা কোনরকম উপহার?

'কি ভাবছো?'

সতী ঘুরে দেখলেন কৃত্তিকা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। 'পূর্বপারের প্রাসাদের রহস্যটা কি, আমাকে তার উত্তর খুঁজে বার করতেই হবে।'

'কিন্তু কেউই সেখানে যাওয়ার অনুমতি পায় না। তুমি তো সেটা জানো। এমনকি নীলকণ্ঠকেও না নিয়ে যাওয়ায় অদ্ভুত সব কারণ দেখিয়ে রাজা ক্ষমা চেয়েছিলেন।'

'জানি। কিন্তু কিছু একটা আছে যেটা ঠিক নয়। আর কেনই বা রাজা অনেক উপহার সামগ্রী নিয়ে আজ ওখানে গেলেন?'

'আমি জানি না।'

সতী কৃত্তিকার দিকে ঘুরে বললেন 'আমি ওখানে যাচ্ছি।'

কৃত্তিকা ভয় পেয়ে সতীর দিকে তাকিয়ে বললো 'না দেবী তুমি কখনোই যেতে পারো না, প্রাসাদে পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে পুরোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। কোন নৌকো কাছাকাছি গেলেই ওরা দেখতে পাবে।'

'সেই জন্যই আমি সাঁতরে পার হতে চাই।'

কৃত্তিকা এবার আতঙ্কিত হয়ে উঠলো কেননা সাঁতরে পার হওয়ার ক্ষেত্রে গঙ্গা খুবই চওড়া। 'দেবী . . .'

'এর জন্য বহু সপ্তাহ ধরে পরিকল্পনা করেছি। অনেকবার অনুশীলন করেছি। নদীর মধ্যিখানে একটা বালির চড়া আছে যেখানে আমি বিশ্রাম নিতে পারবো, দেখা যাবে না।'

'কিন্তু প্রাসাদে ঢুকবে কেমন করে?'

'এখানকার দালান থেকে দেখে ওই প্রাসাদের গঠনের একটা নকশা অনুমান করা যায়।

পূর্বপারের প্রাসাদের প্রবেশদ্বারেই কেবল প্রচুর পাহারা থাকে। এত লক্ষ করেছি যে মূল প্রাসাদের ভেতরে প্রহরীরা যাবার অনুমতি পায় না। একদম কোণে জল বেরোনোর একটা নালা রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে সাঁতরে ঢুকতে পারবো, তাহলে আর কেউ টেরও পাবে না।

'কিন্তু . . .'

'আমি যাচ্ছি। কার্তিককে দেখবি। যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে আমি রাতের আগেই ফিরে আসবো।'

— ⚹ —

গঙ্গার শেষ বাঁক পেরিয়ে জলযানগুলো যেখানে উপস্থিত হল তার একটু দূরেই রয়েছে বিখ্যাত ব্রঙ্গদ্বার।

'পবিত্র সরোবরের দিব্যি!' সম্ভ্রম মিশ্রিত বিস্ময়ে শিব বলে উঠলেন। এমনকি মেলুহীরা যারা নিজেদের যন্ত্রবিদ্যা, দক্ষতা ও স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, তারাও হতভম্ব হয়ে গেছিল।

মধ্যাহ্নের সূর্য্যের আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকা এই দ্বার প্রায় পুরোটা নতুন আবিষ্কৃত ধাতু দিয়ে বানানো, যার নাম লোহা। এই বাঁধ নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রসারিত বাড়তি অংশ দূর্গ প্রাচীরের আকারে নদীর পাড় থেকে তিরিশ ক্রোশ ভেতরে ঢুকে গেছে। কেউ যদি কোন ছোট জলযানের বিভিন্ন অংশ খুলে তা স্থলপথে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁধের ওপাশে

আবার জুড়ে নিতে না পারে, সেই কারণে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

ব্রঙ্গের সীমানায় কোন পথ ছিল না। গঙ্গাই একমাত্র প্রবেশপথ। আর যদি কোন বোকা লোক ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সীমানা পেরোনোর চেষ্টা করে তবে কোন ব্রঙ্গ মানুষর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে বুনো জন্তু অথবা রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা।

বাঁধের ভীতটা লোহা। আর খাঁচার আকারে গড়া, যাতে বিশাল গঙ্গানদী বয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোন মানুষ বা বড় জলচর প্রাণীকে তার মধ্যে দিয়ে জলের তলা দিয়ে যেতে তা প্রতিরোধ করবে। এই বাঁধের মাঝে মাঝে বেশ অদ্ভুত রকমের খালি খালি পাঁচটা অংশ ছিল যেখানে একই সঙ্গে পাঁচটা বড় জলযান ঢুকতে পারে। প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে যে দ্রুতগামী ছোট রণতরী এর মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে চলে যেতে পারে, কোন ব্রঙ্গ আক্রমণের আগেই।

'ওটা দেখে উদ্ভট মনে হচ্ছে।' ভগীরথ বললেন 'কেন বাঁধ বানিয়েছে আবার তার ভেতর দিয়ে যাবার জন্য পথই বা কেন খোলা রেখেছে?'

'ওগুলো খোলা পথ নয় ভগীরথ।' শিব বললেন 'ওগুলো ফাঁদ।'

শিব একটা ব্রঙ্গ তরীর দিকে দেখালেন যেটা তখনি ওই খোলা অংশ দিয়ে ঢুকেছে। খোলা অংশের শুরুতেই একটা বড় গভীর জলাধার ছিল যার তলাটা জল নিরোধক কাঠ দিয়ে তৈরি। আর তার মধ্যে জলযান ভেসে ঢুকতে পারে।

ওই জলাধার গঙ্গার জল ঢোকানোর এক বিশেষ কুশলী প্রযুক্তি ছিল। জল ঢুকিয়ে জলযানকে সঠিক উচ্চতায় ভাসিয়ে তোলা হত, তারপর তারা দেখতে পেলেন ব্রঙ্গদ্বারের ভয়ঙ্কর ভেলকি। দুটো মোটা লোহার পাটাতন জলাধারের দুদিক থেকে বেরিয়ে এসে জলযানের তলায়র দুপাশের খাড়া অংশে তৈরি করা খাঁজে আটকে গেল। পাটাতনের ধারে অনেক চাকা লাগানো ছিল যা খুব সহজে জলযানের তলায় লোহার অংশে আটকালো।

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে তাকালেন 'এই কারণে দিবোদাস জলযানের তলাটা অমনভাবে তৈরি করেছে।

পর্বতেশ্বর বিস্মিত হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলেন, 'লোহার পাটাতন দুটো কি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। যদি তলাটা লোহার না হত তাহলে আমাদের জলযান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।' জলযানের তলায় লাগানো আংটাগুলোতে লোহার শিকল আটকানো হল। শিকলগুলো আবার অদ্ভুত এক যন্ত্রে লাগানো হল যেটা দেখে মনে হল অনেকগুলো কপিকলের জগাখিচুড়ি।

'কিন্তু এই পাটাতনকে দ্রুত চালানোর জন্য তারা কোন জন্তুকে ব্যবহার করেছে?' ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন। 'এত শক্তি কোন জন্তুর সাধ্যের বাইরে। এমনকি একপাল হাতিরও এমন শক্তি নেই।'

শিব ব্রঙ্গ তরীটার দিকে দেখালেন। কপিকলগুলো প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুরতে শুরু করলো। তার শিকগুলোর টান পড়লো এবং জলযানকে সামনে টানতে লাগলো। পাটাতনে লাগানো চাকাগুলো যথাসম্ভব কম ঘর্ষণের মাধ্যমে জলযানকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলো।

'হে ভগবান!' ভগীরথ আবার ফিসফিস করে বলে উঠলেন।

'দেখুন একবার!' কপিকলকে এত তাড়াতাড়ি কোন জন্তু ঘোরাতে পারে?'

'এটা এক রকম যন্ত্র।' শিব বললেন। 'দিবোদাস আমাকে বলেছিল একরকম শক্তি সঞ্চয়কারী যন্ত্রের কথা, যে যন্ত্র বহু জন্তুর সমান শক্তিতে অনেক ঘন্টা ধরে সঞ্চয় করে রাখতে পারে আর প্রয়োজনের সময় মুহূর্তের মধ্যে সেই শক্তিকে বার করে দেয়।'

ভগীরথ আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

'ওদিকে দেখো', শিব বললেন।

থামের আকারের বিশাল এক পাথর দ্রুত নিচ থেকে আসছে। তার পাশে আরেকটা একই আকারের পাথর ছিল ধীরে ধীরে কপিকলের সাহায্যে ওপরে উঠছে কুড়িটা ষাঁড় যন্ত্রর সঙ্গে জোড়া হয়েছে। তারা যন্ত্রের চারদিকে গোল হয়ে ঘুরছে।

'এই ষাঁড়গুলোর ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রমের ফলে যন্ত্রকে শক্তি সঞ্চয়

করিয়ে সঠিকভাবে কার্য্যকর করে তোলা হয়।’ শিব বললেন। বিশাল পাথর উঁচুতে আটকে রাখা হয়। যখন পাটাতন বাড়ানোর প্রয়োজন হয় বা জলযানকে টানার প্রয়োজন হয়, ওরা তখন পাথরের খিলটা খুলে দেয়। ফলে সেটা প্রচণ্ড গতিতে নামতে থাকে এর ভরবেগের দ্বারা যে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসে তাই দিয়ে পাটাতনগুলো সামনের দিকে এগিয়ে যায়।’

‘ভগবান ইন্দ্রের দিব্যি।’ ভগীরথ বললেন ‘একটা সহজ প্রযুক্তি কিন্তু কি উৎকৃষ্ট।’

শিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ব্রঙ্গদ্বারে অবস্থিত কার্যালয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

তাঁদের জলযান ব্রঙ্গদ্বারের খুব কাছেই নোঙর ফেলেছে। দিবোদাস ইতিমধ্যেই ব্রঙ্গ কার্যালয়ের অধিকারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেছে।

— —

‘আপনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন? বছর খানেক চলার তুলনায় প্রচুর ওষুধ আপনার কাছে রয়েছে,’ সেনাপতি উমা যে ভাবে কথা বলছিলেন তাতে দিবোদাস মনে ধাক্কা খেলেন, তিনি সবসময়ই কঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ মহিলা, কিন্তু কখনোই কটুভাষী ও রূঢ় নন। ব্রঙ্গদ্বারে উনি রয়েছেন দেখে দিবোদাস উৎফুল্ল হয়েছিলেন। যদিও ওনার সঙ্গে অনেক বছর দেখা হয়নি। তবুও তারা অনেক আগে থেকে বন্ধু। দিবোদাস ভেবেছিলেন ওনার এই বন্ধুত্বটা কাজে লাগিয়ে ব্রঙ্গতে ঢোকার ব্যবস্থাটা সহজ করে নেবেন।

‘কি ব্যাপার উমা?’ দিবোদাস জিজ্ঞাসা করলেন।

‘সেনাপতি উমা বলুন, আমি এখন কাজের মধ্যে রয়েছি।’

‘দুঃখিত সেনাপতি, আমি অপমান করতে চাইনি।’

‘ভালোমতো কোন কারণ যতক্ষণ না দেখাতে পারছেন ততক্ষণ আপনাকে ভেতরে যেতে দেবো না।’

‘আমার নিজের দেশে ঢুকতে গেলে আমার কারণ দেখাতে হবে কেন?’

'এটা এখন আর আপনার দেশ নয়। একে তো আপনি পরিত্যাগ করেছেন। আপনার দেশ কাশী, ওখানে ফিরে যান।'

'সেনাপতি উমা, আপনি জানেন যে আমার কোন উপায় ছিল না। ব্রঙ্গতে থাকার জন্য আমার সন্তানের জীবনের ঝুঁকির কথা আপনি জানেন।'

'আপনি মনে করেন যারা ব্রঙ্গতে বাস করে তাদের সেটা নেই? আপনি কি ভাবেন যে আমরা আমাদের সন্তানদের ভালোবাসি না? তা সত্ত্বেও আমরা নিজেদের দেশে বাস করতেই বেছে নিয়েছি। আর আপনার কাজে পরিণতির ফল আপনি ভোগ করছেন।'

দিবোদাস বুঝলেন যে তিনি কিছু সুবিধে করতে পারছেন না, 'জাতীয় স্তরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমাকে রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।'

উমা চোখ কুঁচকে বললেন 'সত্যি? আমার অনুমান যে রাজার সঙ্গে কাশীর কোন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক আদানপ্রদান আছে ঠিক তো?'

দিবোদাস বড় শ্বাস টেনে বললেন 'সেনাপতি উমা, রাজার সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে, আর সেটা খুবই জরুরী। আপনার আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

'যদি না আপনার নিজের কোন জলযানে নাগরানীকে বহন করে নিয়ে আসেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় তো দেখছি না যার জন্য আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারি।'

'আমি নাগরানীর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ববান কাউকে আমি বহন করে এনেছি।'

'কাশী নগরী দেখছি আপনার কৌতূক করার রসবোধকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দিবোদাস।

অবজ্ঞার ছলে মুখ বেঁকালেন উমা, 'আমি বলি কি ফিরে যান আর নিজের দিব্যজ্যোতি অন্য কোন স্থানে বিচ্ছুরিত করুন।'

কাশী নিয়ে এবং দ্ব্যর্থক আর শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য শুনে দিবোদাস বুঝলেন যে

তিনি পাল্টে যাওয়া এক অন্য উমার মুখোমুখি হয়েছেন। এক রাগী, তিক্ত মহিলা, যে কোন রকম যুক্ত ও বারণ শুনতে চায় না। তার অন্য কোন উপায় নেই। নীলকণ্ঠকে তার চাইই। জানতেন যে উমা দৈব মাহাত্বে বিশ্বাসী।

'আমি তাঁকে নিয়ে ফিরে আসছি যিনি নাগরানীর থেকেও বেশি গুরুত্ববান।' দিবোদাস বললেন ও চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

— ⅄ΘƱ↑⊛ —

একটা ছোট ছিপ নৌকো ব্রঙ্গদ্বারের কার্যালয়েতে এসে ভিড়ল। দিবোদাস প্রথমে নামলেন, একে একে নামলেন শিব, পর্বতেশ্বর, ভগীরথ, দ্রাপাকু আর পূর্বক।

উমা তার কার্যালয়ের বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি সত্যিই নাছোড়বান্দা তাই না?'

'বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি উমা।' দিবোদাস বললেন।

উমা ভগীরথকে চিনতে পারলেন। 'ইনি কি সেই ব্যক্তি? আপনি কি ভাবছেন আমি অযোধ্যার রাজকুমারের জন্য নিয়ম ভাঙবো?'

'উনি স্বদ্বীপের সম্রাটের পুত্র, সেনাপতি উমা। ভুলে যাবেন না আমরা অযোধ্যাতে কর পাঠাই।'

'তাহলে আপনি এখন অযোধ্যার প্রতিও বেশ অনুগত দেখছি? আর কতবার ব্রঙ্গকে আপনি পরিত্যাগ করবেন?'

'সেনাপতি, অযোধ্যার নামে শপথ করছি, আমি সম্মানের সঙ্গে অনুরোধ করছি, যে আমাদের যেতে দিন।' ভগীরথ বললেন, চেষ্টা করতে থাকলেন যাতে নিজের ক্রোধ না বেড়ে যায়। তিনি জানতেন নীলকণ্ঠ কোনরকম রক্তপাত চাননা।

'অশ্বমেধের চুক্তির শর্তগুলি খুবই পরিষ্কার ছিল, সম্রাটপুত্র। আমরা আপনাদের বাৎসরিক কর দেবো আর অযোধ্য কখনো ব্রঙ্গতে প্রবেশ করবে না. আমরা আমাদের চুক্তির শর্ত পালন করে চলেছি। আমার প্রতি আদেশ আপনাদের শর্তগুলো পালন করতে যেন সাহায্য করি।

শিব এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি যদি . '

উমা ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছিল। তিনি এগিয়ে গেলেন আর শিবকে ধাক্কা মারলেন। 'বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

'উমা!' দিবোদাস তার তলোয়ার বার করলেন।

ভগীরথ, পর্বতেশ্বর, দ্রাপাকু আর পূর্বকও সঙ্গে সঙ্গে তাদের তলোয়ার বার করলেন।

'এইরকম ধর্মের অপমান করার জন্য আপনাকে পরিবার সমেত বধ করবো।' প্রতিজ্ঞা করলো দ্রাপাকু।

'থামো!' দুহাত ছড়িয়ে শিব তাঁর সঙ্গীদের থামালেন।

শিব উমার দিকে ঘুরলেন। হতবাক হয়ে উমা তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শীতের কারণে যে অঙ্গবস্ত্র শিবের শরীরে জড়ানো ছিল তা খুলে গিয়েছিল। তাঁর নীলকণ্ঠ চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়লো। উমা সমেত সমস্ত ব্রঙ্গসৈন্য সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়লো, চোখ ভাসিয়ে জলের ধারা নামলো। উমা একইভাবে চেয়েছিলেন, মুখ আধখোলা।

গলা খাঁকরে পরিষ্কার করে নিয়ে শিব বললেন 'আমার সত্যিই যাওয়া দরকার সেনাপতি উমা। আমি কি আপনার সহযোগিতা পেতে পারি?'

উমার মুখ লাল হয়ে গেল, 'আপনি এতদিন কোন চুলোয় ছিলেন?'

শিব আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

উমা সামনে ঝুঁকলেন, চোখ ভর্তি জল, ছোট হাতে ঘুষি পাকিয়ে শিবের বুকে দুমদুম করে মারতে লাগলেন। 'কোন চুলোয় ছিলেন এতদিন? আমরা অপেক্ষা করে চলেছি! আমরা যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি! আপনি কোথায় ছিলেন?'

শিব উমাকে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি শিবের পা ধরে বসে বিলাপ করতে লাগলেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

উদ্বিগ্ন হওয়া দিবোদাস সীমানায় থাকা আরেকজন ব্রঙ্গবন্ধুর দিকে

ঘুরলেন। সেই বন্ধু ফিসফিস করে জানালেন 'গতমাসে সেনাপতি উমা তাঁর একমাত্র শিশুকে চিরকালের মতো হারিয়েছেন। সে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। ওনার স্বামী আর ওনার বহু বছরের চেষ্টায় সন্তান ধারণ করেছিলেন। উনি একেবারে ভেঙে পরেছেন।'

দিবোদাস সমব্যাথী হয়ে উমার দিকে তাকালেন। ওনার ক্রোধের কারণ বুঝতে পারলেন। যদি তার নিজের শিশুকে হারাতেন তাহলে কি হত সেটা ধারণাই করতে পারলেন না।

মেঝেতে বসে শিব সমস্ত কথাবার্তা শুনলেন। উমাকে জড়িয়ে ধরে মনের সান্ত্বনা ও শক্তি দিতে চেষ্টা করলেন।

'কেন আপনি আরো আগে এলেন না?' উমা অঝোরে কাঁদতে থাকলেন।

অধ্যায় ১১

পূর্বদিকের প্রাসাদের রহস্য

সতী গঙ্গার মধ্যিখানের বালির চড়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পূর্বদিকের প্রাসাদ থেকে যাতে দেখা না যায় তাই মাটিতে মিশে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর বাদামী পোষাক ছিল চোখে ধাঁধা লাগানোর সঠিক উপায়।

ভালোভাবে শ্বাস নিচ্ছিলেন ক্লান্ত মাংসপেশী যাতে চাঙা হয়ে ওঠে, চিৎ হয়ে আর একবার নিজের ঢাল ও তলোয়ার পরীক্ষা করে নিলেন ওগুলো ঠিকঠাকই ছিল। ওগুলো গঙ্গায় তলিয়ে যাক তা চাইছিলেন না। তা হলে প্রাসাদে ঢোকার সময়ে অসুরক্ষিত হয়ে পড়বেন। পাশের থেকে একটা বটুয়া বার করলেন। তাড়াতাড়ি ভেতরে থাকা ফল খেয়ে নিলেন। খাওয়া হলে খালি বটুয়াটা আবার পোষাকের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর নিঃশব্দে গঙ্গায় নামলেন, একটু পরে সতী উপুড় হয়ে ঘষ্টে ঘষ্টে চলে ক্রমশ পূর্বদিকের পারে এসে পৌছলেন। প্রহরী-সুরক্ষিত প্রাসাদের যে ঘাটে রাজার নৌকো এসে ভিড়ে ছিল তার থেকে দুরে একটা নালা ছিল। কাশী অথবা গঙ্গার অন্য কোন স্থান থেকে নালাটা দেখতে পাওয়া অসম্ভব ছিল।

কাশী ভ্রমণের সময়, প্রথমে সতী প্রাসাদের যে ঘরে ছিলেন সমগ্র কাশীর মধ্যে একমাত্র ওরকম উঁচু সদনের ওই ঘর থেকে এই নালাটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে ঘাস পাতার মধ্য দিয়ে এই সন্দেহে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যে এর পেছনেই নালাটা আছে।

এরপর আস্তে করে পিছনে নালার মধ্যে নেমে জোরে জোরে হাত চালিয়ে সাঁতার কেটে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। নালাটা আশ্চর্যজনক

ভাবে পরিষ্কার ছিল। বোধহয় প্রাসাদে বেশি লোক নেই। প্রাসাদের প্রাচীরের কাছে এসে নালাটা মাটির নিচে ঢুকে গেছে। সতী জলের ভেতর ডুব দিলেন। প্রাসাদের ভেতরে নালার মুখটা ধাতুর ঝাঁঝরি দিয়ে আটকানো। বটুয়া থেকে সতী উখা বার করলেন, এই যন্ত্র দিয়ে ঘষে ঘষে ধাতব শলাকা কাটা হয়। এরপর ঝাঁঝরির শলাকা কাটতে শুরু করলেন। কেবলমাত্র নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য জলের ওপরে একবার উঠছিলেন আবার ডুব দিয়ে জলের মধ্যে মরচে ধরা পুরোনো ধাতুর শলাকা কাটছিলেন। পাঁচবার এমন ওঠানামা করার পরই দুটো শলাকা কেটে ফেললেন। এতে গলে যাওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা তৈরি হল।

প্রাসাদের পশ্চিম প্রাচীরের ভেতর এক অপূর্ব সুন্দর বাগানের মধ্যে তিনি নালা থেকে বেরোলেন। পুরো স্থানটা জনশূন্য ছিল। হয়তো কেউই এখান দিয়ে কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে আশা করে না। ঘন ঘাসে ঢাকা। ফুল ও গাছের ইচ্ছেমতো বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়েছে যাতে করে বাগানের রূপ এমনই হয়েছে যেন কোন ঘন জঙ্গল। ছবির মতো সুন্দর তার প্রাকৃতিক শোভা।

সতী তাড়াতাড়ি বাগানের মধ্যে চলতে থাকলেন। সতর্ক থাকলেন যাতে শুকনো ডাল পাতার ওপর পা না পড়ে। তিনি পাশের দিকের একটা খিড়কির দরজায় পৌঁছলেন আর ভেতরে হেঁটে ঢুকে পড়লেন। প্রাসাদের ভুতুড়ে পরিবেশ তাকে গ্রাস করলো। কোথাও কোন শব্দ নেই। কোন দাসদাসী চলাফেরা করছে না। কোন রাজকীয় হাঁকডাক নেই। বাগানে কোন পাখির ডাক নেই। কিছু নেই। মনে হল তিনি যেন কোন শূন্য স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

সতী দালান দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলছিলেন। কাউকেই পেলেন না যে বাধা দিতে পারে বা আক্রমণ করতে পারে। বিলাসবহুল প্রাসাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, দেখে মনে হচ্ছিল কেউ কোনদিন এখানে বাস করেনি।

হঠাৎ মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলেন, গুঁড়ি মেরে সেই দিকে এগোলেন। দালানটা বিরাট এক উঠোনে গিয়ে শেষ হয়েছে। একটা থামের আড়ালে সতী লুকোলেন। দেখতে পেলেন মধ্যিখানে রাজা অতিথিগ্ব সিংহাসনে বসে

আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ওনার স্ত্রী আর ছেলে। ওদের পাশে তিনজন বয়স্ক পরিচারক দাঁড়িয়ে আছে যাদের সতী আগে কখনো দেখেননি। তারা পূজার থালাতে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের সমস্তরকম উপকরণ নিয়ে রয়েছে। এমনকি রয়েছে রাখীও।

উনি এখানে রাখী বাঁধতে এসেছেন কেন?

আর তখনই এক মহিলা এলেন।

আতঙ্কে সতীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

নাগ!

— ⁂ —

পাঁচটা জলযানের সমস্ত নাবিকরা তাদের জলযানের সামনে দুদিকেই এসে ভিড় জমিয়েছিল, আর সম্ভ্রম আর বিস্ময়ে কাজকর্ম দেখছিল। ব্রঙ্গদ্বার দেখে শিবের লোকজন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। তারা দেখছিল যে কি ভয়ংকর ভাবে পাটাতন তাদের জলযানের দিকে এগিয়ে এল। তারপর আংটাগুলো শেকলের সঙ্গে আটকানো হল। ব্রঙ্গরা প্রত্যেক জলযানের প্রধানের থেকে অনুমতি নিয়ে জলযানগুলো টেনে এগিয়ে দিতে লাগলো।

জলযানের পেছনের দিকে দাঁড়িয়েছিলেন শিব আর ব্রঙ্গদ্বারের কার্যালয়ের দিকে দেখছিলেন। প্রত্যেক ব্রঙ্গ, যারা দ্বারের যন্ত্রে কাজ করছিল না, তারা হাঁটু গেড়ে বসে নীলকণ্ঠকে প্রণাম জানাচ্ছিলো। কিন্তু শিব দেয়ালের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়া গুটিশুটি হয়ে থাকা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়া এক মহিলার দিকে তাকিয়েছিলেন। মহিলাটি তখনো কাঁদছিলেন।

শিবের চোখেও জল ছিল। তিনি জানতেন উমা বিশ্বাস করেন যে ভাগ্য তার মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে নীলকণ্ঠ যদি এক মাস আগে আসতেন তাহলে তার সন্তান এখনো বেঁচে থাকতো। কিন্তু নীলকণ্ঠ নিজে সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না।

আমি কি বা করতে পারতাম?

তিনি সমানে উমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

পবিত্র সরোবর, আমাকে শক্তি দাও। আমি এই রোগের সঙ্গে যাতে লড়াই করতে পারি।

পাটাতনে থাকা ব্রঙ্গ কর্মচারীরা সংকেত পেল। তারা শক্তি জোগানোর ওই যন্ত্রটা চালু করলো। তাতে কপিকলগুলো কাজ করতে লাগলো ফলে জলযানকে সামনের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেল।

উমাকে দ্রুত দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে দেখে শিব ফিসফিস করে বললেন 'আমি দুঃখিত!'

— ⅄⓪Ʊ⍏⊛ —

সতী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কাশীরাজের সঙ্গে এক নাগ মহিলা!

নাগ মহিলা আসলে একই দেহে দুই নারী। বুক থেকে নিচ অবধি একটা দেহ। কিন্তু দুজোড়া কাঁধ, বুকের অংশে এসে মিশেছে। প্রত্যেক জোড়া কাঁধে একটা করেই হাত বিপরীত দিকে রয়েছে। এই নাগের দুটো মাথা।

একটা দেহ, দুটো হাত, চারটে কাঁধ আর দুটো মাথা। প্রভু রাম এটা কি ধরনের অশুভ জীব?

সতী বুঝতে পারলেন যে প্রত্যেক মাথা একটাই দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। একটা মাথা দেখে মনে হল নম্র ও বাধ্য। সে এগিয়ে এসে রাজার বাড়ানো হাতে রাখী বাঁধতে চাইছে। অন্য মাথাটা সে ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে চেয়ে অন্যদিকে যেতে চাইছে।

'মায়া!' অতিথিগ্ব বললেন, দুষ্টুমি করা বন্ধ করো আর আমার হাতে রাখী বেঁধে দাও।'

উচ্ছল মায়া হেসে উঠলো আর দেহকে এগিয়ে আসতে দিল তার ভাইয়ের ইচ্ছে পূর্ণ করার জন্য। অতিথিগ্ব গর্বিতভাবে স্ত্রী আর পুত্রকে রাখী দেখালেন। তারপর তিনি পরিচারকের ধরে থাকা থালা থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে তাঁর বোনকে দিলেন। এরপর একজন পরিচারক একটা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে এল। অতিথিগ্ব উচ্ছল বোনের দিকে চাইলেন আর তলোয়ারটা দিয়ে বললেন

'ভালো করে অনুশীলন করো, সত্যিই তুমি উন্নতি করছো!'

পরিচারক তারপর একটা বীণা এনে রাজাকে দিল। অতিথিগ্ব অন্য জনের দিকে ঘুরলেন আর সেটা দিয়ে বললেন, 'তোমার বাজনা আমার ভালো লাগে।' দেখে মনে হল হাত গুলোর কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থা হল। তারা কোন উপহারটা ধরবে বুঝতে পারছে না।

'প্রিয় বোনেরা এই উপহার নিয়ে আর ঝগড়াঝাঁটি কোরো না। দুটোই সমানভাবে ভাগ করে নাও। গ্রহণ করো এগুলো।'

ঠিক তখনই একজন পরিচারিকা সতীকে দেখতে পেয়ে গেল। সে জোরে চিৎকার করে উঠলো।

সতী সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার বার করলেন। মায়াও বার করলো। কিন্তু মাথা দুটো ঐক্যে আসতে পারছিল না। দোনামনা করছিল। শেষে বাঘ্যের মাথাই জিতলো। সে ভাইয়ের পেছনে গিয়ে লুকোলো। অতিথিগ্বর স্ত্রী আর পুত্র নিজেদের স্থানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অতিথিগ্ব যদিও সতীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, চোখে অমান্য করা দৃষ্টি, হাত রক্ষা করার ভঙ্গিতে বোনকে জড়িয়ে ধরা।

'মহামান্য রাজা,' সতী বললেন 'এর মানে কি?'

'আমি কেবল বোনের কাছে রাখী বাঁধলাম দেবী।' অতিথিগ্ব বললেন।

'আপনি একজন নাগকে আশ্রয় দিয়েছেন। জনগণের কাছ থেকে সেটা লুকিয়ে রেখেছেন। এটা অন্যায়।'

'ও যে আমার বোন, দেবী।'

'কিন্তু ও একজন নাগ!'

'আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি কেবল জানি যে সে আমার বোন। আমি ওকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছি।'

'কিন্তু ওনার তো নাগদের অঞ্চলে থাকা উচিত।'

'কেন ও ওই রাক্ষসদের সঙ্গে থাকবে?'

'প্রভু রুদ্র তো এমন করার অনুমতি দেননি।'

'প্রভু রুদ্র বলে গেছেন একজন মানুষকে তার কর্ম দিয়ে বিচার কোরো তার রূপ নিয়ে নয়।'

সতী অস্বস্তিতে চুপ করে রইলেন।

মায়া হঠাৎ এগিয়ে এল। ছটফটে ব্যক্তিত্ব সামনে চলে এসেছিল। নম্র ব্যক্তির দেহকে পেছনে টেনে রাখতে চাইছিল।

'আমাকে যেতে দাও।' ছটফটে যিনি তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

শান্ত বাধ্য যিনি তিনি তা মেনে নিলেন। মায়া সামনে এগিয়ে এলেন আর তলোয়ার ফেলে দিলেন, আঘাত করার কোনরকম ইচ্ছে প্রকাশ করতে চাইলেন না।

'আমাদের ঘৃণা করছেন কেন? চঞ্চল ছটফটে জন জানতে চাইলেন।'

সতী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আমি ঘৃণা করছি না . . . কি নিয়ম মানা উচিত সেই ব্যাপারে কথাবার্তা বলছি . . .!'

'সত্যি? নিয়ম তো বানানো হয়েছিল হাজার বছর আগে এবং অন্য দেশে অন্য মানুষের দ্বারা যিনি আমাদের জানেন না আর আমাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধেও জানেন না। তিনি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ন্ত্রণ কেন করবেন?'

সতী চুপ করে রইলেন।

'আপনি ভাবেন যে প্রভু তাই চাইতেন।'

'প্রভু রাম তাঁর অনুগামীদের নিয়মগুলো মেনে চলার আদেশ দিয়ে গেছেন।'

'তিনি এটাও বলেছেন যে নিয়মগুলিই শেষ কথা নয়, এই নিয়মগুলো বানানো হয়েছিল স্থিতিশীল এক সমাজ তৈরি করার জন্য। কিন্তু যদি নিয়মগুলো নিজেরাই অবিচারের সৃষ্টি করে তখন আপনি কি করে প্রভু রামকে মানবেন? নিয়মগুলো মেনে অথবা নিয়মগুলো ভেঙে?'

সতীর কোন উত্তর জানা ছিল না।

'নীলকণ্ঠ এবং আপনার সম্পর্কে ভাই অনেক কথা বলেছেন।' মায়া বললো, 'আপনার কি বিকর্ম হয়ে থাকা উচিত ছিল না?'

সতী আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, 'ওই নিয়মগুলো যতদিন সক্রিয় ছিল আমি ততদিন সেগুলো মেনে এসেছি।'

'তাহলে কেন বিকর্ম নিয়ম পাল্টানো হয়েছিল।'

'আমার জন্য শিব ওগুলো পাল্টাননি।'

'আপনি সেটা বিশ্বাস করেন, কিন্তু নিয়ম পাল্টানোর ফলে আপনিও লাভবান হয়েছেন, ঠিকতো?'

অস্বস্তিতে সতী চুপ করে রইলেন।

মায়া বলে চললেন, 'নীলকণ্ঠের অনেক কাহিনী আমি শুনেছি। আমি বলছি কেন তিনি এই নিয়ম পাল্টেছেন। বিকর্ম নিয়ম হয়তো হাজার বছর আগে মানানসই ছিল। কিন্তু এই যুগে এখনকার দিনে এটা অন্যায় অন্যায্য। যে সব মানুষকে অন্যরা বোঝে না, তাদের পীড়ন করার এটা একটা অস্ত্র মাত্র।'

সতী কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

'যার বিকৃত দেহ, আজকের দিনে অন্যেরা আর কাকে সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝে? আমাদের নাগ বলা হয়, আমাদের দানব রাক্ষস ইত্যাদি বলা হয়। নর্মদার দক্ষিণে আমাদের ছুঁড়ে ফেলা হয়। যেখানে আমাদের উপস্থিতি আপনাদের সুন্দর জীবনের কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করে।'

'তাহলে আপনি বলছেন যে সকল নাগ একেবারে পরম গুণের শেষ কথা?'

'আমরা জানি না! আর আমরা সে সব গ্রাহ্যও করি না! আমরা কেনই বা নাগদের হয়ে উত্তর দেব? এই কারণে যে বিকৃতি নিয়ে জন্মেছিলাম? যে সব সূর্য্যবংশী নিয়ম লংঘন করেছে তাদের সকলের হয়ে কি আপনি উত্তর দেবেন?'

সতী চুপ করে রইলেন। 'এমন প্রাসাদে বাস করি যে মনে হয় ভগবান পরিত্যাগ করেছেন আমাদের। সঙ্গ দেওয়ার জন্য সেখানে কেবলমাত্র তিনজন সহকারী। একমাত্র আনন্দ উত্তেজনা হল ভাইয়ের নিয়মিত এখানে আসা। এগুলো কি যথেষ্ট শাস্তি নয়? আপনারা আমাদের আরো কতো শাস্তি দিতে

চান? আর আমরা কি জন্য শাস্তি ভোগ করি তার ব্যাখ্যা কি আপনি দেবেন?

হঠাৎই মনে হল শান্ত বাঘের যে, সে তৎপর হয়ে উঠলো তাই মায়া হড়বড় করে পেছিয়ে গিয়ে অতিথিগ্বর পেছনে লুকোলেন। অতিথিগ্ব ঝুঁকে হাতজোড় করে বললেন দয়া করুন সতী দেবী। আপনাকে বিনতি করছি। কাউকে দয়া করে বলবেন না।'

সতী চুপ করে রইলেন।

'ও যে আমার বোন।' অতিথিগ্ব মিনতি করলেন। আমার পিতা তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, যেন আমি ওকে রক্ষা করি। আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবো না।'

সতী প্রথমে মায়ার দিকে তাকালেন তারপর অতিথিগ্বর দিকে তাকালেন। জীবনে প্রথম একজন নাগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে দেখলেন এবং ওরা যে অন্যায়ের শিকার হচ্ছে তা বুঝতে পারলেন।

'আমি ওকে ভালোবাসি।' অতিথিগ্ব বললেন, 'দয়া করুন।'

'আমি চুপ করে থাকার প্রতিজ্ঞা করলাম।'

'আপনি কি প্রভু রামের নামে শপথ করছেন?'

সতী ভুরু কোঁচকালেন। 'মহামান্য, আমি একজন সূর্য্যবংশী, আমরা আমাদের কথা রাখি আর সবকিছুই যা করি তা প্রভু রামের নামে শপথ করেই করি।

যেই জলযানগুলো ব্রঙ্গদ্বার পেরোলো তক্ষুণি দ্রাপাকু পালগুলো পুরো তুলে দিতে আদেশ দিল।

অন্য জলযানগুলিকে তাড়াতাড়ি ঠিকমতো বিন্যাসে চলতে নির্দেশ দিল।

একটু দূর যাওয়ার পরই তারা দেখতে পেল বিশাল ব্রহ্মপুত্র উত্তরদিক থেকে বয়ে এসে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর দুয়ে মিলে বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মিষ্টি জলের ধারা তৈরি হয়েছে।

'হে প্রভু বরুণ' সম্ভ্রমের সঙ্গে দ্রাপাকু বলে উঠলো।

'নদীটা প্রায় সমুদ্রের মতো বড়!'

'অবশ্যই' গর্বিত গলায় দিবোদাস বললেন।

পূর্বকর দিকে ফিরে দ্রাপাকু বললো 'তুমি যদি দেখতে পেতে বাবা— এত বিশাল নদী আগে কখনো দেখিনি!'

'আমি তোমার চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি বাছা।'

'ব্রহ্মপুত্র হল ভারতের সবথেকে বড় নদী, সেনাপতী।' দিবোদাস বললেন, 'একটাই নদী যার পুরুষের নাম। ব্রহ্মপুত্র নদ বলা হয়।'

দ্রাপাকু একটু চিন্তা করে নিয়ে বললো 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি এটা ভাবিনি। অন্য সব নদীরই স্ত্রী বাচক নাম, এমন কি যে নদী বেয়ে আমরা চলেছি সেই মহান গঙ্গারও তাই।

'হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি যে ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গা হলেন ব্রঙ্গর পিতা-মাতা।'

পূর্বক বললেন 'অবশ্যই! এটা নিশ্চিতভাবে আপনাদের প্রধান নদী ও দেশের নামের প্রধান উৎস। ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গা যোগ হয়ে হয়েছে *ব্রঙ্গ*।'

'বেশ কৌতূহলজনক ব্যাপার বাবা।' দ্রাপাকু বললো, তারপর সে দিবোদাসের দিকে ফিরে বললো 'সেটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

জলযানগুলো ব্রঙ্গ নদী বেয়ে যাচ্ছিল সে রাজ্যের রাজধানীর দিকে যার নাম *ব্রঙ্গ হৃদয়* মানে ব্রঙ্গের কেন্দ্র।

জলযানের পিছনের দিকে একা দাঁড়িয়েছিলেন পর্বতেশ্বর। সামনের পথ প্রদর্শনকারী তরীর দিকে দেখছিলেন। সঙ্গে সামনের জলযানের থেকে দড়ি দিয়ে থামের তরী অবধি বাঁধার যে পরামর্শ আনন্দময়ী দিয়েছিলেন তা মেনে চলা হচ্ছিল। প্রধান সেনাপতি সহজ কিন্তু চমৎকার এই পরিকল্পনায় এখনো মুগ্ধ ছিল।

'প্রধান সেনাপতি।'

পর্বতেশ্বর ঘুরে আনন্দময়ীকে দেখতে পেলেন, পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাণ্ডার জন্য গাঢ় বড়ো একটা অঙ্গবস্ত্র জড়ানো।

'মাননীয়া দেবী' পর্বতেশ্বর বললেন, 'আপনি যে এসেছেন তা শুনতে পাইনি, দুঃখিত।'

'ঠিক আছে।' আনন্দময়ী একটু হেসে বললেন 'আমার চলায় শব্দ হয় না।'

পর্বতেশ্বর মাথা নাড়লেন। কিছু বলতে চেয়ে দোনামনা করতে লাগলেন।

'কি ব্যাপার?'

'মাননীয়া দেবী।' পর্বতেশ্বর বললেন 'যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলাম তাতে আপনাকে অপমান করতে চাইনি। মেলুহাতে এটা বন্ধুত্বের সাধারণ নিদর্শন।

'বন্ধুত্বের নিদর্শন! আমাদের সম্পর্ককে তুমি বড় একঘেয়ে করে ফেলছ।'

পর্বতেশ্বর চুপ করে রইলেন।

'ঠিক আছে, যদি তুমি আমাকে বন্ধু ভাবো,' আনন্দময়ী বললেন, 'তাহলে একটা প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় দিতে পারবে।'

'অবশ্যই।'

'কেন চিরকৌমার্য্যের শপথ নিয়ে ছিলে?'

'সে এক দীর্ঘ কাহিনী দেবী।'

'সে কথা শোনার জন্য আমার হাতে অনেক সময় রয়েছে।'

'আড়াইশো বছরেরও আগে মেলুহার অভিজাত লোকেরা প্রভু রামের আইন বদলানোর জন্য মত দান করেন।'

'তাতে অন্যায়টা কি? আমার মনে হয় প্রভু রাম বলেছিলেন যে ন্যায়ের স্বার্থে তাঁর আইন বদলানো যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, তিনি তা বলেছিলেন। কিন্তু এই বদল চাওয়াটা ন্যায়ের স্বার্থে হয়নি। আপনি আমাদের মাইকায় শিশু পরিচালন ব্যবস্থার কথা জানেন, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ' আনন্দময়ী বললেন। কোনদিন আর দেখার আশা নেই জেনেও কোন মা কেমন করে তার সন্তানকে দান করে দিতে পারে, সে ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু তিনি পর্বতেশ্বরের সঙ্গে এ নিয়ে কোন তর্কে জড়াতে চাইলেন না, 'তা কি বদল করা হয়েছিল।'

'মাইকা-ব্যবস্থা এমনভাবে শিথিল করা হয়েছিল যাতে অভিজাত সম্প্রদায়ের শিশুদের সাধারণের সঙ্গে দান করা না হয়, তাদের ওপর আলাদাভাবে লক্ষ রাখা হবে আর ষোলো বছর হয়ে গেলে জন্মদাতা অভিভাবকদের কাছে তাদের আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

'আর সাধারণ লোকদের শিশুদের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা?'

'তারা এই শিথিলতার আওতায় পড়েনি।'

'এটা ভালো ব্যবস্থা হয়নি।'

'আমাদের পিতামহ প্রভু সত্যধ্বজ ঠিক এই কথাই ভেবেছিলেন। আইনের শিথিল করায় কোন অন্যায় কিছু ছিল না, কিন্তু প্রভু রামের অপরিবর্তনীয় আদেশ ছিল যে আইন সমানভাবে প্রত্যেকের প্রতিই যেন প্রযোজ্য হয়। অভিজাত ও জনসাধারণের জন্য আলাদা আলাদা আইন হওয়া উচিৎ নয়, সেটা অন্যায়।'

'আমি তা মানছি। কিন্তু তোমার পিতামহ এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করেননি?'

'করেছিলেন, কিন্তু তিনিই একমাত্র বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে এই পরিবর্তিত আইনই চলছে।'

'এটা খুবই দুঃখের।'

প্রভু রামের আইন কলুষিত করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর জন্য পিতামহ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি এবং তার মাইকা থেকে পোষ্য নেওয়া বংশধরদের কোন জন্ম দেওয়া উত্তর পুরুষ থাকবে না।'

আনন্দময়ী ভেবে অবাক হলেন যে, প্রভু সত্যধ্বজকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কে দিয়েছিল যে তার বংশধররা চিরকালের জন্য ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে? কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না পর্বতেশ্বরের বুক গর্বে ফুলে উঠেছিল। তিনি বললেন 'আর আমি এই প্রতিজ্ঞাকে এখনও সম্মান দিই।'

আনন্দময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারপর ঘুরে নদীতীরের ঘন জঙ্গল দেখতে লাগলেন। পর্বতেশ্বরও ঘুরে মন্থরগতিতে বয়ে চলা পলি বোঝাই ব্রঙ্গ নদীর দিকে দেখতে লাগলেন।

'জীবন কেমন ভাবে চলে যায় সেটা বিস্ময়কর।' পর্বতেশ্বরের দিকে না তাকিয়ে আনন্দময়ী বললেন। 'আড়াইশো বছরেরও আগে বিদেশে একজন ভালো লোক অবিচারের প্রতি বিদ্রোহ করেছিল। আজ সেই বিদ্রোহই আমার প্রতি অবিচার করছে. . .।'

পর্বতেশ্বর ঘুরে আনন্দময়ীর দিকে তাকালেন, একদৃষ্টে তার সুন্দর মুখের দিকে দেখলেন। মুখে মৃদু হাসি। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নিচের দিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

অধ্যায় ১২

ব্রঙ্গের কেন্দ্র

ব্রঙ্গনদ এতোই জল আর পলিমাটি বয়ে নিয়ে যেতো যে তার পক্ষে অবিভক্ত থাকা সম্ভব ছিল না, তাই খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তাই এই নদী তার অকৃপণ দান সমস্ত ব্রঙ্গদেশে ছড়িয়ে দিয়ে ছিল। সকল শাখা-প্রশাখা সমেত পূর্ব সাগরে পড়ার আগে ব্রঙ্গ নদী সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বদ্বীপ তৈরি করেছিল।

একটা গুজব শোনা যেতো যে বন্যায় বয়ে আনা পলি ও জলের দ্বারা দেশটা এতোই উর্বর ছিল যে চাষিদের ফসল ফলাবার জন্য পরিশ্রম করতে হতো না। তারা কেবল বীজ ছড়িয়ে দিতো আর বাকি কাজটা করতো উর্বর মাটি।

ব্রঙ্গ নদীর প্রধান শাখা পদ্মানদীর কাছে ব্রঙ্গহৃদয় অবস্থিত ছিল।

ব্রঙ্গদ্বার পেরোনোর পর শিবের নৌবহরের ব্রঙ্গহৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে দুসপ্তাহের একটু বেশি সময় লেগেছিল। তারা যে দেশের মধ্যে দিয়ে তরী বেয়ে যাচ্ছিলেন তা ছিল উন্নয়নশীল ও সমৃদ্ধ। কিন্তু মৃত্যুর করুণ গন্ধে সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে ছিল।

ব্রঙ্গহৃদয়ের চারদিকের দেওয়াল প্রায় সাড়ে সাত হাজার বিঘে পরিমান অঞ্চল ঘিরে ছিল, আয়তনে প্রায় দেবগিরির মতো। দেবগিরি নগর যেখানে গড়ে তোলা তিনটে সমতল দেশের ওপর তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে ব্রঙ্গহৃদয় বেড়ে উঠে ছিল একটা প্রাকৃতিক উঁচু জমির ওপর। বন্যা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য পদ্মানদীর সিকি ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল এই নগর।

উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা রাজধানী চন্দ্রবংশী রীতি অনুযায়ী কোন রকম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অবজ্ঞা করেই গড়ে উঠেছিল। রাজপথগুলো ছিল উল্টোপাল্টা, মেলুহী নগরের মতো জালির আকারে বিন্যস্ত নয়। কিন্তু পথগুলি চওড়া ও গাছে ছাওয়াছিল। ব্রঙ্গের প্রচুর ধনসম্পদের কারণে তাদের অট্টালিকাগুলো অসাধারণ সুন্দর ছিল আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণও ভালোভাবে হত। আর সেখানে মন্দিরগুলো খুবই বিশাল ও জমকালো ছিল। বহু শতাব্দী ধরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনেক সৌধ গড়ে তোলা হয়েছিল—খেলা ইত্যাদির জন্য বড়ো বড়ো অঙ্গণ, অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য বিশাল কক্ষ, সুন্দর সুন্দর স্নানাগার আর বাগান। এতো সব উন্নত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর ব্যবহার খুবই কম হতো, কারণ সংক্রামক মহামারির বার বার আক্রমনের ফলে প্রতিদিন ব্রঙ্গদের মৃত্যুর মুখোমুখি হত্তে হতো। জীবনে আনন্দ উপভোগ করবার সময় তাই তারা প্রায় পেতোই না।

নগরের নদী বন্দরের অনেকগুলো তলা ছিল। সেগুলো বছরের বিভিন্ন সময়ে পদ্মার বিভিন্ন জলস্তর অনুযায়ী ব্যবহার করা হতো। এখন বছরের এই সময়ে শীতের মাঝামাঝি জলস্তর ছিল মাঝামাঝি রকমের। শিব ও তাঁর বাহিনী বন্দরের পাঁচতলায় জলযান ভেড়ালেন। তিনি দেখলেন যে বন্দরের ওই তলায় ভিড়ের মধ্যে পর্বতেশ্বর, দ্রাপাকু, পূর্বক ও দিবোদাস ভালোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

'এটা অতি বিশাল এক বন্দর, পূর্বকজী', শিব বললেন।

'আমি সেটা বুঝতে পারছি প্রভু।' মৃদু হেসে পূর্বক বললেন।

'আমি মনে করি মেলুহীদের মতো দক্ষ হওয়ার সামর্থ বোধহয় ব্রঙ্গদের রয়েছে।'

'বাবা, আমার মনে হয় না যে তারা দক্ষতা দিয়ে ভাবে', দ্রাপাকু বললো। 'আমার মনে হয় শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই তাদের সামনে অরো বড়ো পরীক্ষা।'

তার একটু পরে প্রচুর সোনার গয়না পরা একজন হৃষ্টপুষ্ট ব্রঙ্গ পুরুষ সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। তিনি পর্বতেশ্বরকে দেখলেন আর হাঁটু

গেড়ে বসে পর্বতেশ্বরের পায়ে মাথা রেখে বলতে লাগলেন 'হে প্রভু, আপনি এসেছেন! আপনি এসেছেন! আমরা রক্ষা পেলাম।'

পর্বতেশ্বর ঝুঁকে মানুষটিকে জোরে টেনে তুললেন 'আমি নীলকণ্ঠ নই।'

ব্রঙ্গ মানুষটি মুখের দিকে তাকালেন, বিভ্রান্ত অবস্থা তার।

পর্বতেশ্বর শিবের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'সত্যিকারের প্রভুর দিকে নমস্কার করুন।'

মানুষটি ছুটে শিবের পায়ে গিয়ে পড়লেন, 'ক্ষমা চাইছি প্রভু! আমার এই ভীষণ ভুলের জন্য ব্রঙ্গদেশকে শাস্তি দেবেন না প্রভু।'

'উঠে দাঁড়ান বন্ধু।' মৃদু হেসে শিব বললেন, 'আমায় যখন আগে দেখেন নি তখন চিনবেন কেমন করে?'

ব্রঙ্গ মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল। 'অমন শক্তি সত্ত্বেও এমন নম্র ব্যবহার, এটা কেবল আপনিই পারেন, হে মহাদেব।'

'আমায় এমন বিহ্বল করে দেবেন না। আপনার কি নাম?'

'আমি বাপ্পিরাজ, ব্রঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, প্রভু। বন্দরের বাইরে একতলায় আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে রাজা চন্দ্রকেতু অপেক্ষা করে আছেন।'

'রাজার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।'

— ⅄ⵔⵎ↑⊛ —

বাপ্পিরাজ গর্বিতভাবে সিঁড়ির শেষ ধাপ বেয়ে উঠলেন, পেছনে পেছনে এলেন শিব, ভগীরথ, পর্বতেশ্বর, আনন্দময়ী, আয়ুর্বতী, দিবোদাস, দ্রাপাকু, পূর্বক, নন্দী আর বীরভদ্র।

যেই শিব এলেন অমনি একদল পণ্ডিত জোরে জোরে শাঁখ বাজাতে শুরু করলেন। সুন্দর সোনার সাজে সজ্জিত হাতির বিরাট একটা পাল কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে চেঁচাতে লাগল যে পূর্বক চমকে

উঠলেন। জমকালোভাবে খোদাই করা সুন্দর অঙ্গনটা মহাদেবের সম্মানার্থে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যে ব্রঙ্গহৃদয়ের প্রায় সকল—৪,০০,০০০ জন নগরবাসী নীলকণ্ঠকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হয়েছে। সবার আগে দাঁড়িয়েছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু।

তিনি ছিলেন মাঝারী উচ্চতার পুরুষ, তার গায়ের রং তামাটে, চোয়ালের হাড় উঁচু, হরিণের মতো টানাটানা চোখ। রাজা চন্দ্রকেতুর চুল বেশিরভাগ ভারতীয়দের মতো লম্বা, পরিপাটি করে তেল মাখানো আর কোঁকড়া। ক্ষত্রিয়ের কাছে যেমন আশা করা হয়, তার গড়ন তেমন পেশীবহুল নয়। পাতলা চেহারা সাধারণ ঘি-রঙের ধুতি ও অঙ্গবস্ত্রে সজ্জিত।

সোনা ও ধনসম্পদশালী রাজ্য শাসন করলেও চন্দ্রকেতুর শরীরে সামান্য পরিমাণ সোনাও ছিল না, চোখে ছিল এক পরাজিত মানুষের দৃষ্টি যিনি ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কষ্ট করে সংগ্রাম করে চলেছেন।

চন্দ্রকেতু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। উপস্থিত অন্য ব্রঙ্গরাও তাই করলো।

‘আয়ুস্মান ভবঃ, মহামান্য রাজা!’ বলে শিব আশীর্বাদ করলেন।

চন্দ্রকেতু উঠে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে তাকালেন, ভক্তিতে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। ‘আমি জানি এবার অনেকদিন বাঁচবো প্রভু আর তেমনই সমস্ত ব্রঙ্গরাও বেঁচে যাবে, আপনার আসার কারণে!’

— ⅄⓪Ⅱ↑⊛ —

‘এই অকারণ যুদ্ধ আমাদের অবশ্যই বন্ধ করা উচিত।’ বাসুকি বললো নাগ রাজ্যসভায় চারিদিকে তাকিয়ে। সায় দিয়ে অনেকে মাথা নাড়লো। তিনি ছিলেন আগেকার একজন বিখ্যাত নাগ রাজার বংশধর। এই বংশমর্যাদার কারণে তিনি সম্মানের পাত্র ছিলেন।

‘কিন্তু যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে।’ রানী বললো, ‘মন্দার পর্বত ধ্বংস হয়ে গেছে গোপন রহস্য তো আমাদের কাছে রয়েছে।’

‘তাহলে ব্রঙ্গদের কাছে আমরা কেন ওষুধ পাঠাচ্ছি?’ নিষাদ জানতে চাইলো। ‘আমাদের আর ওদেরকে প্রয়োজন নেই ওদের যদি সাহায্য করি

তাহলে সেই কারণে বাকিদের সঙ্গে চলতে থাকবে শত্রুতা।'

'এখন থেকে কি নাগরা এইভাবেই কাজ করবে?' রানী জিজ্ঞাসা করলেন 'প্রয়োজন না হলে বন্ধুকে পরিত্যাগ করবে?'

সুপর্ণা, যার মুখ পাখীর মুখের কথা মনে করিয়ে দেয়, সে বলে উঠল, 'আমি রানীর সঙ্গে একমত, ব্রঙ্গরাও আমাদের মিত্র ছিল এবং এখনও রয়েছে। একমাত্র তারাই আমাদের সমর্থন করে। অবশ্যই ওদের সাহায্য করা উচিত।'

'কিন্তু আমরা নাগ।' আস্তিক বললো। 'পূর্বজন্মের পাপের কারণে আমাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই দুর্ভাগ্যকে আমাদের মেনে নিয়ে জীবনটা প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে অতিবাহিত করা উচিত। আর ব্রঙ্গদেরও একই রকম করার জন্য পরামর্শ দেওয়া উচিত।'

রানী ঠোঁট কামড়ালো, কর্কোতক তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে জানতো তার রানীমা এই পরাজিতর মতো আবরণকে ঘৃণা করেন। কিন্তু সে এও জানতো, আস্তিক যা বলেছে তা সংখ্যাগুরুদেরই মতো।

'আমি এটা সমর্থন করছি।' সুপর্ণার দিকে তাকানোর আগে ইরাবত বললো। 'এবং গরুড় দেশের মানুষেরা সেটা যে বুঝতে পারবে তা আমি আশাও করি না। সব সময় ওরা যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।'

এই মন্তব্যে আঘাত দিল, গরুড় দেশের মানুষ অর্থাৎ পাখীর মুখওলা নাগ যতো, বহুদিন ধরে বাকি নাগদের তারা শত্রু। তারা রহস্য নগরী নাগপুরে বাস করে যা পঞ্চবটির পূর্বদিকে অনেকটা দূরে কিন্তু দণ্ডকারণ্যের মধ্যে অবস্থিত। মহান মানব প্রভু অনেকদিন আগে ওদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছিলেন আর তাদের বর্তমান নেত্রী সুপর্ণা রানীর বিশ্বস্ত সহকারিণী হিসেবে রাজ্যসভায় যোগ দিয়েছিল। তার লোকজনরা এখন পঞ্চবটিতেই বাস করে।

রানী দৃঢ় গলায় বলে উঠলো 'ওগুলো বলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, মাননীয় ইরাবত। দয়া করে ভুলে যাবেন না সুপর্ণা দেবী গরুড়ের মানুষদের এনে যৌথ নাগ পরিবারে যোগ দিয়েছেন। আমরা সকলে এখন জ্ঞাতি। কেউ সুপর্নাদেবীকে অপমান করলে সে আমার প্রচণ্ড ক্রোধের মুখে পড়বে।'

ইরাবত সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল। রানীর রাগ বিখ্যাত ছিল।

কর্কোতক মনোযোগ দিয়ে চারিদিকে দেখলো। ইরাবত নিজেকে গুটিয়ে নিলেও আলোচনায় কোনো সমাধান পাওয়া গেল না।

রানীর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তারা কি ব্রঙ্গতে ওষুধ পাঠানো চালিয়ে যেতে সমর্থ হবে? সে মানবপ্রভুর দিকে তাকালো, যিনি বলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

'সভায় উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, মধ্যিখান থেকে বলার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।'

সকলে মানবপ্রভুর দিকে ঘুরে দেখলেন, যদিও তিনি সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য তাহলেও সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

'আমরা বিষয়টাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। এটা যুদ্ধ বা মিত্রতার বিষয় নয়। এটা হল ভূমিদেবীর আদর্শ মেনে চলার বিষয়।' সবাই আশ্চর্য হয়ে ভুরু কোঁচকালো। ভূমিদেবী ছিলেন এক রহস্যময়ী নারী যিনি নাগ ছিলেন না। তিনি বহুকাল আগে উত্তরদিক থেকে এসেছিলেন এবং নাগদের বর্তমান জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁকে দেবতার সম্মানে শ্রদ্ধা করা হয়ে থাকে। ভূমিদেবীর নীতি নিয়ে প্রশ্ন করাকে অপবিত্র কাজ ভাবা হত।

'তাঁর নীতি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার নির্দেশ ছিল যে নাগরা সমস্ত কিছু যাই গ্রহণ করবে তার অবশ্যই প্রতিদান দিতে হবে। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার এটাই একমাত্র পথ।'

রাজ্যসভায় প্রায় প্রত্যেক সদস্যই অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকালো। তারা বুঝতে পারছিল না মানবপ্রভু কেন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন। যদিও রানী কর্কোতক ও সুপর্না মৃদু হাসছিল।

'আপনাদের বটুয়ার মধ্যে রাজা চন্দ্রকেতুর নামাঙ্কিত কতগুলো সোনার মুদ্রা রয়েছে তা দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের রাজ্যের অন্তত তিনভাগ সোনাই আসে ব্রঙ্গ থেকে। মিত্রতার নিদর্শন হিসেবে তারা এগুলো পাঠায়। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত, আসলে যে কারণে এগুলো তারা পাঠায় ওগুলো ওষুধের জন্য অগ্রিম মূল্য।'

রানী তার বোনপোর দিকে চেয়ে হাসছিল। এটা ওরই পরিকল্পনা, রাজা চন্দ্রকেতুকে বলেছিল, সোনার বাট না পাঠিয়ে রাজার নামাঙ্কিত সোনার মুদ্রা পাঠাতে যাতে নাগরা মনে রাখতে পারে যে তারা ব্রঙ্গ থেকে কি পাচ্ছে।

'সামান্য গণনা করে আমি দেখেছি, যে আমরা ওদের থেকে এতই সোনা পেয়েছি যাতে করে আগামী তিরিশ বছর ধরে ওষুধ সরবরাহ করা যাবে। ভূমিদেবীর নীতিকে যদি সম্মান জানাতে হয়, তাহলে ওদের ওষুধ সরবরাহ করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় আমাদের থাকে না।'

রাজ্য সভার আর অন্য কিছু করার উপায় রইলো না। কেমন করে তারা ভূমিদেবীর নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলবে?

প্রস্তাবটা অনুমোদিত হল।

— ⚹ —

'হে প্রভু এই সংক্রামক মহামারীকে আমরা কি করে থামাবো?' চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রঙ্গহৃদয় প্রাসাদে রাজার নিজের ঘরে বসেছিলেন, শিব, চন্দ্রকেতু, ভগীরথ, পর্বতেশ্বর, দিবোদাস আর বাপ্পিরাজ।

'নাগরাই এর উৎস। মহামান্য রাজা' শিব বললেন। 'আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের সকল ঝঞ্ঝাটের কারণ তারা আর আপনাদের এই মহামারির কারণও তারাই। আমি জানি যে ওরা কোথায় বাস করে সেটা আপনি জানেন। আমি ওদের খুঁজে বার করতে চাই।'

চন্দ্রকেতু আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। তাঁর বিষাদ মাখা চোখ কিছুক্ষণ বন্ধ করে রাখলেন। তারপর বাপ্পিরাজের দিকে ঘুরে বললেন 'প্রধানমন্ত্রী, কিছুক্ষণ আমাদের একান্ত কথা বলতে দিন।'

বাপ্পিরাজ কি তর্ক করতে চেষ্টা করলেন 'কিন্তু মাননীয় রাজা মশাই . . '

রাজা চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রীর দিকে চাইলেন তারপরই প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চন্দ্রকেতু তখন একটা দেওয়ালের কাছে গেলেন, তর্জনী থেকে আংটি খুলে নিয়ে তাই দিয়ে দেওয়ালের খাঁজে চাপ দিলেন। আস্তে করে প্রচণ্ড শব্দ করে দেওয়াল থেকে একটা ছোট কৌটো বেরিয়ে এল। রাজা কৌটো থেকে একটা পাতলা চামড়া নিলেন, যে চামড়ার ওপরে লেখা হয়। সেটা নিয়ে শিবের কাছে এলেন।

'হে প্রভু' চন্দ্রকেতু বললেন, 'কয়েকদিন আগে নাগদের রানীর কাছ থেকে এই পত্র আমি পেয়েছি।'

শিব বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন।

'এটা খোলা মনে শোনার জন্য আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।' চামড়ার পত্রটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়ার আগে চন্দ্রকেতু বললেন।

'বন্ধু বরেষু চন্দ্রকেতু এই বছরের ওষুধের সরবরাহ করতে দেরী হওয়ায় ক্ষমা চাইছি। আমার রাজ্য সভায় গন্ডোগোলটা চলছেই। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক না কেন ওষুধ খুব তাড়াতাড়িই পাঠানো হবে। সেটা আমি কথা দিলাম। আরো জানাই, আমায় জানানো হয়েছে, এক ভণ্ড পণ্ডিতের দাবী যে নীলকণ্ঠ আপনার রাজ্যে আসছেন, আমার বিশ্বাস তিনি আমাদের দেশে আসার পথের সন্ধান চাইবেন। আপনাকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিতে চাইবেন তিনি। আমাদের থেকে আপনি যা পান তা হল আমাদের ওষুধ। আপনার দেশের লোকেরা বেঁচে থাকুক সেটা কি আপনি চান না? ভালো করে ভেবে দেখবেন।'

চন্দ্রকেতু শিবের দিকে চেয়ে দেখলেন 'এতে নাগরানীর নাম মুদ্রা অঙ্কিত রয়েছে।'

শিবের কাছে কোন উত্তর ছিল না।

দিবোদাস বলে উঠলেন, 'কিন্তু রাজা মশাই নাগরা আমাদের ওপর জাদু করেছে। এই সংক্রামক মহামারী তাদেরই তৈরি। আমাদের অবশ্যই লড়াই করা উচিত। কিন্তু ঠিকমতো লড়তে গেলে মূল উৎসতে আক্রমণ করা দরকার। পঞ্চবটি নাগদের নগরে।'

'দিবোদাস তোমার কথা যদি মেনেও নি, তাও ভুলে গেলে চলবে না যে

কি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটা তাদের ওষুধ। যতক্ষণ না এই মহামারী থামছে, আমরা নাগদের ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবো না।'

'কিন্তু তারা আপনার শত্রু, মহামান্য', ভগীরথ বললেন।

'আপনি কেন ওদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারছেন না যেখানে ওরা আপনাদের ওপর সংক্রামক মহামারী ছড়িয়ে দিয়েছে?'

'আমার লোকদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমি প্রতিদিন লড়াই করে চলেছি সম্রাটপুত্র ভগীরথ। প্রতিশোধ একটা বিলাসিতা যা আমি বহন করতে পারবো না।'

'এটা প্রতিশোধের বিষয় নয় এটা ন্যায় বিচারের বিষয়।' পর্বতেশ্বর বললেন।

'না প্রধান সেনাপতি', চন্দ্রকেতু বললেন, 'এটা প্রতিশোধ বা ন্যায় বিচারের বিষয় নয়। এটা একটাই বিষয়। আমার লোকদের বাঁচিয়ে রাখা। আমি বোকা নই। আমি জানি যে যদি পঞ্চবটির পথের সন্ধান আপনাদের বলে দিই, প্রভু বিশাল এক সৈন্যদল নিয়ে সেখানে আক্রমণ করবেন। নাগরা ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে তাদের ওষুধও। তাতে ধ্বংস হবে ব্রঙ্গদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। যদি না অন্য স্থান থেকে সরবরাহ করার ব্যাপারে আপনারা কথা দিতে পারছেন, আমি জানাবো না পঞ্চবটি কোথায় অবস্থিত।'

শিব কঠিন দৃষ্টিতে চন্দ্রকেতুর দিকে দেখছিলেন। যদিও যা শুনছিলেন তা পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু বুঝছিলেন ব্রঙ্গরাজা যা বলছিলেন তা সঠিক। ওনার অন্য কোন উপায় নেই।

চন্দ্রকেতু হাত জোড় করে বিনতি করার মতো করে বললেন, 'হে প্রভু আপনি আমার ভগবান, আমার রক্ষাকর্তা, আমি আপনার দৈব মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করি। আমি জানি আপনি সবকিছুই সঠিকভাবে সমাধান করবেন। তা সত্ত্বেও লোকেরা বিস্তারিতভাবে যা হয়তো ভুলে গেছে, প্রভু রুদ্রের কাহিনী আমার মনে আছে। আমার মনে পড়ছে যে দৈব মাহাত্ম্যের ফল ফলতে সময় লাগে। আর সময়ই একমাত্র জিনিষ যা আমার লোকদের কাছে নেই।

শিব দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন 'আপনি ঠিকই বলেছেন মাননীয় রাজা।

ওষুধ সরবরাহ করার ব্যাপারে আমি এখন কথা দিতে পারছি না। আর যতক্ষণ না আমি তা পারছি ততক্ষণ আপনাকে বলি হতে দেওয়ার অধিকার আমার নেই।'

দিবোদাস কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু শিব হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিলেন।

'আমি এখন যেতে চাই মহামান্য।' শিব বললেন 'আমি ভাবতে চাই।'

চন্দ্রকেতু শিবের পায়ে পড়লেন 'হে প্রভু দয়া করে আমার ওপর রাগ করবেন না। আমার অন্য কোন উপায় নেই।'

শিব চন্দ্রকেতুকে টেনে তুলে বললেন 'জানি।'

যাওয়ার জন্য শিব যেই ঘুরলেন, তার চোখ পড়লো নাগরানীর চিঠির ওপর। চিঠির শেষে নামমুদ্রার কিছুটা দেখেই তাঁর শরীর শক্ত হয়ে গেল ওটা ছিল ওঁ চিহ্ন। কিন্তু সাধারণত চিহ্নটা যেমন হয় এটা তেমন নয়। ওপর আর নিচের বাঁকা রেখায় মিলিত স্থানে রেখার শেষে দুটো সাপের মুখ আর তৃতীয় বাঁকা রেখা যেটা পূবদিকে ঘুরে গেছে সেটা জিব বার করে একটা সাপের মুখ।

শিব রাগে গরগর করে বললেন 'এটাই কি নাগ রানীর নামমুদ্রা?'

'হ্যাঁ প্রভু' চন্দ্রকেতু বললেন।

'অন্য কোন নাগ কি এই চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে?'

'না প্রভু কেবল নাগরানীই এটা ব্যবহার করতে পারেন।'

'সত্যি কথা বলুন। অন্য কেউ কি এই চিহ্ন ব্যবহার করে?'

'না প্রভু, কেউ না।'

'এটা সত্যি নয় মাননীয় রাজা মশাই।'

'প্রভু, আমি যা জানি . . .' বলতে বলতে হঠাৎ চন্দ্রকেতু থেমে গেলেন 'অবশ্যই, মানবপ্রভুও এই নামমুদ্রা ব্যবহার করেন।

নাগদের ইতিহাসে শাসক ছাড়া একমাত্র তাকেই এই চিহ্ন ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

শিব দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন 'মানবপ্রভু? তার আসল নামটা কি?'

'আমি জানি না প্রভু।'

শিব চোখ ছোট করে চাইলেন।

'আমার জনগণের নামে শপথ করে বলছি প্রভু।' চন্দ্রকেতু বললেন 'আমি জানি না। যা জানি তা হলো, তার উপাধি মানব প্রভু।'

— ⚹ —

'প্রভু', ভগীরথ বললেন 'রাজা চন্দ্রকেতুকে আমাদের জোর করা উচিত।'

ভগীরথ, পর্বতেশ্বর আর দিবোদাস ব্রঙ্গহৃদয় প্রাসাদে শিবের ঘরে বসেছিলেন।

'আমিও তা মনে করি, প্রভু।' দিবোদাস বললেন।

'না?' শিব বললেন। 'চন্দ্রকেতুর নিজস্ব একটা যুক্তি আছে, পঞ্চবটি আক্রমণ করার আগে নাগ ওষুধ সরবরাহ করার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে আমাদের কথা দিতে হবে।'

'কিন্তু সেটা অসম্ভব প্রভু।' পর্বতেশ্বর বললেন, 'কেবল নাগদের কাছেই ওই ওষুধ রয়েছে। নাগ ওষুধ পাওয়ার একমাত্র পথ হল যদি আমরা নাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আর কেমন করে আমরা নাগ অঞ্চল আক্রমণ আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো যদি না ব্রঙ্গরাজা বলে দেন যে পঞ্চবটি কোথায়?'

শিব দিবোদাসের দিকে ঘুরে বললেন 'নাগ ওষুধ পাওয়ার নিশ্চয় অন্য কোন উপায় আছে।'

'একটা উদ্ভট উপায় আছে প্রভু।' দিবোদাস বললেন।

'কি সে উপায়?'

'কিন্তু সে ভীষণই অদ্ভুত উপায় প্রভু।'

'সে ব্যাপারে আমাকে বিচার করতে দাও। কি সে পথ?'

'মধুমতী নদীর ওপারে এক দস্যু আছে।'

'মধুমতী?'

'এটা ব্রঙ্গ নদীরই একটা শাখা প্রভু, আমাদের দেশের পশ্চিমে।

'আচ্ছা।'

'গুজব আছে যে ওই দস্যু জানে কি করে নাগ ওষুধ তৈরি করা যায়। সে গুপ্ত কোন গাছের সাহায্যে এটা বানায় যেটা পাওয়া যায় মধুমতী নদীর ওপারে দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে।'

'তা দস্যু সেটা বিক্রি করে না কেন? কেন না একজন দস্যুর তো অর্থের প্রতি আগ্রহ থাকা উচিত।'

'সে একজন অদ্ভুত দস্যু প্রভু। গুজব শোনা যায় যে সে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মনত্ব ত্যাগ করে সে হিংস্র জীবনকে বেছে নিয়েছে। আমরা বেশিরভাগই বিশ্বাস করি যে তার মানসিক রোগ আছে। অর্থ সে বানাতে চায় নি, প্রত্যাখ্যান করেছে। মানসিকভাবে ক্ষত্রিয়দের প্রতি তার ঘৃণা আছে, আর কোন যোদ্ধা তার অঞ্চলে গেলেই তাকে সে মেরে ফেলে, এমনকি কোন দূর্ভাগ্য ক্ষত্রিয়ও যদি পথ হারিয়ে ফেলে তাও। এছাড়া কাউকেই সে নাগ ওষুধ দিতে চায় না, অপরিমিত সোনার বিনিময়েও না, কেবল তার দলের দুষ্কৃতির জন্যই সে ওষুধটা ব্যবহার করে।'

শিব ভুরু কুঁচকে বললেন 'কি উদ্ভট ব্যাপার!'

'সে একটা দানব। নাগদের থেকেও সে খারাপ। গুজব শোনা যায় এমনকি সে নিজের মায়েরও মাথা কেটে ফেলেছে।'

'হে ভগবান।'

'হ্যাঁ প্রভু। কেমন করে এমন এক পাগলের সঙ্গে আলোচনা করবেন?'

'নাগ ওষুধ পাওয়ার এছাড়া অন্য কোন পথ আছে কি?'

'আর কোন কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

'তাহলে আমাদের এই উপায়টাই বেছে নিতে হবে। ওই দস্যুকে অবশ্যই ধরতে হবে।'

'ওই দস্যুর নামটা কি দিবোদাস? ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন।'

'পরশুরাম।'

'পরশুরাম!' পর্বতেশ্বর চমকে উঠলেন এটা তো বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতারের নাম, যিনি বহু হাজার বছর আগে জীবিত ছিলেন।

'আমি জানি প্রধান সেনাপতি।' দিবোদাস বললেন, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতারের কোন গুণই এই দস্যুর মধ্যে নেই।'

অধ্যায় ১৩

ইছাওয়ারের মানুষখেকো

'মহর্ষি ভৃগু! এখানে?' দিলীপ চমকে উঠলেন।

ভৃগু যে মেলুহার রাজগুরু ছিলেন তা ভারতবর্ষের সমস্ত অভিজাতবর্গের জানা ছিল। তিনি সূর্যবংশী রাজবংশের প্রবল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাজেই অযোধ্যায় তাঁর আগমনের আকস্মিকতায় দিলীপ হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এটা বিরল মর্যাদারও বটে, কেননা ভৃগু এর আগে কোনোদিনই দিলীপের রাজধানীতে পদার্পণ করেননি।

'হ্যাঁ, মাননীয় সম্রাট' স্বদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী শ্যামন্তক জানালো।

দিলীপ তৎক্ষণাৎ মহলের সেই অংশের দিকে হাঁটা দিলেন—শ্যামন্তক যেখানে মহর্ষিকে রেখেছিলেন। আশানুরূপভাবেই ভৃগুর কক্ষটিকে স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা রাখা হয়েছিল—ঠিক তাঁর হিমালয়ের আবাসস্থলের মতোই। দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে ভৃগুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন। মহর্ষি, প্রভু, আমার নগরে, আমারই প্রাসাদে। কি সৌভাগ্য!'

ভৃগু হেসে মৃদু কণ্ঠে জানালেন, 'এ সৌভাগ্য আমারই মহান সম্রাট। আপনি ভারতবর্ষের জ্যোতি।'

দিলীপের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। ভুরু খাড়া হয়ে উঠেছিল তাঁর। 'গুরুজি, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?'

ভৃগু স্থিরদৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চেয়েছিলেন। 'ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছুই চাইনা, মাননীয় সম্রাট। এ জগতের সবই মায়া। আসলে যে আমাদের কিছুরই প্রয়োজন নেই—এই চূড়ান্ত সত্যটাই উপলব্ধি করতে হবে। কেননা

ভুল ধারণা নিয়ে থাকা কোনো কিছু না নিয়ে থাকারই সমান।'

দিলীপ হাসলেন। ভৃগুর কথা তাঁর মাথায় পুরোপুরি না ঢুকলেও এই ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো সাহসও তাঁর ছিল না।

'আপনার শরীর এখন কেমন আছে?' জানতে চাইলেন ভৃগু।

দিলীপ ভেজা সুতীবস্ত্রে ঠোঁট মুছলেন। তাঁর রাজবৈদ্য ঠোঁটে লাগানোর জন্য তাতে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আগের দিন সকালে স্বদ্বীপের সম্রাটের কাশির সঙ্গে সামান্য রক্ত বেরিয়েছিল। তাঁর বৈদ্যেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর আয়ু আর কয়েক মাস মাত্র। 'প্রভু, আপনার কাছে তো গোপনীয় কিছুই নেই।'

ভৃগু নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

'আমার কোনো অনুসোচনা নেই, প্রভু। আমি পুরো জীবনটাই উপভোগ করেছি। তৃপ্ত আমি।' দিলীপের হাসিতে জোর ছিল।

'ঠিকই। তা আপনার ছেলের কি খবর?'

দিলীপের চোখ কুঁচকে গেল। মিথ্যা কথা বলে কোনো লাভ নেই। ইনি যে মহর্ষি ভৃগু—অনেকের মতে সপ্তর্ষিদের উত্তরাধিকারী। 'মনে তো হয় ওর আমাকে হত্যার প্রয়োজন হবে না। ভাগ্যই ওর হয়ে কাজ সেরে দেবে। আর তাছাড়া, কপালের লিখন আর কেইবা খণ্ডাতে পারে।'

সামনে ঝুঁকলেন ভৃগু। 'ভাগ্য শুধুমাত্র দুর্বলদেরই নিয়ন্ত্রণ করে, মাননীয় সম্রাট। সবলেরা তাদের চাহিদা মতো ভাগ্যকে গড়ে নেয়।'

'কি বলছেন গুরুজী?' ভুরু কোঁচকালেন দিলীপ।

'কতদিন পর্যন্ত বাঁচতে চান আপনি?'

'তা কি আমার হাতে নাকি?'

'না। আমার হাতে।'

দিলীপ মৃদু হাসলেন। 'প্রভু সোমরসে কিছু হবে না। মেলুহা থেকে চোরাপথে প্রচুর পরিমানে আমদানি করেছিলাম। তা যে ব্যাধি নিরাময়ে অক্ষম—সেই কঠোর সত্য আমি জেনেছি।'

'মাননীয় সম্রাট, সোমরস সপ্তর্ষিদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়।'

'আপনি কি বলতে চান যে . '

'ঠিক।'

সামান্য পিছিয়ে গেলেন দিলীপ। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল তাঁর। 'আর—প্রতিদানে?'

'এই ঋণটুকু। শুধু মনে রাখবেন।'

'এ অনুগ্রহ যদি করেন গুরুজী, চিরকাল আপনার কাছে ঋণী থাকবো।'

'আমার কাছে নয়—ভারতবর্ষের কাছে ঋণী থাকুন। আর দেশের সেবা করার সময় যখন আপনার আসবে, আমি মনে করিয়ে দেবো।' জানালেন ভৃগু।

মাথা নাড়লেন দিলীপ।

— ⚹ —

দিনকয়েক পর, শিব, ভগীরথ, পর্বতেশ্বর, আনন্দময়ী, দিবোদাস, দ্রাপাকু, পূর্বক, নন্দী ও বীরভদ্রকে নিয়ে পদ্মার উদ্দেশ্যে এক রণতরী রওনা দিল। সঙ্গে প্রায় শ-পাঁচেক সৈন্য। কাশীর জন্যে যে বাহিনী রওনা দিয়েছিল তার প্রায় অর্ধেক আর শুধুমাত্র সূর্য্যবংশীরা। ভয়ানক দস্যু ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে শিব শুধুমাত্র শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিকদেরই চেয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল যে অতিরিক্ত বিশাল বাহিনী হয়তো ডাকাত দলকে বের করে আনার চেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ব্রঙ্গহৃদয়ের আতিথেয়তা উপভোগের জন্যে চারখানি রণতরী ও পাঁচশো চন্দ্রবংশীকে রেখে আসা হয়েছিল।

তবে রণতরীতে আয়ুর্বতী অবশ্যই ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর যে দক্ষতা, এখানে তার প্রয়োজন তো ছিলই। বিশেষত যেখানে আবার দিবোদাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ব্যাপারে সতর্কবার্তা দিয়ে রেখেছিল।

দিনকয়েক চলার পর রণতরী ব্রঙ্গনদের সেইখানটায় এসে পৌঁছলো যেখানে এসে মধুমতী শেষ হয়েছে। ব্রঙ্গদেশের পশ্চিমের কিনারা ধরে মধুমতী

বেয়ে তাঁরা সবচাইতে জনবিরল এলাকায় এসে পৌঁছেছিলেন। অঞ্চলক্রমে আরও বন্য হয়ে উঠছিল—তীরের দুধারে ঘন হয়ে আসছিল জঙ্গল।

'দস্যুর পক্ষে আদর্শ স্থান', বললেন শিব।

'যা বলেছেন প্রভু, আক্রমণ করার পক্ষে লোকবসতির যথেষ্টই কাছাকাছি জায়গাটা। অথচ দ্রুত গা ঢাকা দেওয়াও যায়—যা ঘন আর দুর্ভেদ্য। এ লোকটিকে ধরতে ব্রঙ্গেরা যে কেন ঝামেলায় পড়েছে তা বেশ বুঝতে পারছি'। জানালো দ্রাপাকু।

'দ্রাপাকু, আমাদের ওকে জীবিত ধরতে হবে। নাগা ওষুধের শুঁড়িপথ আমাদের জানা চাই-ই।'

'জানি, প্রভু। প্রধান সেনাপতি পর্বতেশ্বর তো ওই নির্দেশগুলো দিয়েই রেখেছেন।'

মাথা নাড়লেন শিব। জলের ওপরে শুশুকের নাচ—ঘন সুন্দরী গাছে পাখিদের কিচিরমিচির। একটা প্রকাণ্ড বাঘ নদী তীর ধরে হেলেদুলে চলছিল। এ যেন প্রকৃতির প্রাচুর্যের ডালি তুলে ধরা এক চিত্রপট। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উপহার উপভোগে মত্ত প্রতিটি প্রাণী।

'কি অপূর্ব স্থান, প্রভু,' বলে উঠলো দ্রাপাকু।

নিরুত্তর শিব একদৃষ্টিতে তীরের দিকে চেয়েছিলেন।

'প্রভু, আপনি কি কিছু দেখতে পেয়েছেন?' জানতে চাইলেন দ্রাপাকু।

'কেউ আমাদের সমানে লক্ষ্য করে চলেছে। আমি অনুভব করতে পারছি। আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।'

— ✻ —

পূর্বদিকের প্রাসাদে অনধিকার প্রবেশের পর থেকেই সতীর সাথে অতিথিগ্বের সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়ে উঠেছিল—যা প্রায় আত্মীয়তার মতো। গুপ্ত খবরের ভাগিদারী অনেক সময়েই সম্পর্ক স্থাপনের পথ হয়ে দাঁড়ায়। সতী তাঁর কথা রেখেছিলেন। কাউকে মায়ার ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও জানাননি—

এমনকী কৃত্তিকাকেও নয়।

অতিথিগ্ব রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাপারে নিয়মিতভাবে সতীর পরামর্শ নিতেন—তা সে যত তুচ্ছ ব্যাপারই হোক না কেন। লাগামছেঁড়া স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি চন্দ্রবংশী মনোভাবে সতীর বিচক্ষণ পরামর্শ সবসময়েই শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতো।

তবে এবারের ঝামেলাটা খানিকটা গোলমেলেই ছিল।

'মোটে তিনখানা সিংহ কি করে এত গোলমাল পাকাতে পারে?' সতী জানতে চাইলেন।

অতিথিগ্ব তাঁকে সবেমাত্র ইছাওয়ারের গ্রামবাসীদের সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে জানিয়েছিলেন। তারা বহু মাস ধরে বহুদিন ধরেই কাশীতে আসছেন। কাশী আবার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করছে অযোধ্যার কাছে—স্বদ্বীপের অধিরাজ তাঁরাই কিনা। তা এতদিন ধরে চন্দ্রবংশী আমলারা অশ্বমেধের চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিলেন। অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল একটাই বিষয় নিয়ে—পশুর আক্রমণ কি করে অযোধ্যার দেওয়া সুরক্ষার অঙ্গীকারের আওতায় আসতে পারে। আর কাশীর তো সেরকম কোনো যোদ্ধাই নেই যে এই কটা সিংহের বিরুদ্ধেও লড়াইতে নেতৃত্ব দিতে পারে।

'এখন কি করা যায় দেবী।'

ওদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব করেছিলো। সিংহগুলোকে ফাঁদে ফেলার চমৎকার কৌশল বের করেছিল। গ্রামবাসীরা যাতে দামামা বাজিয়ে হল্লা করে সিংহগুলোকে একটা ভালোভাবে ঢাকা দেওয়া গর্তের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল। গর্তের মধ্যে ছিল বিশাল বিশাল বর্শা। কিন্তু তাদের অবাক করে দিয়ে অধিকাংশ সিংহই ওমুখো হল না, আর চড়াও হল সেইখানে যেখানে গ্রামের শিশুদের সুরক্ষার জন্য জড়ো করে রাখা হয়েছিল।' অতিথিগ্ব জানালেন।

সতী কোনোমতে বিস্ময় চাপলেন।

অতিথিগ্বর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি ফিস ফিস করে জানালেন 'পাঁচটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।'

'করুণাময় প্রভু শ্রীরাম রক্ষা করুন। সতী আস্তে আস্তে বললেন।'

'জন্তুগুলো শিশুদের দেহগুলো টেনে নিয়ে যায়নি পর্যন্ত। ওরা বোধহয় ফাঁদে পড়া একটা সিংহের মৃত্যুর জন্য বদলা নিতে চেয়েছিল।'

'মাননীয় সম্রাট, ওরা মানুষ নয়' বিরক্ত হয়ে জানালেন সতী। 'ওদের না আছে রাগ, আর না আছে কোনো বদলার চাহিদা। জন্তুরা দুটো মাত্র কারণেই হত্যা করে—ক্ষিদে অথবা আত্মরক্ষা।'

কিন্তু তাহলে ওরা মারার পর দেহগুলো ফেলে রেখে গেল কেন?

'আপাতভাবে যা দেখা যাচ্ছে তার বাইরেও কিছু আছে কি?' সতী সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

'জানিনা, দেবী, আমি নিশ্চিত নই।'

'আপনার লোকেরা কোথায়?'

'ওরা এখনো ইছাওয়ারে। কিন্তু গ্রামবাসীরা ওদের আর ফাঁদ পাতায় বাধা দিচ্ছে। বলছে যে সিংহদের টোপ দিয়ে আনলে ওদের নিজেদের জীবন আরও বড় বিপদের মধ্যে পড়বে। ওরা চায় যে আমার রক্ষীরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে সিংহগুলোকে মারুক।'

'যা তারা করতে চায় না।'

'দেবী তারা যে চায় না তা নয়। তারা জানে না কিভাবে করতে হবে। তারা যে কাশীর নাগরিক। আমরা শিকার করি না।'

সতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'কিন্তু তারা লড়াইতে রাজী', অতিথিগ্ব জানালেন।

'আমি যাব'। সতী বললেন।

'কখনোই নয়, দেবী। অতিথিগ্ব বলে উঠলেন। আপনার কাছে আমার প্রত্যাশা তা নয়। আমি শুধু চাই যে আপনি সম্রাট দিলীপের কাছে সাহায্যের বার্তা পাঠান। উনি আপনার কথা ফেলতে পারবেন না।'

'মাননীয় সম্রাট, ওতে প্রচুর সময় যাবে। স্বদ্বীপের আমলাতন্ত্র যে কিভাবে কাজ করে তা আমার জানা আছে। আপনার লোকেরা মরতেই থাকবে।

আমিই যাবো। কাশী রক্ষীবাহিনীর দুটো দলকে আমার সাথে পাঠান।'

আমার সাথে আটজন সৈন্য আর ইছাওয়ারে তো জনা কুড়ি আছেই। ওতেই হয়ে যাওয়া উচিত।

সতীর জঙ্গলের ভেতরে ঢোকাটা *অতিথিগ্ব* চাইছিলেন না। তিনি সতীকে নিজের বোনের মতো স্নেহ করতে শুরু করেছিলেন। 'দেবী আমি সহ্য করতে পারবো না যদি আপনার . . .'

'আমার কিছু হবে না' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন সতী। এখন আগে কাশীর দুটো দলকে দায়িত্ব তো দিন। দুটো সিংহের জন্য ষাট জন যথেষ্ট হওয়া উচিত। ওই যে লোকটি সেনাপতি পর্বতেশ্বরকে ব্রঙ্গদের রক্ষায় সাহায্য করেছিল আমি চাই সেই সম্মিলিত বাহিনীর নেতা হোক। লোকটার নাম বোধহয় ছিল কাবস—তাই তো?'

অতিথিগ্ব মাথা নাড়লেন। 'দেবী, মনে করবেন না যে আপনার যোগ্যতায় আমার সন্দেহ আছে . . কিন্তু আপনি আমার বোনের মতো। আপনাকে আমি সবরকম বিপদের মধ্যে পড়তে দিতে পারি না। আমার মনে হয় না আপনার যাওয়া উচিত।'

'আর আমার মনে হয় আমাকে যেতে হবেই। নিরপরাধেরা মারা যাচ্ছে। প্রভু রাম আমার এখানে থাকাটা মেনে নেবেন না। হয় আমাকে একাই কাশী ছাড়তে হবে নয়তো চল্লিশ জন সৈন্যসমেত। আপনার কোনটা পছন্দ?'

— ⚘ —

নৌকা ধীরে দীরে মধুমতী ধরে চলেছে। পরশুরামের থেকে কোনো আক্রমণই হয়নি। শিবের রণতরীতে আগুন ধরাতে কোনো আগুনে নৌকো বেরোয়নি। নজরদারী বাহিনীকে জখম করতে ছুটে আসেনি কোনো তীর। কিচ্ছু না।

রণতরীর গলুইয়ের বেষ্টনীতে হেলান দিয়ে পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী দাঁড়িয়েছিলেন। দৃষ্টি মৃদুমন্দ বয়ে চলা মধুমতীর বুকে ধীরে ধীরে উদীয়মান সূর্যের প্রতিফলনের দিকে।

পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন, 'প্রভুই ঠিক। ওরা আমাদের নজর রেখেছে। আমি সেটা অনুভব করতে পারছি। আমারতো বিরক্তি ধরে যাচ্ছে।'

'তাই?' হাসলেন আনন্দময়ী। 'সারা জীবন ধরে লোকজন আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। আমারতো কখনো বিরক্তি ধরেনি!'

পর্বতেশ্বর তার বক্তব্যের মর্মার্থ বোঝাতে আনন্দময়ীর দিকে ফিরে হেসে ফেললেন। তিনি আসল মানেটা ধরতে পেরেছেন।

'প্রভু ইন্দ্রের জয় হোক। তোমায় হাসাতে পেরেছি তাহলে! কি ভাগ্যি' আনন্দময়ী উচ্ছ্বসিত হলেন।

'হ্যাঁ। ভালো, দস্যুরা এখনো কেন আক্রমণ করছে না আমি তাই নিয়ে বলছিলাম . . .' পর্বতেশ্বরের মুখের হাসিটা আরও বেড়ে গেল।

'এই মুহূর্তটা আর বারোটা বাজিও না।' পর্বতেশ্বরের কবজিতে হাতের পেছন দিক দিয়ে হালকা চাপড় মারলেন আনন্দময়ী। 'তুমি কি জানো হাসলে তোমাকে ভারী মিষ্টি লাগে। তোমার আরও বেশি করে হাসা উচিত।'

পর্বতেশ্বর লজ্জা পেলেন।

'আর লজ্জা পেলে আরও ভালো দেখায়', আনন্দময়ী হেসে উঠলেন।

পর্বতেশ্বর লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, 'মাননীয়া সম্রাটকন্যা . '

'আনন্দময়ী।'

'মানে?'

'আমাকে শুধু আনন্দময়ী বলো।'

'আমি? কিন্তু কি করে?'

'খুব সোজা? শুধু বলো আনন্দময়ী।'

পর্বতেশ্বর চুপ করে রইলেন।

'আমাকে আনন্দময়ী বলতে পারো না কেন?'

'আমি তা পারি না, দেবী। এটা ঠিক নয়।'

আনন্দময়ী নিঃশ্বাস ফেললেন। 'আচ্ছা, পর্বতেশ্বর আমাকে বলো তো

ঠিকটা কে নির্দিষ্ট করে?'

পর্বতেশ্বর ভুরু কোঁচকালেন। 'প্রভু রামের নিয়ম।'

'আর কোনো অপরাধের শাস্তি নিয়ে প্রভু রামের মূল নীতি কি ছিল?'

'একজনও নিরপরাধ লোকের শাস্তি পাওয়া উচিত নয়। আর কোনো একজন অপরাধীকেও ছাড়া যাবে না।'

'তাহলে তো তুমি তাঁর নিয়ম ভাঙছো।'

পর্বতেশ্বর ঘাবড়ে গেলেন। 'কি ভাবে?'

'এক নিরপরাধকে তার না করা অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে।'

পর্বতেশ্বরের ভুরু কুঁচকেই ছিল।

'আড়াইশো বছর আগে বহু অভিজাতই প্রভু রামের রীতিনীতি ভেঙে অপরাধ করেছিলেন। অপরাধ করেও তারা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ তো তাঁদের শাস্তি দেয়নি। আর আমাকে দেখ সে অপরাধের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। এমনকী আমি তখন তো জন্মাইনি। তবুও আজ আমাকে সেই অপরাধের জন্য শাস্তি দিচ্ছো।

'আমি আপনাকে শাস্তি দিচ্ছি না, দেবী। কি করে আমি তা পারবো।'

'হ্যাঁ, দিচ্ছো। তোমার অনুভূতি আমার জানা আছে। আমি তো আর অন্ধ নই। ইচ্ছা করে বোকা সাজবে না। এতে আমি অপমানিত হই।'

'দেবী।'

'প্রভু রাম হলে তোমাকে কি করতেন বলতো?' বাঁধা দিয়ে বলে উঠলেন আনন্দময়ী।

পর্বতেশ্বরের মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। নিচের দিকে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। 'আনন্দময়ী। দয়া করে বুঝবার চেষ্টা করুন। আমি চাইলেও পারি না . '

'ঠিক তখনই দ্রাপাকু গটগটিয়ে এসে দাঁড়ালো। 'প্রভু নীলকণ্ঠ আপনাকে যেতে অনুরোধ করেছেন মাননীয় সেনাপতি।'

পর্বতেশ্বর তাঁর জায়গায় সেঁটে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনও তিনি আনন্দময়ীর দিকে তাকিয়ে।

'প্রভু . . .।' দ্রাপাকুর গলা আবার শোনা গেল।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, দেবী। পরে আপনার সাথে কথা হবে।' পর্বতেশ্বর ফিসফিস করে বললেন।

মেলুহার প্রধান সেনাপতি ঘুরে চলে গেলেন। পেছনে দ্রাপাকু।

দ্রাপাকু চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হিসহিসিয়ে বলে উঠলেন আনন্দময়ী, 'আর সময় পেলো না।'

— ⅄ⓄⓊ↑⊛ —
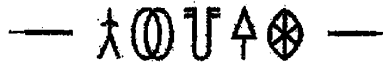
'দেবী আপনাকে কি যেতেই হবে?' ঘুমন্ত কার্তিককে দোলাতে দোলাতে বললো কৃত্তিকা।

ভাবাচ্যকা খেয়ে কৃত্তিকার দিতে তাকালেন সতী, 'কৃত্তিকা, নিরপরাধেরা মরছে। আমার কি আর অন্য কোন পথ আছে?'

কার্তিকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো কৃত্তিকা।

সতী বলে উঠলেন, 'আমার ছেলে বুঝতে পারবে। ও হলেও তাই করতো। আমি যে ক্ষত্রিয়। দুর্বলের রক্ষা করা আমার ধর্ম। আর যে কোন কিছুর আগে ধর্ম।'

লম্বা শ্বাস টেনে ফিসফিস করে কৃত্তিকা বললো, 'আমারও তাই মত দেবী।'

সতী মৃদুভাবে কার্তিকের মুখে হাত বোলালেন। 'ওর ঠিকঠাক খেয়াল রাখার জন্য আমার প্রয়োজন। ওই তো আমার জীবন। মাতৃত্বের আনন্দ তো আমি আগে কখনো পাইনি। কখনো ভাবতেও পারিনি শিবকে যা ভালবাসি সে রকম ভালবাসার আর কেউ থাকবে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই কার্তিক .।'

'কৃত্তিকা হেসে সতীর দিকে তাকালো। সম্রাটকন্যার হাত ছুঁয়ে বললো, 'ওর খেয়াল আমি রাখবো। ও যে আমারও জীবন।'

নাগ মানবপ্রভু চম্বল নদীর ঠাণ্ডা জলে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। দুহাতে অঞ্জলী ভরে জল নিয়ে আস্তে আস্তে বিড়বিড় করছিলেন। তারপর তিনি মুখে হাত বোলালো।

তাঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা রানী ভুরু তুললেন। 'প্রার্থনা নাকি?'

'প্রার্থনায় লাভ হবে কিনা তা জানি না। মনে হয় না যে ওই ওপারে যারা আছে তারা কেউ আমার কথা ভাবে।'

নাগ রানী হেসে ফেলে আবার নদীর দিকে তাকালেন।

'কিন্তু কখনো কখনো এমন সময়ও আসে যখন সর্বশক্তিমানের সাহায্য নিতে দ্বিধা হয় না। ফিসফিস করে নাগ বললেন।

রানী তাঁর দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন। আস্তে আস্তে উঠে তিনি আবার মুখোশ পরে নিলেন। আমি খবর পেয়েছি যে সে কাশী ছেড়ে ইছাওয়ারের দিকে রওনা দিয়েছে।'

নাগ গভীর শ্বাস টেনে আস্তে আস্তে উঠলো ও মুখোশে আবার মুখ ঢাকলো।

'ওর সাথে মাত্র জনা চল্লিশেক সৈন্য।'

নাগের নিঃশ্বাসের ওঠাপড়া দ্রুততর হল। কিছুটা দূরে বিশ্বদ্যুম্ন একশো ব্রঙ্গ সৈন্য নিয়ে চুপচাপ বসেছিল—এটাই সঠিক সময় হতে পারে। দুলক্ষ লোকের ঠাসা নগরে ওঁকে পাকড়ানো প্রায় অসম্ভবেরই সামিল। ইছাওয়ারের দূরত্ব ওকে ধরতে সুবিধা করে দেবে। আর শেষ পর্যন্ত সংখ্যায় বেশি থাকার সুবিধা তো আছেই। নাগের নিঃশ্বাসের ওঠাপড়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। নিজের স্বরকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে করতে ফিসফিসিয়ে বললেন, এ তো ভালো খবর।'

'রানী হেসে আস্তে করে তাঁর কাঁধ চাপড়ালেন। ভয় পেয়ো না, বাছা আমার, তুমি একা নও। আমি তোমার সাথে আছি। প্রত্যেক পদক্ষেপে।'

নাগ মাথা নাড়লো। তার চোখ সরু হয়ে এল।

— ⅄ⓞU↑⊛ —

সতী যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে ইছাওয়ারে ঢুকলেন তখন সবে দ্বিতীয় প্রহর শুরু হচ্ছে। তার পাশে ছিল কাবস। গ্রামের প্রান্তে বিশাল চিতা জ্বলছে দেখে তিনি চমকে উঠে দ্রুত ঘোড়া ছোটালেন। পেছনে অন্যান্যরা।

আতঙ্কিত একজন প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দৌড়ে এল। হাত নাড়তে নাড়তে বললো 'দয়া করে চলে যান! দয়া করুন।'

সতী তাকে পাত্তা না দিয়ে বিশাল চিতাটার দিকে এগোতে থাকলেন।

'আপনি আপনাকে অবহেলা করতে পারেন না। আমিই ইছাওয়ারের মোড়ল।'

সতী গ্রামবাসীদের মুখ লক্ষ্য করলেন। প্রত্যেকটির মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

'আপনাদের আসার পর থেকেই অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে' মোড়ল চেঁচিয়ে উঠলো।

সতী ব্রাহ্মণকে দেখলেন মৃতদের আত্মাকে সদগতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে। তিনি সদ্য সদ্য চিতার কাছে পূজা সেরে উঠেছিলেন। উনিই বোধহয় একমাত্র যিনি শান্ত রয়েছেন।

সতী ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। 'কাশীর সৈনিকরা কোথায়?'

ব্রাহ্মণ বিশাল চিতাটার দিকে 'ওই ওখানে' দেখালেন। 'ওর মধ্যে'।

'কুড়িজনের সবাই?' স্তম্ভিত সতী জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রাহ্মণ মাথা নাড়লেন। 'গত রাত্রে ওরা সিংহের হাতে মারা পড়েছে। আমাদের গ্রামবাসীদের মতোই আপনার সৈনিকদেরও কোনো ধারণাই ছিল না যে তারা কি করছে।'

সতী চিতার চারধারে নজর বোলালেন। জায়গাটা খোলা। গ্রামের সামান্য বাইরেই। সোজা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। একদম বাঁয়ে কিছু কম্বল পড়ে

আছে। আর আছে শিবিরের সামনের জ্বালানো আগুনের পোড়া অবশিষ্টাংশ। পুরো জায়গাটা রক্তে একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে।

'ওরা এখানেই ঘুমিয়েছিল?' সতী আতঙ্কে বলে উঠলেন। ব্রাহ্মণ শুধু মাথা নাড়লেন।

'এতো আত্মহত্যার জায়গা—চারদিকে মানুষখেকো সিংহের মধ্যে! প্রভু রামের দিব্যি, রাতে ওরা এখানে শুয়েছিল কেন?'

ব্রাহ্মণ মোড়লের দিকে তাকালেন।

'সিদ্ধান্তটা ওদেরই ছিল!' মোড়ল নিজেকে বাঁচাতে বলে উঠলো।

'মিথ্যা বলবে না। সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি ওদের ছিল না।' ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন।

'সূর্য্যাক্ষ! আমাকে মিথ্যাবাদী বলছো। এত বড় সাহস!' মোড়ল বলে উঠলো। 'আমি তো বলেছিলাম যে কোনো ঘরে ওদের অস্তিত্ব সিংহদের ডেকে আনবে আর সাথে আসবে মৃত্যু। কোনো ঘরে না থাকার সিদ্ধান্তটা ওদের নিজেদের ছিল।'

'তুমি কি সত্যিই মনে কর যে সিংহেরা শুধু সৈনিকদের প্রতিই আগ্রহী। তোমার ধারণা ভুল।' বলে উঠলেন সূর্যাক্ষ।

সতী আর কান দিচ্ছিলেন না। কাশীর সৈন্যেরা যেখানে মারা পড়েছিল সেখানটা তিনি ঘুরে দেখছিলেন। রক্তে মাংসে মাখামাখি হয়ে থাকলেও জায়গাটায় তিনি কিছু সিংহের বা সিংহির পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তা অন্ততঃ সাতখানা আলাদা আলাদা ছাপ তো ছিলই। ওদের পাওয়া তথ্য যে ভুল তা একেবারে পরিষ্কার। তিনি ঘুরে গরগর করে উঠলেন, এখানে কটা সিংহ ছিল?'

'দুটো' মোড়ল বলে উঠলো। 'আমরা কখনোই দুটোর বেশি সিংহ দেখিনি। তিন নম্বরটা ফাঁদে মারা পড়েছে।'

সতী তাকে পাত্তা না দিয়ে সূর্যাক্ষের দিকে তাকালেন। ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে জানালেন, 'ছাপ দেখে বিচার করলে অন্ততঃ পাঁচ থেকে সাত।'

সতী সম্মতি জানালেন। সূর্যাক্ষই একমাত্র ব্যক্তি যে তার বক্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলেই মনে হয়। গ্রামের দিকে ফিরে সতী সূর্যাক্ষকে বললেন, 'আমার সাথে চলুন।'

সাত। তার মানে অন্ততঃ পাঁচখানা সিংহী। সিংহের পাল হিসাবে ঠিকই। কিন্তু মরাটাকে ধরলে তো পালে তিনটা সিংহ হয়? অদ্ভুত। সাধারণত পালে একটা পূর্ণবয়স্ক মদ্দা থাকে। কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে!

'আমাদের যতটা বলা হয়েছিল ও তার চাইতে অনেক বেশি চালাক' শিব বললেন। 'এই এতগুলো সপ্তাহ ধরে আমাদের সমস্ত ফন্দি বানচাল করে দিয়েছে।'

সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে। রণতরী নোঙর ফেলেছে একদম তীর ঘেঁষে। মধুমতীর সাথে বয়ে চলা পলির আধিক্যের জন্য মধুমতী সবসময়েই গতিপথ পরিবর্তন করে চলে আর ওই সব পলি থিতু হয়ে জমে জমে প্রাকৃতিক বাঁধের উদ্ভব হয়। ফলে নদীর বর্তমান গতিপথের দুধারে বহু নতুন চর জেগে উঠেছিল। জায়গুলো নেড়া, গাছপালা নেই। কাজেই ঘোরতর লড়াইয়ের জন্য যথেষ্ট খোলা স্থান ছিল। শিব রণতরীকে এইরকমই একটা চরের কাছাকাছি রেখেছিলেন। গাছগুলির দিকে তীর ছুঁড়ে চলেছিলেন— পরশুরামকে খুঁচিয়ে খোলা স্থানে বের করে আনা যাবে এই আশায়। তা এখন অবধি তো সে ছক সফল হয়নি।

পর্বতেশ্বর সায় দিলেন। 'ঠিক প্রভু। ও রাগে অন্ধ হয়ে ক্ষেপে আমাদের আক্রমণ করবে তা নয়।

শিব নদীর চরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

'আমার মনে হয় রণতরীটাই কারণ', পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন।

'হুমম্, আমাদের বাহিনীতে কতজন তা ও বুঝে উঠতে পারছে না।'

পর্বতেশ্বর সম্মতি জানালেন। 'প্রভু ওকে টোপ দিয়ে বের করে আনতে গেলে আমাদের আরও ঝুঁকি নিতে হবে।'

'আমি একটা কৌশল ঠাওরেছি। খানিকটা এগিয়েই আরেকটা চর আছে। আমি ভাবছি শখানেক লোক নিয়ে তীরে নামবো। সেনাদের নিয়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকলেই রণতরী ফিরে যাবে—পরশুরামের যাতে এই ধারণা হয় যে সেনানায়কদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। আর রণতরী আমাদের ফেলে রেখে ব্রঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। এদিকে আমি জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতেই থাকবো আর ওকে খুঁচিয়ে চরের উপর বের করে আনবো। একবার ওকে ওখানে পেলেই সংকেত হিসাবে অগ্নিবান ছাড়ব।' ফিসফিস করে জানালেন শিব।

'তারপরই ভগীরথ দ্রুত রণতরীতে উঠবে আর ছিপগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে চারশো সৈন্যসমেত এই তীরে নেমে ওদেরকে বাগে আনবে। শুধু দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রভু। ওদের পেছনদিকটা যেন নদীর দিকে থাকে। যাতে ছিপ পৌছালে ওরা পালাতে না পারে। আর আরেকটা জিনিস অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে—রণতরী যেন শুধু পালের উপর নির্ভর না করে। দাড়িদের উপরেও নির্ভর করতে হবে। গতিটাই আসল।'

শিব হাসলেন। 'একেবারে ঠিক। শুধু আরেকটা কথা। তীরে আমরা নয়। শুধু আমি। আমি আপনাকে ওই রণতরী চাই।'

'প্রভু।' আর্তনাদ করে উঠলেন পর্বতেশ্বর। 'আমি আপনাকে ওই ঝুঁকি নিতে দিতে পারি না।'

'পর্বতেশ্বর, আমি ওই বেজন্মাকে ভুলিয়ে বাইরে আনবো। কিন্তু আমার পেছনদিকটার লক্ষ্য রাখার জন্য আপনাকে আমার চাই। ছিপ সময়মতো এসে না পৌছালে আমরা কচুকাটা হব। আমাদের তো চেষ্টা থাকবে ধরার, মারার নয়। কিন্তু ও সে সংযম দেখাবে না।'

'কিন্তু, প্রভু . . .' পর্বতেশ্বর তাও কিন্তু কিন্তু করছিলেন।

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি পর্বতেশ্বর। রণতরীতে আপনাকে আমার চাই। আমি আপনাকেই শুধু বিশ্বাস করি। আগামীকাল সেই দিন।'

— ⋆ —

ইছাওয়ারের একমাত্র খালি ঘর এই পাঠশালাটার দিকে দেখিয়ে সতী

জানালেন, এখানটাতেই আমরা শিবির করবো।' ওটার কোনো দরজা ছিল না। ছিল না সিংহগুলোর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপায়। তবে একটা উঁচু দালান ছিল আর ওপরে ওঠার সিঁড়ির ধাপগুলো প্রতিরক্ষা হিসাবে ছিল।

তখন তৃতীয় প্রহরের মাঝামাঝি। দিনের শেষ হতে আর মাত্র ঘন্টাকয়েক বাকি যেটা সিংহদের আক্রমণ করার সবচেয়ে পছন্দের সময়। সমস্ত গ্রামবাসী তাদের ঘরের আগলের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। আগের রাত্রে কাশী সৈন্যদের নৃশংসভাবে মারা পড়াটা তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তারা ভেবেছিল মোড়লই হয়তো ঠিক ছিল। কাশীর সৈন্যদের উপস্থিতিতেই দুর্ভাগ্য এসেছিল।

মোড়ল সতীর পেছনে হাঁটছিলেন। তাঁর পেছনে আবার সূর্যাক্ষ। 'আপনারা ফিরে যান বাইরের লোকেদের উপস্থিতিতে অশরীরীরা ক্ষেপে যাচ্ছে।'

সতী তাকে পাত্তা না দিয়ে কাবসের দিকে তাকালেন। 'দালানের উপর আমাদের লোকেদের জড়ো করো আর ঘোড়াগুলোকেও ওপরে তুলে নাও।'

কাবস মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েই আদেশ পালন করতে দৌড়ালো।

মোড়ল বলে যাচ্ছিল, 'দেখুন, আগে ওরা শুধু জন্তুদের মারছিল। আর এখন তারা মানুষও মারছে। সব আপনার সেনাদের জন্য। আপনারা চলে গেলেই অশরীরীরা শান্ত হয়ে যাবে।'

সতী মোড়লের দিকে ফিরলেন। 'ওরা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে। রক্ষার কোনো উপায় নেই। হয় তোমরা গ্রাম ছাড় নতুবা আমাদের এখানে থেকে তোমাদের রক্ষা করতে দাও যতক্ষণ না সমস্ত সিংহগুলো মারা হচ্ছে।'

'আমার মতে তুমি গ্রামবাসীদের জড়ো কর। কাল সকালেই আমরা চলে যাব।'

'আমরা মাতৃভূমি ছাড়তে পারবো না!'

'আমি তোমায় লোকেদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না। কাল আমি

চলে যাব আর তোমার লোকেদেরও নিয়ে যাব। তুমি নিজে কি করবে তোমার ব্যাপার।'

'আমার লোকেরা ইছাওয়ার ছাড়বে না। কখনো নয়', সূর্যাক্ষ মুখ খুললেন। 'গ্রামবাসীরা আমার কথা যদি শুনতো তো আমরা অনেক আগেই এখান ছেড়ে চলে যেতাম। আর এই ভোগান্তি আর হত না।'

'তোমার বাবা যেমন পুরোহিত ছিলেন তার অর্ধেকও যদি তুমি হতে তাহলে একটা পূজা অর্চনা করে অশরীরিদের শান্ত করতে আর সিংহদের তাড়াতে পারতে।' তেড়ে উঠলো মোড়ল।

'মুর্খ। পূজা ওদের তাড়াতে পারবে না। এটা কি তুমি ধরতেই পারছো না? সিংহরা এ জায়গাটা চিহ্নিত করেছে। ওরা মনে করছে যে আমাদের গ্রামটা ওদের এলাকার মধ্যে। এখন বিকল্প মোটে দুটো। লড়াই বা পলায়ন। লড়তে যে আমরা চাই না সেটাতো পরিষ্কার। আমাদের পালাতে হবে।'

বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন সতী। 'যথেষ্ট হয়েছে। সিংহরা যে তোমাদের বাগে পেয়েছে তাতে কোনো আশ্চর্য নেই। ঘরে যাও। কাল দেখা হবে।'

সতী পাঠশালার সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন। সিঁড়ির মাঝামাঝি প্রচুর কাঠকয়লা জড়ো করা দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। সেটাকে লাফিয়ে টপকে তিনি আবার উঠতে লাগলেন। দালানে ঢুকতেই বাঁদিকে একটা বিশাল কাঠের স্তূপ তাঁর চোখে পড়লো।

কাবসের দিকে ফিরলেন তিনি। 'রাত্রিটা কাটবার পক্ষে যথেষ্ট কি?'

'হ্যাঁ, দেবী।'

জঙ্গলের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সতী ফিসফিস করে বললেন, 'সূর্য ডোবার সাথে সাথেই সিঁড়ির কয়লাতে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

সামনে তাকাতেই তাঁর চোখে পড়লো একটা ছাগল বাঁধা আছে। সিংহগুলো কাশীর সৈন্যদের যেখানে মেরেছিল সেই জায়গাটায়। উঁচু জায়গা থেকে একেবারে তীরের নাগালের মধ্যে। তিনি ধরে নিলেন অন্তত কিছু সিংহের উপরে তীর চালাতে তো পারবেনই। টোপটা কাজে দেবে এই আশায় দালানে বসে তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন।

অধ্যায় ১৪

মধুমতীর লড়াই

শিব, পর্বতেশ্বর, ভগীরথ, দ্রাপাকু ও দিবোদাস রণতরীর পেছনের দিকে বসেছিলেন। চাঁদের দেখা নেই। পুরো অঞ্চলটা অন্ধকারের ঘোমটায় ঢাকা। জঙ্গল একদম নিস্তব্ধ। আছে শুধু অবিরাম ঝিঁঝি পোকার ডাক। এসব স্বাভাবিকভাবেই তাদের গলার আওয়াজ নামিয়ে দিয়েছিল।

'অসুবিধাটা যে জায়গায় সেটা হল আমরা কি করে ওকে বোঝাবো যে একটা বিদ্রোহ হয়েছে আর ওকে পুরো বাহিনীর বদলে শুধু শখানেক লোকের সাথে লড়তে হবে', ফিসফিস করে বললেন শিব।

দিবোদাস বিড়বিড় করলো, 'ওর গুপ্তচরেরা সবসময় আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছে। কাজটা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। কয়েক পলের জন্যও আমাদের পাহারা শিথিল করা চলবে না।'

শিব হঠাৎ চমকে উঠলেন। হাত নেড়ে ইশারায় সবাইকে কথাবার্তা চালিয়ে রাখতে বলে তিনি আস্তে করে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে নৌকার বেষ্টনীর দিকে গেলেন। নিঃশব্দে ধনুক নিয়ে চুপিসাড়ে তাতে তীর লাগালেন। তারপরেই বিদ্যুৎচমকের মতো বেষ্টনীর ওপরে উঠে তীর ছুঁড়লেন। একটা তীব্র যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ কানে এল। দস্যুদলের একজন সাঁতরে নৌকার দিকে আসছিল। সে ঘায়েল হয়েছে।

'কাপুরুষ! বেরিয়ে আয়! মরদের মতো লড়!' হুঙ্কার ছাড়লেন শিব।

তাই আচমকা ঝামেলায় জন্তুরা আঁতকে উঠতে জঙ্গলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হল। পাখিরা জোরে ঝটপট করে উঠল। সাথে হায়নার হাসি, বাঘের

গর্জন, হরিণের চিৎকার। নদীতে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ উঠল। বোধহয় কেউ আহত সঙ্গীকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে। শিব যেন ডালপালা ডাঙার আওয়াজ পেলেন বলে মনে করলেন। যেন কেউ কিছু ভেঙে ঢুকলো আর পিছিয়ে গেল।

সাথীরা দৌড়ে আসতে শিব ফিসফিস করে বললেন, 'আঘাতটা মারণ আঘাত ছিল না। আমাদের পরশুরামকে জ্যান্ত চাই। এটা যেন মনে থাকে। এটাই আমাদের কাজটাকে আরও শক্ত করে তুলেছে। কিন্তু ওকে আমাদের জীবিতই চাই।'

তারপরই তারা জঙ্গল থেকে ভেসে আসা একটা কড়া গলা শুনতে পেলেন। **'নৌকা থেকে বেরিয়ে আসছিস না কেন রে? তারপর তোকে দেখাবো মরদ কেমন লড়াই করে।'**

শিব হাসলেন, 'ব্যাপারটা জমে গেছে।'

— ⚹ —

সতী ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন। কোন আচমকা আওয়াজে নয়। আওয়াজ থেমে গিয়েছিল বলে।

বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলেন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

দুজন সৈন্য খোলা তলোয়ার হাতে সিঁড়ির একদম উপর থেকে আগুনটার উপর লক্ষ রেখেছে।

'আরও কাঠ দাও' সতী ফিসফিস করে বললেন।

সৈন্যদের একজন তৎক্ষণাৎ উঠে গুঁড়ি মেরে কাঠের স্তূপের দিকে গেল আর সিঁড়ির মাঝখানের গনগনে আগুনে আরও কিছু কাঠ ফেলে দিল। এর মধ্যে সতী পা টিপে টিপে ধারের দিকে গিয়েছিলেন। ছাগলটা সারা রাত ধরে প্রাণপণে ডেকে চললেও এখন চুপ।

বেষ্টনীর উপর দিয়ে চুপিসাড়ে উঁকি মারলেন তিনি। চারদিকে কুচকুচে কালো রাত্রির ঘোমটা ফেলা। কিন্তু এই জায়গাটা আগুনটার শিখায় কিছুটা আলোকিত হয়েছে। ছাগলটা তখনও সেখানে। আর দাঁড়িয়ে নেই। পেছনের

পা দুটোর উপর বসে প্রচণ্ড কাঁপছে।

'দেবী, ওরা কি এসে গেছে?' সতীর পাশে চুপচাপ হামাগুড়ি দিয়ে এসে *কাবস* জানতে চাইলো।

'হুঁ', সতী ফিসফিস করে বললেন।

'একটা হালকা গম্ভীর গর্জন তাঁদের কানে এল। জঙ্গলের যে কোন জ্যান্ত প্রাণীকে সন্ত্রস্ত করে তোলার পক্ষে আওয়াজটা যথেষ্ট। কাবস বাহিনীর বাকিদের দ্রুত জাগিয়ে তুললো। তারাও তলোয়ার বাগিয়ে সিঁড়ির শেষের দরজাটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল যাতে সিংহদের আক্রমণের ওই পথটা আগলে রাখা যায়। সতী ছাগলটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপরই কিছু একটা আস্তে ঘষ্‌টে নিয়ে যাওয়ার শব্দ তাঁর কানে এল। তিনি দৃষ্টি প্রখর করলেন। এক, দুই, তিন, চার। এটাতো পালের পুরোটা নয়। চতুর্থ সিংহটা যেন কি একটা ঘষ্‌টে আনছে বলে মনে হচ্ছে।

'হায় ভগবান' সতী আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন।

ঘষ্‌টে আনা দেহটা গ্রামের পুরোহিত সূর্যাক্ষের। তার হাতটা একটু আধটু নড়ছে। এখনও বেঁচে। তবে প্রায় না থাকারই মতো।

সবচেয়ে বড় সিংহটা পুরোপুরি দেখা গেল। নিঃসন্দেহে পালের গোদা সেটাই। অস্বাভাবিক বড়। সতীর এ পর্যন্ত দেখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। কিন্তু তবুও কেশরটা অতটা ঘন নয়। পরিষ্কারভাবে হয়তো বছরখানেকের বেশি বয়স নয়।

তারপরই সতীর মাথায় একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ এল। তিনি দলপতির চামড়ার দিকে তাকালেন। তাতে বাঘের মতো ডোরাকাটা দাগ। একবারেই বাচ্চা নয়! মানসিক ধাক্কায় তার দম বন্ধ হয়ে এল। 'বাংহ' 'কি?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো কাবস।

বিরল জানোয়ার। সিংহ আর বাঘিনী প্রসূত। মা বাপের প্রায় দ্বিগুণ বড়ো চেহারা হয়। আর হিংস্রতায় তো শতগুণ।

বাংহ দুলকি চালে ছাগলটার কাছে এল। ছাগলটা সামনের পা ভেঙে মাটিতে বসে গেল। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অপেক্ষায়—আতঙ্কিত সে। কিন্তু বাংহ

আক্রমণ করল না। সে শুধু ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ছাগলটার চারপাশে ঘুরতে লাগলো। সে টোপের সাথে খেলছিল।

সূর্যাক্ষকে ঘষটে আনা সিংহটা তাঁর দেহ ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের পায়ে কামড়াতে ঝুঁকলো। সূর্যাক্ষের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠার কথা। কিন্তু ঘাড় থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছিল। তার যে জোরই ছিল না। যে সিংহটা সূর্যাক্ষের পা চিবোচ্ছিল তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বাংহটা গর্জে উঠল। উত্তরে সিংহটাও গরগর করে উঠলেও পিছিয়ে গেল। সূর্যাক্ষকে এখনই খেয়ে ফেলা হোক সেটা বাংহ যে চায়না সেটা পরিষ্কার।

বাংহটা সম্প্রতি দলপতি হয়েছে। প্রতিবাদ করার ক্ষমতা অন্ততঃ অন্য সিংহটার এখনো আছে।

পেছনে সিংহীগুলোকে নিয়ে বাংহটা আবার ঘুরে ছাগলটার দিকে গেল। পেছনের পা তুলে জায়গাটার চারপাশে পেচ্ছাব করলো। জায়গার মালিকানা আবার নিশ্চিত করে সে হুঙ্কার ছাড়লো। জোরালো গম্ভীর হুঙ্কার।

বার্তাটা পরিষ্কার। এটা তার এলাকা। এর মধ্যের যে কোনো প্রাণী তার শিকার।

সতী নিঃশব্দে তাঁর ধনুকে হাত বাড়ালেন। বাংহ মরলেই পালের আগ্রাসন থমকে যাবে। তিনি ধীরে ধীরে তীর লাগিয়ে লক্ষস্থির করলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর তীর ছাড়ার সাথে সাথেই বাংহ সূর্যাক্ষের দেহতে হোঁচট খেল। তীর তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পেছনের সিংহীর চোখের গভীরে গেঁথে গেল। সে যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। সাথে বাকিরাও। কিন্তু বাংহটা ঘুরে হুঙ্কার ছাড়লো। এই অনধিকার কাজে হিংস্রভাবে দাঁত খিঁচিয়ে উঠে থাবা বাড়িয়ে সূর্যাক্ষের মুখে জোরালো আঘাত হানলো। ভয়ংকর আঘাত। সতী আবার তীর চড়িয়ে ছুঁড়লেন। এবারেরটা বাংহোর কাঁধে বিঁধলো। সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে পিছিয়ে গেলো।

'সিংহীটা তাড়াতাড়িই মরবে', সতী বলে উঠলেন।

'কিন্তু বাংহ ফিরে আসবে। আগের থেকে আরও ক্ষেপে গিয়ে। কাল আমাদের গ্রামবাসীদের নিয়ে চলে যাওয়া উচিত' কাবস মন্তব্য করলো।

সতীও সম্মতি জানালেন।

রাত কেটে সবে সূর্য বেরিয়ে এসেছে।

'তোমাদের যেতেই হবে। তোমাদের আর কোনো উপায় নেই', সতী বললেন। সুস্পষ্ট ব্যাপারটা নিয়ে যে তাঁকে গ্রামবাসীদের সাথে তর্ক করতে হচ্ছে সেটা তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

তখন দ্বিতীয় প্রহরের শুরু। চিতার আগুন তখন সূর্যাক্ষের দেহ গ্রাস করছে। চিতার পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁরা। দুঃখের কথা এই যে তাঁর নির্ভীক আত্মার জন্য প্রার্থনা করার কেউ ছিল না।

'ওরা আর আসবে না।' মোড়ল যা বলে তাই ঠিক।

সিংহগুলো আর ফিরে আসবে না। এক গ্রামবাসী বলে উঠলো।

'কি যাতা বলছো। বাংহ তার এলাকা চিহ্নিত করে দিয়েছে। তোমরা হয় ওকে মারো নয়তো এ জায়গা ছাড়ো। তৃতীয় কোন বিকল্প নেই। তোমাদের এ জায়গায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেবে না ও। পালের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে যে।' সতী যুক্তি দেখালেন।

এক গ্রাম্য মহিলা তর্ক করতে এগিয়ে এল। 'অশরীরীরা সূর্যাক্ষের রক্তে কিছুটা তৃপ্ত হয়েছে। খুব বেশি হলে আমাদের আরেকটা বলি দিতে হবে আর তাহলেই ওরা চলে যাবে।'

'আবার একটা বলিদান?' হতবুদ্ধি সতী বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ', জানালেন মোড়ল। 'গ্রামের মেথর রাকী গ্রামবাসীদের মঙ্গলার্থে তাঁর পরিবার সমেত আত্মবলিদানে ইচ্ছুক।'

সতী ঘুরেই রোগা ছোটখাটো ছিপছিপে চেহারার একজনকে দেখতে পেলেন। গত কয়েক দিন ধরেই জ্বালানি কাঠ জোগাড় আর সৎকারের মত গুরুভার দায়িত্ব বহন করছে। তাঁর পেছনেই তার মতন পুঁচকে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে। মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। তার ধুতি ধরে দাঁড়িয়ে দুটো বাচ্চা। বয়স দুই-

তিনের বেশি নয়। পরণে ছেঁড়ামেড়া লেংটি ছাড়া কিছু নেই প্রায়। তাদের বাপমা তাদের জন্য কি নিয়তি বেছে নিয়েছে তার কোন বোধই নেই তাদের।

সতী মোড়লের দিকে ফিরলেন। মুষ্টিবদ্ধ হাত। 'এই গরীব লোকটি আর তার পরিবারের ক্ষমতা সবচাইতে কম বলে একে বলি দিচ্ছো? এ অন্যায়!'

'না, দেবী, মেথর বলে উঠলো। 'এ আমার নিজের বেছে নেওয়া। আমার কপাল। আগে জন্মের কর্মের ফলে এজন্মে নীচকূলে জন্ম হয়েছে। আমি ও আমার পরিবার গ্রামের মঙ্গলের জন্যে নিজেদের ইচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করছি। সর্বশক্তিমান আমাদের ভাল কাজ দেখবেন এবং পরের জন্মে আশীর্বাদ করবেন।'

সতী বললেন, 'তোমার সাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু এভাবে সিংহদের থামানো যাবে না। যতক্ষণ তোমাদের তাড়াচ্ছে অথবা তোমরা মরছো ওরা থামবে না।'

'আমাদের রক্ত ওদের তৃপ্ত করবে, দেবী। মোড়ল আমাকে তাই বলেছেন। আমিও এ ব্যাপারে নিশ্চিৎ।'

সতী কঠোরভাবে মেথরের দিকে তাকালেন। যুক্তি দিয়ে তো আর কখনো অন্ধ কুসংস্কারের জয় করা যায় না। তিনি চোখ নামিয়ে তার বাচ্চাদের দেখলেন। তারা একে অপরকে খোঁচাচ্ছে আর খিলখিল করে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। তারা হঠাৎ থেমে তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকালো। এই বিদেশী মহিলা কেন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে তাই ভাবতে লাগলো।

এ আমি হতে দিতে পারি না।

'আমি এখানে ততক্ষণ থাকবো যতক্ষণ না প্রত্যেকটা সিংহ মারা পড়ে। কিন্তু তুমি নিজেকে বলি দেবে না। তোমার পরিবারকেও নয়। বুঝেছো?'

মেথর সতীর দিকে তাকালো। এই পরামর্শ তার কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। সে হতভম্ভ হয়ে পড়েছিল। সতী কাবসের দিকে ফিরতেই কাবস সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের নিয়ে পাঠশালার দিকে হাঁটা দিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তর্কবিতর্ক করছিল। ঘটনা পরম্পরা এরকম বাঁক নেওয়ায় স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছিল তারা।

— ⅄ⓄⅡ↑⊛ —

পরশুরামের গুপ্তচররা গাছের উপর থেকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য রাখছিল। শিব ও ভগীরথ রণতরীর পাটাতনের উপর ছিলেন। তাদের মধ্যে যেন তর্কবিতর্ক চলছিল। তিনটে ছিপনৌকো মধুমতীর জলে নামানো হয়েছিল। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছিল সেগুলো।

শেষপর্যন্ত শিব ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ছিপে নামতে শুরু করলেন। সেটায় দ্রাপাকু, নন্দী, বীরভদ্র ও আরও তিনজন সেনা ছিল। তিনি পেছনের আরও দুটো ছিপের দিকে তাকালেন। সেগুলোও সেনা ভর্তি ছিল। শিব সঙ্কেত দিতেই তারা কূলের দিকে বাইতে শুরু করলো।

অন্যদিকে রণতরীও যেন নোঙর তোলার উদ্যোগ করছিল।

এক গুপ্তচর আরেকজনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, 'একশো সৈন্য। চল। প্রভু পরশুরামকে জানাই।'

— ⅄ⓄⅡ↑⊛ —

মধুমতীর সমৃদ্ধ জল আর ব্রঙ্গের উর্বর মাটির কারণে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে। শিব আকাশের দিকে তাকালেন। ঘন ডালপালা চিরে সূর্যালোকের ফালি এসে পড়েছে। রশ্মির গতিপথ শিবকে জানান দিচ্ছে সূর্য্যের অস্তাচলের যাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

তাঁর বাহিনী দস্যুদলের গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করে প্রায় আট ঘন্টা ধরে দুর্ভেদ্য জঙ্গল কুপিয়ে পরিষ্কার করতে করতে এগোচ্ছে। ঘন্টা দুয়েক মধ্যাহ্নভোজের জন্য শিব দাঁড়িয়েছিলেন। শারীরিক প্রয়োজন মিটলেও তাঁর সৈন্যরা লড়াইয়ের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছে। পরশুরাম এখানে পর্যন্ত যেন যুদ্ধকে এড়িয়ে চলছে।

হঠাৎ শিব হাত তুললেন। বাহিনী থমকে দাঁড়ালো। দ্রাপাকু শিবের পাশে এসে ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কি হল প্রভু?'

শিব চোখ কুঁচকে আস্তে আস্তে বললেন, "এই জায়গাটা চিহ্নিত করা হয়েছে।"

দ্রাপাকু হতভম্বের মত তাকালো।

ঝোপের উপরের কাটা অংশটা দেখ’, শিব বললেন।

দ্রাপাকু আরও তীক্ষ্ণভাবে তাকালো। ‘ওরা এখান দিয়ে গেছে। পথটা কুপিয়ে পরিষ্কার করা।’

‘উহুঁ’ শিব সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ‘এটা চলার জন্য পরিষ্কার করা হয়নি। এটা ডান দিকে কাটা হয়েছে যাতে আমাদের মনে হয় যে ওরা এখান দিয়ে গিয়েছে। সামনেই ফাঁদ পাতা।’

শিব আস্তে আস্তে ধনুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন দেখে দ্রাপাকু জানতে চাইলেন ‘আপনি কি নিশ্চিত প্রভু?’

শিব হঠাৎ ঘুরে গিয়ে সাথে সাথে তীর টেনে ধনুকে জুড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে গাছগুলো মধ্যে একটার ওপরের দিকে ছুঁড়লেন। তীব্র আর্তনাদের সাথে সাথে ডালপালা ভেঙে একজন আহত লোক নীচে পড়লো।

শিব ভীমবেগে ডানদিকে ছুটলেন, ‘এই দিকে।’

সৈন্যরাও দৌড়ালো। আক্রমণোদ্যত দলপতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ প্রাণপণে দৌড়ালো তারা—তা কয়েক পল তো হবেই। হঠাৎ শিব বেরিয়ে একটা চরের মধ্যে এসে পড়লেন। বেরিয়েই স্থির হয়ে গেলেন। সামনেই প্রায় দুশো হাত দূরে পরশুরাম তার দলবল সমেত ঘিরে দাঁড়িয়ে। সূর্য্যবংশীদের মতোই তার দলেও প্রায় শখানেক লোক। শিবের সৈন্যরাও এক দৌড়ে জঙ্গলের থেকে বেরিয়ে দ্রুত চরের উপর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলো। শিবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ পরশুরামের। গলায় ব্যাঙ্গ। ‘আমি অপেক্ষা করছি। তোমার লোকেদের সাজিয়ে নাও।’

প্রত্যুত্তরে শিবও তাকিয়ে ছিলেন। পরশুরাম বেশ শক্তসবল মানুষ। শিবের তুলনায় সামান্য বেঁটে। অসম্ভব পেশীবহুল—কাঁধ রীতিমত চওড়া। পিপের মত বক্ষদেশ হাপরের মত ওঠানামা করছে।

বাঁ হাতে বিশাল ধনুক—যেকোনো মানুষের পক্ষে খুবই বড়। কিন্তু তার সবল হাতদুটো পরিষ্কারভাবে তার ছিলা টানার ক্ষমতা রাখে তাতে কোনো

সন্দেহ নেই। পিঠে তার তূনভর্তি তীর। আর অন্য পাশে ঝোলানো সেই অস্ত্র যা তাকে বিখ্যাত করে তুলেছে। সেই অস্ত্র যা সে ব্যবহার করে দুর্ভাগা শিকারের শিরচ্ছেদের জন্য। তার রণকুঠার। পরশুরামের পরণে সাধারণ গেরুয়া ধুতি। কোনো বর্ম নেই। ব্রাহ্মণকুলের চিহ্ন হিসাবে মাথা পরিষ্কারভাবে কামানো একটা চুলের গোছা ছাড়া। সেটা পেছন দিকে বাঁধা। আর আছে পৈতে—বাঁ কাঁধ থেকে দেহ বরাবর ডানদিকে আলগাভাবে ঝোলানো। মুখে শোভা পাচ্ছে লম্বা পাকানো গোঁফ।

শিব তার সৈন্যদের সারিবদ্ধ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দুপাশের দিকে তাকালেন তিনি। জোরে নিঃশ্বাস টানলেন।

ওটা আবার কি?

অনেকটা মোমের মতো—মেলুহীরা প্রহরবাতি জ্বালাতে যা ব্যবহার করে। তিনি দৃষ্টি নামালেন। বালুচর পরিষ্কার। তাঁর লোকেরা নিরাপদ। তিনি তলোয়ার বাগিয়ে হুংকার ছাড়লেন ''আত্মসমর্পণ করো পরশুরাম। তাহলেই তুমি ন্যায়বিচার পাবে।'

'ন্যায় বিচার? এই হতভাগা দেশে?' হো হো করে হেসে উঠলো পরশুরাম।

শিব দুধারে চোখ বোলালেন। তাঁর লোকেরা প্রস্তুত হয়েছে। 'হয় তুমি ন্যায়বিচারের প্রতি মাথা ঝোঁকাও আর নাহলে তার আছড়ে পড়া রোষ তোমাকে অনুভব করতে হবে! কোনটা চাও তুমি?'

পরশুরাম তাচ্ছিল্যের সাথে তার দলের একজনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। লোকটি তীর নিয়ে আগুনে ছুঁইয়ে জলন্ত তীরটা আকাশে ছুঁড়লো—সূর্যবংশীদের নাগালের অনেকটাই বাইরে।

কি ব্যাপার?

সূর্যের আলোয় মুহূর্তের জন্য তীরের হদিস হারালেন শিব। সেটা শিবের বাহিনীর বেশ কিছুটা পেছনে গিয়ে পড়লো। সাথে সাথে জ্বলে উঠলো সেখানে পড়ে থাকা মোম। আগুন ছড়ালো দ্রুত—সীমা লঙ্ঘন হয়ে উঠলো অসম্ভব। সূর্য্যবংশীরা চরের উপর আটকে গিয়েছে। পিছিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়।

'মূর্খ! বৃথাই তীরগুলোর অপব্যয় করছো। কেউই পালাচ্ছে না।' চিৎকার করলেন শিব।

হাসলো পরশুরাম। 'তোমাকে মারাটা উপভোগ করবো।'

শিবকে অবাক করে দিয়ে পরশুরামের সেই তীরন্দাজ ঘুরলো আর আরেকটা তীর জ্বালিয়ে নদীর দিকে ছুঁড়লো।

'এঃ হে!'

'চরকে গোল ভাবে ঘিরে থাকা নদী বরাবর পরশুরামের লোকেরা সরু সরু ছিপ গায়ে গায়ে লাগিয়ে বেঁধে রেখেছে। তাতে মোম ভর্তি। জ্বলন্ত তীরটা সেগুলোর মধ্যে পড়তেই সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আগুনের হল্কার চোটে মনে হচ্ছিল যেন গোটা নদীটাতেই আগুন ধরে গেছে। নরক যেন আকাশ ছুঁয়েছে— পেছন থেকে সাহায্যের জন্য রাখা পর্বতেশ্বরের দ্রুতগামী নৌকোগুলোর আসার পথ হয়েছে বন্ধ।

হাড় হিম করা তাচ্ছিল্যের সাথে পরশুরাম শিবের দিকে তাকালো। 'খেলাটা আমাদের মধ্যে থাকুক, কি বল?'

শিব ঘুরে দ্রাপাকুকে সঙ্কেত দিতেই, সে মুহূর্তের মধ্যে আদেশ দিল। আকাশের দিকে একটা তীর ছুটে গিয়ে নীল অগ্নিশিখায় ফেটে পড়লো। কিন্তু মেলুহী সেনাপতি যে কিভাবে মধুমতীর এই আগুনের প্রাচীর টপকাবেন তা শিবের মাথায় আসছিল না। নৌকোগুলোর গলে আসা অসম্ভব, আর রণতরীরও তীরের গায়ে এসে ঠেকা অসম্ভব কেননা সেক্ষেত্রে তা মাটিতে উঠে পড়বে।

কেউই আসছে না। আমাদের নিজেদেরই এটা শেষ করতে হবে।

'বর্বর, এই তোর শেষ সুযোগ!' সামনে তলোয়ার বাগিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন শিব।'

পরশুরাম ধনুক ফেলে দিল। তাঁর দলের বাকী তীরন্দাজেরাও একইভাবে ধনুক ফেলে শরীরের পাশে রাখা অস্ত্র টেনে বার করলো। পরশুরাম বাগিয়ে ধরলো তার রণকুঠার। স্পষ্টতই সে চায় সরাসরি নৃশংস লড়াই। 'না রে ব্রঙ্গ! এটা তোরই শেষ সুযোগ। আমি তোকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে শেষ করবো।'

শিব ধনুক ফেলে ঢাল সামনে নিয়ে এলেন। সৈন্যদের বললেন। 'সামলে! ওদের তলোয়ার ধরা হাতটাকে নিশানা কর। না মেরে জখম কর। জ্যান্ত চাই ওদের।'

সূর্য্যবংশীরা ঢাল সামনে এনে তলোয়ার বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করলো।

পরশুরামই আক্রমণ শানালো। পেছনে তার কুখ্যাত দলবল।

পরশুরামের নেতৃত্বে দস্যুদল আশ্চযজনক দক্ষতা ও গতির সাথে শিবের বাহিনীর উপর আছড়ে পড়লো। তার নিজের আত্মরক্ষার জন্য কোনো ঢাল ছিল না। তার ভারী রণকুঠার চালানোর জন্য দুটো হাতেরই প্রয়োজন। সে সরাসরি শিবের দিকে ধেয়ে আসছিল। কিন্তু, দ্রাপাকু তার বাঁয়ে সরে এসে আঘাত হানলো। দস্যু মুহূর্তের জন্য দ্রাপাকুর আক্রমণে অবাক হলেও পর মুহূর্তেই তলোয়ার এড়াতে ঝটকা মেরে সরে গেল। আর একই রকম মসৃণভাবে ভয়ংকর আঘাতের জন্য রণকুঠার তুললো। দ্রাপাকু তার কাটা বাঁহাতের উপর রাখা ঢালটা নিজেকে রক্ষা করার জন্য সামনে এগিয়ে দিল।

চামড়ায় ঢাকা কাঁসার তৈরি ঢালের একটা অংশ ভেদ করে বসে গেল ভয়ংকর সেই কুঠার। স্তম্ভিত দ্রাপাকু এক ঝটকায় ঢাল পেছনে সরিয়ে নিল আর তার তলোয়ার নামাতে গিয়ে তা পরশুরামের কাঁধ একটু ছুঁয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শিব ঝটিতি একপাক ঘুরে গিয়ে দস্যুদলের একজনের বীভৎস আঘাত এড়িয়ে ছিলেন। ঢাল-তলোয়ার দুটোই এগিয়ে দিয়েছিলেন। দস্যু ভারসাম্য হারাতেই শিব মসৃণভাবে বাঁকিয়ে তলোয়ারের কোপ মারলেন। কনুই থেকে দুস্যর তলোয়ার ধরা হাতটা কেটে ছিটকে পড়লো। সে আছড়ে পড়লো মাটিতে। নড়াচড়ার ক্ষমতা না থাকলেও তখনও বেঁচে। শিব ঘুরে তলোয়ার তুলে আরেকজনের আঘাত এড়ালেন।

নন্দী এদিকে এক শত্রুর ডান কাঁধ থেকে তলোয়ার টেনে বার করছিল। তার ঢাল দিয়ে দস্যুকে ঠেলে ধরেছিল মাটিতে—এই আশায় যে নীচে পড়ে থেকে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু বিস্মিত নন্দীকে প্রশংসায় বাধ্য করে দস্যু ঢাল ফেলে অনায়াসে সক্ষম বাঁ হাতে তলোয়ার চালান করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়লো। নন্দী তলোয়ারের আঘাত এড়াতে সামনে আবার ঢাল

এগিয়ে দিল। দুবৃত্তের ডান কাঁধে তলোয়ার আবার বিঁধিয়ে দিয়ে কোলাহল ছাপিয়ে গর্জে উঠল, 'মূর্খ! আত্মসমর্পণ কর!'

বীরভদ্র কিন্তু তাঁর শত্রুদের বাঁচিয়ে রাখতে পারছিল না। তার হাতে ইতিমধ্যেই দুজন মারা পড়েছে। তৃতীয় জনকে না মারতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। তলোয়ার ধরা জখম হাতকে অগ্রাহ্য করে দস্যুটা বাঁ হাতে তলোয়ার তুলে নিল। বিরক্ত বীরভদ্র সজোরে দস্যুর মাথায় ঢাল দিয়ে আঘাত করল দস্যুকে ছিটকে ফেলার আশায়। দস্যু কাঁধ হেলিয়ে তার উপর আঘাতটা নিল আর সাথে সাথে তলোয়ার চালিয়ে বীরভদ্রকে বেশ আহত করলো। বীরভদ্রের ধড় বরাবর চিরে গেল তলোয়ারে। ক্ষিপ্ত হয়ে সে দস্যুর শরীরের একপাশে তলোয়ার সরাসরি ঢুকিয়ে দিল। হৃৎপিণ্ড বরাবর তলোয়ারের ফলা চলে গেল।

'দুচ্ছাই!' হতাশ বীরভদ্র গজগজ করছিল। 'ওরা যে কেন আত্মসমর্পণ করে না।'

ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের আরেক দিকে শিব তার প্রতিপক্ষ দস্যুর সামনে পাশ বরাবর ঢাল ঘোরাচ্ছিলেন। দস্যু দ্রুত মাথা সরিয়ে মারণ আঘাত এড়ালেও তার মুখ চিরে গিয়েছিল।

শিব চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। প্রচুর লোক মারা পড়ছে। অধিকাংশই পরশুরামের পক্ষে। তিনি তো তাদের জীবিত চাইছিলেন। নচেৎ নাগ ওষুধের রহস্য অধরাই থেকে যাবে। তখনই তাঁর কানে এল এক গম্ভীর আওয়াজ। পর্বতেশ্বরের শঙ্খধ্বনি।

ওরা আসছে!

তাঁর শত্রুকে জখম করে শিব তার মাথাতে আবার ধড়াস করে ঢাল আছড়ালেন। এবারে সে মরলো। তারপর মাথা তুলে হাসলেন তিনি।

প্রকাণ্ড সূর্য্যবংশী রণতরী জ্বলন্ত ছিপের সারি ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করলো। চরের উপরে উঠে পড়লো সেটা। চিড় ধরলো রণতরীর খোলে। মধুমতীর আগুন ছিপের পক্ষে উঁচু হলেও বড় রণতরীর পক্ষে যথেষ্ট উঁচু নয়। পরশুরাম তো এই ধারণায় ছিল যে সূর্য্যবংশীরা তাদের রণতরী মাটির

উপরে তুলবে না কেননা সেক্ষেত্রে তাদের ব্রঙ্গে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সূর্য্যবংশীদের সংকল্প বিচারে তার ভুল হয়েছিল। তাঁদের সেনাপতি পর্বতেশ্বরের বীরত্বও তাঁর হিসাবের বাইরে ছিল।

রণতরী পরশুরামের দলের অনেকের মধ্যে দিয়ে ঘষটে এল। তৎক্ষণাৎ মরলো তারা।

রণতরী নদীর বালিতে ধাক্কা মারতেই গলুইতে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতেশ্বর লাফিয়ে নামলেন। কোমরে জড়ানো দড়ি অত উপর থেকে তার লাফিয়ে পড়া আঘাত আটকালো। তিনি মাটির কাছাকাছি এসে উপরে তলোয়ার ঘুরিয়ে মসৃণভাবে দড়ি কেটে মাটিতে নামলেন। সেনাপ্রধানের পেছনে চারশত সূর্য্যবংশী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রণতরী চোখে পড়ায় মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল দ্রাপাকু। পরশুরামের কুঠার লক্ষ্য করে তলোয়ার চালানোর সময় তার চোখেই পড়েনি যে দস্যু পেছন থেকে একটা ছোরা বের করছে। স্বচ্ছন্দে বাঁ হাত তুলে দ্রাপাকুর গলায় ছোরা বসালো পরশুরাম। মুহূর্তের জন্য যন্ত্রণায় স্থানুবৎ হয়ে গিয়েছিল সূর্য্যবংশী সেনানায়ক। নৃশংসভাবে ছোরার বাঁট অবধি চেপে ঢুকিয়ে দিল পরশুরাম। বীরের মতো তলোয়ার আঁকড়ে ধরে টলতে টলতে পিছোলো দ্রাপাকু।

ইতিমধ্যে পরশুরামের লোকেদের প্রায় পাঁচগুণ বেশি সূর্য্যবংশীরা দ্রুত অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনছিল। অবশেষে তাদের অবস্থার ব্যর্থতা বুঝে বহু দস্যুই আত্মসমর্পণ করেছিল।

লড়াইয়ের কেন্দ্রে পরশুরাম টলমল করতে থাকা দ্রাপাকুর গলা থেকে ছোরা বার করে নিল। দুহাতে তার রণকুঠার বাগিয়ে পেছনে টেনে এনে ভয়ানকভাবে কোপ মারলো। কুঠার দ্রাপাকুর ধড় ভেদ করে বসে গেল। থেতলে গেল তার চামড়া আর ব্রোঞ্জের বর্ম। মাংস আর চামড়া ভেদ করে অনেকটা গভীরে হাড় পর্যন্ত ঢুকে গেল কুঠার। মহান সূর্য্যবংশী সেনানায়ক মাটিতে আছড়ে পড়লো। পরশুরাম কুঠারটা টেনে বার করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু সেটা আটকে গিয়েছিল। জোরে হাঁচকা টান মারলো সে। দ্রাপাকুর বুক

থেকে কুঠারটা অবশেষে বেরিয়ে এল। সূর্য্যবংশী তখনও জীবিত, যা দেখে পরশুরামের শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। সেনানায়ক তখনও প্রাণপণে দুর্বল তলোয়ার ধরা হাতটা তুলতে চেষ্টা করছে যুদ্ধের চেষ্টায়।

পরশুরাম এগিয়ে এসে দ্রাপাকুর হাত মাটিতে ঠেসে ধরলো। সে সেনানায়কদের হাতের দুর্বল নড়াচড়া অনুভব করতে পারছিল। মৃত্যুপথযাত্রী যুদ্ধ না ছাড়ার চেষ্টায় তখনও তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। প্রতিপক্ষকে হত্যার জন্য কখনোই পরশুরামকে একবারের বেশি রণকুঠার চালাতে হয়নি। তার সৈন্যেরা যুদ্ধে দ্রুত পরাজয়ের পথে চলছিল। কিন্তু পরশুরামের যেন সে খেয়ালই নেই। তার পায়ের কাছে মরতে থাকা অসাধারণ লোকটির উপর দৃষ্টি আটকে আছে তার। পরশুরাম শ্রদ্ধার বিস্মিত হল, পরশুরাম সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোমায় মারতে পারাটাও গর্বের।'

আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রণকুঠার তুলল দস্যু। সেই মুহূর্তে আনন্দময়ী তাঁর ছুরি কিছুটা দূর থেকে ছুঁড়লেন। সেটা সোজা পরশুরামের বাঁ হাতে গিঁথে গেল। কুঠার কিছুটা দূরে নিরাপদেই ছিটকে পড়ল। দিবোদাস আর অন্য দুই সূর্য্যবংশী সেনার সাথে ভগীরথ পরশুরামকে মাটিতে ঠেসে ধরলো—দস্যুকে আর কোনোরকম আঘাত না করেই।

শিব ও পর্বতেশ্বর দৌড়ে দ্রাপাকুর দিকে গেলেন। গলগল করে রক্ত ঝরছে—প্রাণ প্রায় নেই বললেই চলে। ঘুরে চিৎকার করলেন শিব, 'আয়ুর্বতীকে আন! তাড়াতাড়ি।

— ⋆ —
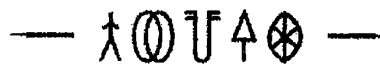
সূর্য্য ডোবায় তখনও প্রায় কয়েক ঘন্টা বাকি। সতী পাঠশালায় দালানের উপর নির্মীত ধনুক আর তীরগুলোর তদারক করছেন। সামনাসামনি সিংহের মোকাবিলায় কাশীর সৈন্যেরা একেবারেই অক্ষম। আর তীর ছোঁড়াতেও তারা দক্ষ নয়। সতী শুধু এই আশায় আছেন যে যতক্ষণ তারা একটা সাধারণ লক্ষ্যে কিছু তীর ছুঁড়ে চলবে, কয়েকটা তীর লক্ষ্য খুঁজেও পেতে পারে।

সিঁড়ির ধাপের উপর কাঠের স্তূপটা আবার পরীক্ষা করে দেখলেন সতী।

সৈন্যেরা স্তূপটায় আবার কাঠের জোগান দিয়েছে। মনে তো হয় এ রাতে ওগুলো আর শেষ হবে না। নিরাপদে দালান থেকে পালের কয়েকটা মারা যাবে বলেই সতীর আশা। আর ভাগ্য যদি সহায় হয় তো সতী আশা করছেন যে বাংহকে মেরে এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান উৎসটাকেই শেষ করে দেওয়া যাবে। তারপর কয়েকটা দিন ভাল করে লক্ষ রাখলেই সমস্যাটা একেবারেই মিটে যাবে। জন্তু তো মোটে সাতটা। খুব একটা বড় পাল নয়।

তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রার্থনা জানালেন যে আর কোনো অঘটন না ঘটে।

অধ্যায় ১৫

মানব প্রভু

সূর্য্য দিগন্তে দ্রুত ঢলে পড়ছিল। গোধূলিবেলায় আকাশ জুড়ে খেলে যাচ্ছে ফ্যাকাসে গেরুয়া রং। সূর্য্যবংশী শিবিরে তখন ব্যস্ততা চরমে।

বন্দীদের নিরাপত্তার মূল দায়িত্বে ছিলেন ভগীরথ। পরশুরামের লোকেদের হাত-পা বাঁধা হয়েছিল রণতরীর পেতলের শিকলে—রণতরীর মাঝে উবু হয়ে বসে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। মাটির গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া খোঁটায় বাঁধা ছিল শেকলগুলো। এতেও যেন যথেষ্ট হয়নি—গোড়ালীর গাঁটের উপর বরাবর আরেকটা শিকলের বেড়ী তাদেরকে পরস্পরের সাথে বেঁধে রেখেছিল। বন্দীদের চারপাশে পাহারায় রাখা হয়েছিল সূর্য্যবংশী সেনাদের। বন্দীদের উপর কড়া নজর রেখেছিল তারা। পরশুরাম ও তার দলবলের পক্ষে পালানো ছিল অসম্ভব।

দিবোদাস ভগীরথের দিকে এগিয়ে গেল। 'মাননীয় সম্রাটপুত্র, রণতরী আমি পরীক্ষা করে এলাম।'

'হুঁ?'

'সারাতে অন্তত মাস ছয়েক তো লাগবেই।'

শাপান্ত করলেন ভগীরথ। 'তাহলে আমরা ফিরবো কি করে?'

বালুচরের অন্য প্রান্তে কতকগুলো শুশ্রুষাশিবির গড়ে তোলা হয়েছিল। আয়ুর্বতী ও তার পরিষেবকেরা প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন—যতজনকে বাঁচানো যায়—তা সে সূর্য্যবংশীই হোক বা দস্যু। তা অনেককেই বাঁচাতে পেরেছিলেন তারা। কিন্তু এই মুহূর্তে যে শিবিরে আয়ুর্বতী রয়েছেন সেখানে

কোনো আশা নেই।

হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছেন শিব—হাতে ধরা দ্রাপাকুর হাত। আয়ুর্বতী জানতেন যে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। ক্ষত অনেকটাই গভীর। পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি—সাথে নন্দী ও পর্বতেশ্বর। দ্রাপাকুর বাবা পূর্বক আরেক পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন—দেখে মনে হয় কোথায় যেন তিনি হারিয়ে গেছেন সেই আগের মতো।

দ্রাপাকু কিছু বলার চেষ্টায় মুখ খুলছিল।

শিব সামনে ঝুঁকলেন। 'কি হয়েছে বন্ধু?'

কথা বলতে পারছিল না দ্রাপাকু। মুখ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে একবার বাবার দিকে ঘুরে আবার শিবের দিকে ফিরলো। এই নড়াচড়াতেই ফিনকি দিয়ে হৃৎপিণ্ড চিরে রক্ত ছুটলো—বুকের খোলা ক্ষতের থেকে রক্ত গলগল করে বেরিয়ে চাদর ভিজে গেল।

বাস্পাচ্ছন্ন চোখে শিব ফিসফিস করে বললেন, 'আমি ওনাকে দেখবো। আমি ওনাকে দেখবো।'

একটা বড় শ্বাস ফেললো দ্রাপাকু। যা দরকার ছিল তা সে শুনেছে। অবশেষে সে শান্তিতে মরতে পারবে।

পূর্বকের ঠোঁট চিরে আর্তশ্বাস বেরিয়ে এল। ছেলের কাঁধে ঢলে পড়লো মাথা। শরীর থরথর করে কাঁপছিল তাঁর। শিব হাত সরিয়ে আলতো করে পূর্বকের কাঁধ ছুঁলেন। চোখ তুললেন পূর্বক। কপাল মাখামাখি ছেলের বীরত্বের রক্তে। অঝোরে চোখের জল ঝরছে। বিধ্বস্ত অবস্থায় শিবের দিকে তাকালেন তিনি। গর্বিত আত্মবিশ্বাসী পূর্বক আর নেই। আছে সেই ভাঙাচোরা লোকটা—মেলুহার কোটদ্বারে যার সাথে শিবের দেখা হয়েছিল। বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বলটাই নির্মমভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাঁর থেকে।

শিবের হৃদয় কুঁকড়ে গেল। এই পূর্বকের দিকে তিনি তাকাতে পারছিলেন না। হঠাৎই তাঁর মনে ক্রোধের সঞ্চার হল—তীব্র, উন্মত্ত ক্রোধ!

শিব উঠলেন।

পর্বতেশ্বরকে অবাক করে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে এসে শিবকে আঁকড়ে ধরলো নন্দী। 'না প্রভু! এটা অন্যায়।'

ক্রোধোন্মত্ত শিব নন্দীকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ছিটকে বেরোলেন। দৌড়োলেন সেদিকে যেখানে পরশুরামকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

নন্দী পেছনেই দৌড়াচ্ছিল। তখনও চেঁচাচ্ছিল সে, 'না প্রভু—না—ও বন্দী। এটা অন্যায়।'

দৌড়োনোর গতি বাড়ছিল শিবের। পরশুরাম যেখানে বাঁধা ছিল তার কাছাকাছি আসতে আসতে তলোয়ার টেনে বের করলেন তিনি।

সারির আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ভগীরথ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'না প্রভু। ওকে আমাদের জ্যান্ত চাই!'

কিন্তু শিব তখন উন্মত্ত। গর্জাতে গর্জাতে পরশুরামের দিকে সবেগে ধেয়ে আসছিলেন তিনি। হাতে উদ্যত তলোয়ার—দস্যুর শিরচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত।

পরশুরাম শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিল—মুখে ভয়ের লেশমাত্রও নেই। আর তার পরেই সে চোখ বন্ধ করে মৃত্যুকালীন শব্দগুলো চেঁচিয়ে বলল। 'জয় গুরু বিশ্বামিত্র! জয় গুরু বশিষ্ঠ!'

স্তম্ভিত শিব থমকে দাঁড়ালেন—হতভম্ব।

গলার উপর তলোয়ারের আঘাত না পেয়ে পরশুরাম চোখ খুলল। হতভম্ব হয়ে তাকালো শিবের দিকে।

শিবের হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়েছিল। 'বাসুদেব?'

পরশুরামকেও শিবের মতোই স্তম্ভিত দেখাচ্ছিল। অবশেষে তার নজর শিবের গলার ওপর ভালভাবে পড়লো—যা ইচ্ছে করেই গলবন্ধ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। সত্য উপলব্ধি হল। 'হায় প্রভু! এ আমি কি করলাম? নীলকণ্ঠ! প্রভু নীলকণ্ঠ?

শিবের পায়ে মাথা ঝোঁকালো পরশুরাম। ঝরঝর করে জল ঝরছে চোখ থেকে। 'ক্ষমা করুন প্রভু। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জানতাম না আপনিই'!

শিব শুধু দাঁড়িয়েই থাকলেন—পাথরের মতো নিশ্চল।

আধো ঘুমের মধ্যেই ঘড়ঘড়ে গর্জনটা সতীর কানে এল। তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন তিনি।

অবশেষে ওরা এসে পড়েছে।

তিনি দরজার দিকে তাকালেন। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। দুই প্রহরী বসে আছে।

'কাবস, ওরা এসে গিয়েছে। সবাইকে জাগাও।'

গুঁড়ি মেরে রোয়াকের বেষ্টনীর দিকে গেলেন সতী। এখনও অব্দি কোনো সিংহ তাঁর চোখে পড়েনি। আজ রাতে চাঁদের আলো কিছুটা বেশিই। শুধুমাত্র আগুনের ভরসায় আর তিনি নেই।

তারপরেই গাছের আড়াল থেকে বাংহকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন তিনি। তাঁর ছোঁড়া তীর তখনও সেটার কাঁধে বিঁধে আছে—তবে তীরের বাঁটটা ভাঙা। ফলে সামনের পা-টা কিছুটা টেনে চলছে সে।

'ওই ওখানে আরেকটা সিংহ' হাত দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল কাবস।

মাথা নাড়লেন সতী। সামনে ধনুক নিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু তীর ছোঁড়ার আগেই স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। সামনে একি!

বাংহের পিছন থেকে পিলপিল করে সিংহীর দল বেরিয়ে আসছে। তিনি যে সাতটার পালের কথা ভেবেছিলেন সে তুলনায় অনেক বেশি। যতই বেরোতে থাকা জন্তুগুলোর সংখ্যা বাড়তে থাকল, তিনি ততই আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। একটার পর একটা সিংহী বেরিয়েই আসছিল যতক্ষণ না সংখ্যাটা তিরিশে দাঁড়ায়।

করুণাময় প্রভু শ্রীরাম।

গতরাত্রির হামলার পর বাংহ লড়াইয়ের জন্য তার পুরো বাহিনীকে নিয়ে এসেছে। আর সিংহের পালটাও বিশাল।

এইবার তিনটে সিংহর ব্যাপারটা বোঝা গেল। আসলে বাংহটা তিনটা দলের দখল নিয়ে সেগুলোকে এক করেছে।

সতী গুঁড়ি মেরে পিছিয়ে এসে ঘুরলেন। এতগুলো সিংহীকে ঘায়েল করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি চারিদিকে চেয়ে দেখলেন কাশীর সৈন্যদের চোখে ভীষণ আতঙ্কের ছাপ।

তিনি দরকার দিকে দেখালেন। "দুজন ওখানে দাঁড়াও। আর আগুনে আরও কাঠ গোঁজ।"

আদেশ পালনে দৌড়োলো কাশীর সৈনিকেরা। সতী চিন্তা করছিলেন— কিন্তু কোনো বুদ্ধি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আর তখনই শব্দটা তাঁর কানে এল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে বেষ্টনীর দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন তিনি— শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দুটো বাচ্চা কাঁদছে। প্রাণপণে—প্রাণের ভয়ে।

সতীর চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত হল।

দয়া করে . . . না.

গ্রামের মেথর ও মেথরানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে সিংহগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পরণে গেরুয়া—তাদের শেষযাত্রার আর আত্মবলিদানের প্রতীক। বাবা-মায়ের হাতে ধরা উলঙ্গ শিশু দুটো। তারা হাউমাউ করে কাঁদছে।

দম্পতির দিকে ফিরে গর্জে উঠলো বাংহ।

তলোয়ার টেনে বার করলেন সতী। 'না . !'

'না, দেবী!' আর্তনাদ করে উঠলো কাবস।

কিন্তু সতী ততক্ষণে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছেন। তলোয়ার উঁচিয়ে দৌড়েছেন সিংহগুলোর দিকে।

মেথর আর তার পরিবারের কথা ভুলে অবাক হয়ে সিংহগুলো তাঁর দিকে ফিরলো। তারপরই সতীকে শিকার হিসাবে চিহ্নিত করলো বাংহ। বাংহের জোরালো গর্জনের সাথে সাথেই পুরো পালটা ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দলপতি সতীর শৌর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কাশী সৈনিকেরা পেছন পেছন

মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু অনুপ্রেরণা তো আর রণকৌশলের বিকল্প হতে পারে না।

বিশাল একটা সিংহীর কাছাকাছি পৌঁছাতে সতী এক পাক খেয়ে সাঁৎ করে তলোয়ার চালালেন—জন্তুটার নাক আর চোখের উপর চিরে গেল। গর্জাতে গর্জাতে পিছোলো সিংহীটা। সতী ততক্ষণে তাঁর সামনের সিংহীকে একইভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর ডানদিক থেকে আরেকটা সিংহ হানা দিতে কাশীর এক বীর যোদ্ধা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুর্ভাগা সৈনিকটার গলা কামড়ে ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ঝাঁকাচ্ছিলো সিংহীটা। সৈনিক কিন্তু এর মধ্যেই সিংহীর বুকে তলোয়ারটা অনেকটা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল। ফলে সে তো মরলোই—সাথে সিংহীটাও। কাবস ওদিকে একটা সিংহীর সাথে বেপরোয়াভাবে লড়ছিল। সিংহীর দাঁত তার মাংস ভেদ করে পায়ে বসে গিয়েছিল। তবু সে তলোয়ার ঘুরিয়ে সিংহীর কাঁধে বার বার কোপ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল—তা সে যত অকেজো আঘাতই হোক না কেন।

কাশীর সেনারা প্রাণপণে লড়ছিল। রীতিমতো বীরত্বের সাথে। কিন্তু তাদের হার মানাটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই সুচালিত পালকে কব্জা করার মতো প্রশিক্ষণ বা কৌশলের কোনোটাই তাদের ছিল না। সতী জানতেন তাদের শেষ হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

হে প্রভু রাম, আমাকে অন্ততঃ সম্মানের সাথে মরতে দিন!

হঠাৎই এই রক্তাক্ত লড়াই ছাপিয়ে রণহুঙ্কার শোনা গেল। একশত সৈন্য গাছের সারি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে একজন শাঁখ বাজাচ্ছিল। নাগ আক্রমণের ভয়ংকর শাঁখের ডাক।

হতভম্ব সতী তাঁর সামনের সিংহীটার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিকঠাক মন দিতে পারছিলেন না। তাঁর মন ছিল অন্য জায়গায়—এইসব সেনারা গ্রামে কেন—তাদের সাহায্য করতেই বা কেন?

যুদ্ধের গতিমুখ মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে গেল। নতুন সৈন্যগুলো মারমুখো

হয়ে সিংহীগুলোকে আক্রমণ করলো। তারা যে কাশীর সৈনিকদের থেকে বেশি দক্ষ তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

সতী তাঁর সামনের সিংহীটাকে মেরে পাশের সিংহগুলোর মৃতদেহগুলো দেখতে ঘুরলেন। তাঁর বাঁ পাশে কিসের যেন একটা নড়াচড়া তাঁর চোখে পড়লো। বাংহ তাঁর উপরে ঝাঁপ দিয়েছে। কোত্থেকে কে জানে এক ঢাকা দেওয়া প্রকাণ্ড চেহারার আবির্ভাব হল। সে বাংহটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। বাংহের থাবায় আচ্ছাদিত লোকটির কাঁধের অনেকটা ভেতর অব্দি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বাংহ টাল সামলে এই নতুন প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ঘুরে দাঁড়ালো। ঢাকা দেওয়া লোকটি সতীর নিরাপত্তায় রুখে দাঁড়ালো। হাতে তার খোলা তলোয়ার।

সতী পেছন থেকে তাঁর এই নির্ভীক রক্ষাকর্তার দিকে তাকালেন।

এ কে?

আচ্ছাদিত লোকটি বাংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর ঠিক তখনই আরেকটা সিংহী ঝাঁপালো সতীর ওপর। সতী ঝুঁকে পড়ে তলোয়ার উঁচিয়ে সিংহীর বুকে অনেকটা ঢুকিয়ে দিলেন। সিংহীটা মরে গিয়ে সতীর উপর ঢলে পড়লো। সিংহীর দেহ ঠেলে সরাতে যেতে সতীর মাথা ডানদিকে ঘুরলো। তিনি আচ্ছাদিত লোকটিকে এককভাবেই দৈত্যাকার বাংহের সাথে ঝুঝতে দেখলেন। আর সাথে সাথেই চেঁচিয়ে উঠলেন 'দেখে!'

আচ্ছাদিত লোকটির ডানদিক থেকে একটা সিংহ ঝাঁপ দিয়ে লোকটির পায়ে বীভৎস কামড় বসালো। লোকটা পড়ে গেলেও তারই মধ্যে তার হাতের ছোরা পা কামড়ে থাকা সিংহটার চোখের গভীরে বসিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যেই বাংহ আবার লোকটার উপর ঝাঁপ দিল।

'না!' সতী তখন প্রাণপণে তাঁর ওপরে চেপে থাকা সিংহীর দেহটা সরানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

তখনই তাঁর চোখে পড়লো বহু সৈন্যের দিকে—হাতে ঝলসানো তলোয়ার—লক্ষ্য তাদের বাংহ। কোণঠাসা হয়ে বাংহ ঘুরে দৌড় দিল। ত্রিশ খানা জন্তুর পালের মাত্র তিনটে পালাতে পারলো। বাকীরা পড়ে রইলো

গ্রামের মাঠের উপর—মৃত। তাদের পাশে ছিল কাশীর দশজন বীর সৈনিকের দেহ।

একজন সৈন্য এগিয়ে এসে সতীর উপর থেকে সিংহীর মৃতদেহ সরাতে সাহায্য করলো। সতী তৎক্ষণাৎ উঠে আচ্ছাদিত লোকটির দিকে ছুটে গেলেন। তাকে তখন ধরাধরি করে খাড়া হতে সাহায্য করা হচ্ছিল।

তখনই তিনি থামলেন। স্তম্ভিত।

আচ্ছাদিত লোকটির মুখোশ খসে পড়েছে।

নাগ!

নাগের কপাল হাস্যকরভাবে চওড়া। চোখদুটো পাশের দিকে—যেন আলাদা আলাদা দিকে তাকিয়ে। নাকটা অস্বাভাবিক লম্বা—হাতির শুঁড়ের মতো বেরিয়ে এসেছে। দুখানা গজদাঁত মুখের থেকে বেরিয়ে আছে। একটা আবার ভাঙা—হয়তো কোনো পুরনো যুদ্ধের উত্তরাধিকার বহন করছে। কানগুলো প্রকাণ্ড আর লটপটে। আপনা থেকে কাঁপছে। ঠিক যেন কোন হাতির মাথা বসানো হয়েছে এই দুর্ভাগার শরীরে।

নাগ তার হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে ছিল। বজ্রমুষ্টি। আঙুল বসে গেছে চেটোর মধ্যে। সে এই মুহূর্তটার জন্য যুগ যুগ ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছে। তার ভেতরটা উথাল-পাথাল হচ্ছে আবেগের স্রোতে। ক্রোধ-বিশ্বাসঘাতকতা-ভয়-ভালবাসা।

'কুৎসিত, তাই না? দাঁত কড়মড়িয়ে বলল নাগ। তার চোখে জল।'

'কি? না তো।' বলে উঠলেন সতী। নাগকে দেখার চমক সামলে নিয়েছিলেন তিনি। যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে কি করে তাকে অপমান করবেন তিনি?

'আমি দুঃখিত। আমি তো শুধু . . '

'এই জন্যেই কি আমায় ছেড়ে গিয়েছিলে?' সতীর কথাকে পাত্তা না দিয়েই ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো নাগ। তার দেহ থরথর করে কাঁপছে। হাত মুষ্টিবদ্ধ।

'মানে?'

'এই জন্যেই কি আমায় ছেড়ে গিয়েছিলে? এই জন্যে যে আমার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারোনি?' চোখের জলে দুই গাল ভেসে যাচ্ছিলো নাগের।

সতী হতভম্ব হয়ে নাগের দিকে চেয়েছিলেন। 'কে তুমি?'

'নির্দোষ সাজার চেষ্টা করিস না, বাপের বখাটে খুকি!' পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ মেয়েলী গলা চেঁচিয়ে উঠলো।

সতী ঘুরেই থমকে গেলেন।

তাঁর সামান্য বাঁদিকেই দাঁড়িয়ে নাগরানী। তার পুরো ধড়ের চারপাশে একটা খোলস—হাড়ের মতই শক্ত। কাঁধ থেকে পেট অব্দি ছোট ছোট উঁচু হাড়গুলি ঠিক যেন খুলির মালা। কাঁধের উপর থেকে বেরিয়ে এসেছে হাড়ের মত দুখানা অতিরিক্ত ছোট ছোট অঙ্গ—যেগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ হাত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একটায় ধরা আছে ছুরি—সতীর দিকে ছোঁড়ার অপেক্ষায়। কিন্তু মুখটা সতীকে সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলছিল। রঙ কুচকুচে কালো হলেও অবিকল সতীর মুখের মতো।

'তোমরা কারা?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জানতে চাইলেন সতী।

দাঁড়াও বাছা, এই ধান্দাবাজের মজা বার করছি।' নাগরানীর ছুরি ধরে থাকা হাতটা কাঁপছিল। 'দেখ ও কখনোই সত্যিটা স্বীকার করবে না। ও ঠিক ওর বিশ্বাসঘাতক বাপের মতো!'

'না, মাসী।'

নাগরানীর থেকে চোখ ফিরিয়ে নাগের দিকে আবার ফিরলেন সতী। 'তুমি কে?'

'যত্তসব ফাল্তু কথা! তুই জানিস না এইটাই বিশ্বাস করাতে চাইছিস তো?'

সতী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে নাগরানীর দিকে তাকিয়েই ছিলেন।

'মাসী—' নাগ ফিসফিস করে বলে উঠলো। সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে—কাঁদছে অঝোরে।

'সোনা আমার!' নাগরানী কাতরভাবে বলে দৌড়ে তার দিকে গেল। তার হাতে ছুরিটা ধরাতে চেষ্টা করছিল নাগরানী। 'মার ওকে! মেরে ফেল! শান্তি পাওয়ার ওই একটাই উপায়।'

নাগ মাথা ঝাঁকালো। সে তখন থরথর করে কাঁপছে। মুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। কিছুটা দূরে বিশ্বদ্যুম্ন আর ব্রঙ্গসৈনিকরা কাশীর সৈন্যদের থামিয়ে রেখেছে।'

'তোমরা কারা?' সতী আবার জানতে চাইলেন।

'যথেষ্ট সয়েছি।' ছুরি উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো নাগরানী।

'না, মাসী' নাগ কাঁদতে কাঁদতে ফিসফিস করে বলে উঠলো। 'উনি জানেন না। জানা নেই ওনার।'

সতী নাগরানীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। 'দিব্যি করে বলছি, আমি জানি না তোমরা কারা?'

নাগরানী চোখ বন্ধ করে লম্বা শ্বাস টানলো। তারপর যতটা সম্ভব ব্যাঙ্গের সাথে বলে উঠলো, 'তবে শোনো দেমাকি সম্রাটকুমারী। আমি তোমার যমজ বোন—কালী। সেই যাকে তোমার দুমুখো বাপ ত্যাগ করেছিল।'

সতীর মুখ অর্ধেক হাঁ করা। তিনি কালীর দিকে চেয়েছিলেন।

এতটাই চমকে গিয়েছিলেন যে প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারছিলেন না।

আমার বোন আছে?

'আর এই যে দুর্ভাগা', মানবপ্রভুর দিকে হাত দেখিয়ে কালী বলে উঠলো, 'এ তোমার ত্যাগ করা ছেলে—গণেশ।'

সতী চমকে গেলেন।

'আমার ছেলে জীবিত?'

তিনি স্থির দৃষ্টিতে গণেশের দিকে চেয়েছিলেন।

আমার ছেলে!

গণেশের মুখ ভেসে যাচ্ছিল চোখের জলে। চোখের জলের সাথে ঝরে পড়ছিল রাগ। দুঃখে কাঁপছিল সারা শরীর।

আমার ছেলে .

সতীর হৃদয় যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছিলো।

কিন্তু . . . কিন্তু বাবা তো বলেছিলেন আমি মৃত শিশুর জন্ম দিয়েছি।

সতীর চোখের পলক পড়ছিল না।

আমায় মিথ্যা বলা হয়েছিল।

সতী দম বন্ধ করেছিলেন। তাকিয়ে ছিলেন তার যমজ বোনের দিকে। একেবারে তাঁরই প্রতিরূপ—সম্পর্কের জলজ্যান্ত প্রমাণ। তিনি গণেশের দিকে ফিরলেন।

'আমার ছেলে বেঁচে আছে?'

গণেশ চোখ তুললো। তখনও তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল।

'আমার ছেলে বেঁচে আছে', অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন সতী। তাঁর চোখ দিয়েও জল গড়ালো।

সতী হোঁচট খেতে খেতে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা গণেশের দিকে এগিয়ে গেলেন। বসে পড়লেন হাঁটু মুড়ে। দুহাত দিয়ে তার মুখ ধরলেন—'আমার ছেলে বেঁচে আছে . . .।'

তার মাথা টেনে নিলেন নিজের কোলে। 'দিব্যি বলছি রে, আমি জানতাম না রে বাবা। জানতাম না রে।'

গণেশ হাত বাড়াচ্ছিলো না। সাড়া দিচ্ছিলো না।

'আমার সোনা, ফিসফিস করে বললেন সতী। গণেশের মাথা আঁকড়ে কপালে চুমু খেলেন। সজোরে আঁকড়ে ধরলেন তাকে। 'আর কখনো তোকে ছাড়বো না। কক্ষনো না।'

গণেশের চোখ ফেটে জলের ঢল নামলো। তার মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সেই সবচাইতে জাদুমাখা শব্দ উচ্চারণ করলো। 'মা . . .'

সতী আবার কাঁদতে শুরু করলেন। 'আমার সোনা। সোনা আমার।'

গণেশ মায়ের কোল আঁকড়ে থাকা ছোট্ট বাচ্চার মতো কাঁদছিল। তার

বহুদিনের সাধ। সে অবশেষে নিরাপদে। তার স্নেহময়ী মায়ের কোলে। শান্তিতে।

— ⅄ⓄƱ⇞⊗ —

পরশুরাম সময় কাটাচ্ছিল।

ব্রঙ্গের রণতরী তীরে উঠতেই তার জলাধার ভেঙে গিয়েছিল। সূর্য্যবংশীদের মধুমতীর জল খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। দিবোদাস বার বার বলছিল যাতে জলটা আগে ফোটানো হয়। কিন্তু পরশুরাম জানতো যে আগে থেকে প্রতিষেধক না নেওয়া থাকলে যারা প্রথমবার মধুমতীর জল খায় তারা অন্ততঃ কয়েক ঘন্টার জন্য কাত হয়ে পড়বেই।

সে শুধু অপেক্ষা করছিল যে কখন জল তার কাজ শুরু করে। তাকে একটা কাজ করতে হবে।

পুরো শিবির ঘুমিয়ে পড়ার পর পরশুরাম কাজে নামলো। তার শিকলের সবচাইতে দুর্বল জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিল সে। সেটা আস্তে পাথরে ঠুকতে থাকলো সে—যতক্ষণ না ভাঙে। তার পাশের সঙ্গীও মুক্তির আশায় ছিল। কিন্তু পরশুরাম আবার শিকলটা পিটিয়ে আগের মতো বেড়ীতে পরিয়ে দিল।

'কেউ পালাবি না। বুঝেছিস? কেউ যদি সে সাহস দেখাস তো আমার শিকার হয়ে যাবি।' সঙ্গী পুরোপুরি ঘাবড়ে গিয়ে ভুরু কুঁচ্‌কোল। কিন্তু তার ভয়াল দলপতিকে প্রশ্ন করার সাহস ছিল না। পরশুরাম বালুচরে কোণের দিকে ঘুরলো। তার রণকুঠার চাঁদের আলোয় চকচক করছিল। সে জানতো যে তাকে কি করতে হবে।

ওঠা করতেই হবে। তার আর কোন উপায় নেই।

অধ্যায় ১৬

বিপরীতের আকর্ষণ

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

মানসসরোবর হ্রদের কাছে এমন আগুন শিব আগে কখনো দেখেননি। ঝোড়ো হাওয়া, খোলা জায়গা আর তাঁর দলের গুণদের ক্ষমতা কখনোই কোনো আগুনকে বেশিক্ষণ টিকতে দেয়নি।

তিনি চারপাশে তাকালেন। তাঁর গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। একজনকেও চোখে পড়ছে না। কুটিরের দেওয়াল চাটছে আগুনের লকলকে শিখা।

তিনি এবার হ্রদের দিকে ঘুরলেন। 'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, আমার লোকেরা কোথায়? পাক্রাতিরা কি ওদের বন্দী করে নিয়ে গেছে।'

'শি-ব! সাহায্য করুন!'

শিব ঘুরলেন। দেখলেন গ্রামের প্রবেশ পথ—নরকের মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছেন রক্তাক্ত বৃহস্পতি। তাঁকে অনুসরণ করছে এক দৈত্যাকার আচ্ছাদিত ব্যক্তি। হাতে খোলা তলোয়ার—তার অদ্ভুত চলার ঢং হিংস্রতায় ঢাকা—চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত।

শিব বৃহস্পতিকে টেনে তাঁর পেছনে নিয়ে গেলেন। তলোয়ার বাগিয়ে আচ্ছাদিত লোকটার কাছে আসার অপেক্ষায় থাকলেন। চিৎকারের আওতায় আসতেই শিব হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তুই কখনোই ওর নাগাল পাবি না। অন্তত আমি যতক্ষণ বেঁচে!'

নাগের মুখোশ যেন নিজে থেকেই জ্যান্ত হয়ে উঠছিল। সেটা হেসে উঠলো—আত্মতুষ্টির হাসি।' 'আমি এর মধ্যেই ওকে বাগে পেয়ে গেছি।'

শিব চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলেন। তাঁর পেছনেই তিন তিনটে প্রকাণ্ড সাপ। একটা বৃহস্পতির অসাড় দেহ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—অজস্র কামড়ে ক্ষতবিক্ষত সেই দেহ। অন্য দুটো সাপ পাহারায় রয়েছে। মুখ থেকে আগুন ঝলকাচ্ছে—যাতে আটকা পড়েছেন শিব। কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছেন না তিনি। শিবের অসহায় ক্রোধভরা দৃষ্টির সামনে দিয়ে তারা বৃহস্পতিকে ঘষটাতে ঘষটাতে নাগের কাছে নিয়ে গেল। ক্রোধোন্মত্ত শিব নাগের দিকে ঘুরলেন।

'প্রভু রুদ্র কৃপা করুন!' অস্ফুটস্বরে বললেন শিব।

রক্তাক্ত দ্রাপাকু নাগের পাশেই হাঁটু মুড়ে বসেছিল। রিক্ত, পরাজিত—মৃত্যুর অপেক্ষায়।

দ্রাপাকুর পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে এক নারী। মেয়েটির দুহাত বেয়ে চলেছে রক্তরেখা। চুলের ঢেউতে ঢাকা পড়েছে নতমুখ। হঠাৎই বাতাসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখ তুললো মেয়েটি।

এ তো সেই। যাকে তিনি রক্ষা করতে পারেননি। যাকে তিনি রক্ষা করেননি। এমনকী রক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি।

বাঁচাও! দয়া কর!

'সাবধান।' নাগের দিকে ভীষণভাবে হুঙ্কার ছাড়লেন শিব।

নাগ শান্তভাবে তলোয়ার তুললো। মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না করে শিরশ্ছেদ করলো মেয়েটির।

শিব ঘামতে ঘামতে উঠে বসলেন। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে—কপাল আবার যেন জ্বলছে। তিনি তার ছোট্ট শিবিরের মধ্যেই অন্ধকারের দিকে তাকালেন—কানে এলো জলের ছপছপ শব্দ—সরস্বতী আছড়ে পড়ছে কুলের ওপর। নিজের হাতে ধরা স্বর্প ওঁ চিহ্নের তাবিজের দিকে তাঁর চোখ পড়লো। চেঁচিয়ে গাল দিয়ে তাবিজ ছুঁড়ে ফেললেন মাটিতে। তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা ভারী হয়ে আছে। খুবই ভারী।

— ⅄⓪Ʊ♆⊛ —

সে রাত্রে মধুমতী চুপচাপ বয়ে চলছিল। পরশুরাম মুখ তুললো। তার কাজের জন্য যথেষ্ট চাঁদের আলো রয়েছে।

কম আগুনে গরম হওয়া চওড়া পাতটার উষ্ণতা পরীক্ষা করলো সে। ছ্যাঁকা ভালই লাগবে। এতো হতেই হবে। মাংস যাতে পুড়ে দ্রুত জোড়া লাগে। নয়তো রক্তপাত বন্ধ হবে না। সে আবার কুঠারটায় ধার দিতে শুরু করলো।

ফলার ধার আরেকবার পরীক্ষা করলো সে। ক্ষুরের মতো ধারালো হয়েছে। এতে পরিষ্কার আঘাত সম্ভব। পেছনে তাকালো সে। কেউ কোত্থাও নেই।

নিজের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা লম্বা শ্বাস টানলো সে।

'রুদ্রদেব, আমায় শক্তি দিন।'

বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরলো সে। এ সেই অপরাধী হাত যা নীলকণ্ঠের প্রিয়পাত্রকে হত্যার সাহস দেখিয়েছে। গাছের গুঁড়ি থেকে বেরোনো একটা ডাল চেপে ধরলো সে। এমনভাবে টেনে ধরলো যাতে কাঁধটা পেছনের দিকে সরে থাকে।

আগে গুঁড়িটা তার শত্রুদের শিরচ্ছেদ করার কাজে ব্যবহৃত হত। দুর্ভাগা শিকারগুলোর রক্তে গভীর ছোপ ধরেছে গুঁড়িটায়। এখন তার নিজের রক্ত মিশবে তাদের সাথে।

ডান হাত বাড়িয়ে রণকুঠার তুললো সে। উঁচুতে।

শেষবারের মত উপরের দিকে তাকিয়ে লম্বা শ্বাস টানলো পরশুরাম। 'আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু।'

সবেগে ঝাপটে ভোঁ করে নামলো রণকুঠার। পরিষ্কারভাবে হাত কেটে ঠিকরে পড়লো।

— ⅄ⓄՄ⍏⊗ —

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, কি করে পালালো ও? কি করছিলে তোমরা?' শিব চিৎকার করছিলেন।

পর্বতেশ্বর ও ভগীরথ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রভুর ক্রুদ্ধ হওয়ার ন্যায্য কারণ রয়েছে। তাঁরা ওর শিবিরেই ছিলেন। তখন প্রথম প্রহরের শেষ ঘন্টা। সবে সূর্য উঠেছে। আর তার সাথে সাথেই স্পষ্ট হয়েছে পরশুরামের উধাও হওয়ার ব্যাপারটা।

শিব বাইরের হই-হট্টগোলে বিমনা হলেন। দৌড়ে বেরোতেই দেখলেন দিবোদাস ও আর কিছু সৈন্য পরশুরামের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। সে শুধুমাত্র শিবের দিকে চেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে।

শিব বাঁ হাত তুলে তাঁর লোকেদের পরশুরামকে আসতে দিতে বললেন। কোনো একটা কারণে তিনি তলোয়ালের প্রয়োজন বোধ করছিলেন না। পরশুরাম আষ্টেপিষ্টে চাদর জড়িয়ে রেখেছে। ভগীরথ এগিয়ে গিয়ে পরশুরামের কাছে অস্ত্র আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে যেতেই শিব জোরে জোরে বলে উঠলেন, 'আরে ঠিক আছে, ভগীরথ, ওকে আসতে দাও।'

পরশুরাম হুমড়ি খেতে খেতে শিবের দিকে এগিয়ে এল। স্পষ্টতই দুর্বল। চোখ ঢুলু ঢুলু। চাদরে একটা চওড়া রক্তের দাগ। শিবের চোখ সরু হয়ে এল।

শিবের সামনে হুড়মুড়িয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো পরশুরাম।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

পরশুরাম মুখ তুললো। চোখভরা বিষন্নতা। 'আমি . . . প্রায়শ্চিত্ত . . প্রভু . '

শিবের ভুরু কুঁচকে গেল।

দস্যু তার চাদর খুলে ফেলে ডান হাতে ধরা কাটা বাঁ-হাতটা নিয়ে শিবের পায়ে রাখলো। 'এই হাত . . পাপী . . . প্রভু। ক্ষমা করুন . '

শিব ব্যাপারটার বীভৎসতায় ঢোক গিললেন।

পরশুরাম অজ্ঞান হয়ে ধপাস করে পড়ে গেল।

— ⸻ —

আয়ুর্বতী পরশুরামের ক্ষতের চিকিৎসা করেছিলেন। সংক্রমণ এড়াতে

তিনি ক্ষতের জায়গাটা আরো একবার পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। খোলা মাংসে ঘষে ঘষে লাগানো হয়েছিল নিমপাতার রস। নিম পাতার পট্টি তৈরি করে কাটা হাতের ক্ষতের পাশে চেপেচুপে বাঁধা হয়েছিল।

তিনি শিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ মুর্খের কপাল ভাল যে কুঠার পরিষ্কার আর ধারালো ছিল। এ ধরনের আঘাতের থেকে সংক্রমণ বা রক্তক্ষরণ প্রাণঘাতী হতে পারে।'

আমার তো মনে হয় না যে ওই পরিচ্ছন্নতা বা ধারটা নিছক দুর্ঘটনা মাত্র ভগীরথ ফিসফিস করে বললেন। 'ওই এরকম করেছে। ওর জানা ছিল ও কি করছে।'

পর্বতেশ্বর হতভম্ব হয়ে পরশুরামের দিকে তাকিয়েছিলেন।

এই অদ্ভুত লোকটা কে?

শিব এখনও অব্দি একটাও শব্দ উচ্চারণ করেননি। তিনি শুধু পরশুরামের দিকে তাকিয়েছিলেন—মুখে কোনো রকম অনুভূতির লেশমাত্র নেই।

'প্রভু, ওর সাথে আমরা কি করব?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'ওকে ব্যবহার করবো' পরামর্শ দিলেন ভগীরথ। 'আমাদের রণতরী সারাতে আরও মাস ছয়েক লাগবে। অতদিন এখানে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বলি কি পরশুরামকে আমরা আমাদের নৌকোগুলোর একটায় করে সবচাইতে কাছের ব্রঙ্গীয় ঘাঁটিতে হাতবদল করে দিয়ে আসি। ব্রঙ্গের সবচাইতে কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে ওদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা রণতরী আদায় করতে পারি। ওরাই ওর থেকে ওষুধের খবর জোর করে জেনে নেবে আর আমরাও নাগদের কাছে যাওয়ার পথ পেয়ে যাবো।'

শিব কিছু না বলে পরশুরামের দিকে চেয়েছিলেন।

ভগীরথের পরিকল্পনা পর্বতেশ্বরের পছন্দ হয়নি। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে এটাই সবচাইতে বাস্তবসম্মত কাজ হবে। তিনি শিবের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাইলেন, 'প্রভু?'

'আমরা ওকে ব্রঙ্গের হাতে তুলে দিচ্ছি না', বললেন শিব।

চমকে গেলেন ভগীরথ, 'প্রভু?'

শিব ভগীরথের দিকে তাকালেন, 'না, দিচ্ছি না।'

'কিন্তু প্রভু, তাহলে আমরা নাগদের পাব কি করে? আমরা যে শপথ করেছি যে ব্রঙ্গে ওষুধ পৌঁছে দেবো।'

'ওষুধ পরশুরাম আমাদের দেবে। জ্ঞান ফিরলেই আমি ওকে বলবো।'

ভগীরথ বলে চলছিলেন, 'কিন্তু প্রভু, ও তো অপরাধী। জোর না করলে ও আমাদের সাহায্য করবে না। হ্যাঁ—ও যে একটা আত্মত্যাগ করেছে তা আমি মানছি। কিন্তু এখান থেকে বেরোনোর জন্যে আমাদের একটা নৌকা তো চাই।'

'জানি।'

ভগীরথ শিবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফিরলেন পর্বতেশ্বরের দিকে। মেলুহী সেনাপতি ইশারায় অযোধ্যার সম্রাটপুত্রকে শান্ত হতে বললেন।

কিন্তু শান্তির বালাই ভগীরথের ছিল না। নীলকণ্ঠ যে পরামর্শ দিচ্ছেন তা বাস্তবসম্মত নয়। 'আমাকে এটা আবার বলার জন্য ক্ষমা করবেন প্রভু। কিন্তু নৌকা পাওয়ার একমাত্র বাস্তবসম্মত পথটা হল ওকে ব্রঙ্গীয়দের হাতে তুলে দেওয়া। আর এরকমটা করার একমাত্র কারণ শুধু এটাই নয়। পরশুরাম দুষ্কৃতি গণহত্যাকারী। ব্রঙ্গের ন্যায্য বিচার ভোগ করার জন্য আমরা ওকে তুলে দেব না কেন?'

'আমি বলেছি বলে।'

একথা বলেই শিব বেরিয়ে গেলেন। ভগীরথ আর কোনো কথা না বলে পর্বতেশ্বরের দিকে চেয়ে রইলেন।

পরশুরামের চোখের পাতা সামান্য ফাঁক হল। ফ্যাকাসে হাসির সাথে আবার ঘুমে ঢলে পড়ল সে।

দ্বিতীয় প্রহর শেষ হতেই মাথার ঠিক উপরে সূর্য ঝলসে উঠলো।

বিশ্বদ্যুম্ন দায়িত্বে ভ্রাম্যমান ব্রঙ্গ ও কাশীর সৈন্যেরা রীতিমতো খাটছিল। দক্ষ বঙ্গীয়দের আদেশ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক ছিল না কাবস। ব্রঙ্গীয় চিকিৎসকই সমস্ত আহতদের চিকিৎসা করছিলেন। প্রত্যেকেই আরোগ্যের পথে এগোচ্ছিল। ইছাওয়ারের গ্রামের মাঠে মৃতদেহগুলোর সৎকার করা হয়েছিল। যদিও কেউই আশা করছিল না যে বাকী সিংহীগুলো আর বাংহটা আবার গ্রামে ফিরবে, তাও বাড়তি সতর্কতা হিসাবে সৈন্যরা গ্রামের চারদিকে গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল। পাঠশালার বড় বাড়িটার মধ্যে ব্রঙ্গ ও কাশীর সৈন্যদের থাকার জন্য অস্থায়ীভাবে কতকগুলো কামরা খাড়া করা হয়েছিল। খাবারের যোগান দেওয়াটা ছিল গ্রামবাসীদের দায়িত্বে।

সিংহের পাল ধ্বংস হওয়ায় গ্রামবাসীরা উল্লসিত হয়ে উঠে বিশ্বদ্যুম্নের দেওয়া কাজ করে গেলেও ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকছিল। কারণ নাগদের প্রতি ভয়ংকর ভয়—যদিও তাদের জীবন সবেমাত্র নাগদের দ্বারাই বেঁচেছে। এই ভয়েই দমে ছিল গ্রামবাসীরা।

যাইহোক, মেথরের বাচ্চাগুলো কালীর সাথে খেলায় ভারী আমোদ পেয়েছিল। তারা কালীর চুল টানছিল আর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আর কালী যতবারই রেগে ওঠার ভান করছিল খিলখিলিয়ে হেসে উঠছিল বাচ্চাগুলো।

'বাছারা!' বাচ্চাদের কড়া সুরে হাঁক দিল তাদের মা। তারা ঘুরে পড়ে মায়ের দিকে দৌড়ে গিয়ে তার ধুতি আঁকড়ে ধরলো। কালীর কাছে ক্ষমা চাইলো মেথরানী, 'এর জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন দেবী, ওরা আপনাকে আর বিরক্ত করবে না।'

প্রাপ্তবয়স্কের উপস্থিতিতে কালীর ভাবভঙ্গি আবার গম্ভীর হয়ে গেল। সে চুপচাপ মাথা নাড়লো শুধু।

ডান দিকে ফিরতেই কালীর চোখে পড়লো সতীর কোলে গণেশ মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে—মুখে সুখের ছায়া খেলে বেড়াচ্ছে। তার ক্ষতস্থানগুলোয় পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকেরা তো গণেশের পায়ে সিংহী যে ক্ষতের

সৃষ্টি করেছিল সেটা নিয়ে বিশেষ চিন্তায় ছিলেন। ওটা পরিষ্কার করে আষ্টেপিষ্টে পট্টিতে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সতী কালীর দিকে মুখ তুলে হাসলেন। বোনের হাতে হাত রাখলেন তিনি।

কালী কোমল হেসে বললো, 'ওকে এত শান্তিতে ঘুমোতে আমি কখনো দেখিনি।'

সতী হেসে গণেশের মুখে স্নেহভরা হাত বোলালেন। 'এতকাল ধরে যে ওর দেখাশোনা করেছো সেই জন্য তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

'এতো আমার কর্তব্য।'

'হ্যাঁ, তবে সবাই তো আর কর্তব্যটা করে না। ধন্যবাদ।'

'সত্যি বলতে কি, আমার ভালও লাগতো!'

সতী হাসলেন। 'জীবন যে তোমার জন্য কি কষ্টের ছিল তা আমি ভাবতেও পারি না। তবে আমি ক্ষতিপূরণ করে দেবো। শপথ করে বলছি।'

কালীর ভুরু সামান্য কুঁচকে গেলেও সে চুপ করে রইলো।

হঠাৎ একটা চিন্তা সতীর মাথায় আসতেই তিনি আবার মুখ তুললেন। 'তুমি বাবার ব্যাপারে কিছু একটা বলছিলে। তুমি কি নিশ্চিত? উনি দুর্বল। কিন্তু নিজের পরিবারকে খুবই ভালবাসেন। উনি যে জেনেশুনে আমাদের কাউকে আঘাত করবেন তা তো আমি ভাবতেই পারি না।

কালীর চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠলো। হঠাৎই গণেশের গলা শুনে তারা বিচলিত হলেন। সতী ছেলের পানে মুখ নামালেন।

গণেশ ঠোঁট ফোলালো। 'আমার খিদে পেয়েছে।'

সতী ভুরু কুঁচকেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তিনি আস্তে করে গণেশের কপালে চুমু খেলেন। 'দেখি কি যোগাড় করতে পারি।'

সতী দূরে যেতেই গণেশকে তার এরকম আচরণের জন্য বকতে তার দিকে ফিরলো কালী। কিন্তু গণেশ এক ঝটকায় উঠে পড়ে বললো, 'মাসী,

তুমি ওকে বোলো না কিন্তু।'

'কি?' জানতে চাইলো কালী।

'তুমি বলে দিও না কিন্তু।'

'তুই জানিস ও অতটা বোকা নয়। ঠিকই ধরে ফেলবে।'

'তা হয়তো পারবে। কিন্তু তোমার থেকে যেন না জানে।'

'সত্যিটা ওর জানা উচিত। আর তাছাড়া জানবে নাই বা কেন?'

'কেননা, কিছু সত্যি শুধু যন্ত্রণা দেয়, মাসী। তাদের চাপা থাকাটাই ভাল'।

— —

'প্রভু . . .' অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো পরশুরাম।

ছোট্ট শিবিরে তার চারধারে শিব, পর্বতেশ্বর ও ভগীরথ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তৃতীয় প্রহরের শেষ ঘন্টা। দিগন্তে ঢলে পড়ছে সূর্য— মধুমতীর তেলতেলে জল হয়ে উঠেছে কমলা-বাদামী। দিবোদাস ও তার দল ইতিমধ্যেই রণতরী সারানোর কাজে লেগে পড়েছে। কাজ বড়ই দুরুহ।

'কি হয়েছে পরশুরাম? আমার সাথে দেখা করতে চাইছিলে কেন?' শিব জানতে চাইলেন।

পরশুরাম চোখ বন্ধ করে শক্তি জড়ো করছিলো। 'প্রভু, আমার লোকেদের একজন নাগ ওষুধের রহস্য ব্রঙ্গদের জানিয়ে দেবে। আমরা ওদের সাহায্য করবো। ওদের নিয়ে যাব কলিঙ্গ-এর মহেন্দ্র পর্বতে যেখান থেকে আমরা ওষুধের স্থিতিকারক পদার্থ সংগ্রহ করি।'

'ধন্যবাদ', হাসলেন শিব।

'ধন্যবাদ জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই প্রভু। এটাতো আপনার প্রয়োজন। আপনার আদেশ পালন করাটা তো আমার কাছে গর্বের ব্যাপার'।

শিব মাথা নাড়লেন।

'আর আপনার একটা নৌকাও তো চাই', বললো পরশুরাম।

ভগীরথ চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

'আমার নিজেরই একটা বিশাল নৌকা আছে', পর্বতেশ্বরের দিকে ঘোরার আগে বললো পরশুরাম। আপনার লোকেদের কয়েকজনকে আমায় দিন বীর সেনাপতি। ওদের আমি বলে দেব সেটা কোথায় আছে। ওরা ওটাকে এখানে বেয়ে আনলেই আমরা চলে যেতে পারবো।'

বিস্মিত পর্বতেশ্বর শিবের দিকে ফিরে হাসলেন।

মাথা নাড়লেন শিবও। দস্যুকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। শিব ঝুঁকে পড়ে পরশুরামের কাঁধ ছুঁলেন। 'তোমার বিশ্রামের দরকার। আমরা তো পরেও কথা বলতে পারি।'

'আরেকটা ব্যাপার, প্রভু', পরশুরাম বলে চললো, 'ব্রঙ্গরা ছুতো মাত্র।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

'আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য তো নাগেরা।'

চোখ সরু হয়ে এল শিবের।

'ওরা কোথায় থাকে তা আমি জানি', বললো পরশুরাম।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল শিবের চোখ।

'দণ্ডক অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যে পথ গেছে তা আমার চেনা, প্রভু', বলে চলছিল পরশুরাম। 'নাগদের নগর কোথায় তা আমি জানি। কি করে সেখানে যেতে হবে তা আমি আপনাকে বলে দেব।'

পরশুরামের কাঁধ চাপড়ালেন শিব। 'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে প্রভু।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

'আমাকে আপনার সাথে নিয়ে চলুন।' ফিসফিসিয়ে বললো পরশুরাম।

বিস্ময়ে ভুরু উঠে গেল শিবের। 'কিন্তু কেন . . '

'আমার জীবনের কর্তব্যই হল আপনাকে অনুসরণ করা। আমার এই

দুর্ভাগা জীবনে সামান্য হলেও অন্তত একটা উদ্দেশ্য রাখবার সুযোগ দিন।'

সম্মতি দিলেন শিব। 'তোমার সাথে যাত্রা করাটা আমার কাছেও গর্বের হবে, পরশুরাম।'

— ⅄ⓄⓊ↑⊗ —

মধুমতীর লড়াইয়ের পর তিনদিন কেটে গেছে। পর্বতেশ্বরের লোকেরা পরশুরামের নৌকা খুঁজে পেয়েছিল। তারা যেটা করে এসেছিল পরশুরামের নৌকা তার চাইতেও বড় ছিল। নৌকাটা স্পষ্টতই ব্রঙ্গের। যেসব দুর্ভাগা ব্রঙ্গীয় ক্ষত্রিয় বাহিনী পাঠানো হয়েছিল পরশুরামকে ধরতে বা মারতে তাদের কারোর থেকে পরশুরামের লোকেরা ছিনিয়ে নিয়েছিল রণতরীটা।

সৈন্যদের সকলেই রণতরীতে সওয়ার হয়েছিল। পরশুরামের লোকেরাও আর বন্দী ছিল না। বিজেতা সূর্য্যবংশী সৈন্যদের সমপর্যায়ের আরামদায়ক কক্ষ তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল।

পূর্বক ও পরশুরামের আরামের দিকে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন শিব। আয়ুর্বতী তাঁর সহকারী মস্ত্রককে পরশুরামের পাশেই থিতু করেছিলেন। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে তখনও খুবই দুর্বল ছিল পরশুরাম।

মধুমতীর উজানের দিকে নিশ্চিন্তে বয়ে চলেছিল রণতরী। ব্রঙ্গনদে পৌঁছালে পরশুরামের লোকেদের একজনকে নিয়ে একটা দ্রুতগামী ছিপ রওনা দেবে রাজা চন্দ্রকেতুর উদ্দেশ্যে—তাঁকে নাগ ওষুধের বিকল্প উৎসের পথ দেখাতে। ব্রঙ্গরিডিতে শিবের বাহিনীর বাকিদেরও খবর দিবে যাতে তারা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে ও মধুমতী যেখানে ব্রঙ্গনদের থেকে ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে বাহিনীর মূল অংশের সাথে যোগ দেয়।

তারপর পুরো বাহিনী কাশীর দিকে ফিরবে। সতী ও কার্তিকের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উতলা হয়ে আছেন শিব। পরিবারের জন্য মন কেমন করছে তার। এরপর তাঁর পরিকল্পনা আছে যে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে নাগদের খুঁজতে দক্ষিণে পাড়ি দেবেন।

রণতরীর একদম মাথার দিকে দাঁড়িয়ে গাঁজায় টান দিচ্ছিলেন শিব। সাথে

বীরভদ্র। তাঁদের পাশেই দাঁড়িয়ে নন্দী। মধুমতীর জলের ঘূর্ণিপাকের দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁরা।

'প্রভু, যা আশা করা হয়েছিল তার থেকে ভালই হল অভিযানটায়', বললো নন্দী।

'তা ঠিক' হাসলেন শিব। ছিলিমের দিকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, দুর্ভাগ্যবশত, বিজয়োৎসবটা সেইমতো হচ্ছে না—এই আর কি।'

হেসে ফেললো বীরভদ্র। 'আমায় কাশী যেতে দাও। ওদের জানা আছে যে আমোদ কেমন করে করতে হয়।'

হো হো করে হেসে উঠলেন শিব। সাথে সাথে নন্দীও। নন্দীকে ছিলিম দিতে যেতে মেলুহী সেনানায়ক তাতে রাজী হল না। শিব কাঁধ ঝাঁকিয়ে আরেকটা টান দিলেন—তারপর ছিলিম আবার বীরভদ্রের হাতে তুলে দিলেন।

পর্বতেশ্বরকে তাদের দিকে আসতে আসতে আবার দ্বিধার সাথে ঘুরতে দেখে শিবের মন বিক্ষিপ্ত হল।

'এই সময়ে আবার কি বলতে চায়?' ভুরু কুঁচকোলেন শিব।

'জলের মতো পরিষ্কার, তাই নয় কি? মুচকি হাসলেন বীরভদ্র।

নন্দীর মুখে কথা ছিল না। হেসে মুখ নামালো সে।

'তোমরা দুই বুদ্ধু কি আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য ছাড়বে?' হেসে বন্ধুদের থেকে সরতে সরতে বললেন শিব।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন পর্বতেশ্বর।

'সেনাপ্রধান? একটা কথা ছিল।'

তৎক্ষণাৎ ঘুরে অভিবাদন জানালেন পর্বতেশ্বর। 'আদেশ করুন, প্রভু।'

'আরে, আদেশ নয়, পর্বতেশ্বর—একটা শুধু অনুরোধ।'

ভুরু কোঁচকালেন পর্বতেশ্বর।

'পবিত্র সরোবরের দিব্যি, একবারের জন্য অন্তত বিবেকের কথা শুনুন,' বললেন শিব।

'প্রভু?'

'আমি যে কি বলতে চাইছি তা আপনি জানেন। ও আপনাকে ভালবাসে। আপনিও ওকে ভালবাসেন। আর কি ভাবার থাকতে পারে?'

পর্বতেশ্বর খানিকটা লাল হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা এতটাই খোলামেলা হয়ে পড়েছে?'

'সবার কাছেই, সেনাপ্রধান।'

'কিন্তু প্রভু, এটাতো অন্যায়।'

'কি করে? কেন? আপনার কি মনে হয় আপনাকে অসুখী করার উদ্দেশ্যেই প্রভু রাম আইনটা গড়েছিলেন?'

'কিন্তু আমার পিতামহের করা শপথ . . '

'বহুদিন ধরেই তো সেটাকে সম্মান করে চলেছেন। বিশ্বাস করুন। তিনি থাকলেও এখন আপনাকে থামাতে চাইতেন।'

কিছু না বলে মাথা নত করলেন পর্বতেশ্বর।

'আমি তো শুনেছিলাম যে প্রভু রামের অনুশাসনগুলোর মধ্যে একটা ছিল এইরকম যে আইন গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গেলে যদি আইন ভাঙতে হয় তো ভাঙুন।'

প্রভু রাম বলেছেন একথা? পর্বতেশ্বর অবাক হয়ে বললেন।

'নিশ্চয় বলেছিলেন—আমি তো নিশ্চিত' হাসলেন শিব। 'উনি কখনোই চাননি যে ওনার অনুসরণকারীরা অসুখী হন। আনন্দময়ীর সঙ্গে থেকে তো আর আপনি কারোর ক্ষতি করছেন না। আর আপনার পিতামহের শুরু করা শপথকেও আঘাত করছেন না। সেই উদ্দেশ্যকে যথেষ্ট সময় ধরে সম্মান করে এসেছেন। এখন আপনার বিবেককে আরেক উদ্দেশ্য সাধন করতে দিন।'

'আপনি কি নিশ্চিত, প্রভু?'

'জীবন আর কিছু নিয়ে কখনো এত নিশ্চিত ছিলাম না। প্রভু রামের

দিব্যি, আপনি ওর কাছে যান।'

বেশ জোরের সাথে পর্বতেশ্বরের পিঠ চাপড়ালেন শিব।

বহুদিন ধরেই এই নিয়ে ভাবছিলেন পর্বতেশ্বর। শিবের কথাগুলো শুধু তাঁকে সাহস জোগাতে সাহায্য করেছিল। তিনি শিবকে অভিবাদন করে পিছু ঘুরলেন। লক্ষস্থির করা এক মানুষ। লক্ষ্যে ঝাঁপাতে প্রস্তুত।

— ⅄ⓄⅡ↑⊗ —

নৌকার ধারের বেষ্টনীতে হেলান দিয়ে হু হু করে বয়ে চলা সন্ধ্যার বাতাস উপভোগ করছিলেন আনন্দময়ী।

'মাননীয় সম্রাটকুমারী?'

ঘুরতেই আনন্দময়ীর চোখে পড়ল পর্বতেশ্বর জড়োসড়ো ভাবে দাঁড়িয়ে। অযোধ্যার সম্রাটকন্যা মুখ খুলতে যাবেন কি পর্বতেশ্বর নিজেকে সংশোধন করলেন।

'মানে আনন্দময়ী আর কি', ফিসফিস করে বললেন পর্বতেশ্বর।

বিস্ময়ে খাড়া হলেন আনন্দময়ী।

'হ্যাঁ সেনাপতি? তোমার কি কোনো দরকার আছে?' বললেন আনন্দময়ী। হৃদয়ের ওঠাপড়া বেড়ে গিয়েছিল তাঁর।

'হুম . . . আনন্দময়ী . . . আমি ভাবছিলাম কি . . . ?'

'হ্যাঁ?'

'মানে, ব্যাপারটা খানিকটা এইরকম যে . . . ওই আমরা যেটা বলছিলাম আর কি . . .'

হৃদয়ের ভেতর থেকে উঠে আসা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন আনন্দময়ী। 'বলো সেনাপতি!'

'হুম . . . কখনো ভাবিনি যে এমনও দিন আসবে। কাজেই . . . হুম . . .'

আনন্দময়ী চুপচাপ মাথা নাড়লেন। তিনি পর্বতেশ্বরকে সময় নিতে দিচ্ছিলেন। পর্বতেশ্বর যে ঠিক কি বলতে চাইছেন তা আনন্দময়ী ধরতে

পারছিলেন। কিন্তু তাঁর এও জানা ছিল যে মেলুহী সেনাপতির পক্ষে তা রীতিমতো কঠিন।

পর্বতেশ্বর বলে চললেন 'আমার জীবন গড়ে উঠেছে সূর্য্যবংশী রীতিনীতি ও আমার শপথের ওপর ভিত্তি করে। কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো পরিবর্তন নয়। আমার ভাগ্য, জীবনের লক্ষ্য ও তাতে আমার ভূমিকা ছিল স্পষ্ট—এখনও অব্দি। স্থির ভবিষ্যৎ আমাকে নিশ্চিন্ত করেছিল। মানে করে রেখেছিল আর কি—এতকাল ধরে।'

আনন্দময়ী নির্বাক। শুধু মাথা নাড়লেন তিনি।

পর্বতেশ্বর তখন বলছিলেন 'কিন্তু গত কয়েক বছরে আমার জগৎ ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রথমেই এলেন প্রভু—এমন এক জীবিত লোক যিনি আমার আদর্শ হতে পারেন। রীতিনীতির সীমানা ছাড়ানো একজন। আমি তো ভেবেছিলাম যে আমার সাদাসিদে হৃদয় এই যে ব্যাপারটার মোকাবিলায় বাধ্য হয়েছে তার চেয়ে বড় পরিবর্তন আর আসবে না।'

আনন্দময়ী সম্মতি জানিয়েই যাচ্ছিলেন। প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন নিজের হাসি বা বিস্ময় আটকাতে। এই গর্বিত মানুষটি যেভাবে নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করছিলেন তাতে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন আনন্দময়ী। তাঁর মনে হয়েছিল যে প্রেম নিবেদনের ইতিহাসে সবচাইতে কাঠখোট্টা প্রচেষ্টা বোধহয় এটাই। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। জানতেন যে তাঁর পর্বকে নিজের কথা বলতে দিতে হবে। না হলে তিনি নিজেকে নিয়ে কোনোদিন সন্তুষ্ট হতে পারবেন না আর আনন্দময়ীর সঙ্গে কাটানোর যে জীবন তিনি বেছেছেন তাতেও নয়।

'কিন্তু তারপরই . . . সবচাইতে অপ্রত্যাশিতভাবে এক নারীকেও খুঁজে পেলাম আমি—যাকে আদর্শ বলে ভাবতে পারি—শ্রদ্ধা করতে পারি—প্রশংসা করতে পারি। জীবনের এমন এক মোড়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে আমার লক্ষ্য ঝাপসা ঠেকছে। জানি না জীবন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনের রাস্তা অস্পষ্ট। কিন্তু যেটা অবাক করেছে তা হল আমি এতেও খুশী। খুশী ততক্ষণ যতক্ষণ তুমি আমার সাথে থাকছো।'

আনন্দময়ী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখে হাসি। চোখে জল। শেষ

পর্যন্ত ও সত্যিই ঘটনাগুলোকে জোড়া দিতে পেরেছে।

'জীবনের এই যাত্রা অপূর্ব হয়ে উঠবে।'

আনন্দময়ী ঝাঁপিয়ে পরে গাঢ় চুম্বনে আবদ্ধ করলেন পর্বতেশ্বরকে—গভীর আবেগমথিত চুম্বন। স্তম্ভিত পর্বতেশ্বর সেঁটে দাঁড়িয়েছিলেন। দুহাত দুপাশে ঝুলছে। এ সুখানুভূতি তিনি কখনো ভাবতেও পারেননি। সারা জীবনের চুম্বন যেন। আনন্দময়ী পিছোলেন। আধবোজা চোখে মোহিনী দৃষ্টি। পর্বতেশ্বর হোঁচট খেতে খেতে এগোলেন। মুখ আধা হাঁ করা। কিভাবে যে প্রতিক্রিয়া জানাবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি।

'করুণাময় প্রভু শ্রীরাম'। সেনাপতি অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন।

পর্বতেশ্বরের কাছে সরে এলেন আনন্দময়ী। মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি যে কি হারাচ্ছিলে তার ধারণাই তোমার নেই।'

হতবাক পর্বতেশ্বর তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন শুধু।

পর্বতেশ্বরের হাত ধরে টান দিলেন আনন্দময়ী। 'আমার সাথে এসো।'

বাংহের সাথে লড়াইয়ের পর সপ্তাহখানেক কেটে গেছে। বাংহ আর জীবিত সিংহগুলো আর ফিরে আসেনি। এখনো নিজেদের ক্ষত চাটছে তারা। এই শান্তির মুহূর্তে ইছাওয়ারের গ্রামবাসীরা নিজেদের জমিতে লাঙল দিয়েছে—মরশুমী ফসলের জন্যে। অপ্রত্যাশিত মুক্তির আনন্দে ভরা সময়। চন্দ্রবংশী সৈনিকেরা ধীরে ধীরে সেরে উঠছিল। গণেশের ক্ষত ছিল খুবই গভীর। তার পা যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাতে এখনও খোঁড়াচ্ছে সে। কিন্তু কিছু সময় কাটলেই যে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে তা তার জানা ছিল। অবশ্যম্ভাবীর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল সে।

'মা', অস্ফুটস্বরে ডাক দিল গণেশ।

সতী গণেশের দিকে চাইলেন। তিনি যে পদটা রাঁধছিলেন তাতে ঢাকা দিলেন। আগের পুরো সপ্তাহটা ধরে তিনি কালীর থেকে গণেশের ছোটবেলার গল্প শুনেছেন। তার দুঃখ ও আনন্দের ভাগীদার হয়েছেন—বুঝেছেন তাঁর

ছেলের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব—মায় পছন্দের রান্না অব্দি। যা জেনেছেন তা দিয়েই গণেশের উদর আর হৃদয় ভরচ্ছিলেন তিনি। 'কি হল রে খোকা?'

গণেশের অনুরোধে কালীও কাছে এগিয়ে এসেছিলো।

'ভাবছিলাম কি এবার আমাদের কি যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যাত্রা শুরু করার মতো শক্তপোক্ত হয়ে যাওয়া উচিত।'

'জানি। তোকে যে খাবার দিচ্ছি তাতে পুনর্যৌবন লাভ করার জড়িবুটি মেলানো আছে। ওগুলো তোকে শক্তি দেবে।'

গণেশ ঝুঁকে মায়ের হাত ধরলো। 'জানি।'

ছেলের মুখে আলতো চাপড় দিলেন সতী।

গণেশ একটা বড় শ্বাস টেনে বললো, 'আমি জানি তোমার পঞ্চবটীতে আসা সম্ভব নয়। ওতে তুমি দূষিত হয়ে পড়বে। আমি তোমার সাথে মিলিত হতে নিয়মিত কাশী আসবো। গোপনেই আসবো।'

'তুই কি বলছিস বলতো?'

'কাশীর সৈন্যদের চুপচাপ থাকার জন্য শপথ করিয়েছি আমি—নচেৎ ভয়াবহ মৃত্যুর যন্ত্রণা পেতে হবে তাদের,' হাসলো গণেশ। 'ওরা আমাদের—নাগদের—ভয় পায়। এই শপথ ভাঙার সাহস ওদের হবে না। তোমার সাথে আমার সম্বন্ধ গোপনই থাকবে।'

'প্রভু রামের দিব্যি, গণেশ, তুই কি বলতে চাইছিস?'

'আমি তোমায় অস্বস্তিতে ফেলবো না। তুমি যে আমায় গ্রহণ করেছো সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'তুই কি করে আমায় অস্বস্তিতে ফেলবি? তুই তো আমার গর্ব—আমার আনন্দ।'

'মা . ' হাসলো গণেশ।

ছেলের মুখে হাত দিয়ে সতী বললেন, 'তুই কোথাও যাচ্ছিস না।'

ঘাবড়ালো গণেশ।

'তুই আমার সাথে থাকছিস।'

'আতঙ্কিত হয়ে উঠলো গণেশ, 'মা!'

'কি হল?'

'কি করে? তোমার সমাজ কি বলবে?'

'ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

'কিন্তু তোমার স্বামী . . '

কঠোর হলেন সতী। 'উনি তোমার পিতা হন। ওঁর সম্বন্ধে সম্মানের সাথে কথা বলো।'

'আমি অসম্মান করতে চাইনি, মা। কিন্তু উনি আমাকে মেনে নেবেন না। তুমিও তা জানো। আমি যে নাগ।'

'তুই আমার ছেলে। তুই ওনারও ছেলে। উনি তোকে গ্রহণ করবেন। তোর বাবার হৃদয়ের বিশালতা তোর জানা নেই। পুরো জগৎটা সেখানে থাকতে পারে।'

'কিন্তু সতী' আলোচনার মধ্যে ঢুকতে চেয়ে বলতে যাচ্ছিলো কালী।

'আর কোনো তর্ক নয়, কালী', বললেন সতী। 'তোমরা দুজনেই কাশীতে আসছো। সেটার করার মতো তোমরা সেরে উঠলেই আমরা যাত্রা শুরু করবো।'

কালী সতীর দিকে চেয়েছিল। মুখে শব্দ যোগাচ্ছিল না তার।

'তুমি আমার বোন। সমাজ কি বলবে তা নিয়ে আমি ভাবি না। তারা যদি আমায় গ্রহণ করে তবে তোমাদেরও করবে। আর তোমাদের না মেনে নিলে আমিও এ সমাজ ছেড়ে দেব।'

হালকা হাসলো কালী। চোখে জল। 'তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই ভুল ছিল, *দিদি*।'

এই প্রথম কালী সতীকে বড় বোন বলে ডাকলো। সতী হেসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

অধ্যায় ১৭

অভিশপ্ত সম্মান

মধুমতীর যুদ্ধের পর দশদিন কেটে গেছে। যে রণতরীতে সূর্য্যবংশী ও পরশুরামের দলবল চলেছে তা নোঙর ফেলেছে সেইখানটায় যেখানে মধুমতী ব্রঙ্গনদ থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন তারা আর শত্রু নেই—তাদের মিল হয়ে গেছে। বাকী সাথীরা কখন ব্রঙ্গরিডি ছেড়ে নদী বেয়ে এসে তাদের সাথে যোগ দেয় সেই অপেক্ষায় রয়েছে তারা।

পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ীর বিয়েতে পৌরোহিত্য করার জন্য রণতরীতে এক ব্রঙ্গ পণ্ডিতকে ডেকে আনা হয়েছে। ভগীরথের ইচ্ছা ছিল যে অনুষ্ঠানটা যেন রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়—যা এক সম্রাটকন্যার পক্ষে মানানসই। কিন্তু আনন্দময়ীর সেরকম কোনো ইচ্ছাই নেই। তিনি আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজী নন। হ্যাঁ বলার জন্য যতটা সময় দরকার তা পর্বতেশ্বর নিয়েছেন। কাজেই আনন্দময়ী মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই তাড়াতাড়ি তাদের সম্পর্ককে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করতে উন্মুখ হয়ে আছেন। আর অনুষ্ঠানের তাড়াহুড়োর ব্যাপারে তর্কবিতর্ক? শিব যখনই দম্পতিকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন তখনই সব বিতর্কের শেষ হয়ে গেছে।

শিব ও বীরভদ্র রণতরীর বেষ্টনীর ধারে দাঁড়িয়ে গাঁজায় দম দিচ্ছিলেন।

'প্রভু!'

ঘুরলেন শিব।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি! এখানে কি করছো পরশুরাম? স্তম্ভিত শিব বলে উঠলেন। 'তোমার তো এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিত।'

'একঘেয়ে লাগছে, প্রভু।'

'কিন্তু গতকাল বিয়ের অনুষ্ঠানে তো অনেকক্ষণ কাটিয়েছো। পরপর দুদিন ধরে এরকম লাগাতার খাটুনি একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে। আয়ুর্বতী কি বলছেন?'

'এই একটুক্ষণ পরে ফিরে যাবো প্রভু' জানালো পরশুরাম। 'কিছুক্ষণের জন্য আমাকে আপনার পাশে দাঁড়াতে দিন। তাতে শান্তি পাই।'

শিব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। 'আমি কোন বিশেষ ব্যক্তি নই। ও-সব তোমার মনের ব্যাপার।'

'মানতে পারলাম না, প্রভু। কিন্তু যা বলছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার মনের সাধ মেটানোর ইচ্ছে নিশ্চিতভাবে আপনার হৃদয়ে খুঁজে পাবেন, যদি না তা কাউকে মনে ব্যথা দেয়।'

শিব হো হো করে হেসে উঠলেন। 'কথায় যা দড় তুমি তাকে বোঝাই যায় না যে তুমি . . .।'

আচমকাই থেমে গেলেন শিব।

'দস্যু', মৃদু হাসলো পরশুরাম।

'দুঃখিত। আমি কোনোরকম অপমান করতে চাইনি।'

'কিসের জন্য দুঃখিত প্রভু? এটাই তো সত্যি। আমি তো দস্যুই ছিলাম।' বীরভদ্রর এই অদ্ভুত দস্যুর প্রতি আকর্ষণ ক্রমশই বাড়ছিল। বুদ্ধিমান, অস্থিরমতি ও শিবের প্রতি তীব্র আনুগত্য। প্রসঙ্গ পালটাতে সে বলে উঠলো, 'সেনাপ্রধান পর্বতেশ্বর ও সম্রাটকুমারী আনন্দময়ীর বিয়েতে তুমি খুশী হয়েছো। এটা আমার অদ্ভুত লেগেছে।'

'আসলে ওঁরা পুরোপুরি উল্টো', পরশুরাম বললো। 'ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ও ধর্মের দিক থেকে ধরলে দুইজনে দুই মেরুতে থাকা চন্দ্রবংশী ও সূর্য্যবংশী চিন্তাপদ্ধতির উদাহরণ। প্রথাগতভাবে দেখলে, ওঁদের পরস্পরের শত্রু হওয়া উচিত ছিল। তবুও ওঁরা উভয়ের মধ্যে ভালবাসা খুঁজে পেয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপার স্যাপার আমার ভালই লাগে। বাবা-মার কথা মনে পড়ে যায়।'

শিব ভুরু কুঁচকে তাকালেন। পরশুরামের নিজের মায়ের শিরচ্ছেদ করা সংক্রান্ত ভয়াবহ প্রচলিত রটনার কথা তাঁর মনে পড়েছিল। 'তোমার মা-বাবা?'

'হ্যাঁ, প্রভু। আমার বাবা জমদগ্নি ছিলেন ব্রাহ্মণ—পণ্ডিত মানুষ। আর মা রেনুকা ছিলেন ক্ষত্রিয় জাতির—ব্রঙ্গের সামন্ত শাসকগোষ্ঠী।'

'তাহলে তাদের বিয়ে হল কি করে?' হাসলেন শিব।

'মায়ের জন্য', হাসলো পরশুরামও। তিনি শক্ত ধাতের মহিলা ছিলেন। বাবা আর মা দুজনেই প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁদের প্রেমকে যুক্তিসংগত পরিণতিতে যা নিয়ে গিয়েছিল তা হল মায়ের চরিত্রের দৃঢ়তা আর অটল সংকল্প।'

হাসলেন শিব।

'মা বাবার গুরুকুলে কাজ করতেন। এ ব্যাপারটাই তাঁর গোষ্ঠীর নিয়মবিরুদ্ধ ছিল।

'কি করে কোনো বিদ্যালয়ে কাজ করাটা বিদ্রোহ হতে পারে?'

'কেননা ওঁর জাতিতে মহিলাদের বাইরে বেরিয়ে কাজ করায় নিষেধ ছিল।'

'মেয়েরা কাজ করতে পারবে না? কেন? আমি জানি যে কিছু গোষ্ঠীতে এমন নিয়ম আছে যে তারা মেয়েদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামার অনুমতি দেয় না। এমনকী গুণদেরও এ নিয়ম ছিল। কিন্তু কোন সাধারণ কাজ নয় কেন?'

'কেননা এ গ্রহের সবচাইতে মাথামোটা জাতগুলোর মধ্যে একটা হল আমার মায়ের জাতটা', বলে উঠলো পরশুরাম। মায়ের গোষ্ঠীর লোকদের বিশ্বাস ছিল যে মেয়েদের ঘরে থাকাই উচিত। আর তাদের "অচেনা" লোকদের সাথে দেখা করাটাও উচিত নয়।'

'কি সব যা তা ব্যাপার।' গজগজ করে উঠলেন শিব।

'একদম তাই। তা সে যাই হোক না কেন, যা বলছিলাম আর কি, আমার মা ছিলেন শক্ত মনের মানুষ। আর তাঁর বাবার আদরের দুলালীও বটে।

ফলে মা তাঁকে রাজী করাতে পেরেছিলেন যাতে তিনি নিজে বাবার গুরুকুলে কাজ করতে পারেন।'

হাসলেন শিব।

'মায়ের অবশ্যই অন্য পরিকল্পনা ছিল' পরশুরাম বললো। 'তিনি বাবার প্রেমে পাগল ছিলেন। বাবাকে তার শপথ ভঙ্গ করে বিয়েতে রাজী করানোর জন্য মায়ের সময়ের দরকার ছিল।'

'শপথ ভঙ্গ?'

'বাবা ছিলেন বাসুদেব ব্রাহ্মণ। আর কোন বাসুদেব ব্রাহ্মণ বিয়ে করতে পারে না। বাসুদেবদের মধ্যে অন্যান্য গোষ্ঠীরা পারে—ব্রাহ্মণরা ছাড়া।'

'বাসুদেবদের মধ্যে অ-ব্রাহ্মণরাও আছে?'

'অবশ্যই। কিন্তু গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করে ব্রাহ্মণরাই। আর তারা যাতে বাসুদেবদের উদ্দেশ্যের প্রতি সৎ থাকে, তার জন্য তাদের সমস্ত জাগতিক বন্ধন ত্যাগ করতে হয়—এই যেমন অর্থ, প্রেম, পরিবার এইসব। কাজেই তাদের অন্যান্য শপথগুলোর মধ্যে একটা হল আমরণ কুমারত্ব।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন। *ভারতীয়দের কি যে এইসব জাগতিক বন্ধন ত্যাগ করাটা পেয়ে বসেছে? পবিত্র হ্রদের দিব্যি, কি নিশ্চয়তা আছে যে এভাবে তোমরা আরও উন্নত মানুষ হয়ে উঠবে?*

চোখ কুঁচকে বলে চলেছিল পরশুরাম, ফলে শেষ পর্যন্ত মা বাবাকে নিয়ম ভাঙতে বাধ্য করেছিলেন। বাবা মাকে ভালবাসতেন ঠিকই কিন্তু বাসুদেবদের শপথ ভেঙে মায়ের সাথে জীবন কাটানোর জন্য বাবার যে সাহস দরকার ছিল তা এসেছিল মায়ের কাছ থেকেই। এমনকী মা তাঁর বাবাকে দিয়ে তাদের এই সম্পর্ককে আশীর্বাদ করিয়েও নিয়েছিলেন। যা বলছিলাম, মা যখন কিছু চাইতেন, তা করিয়ে নিতেন। আমার বাবা মার বিয়ে হল ও পাঁচজন ছেলে হল। আমি ছিলাম সকলের চাইতে ছোট।'

শিব পরশুরামের দিকে তাকালেন 'তুমি তোমার মায়ের জন্য গর্ব অনুভব কর, তাই না?'

'হ্যাঁ। মা খুবই অসাধারণ ছিলেন।'

'তাহলে কেন তুমি . '

থেমে গেলেন শিব। *এটা বলা উচিত হয়নি।*

পরশুরাম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। 'কেন আমি তাঁর শিরচ্ছেদ করেছিলাম?'

'তোমাকে ও নিয়ে বলতে হবে না। ওই যন্ত্রণার কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

পরশুরাম লম্বা শ্বাস টেনে আস্তে আস্তে ঘষটে পাটাতনের উপর বসে পড়লো। শিব আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পরশুরামের কাঁধ ছুঁলেন। বীরভদ্র দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে পরশুরামের যন্ত্রণাকাতর চোখের দিকে চেয়েছিলো।

'তোমার কিছু বলার দরকার নেই, পরশুরাম', বললেন শিব।

পরশুরাম চোখ বন্ধ করে ডান হাত নিজের হৃদয়ের উপর রাখলো। বারবার ঝুঁকে উচ্চারণ করলো ভগবান রুদ্রের প্রতি প্রার্থনা। *ওঁ রুদ্রায় নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।*'

শিব চুপচাপ এই ব্রাহ্মণ যোদ্ধাকে দেখে যাচ্ছিলেন।

'প্রভু, আজ অব্দি আমি কারোর কাছে এ ব্যাপারে কিছু বলিনি। আমার জীবন আজ যে পথে চলেছে সে পথের সূচনা হয়েছিল এই ঘটনা থেকে।' বললো পরশুরাম।

শিব আবার এগিয়ে এসে পরশুরামের কাঁধ ছুঁলেন।

'কিন্তু আপনাকে আমি বলবোই। আমায় শাস্তি দেওয়ার মতো কেউ যদি থেকে থাকে তবে সে আপনি। তখন আমি সবে পড়াশোনা শেষ করেছি। আর আমারও ইচ্ছা বাবার মতো বাসুদেব হওয়ার। কিন্তু বাবার ইচ্ছা ছিল না। ওনার ইচ্ছা ছিল না যে ওঁর ছেলেদের কেউই বাসুদেব হয়। যখন তিনি মাকে বিয়ে করতে মনস্থির করেছিলেন তখন তাঁর গোষ্ঠী তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। ভবিষ্যৎ-এ আমাদের কাউকে ওঁর মতো নিয়তির হাতে পড়ে যন্ত্রণা পেতে হয়—এ ইচ্ছা ওঁর ছিল না।'

বীরভদ্রও বসে পড়লো। কান খাড়া করে পরশুরামের জীবন কাহিনী শুনছিল সে।

'কিন্তু মায়ের গোঁয়ার্তুমি আমার মধ্যেও ছিল। ভায়েরা না হলেও আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম। ভেবেছিলাম যে ক্ষত্রিয় হিসাবে বাসুদেবের গোষ্ঠীতে ঢুকবো—আর এইভাবে আমাকে ওদের শপথের বাঁধনেও পড়তে হবে না। আমি যোদ্ধা হিসাবে শিক্ষা নিয়েছিলাম। বাবা বাসুদেবদের রাজধানীর কিছু বয়স্ক ব্যক্তিকে চিঠি পাঠালেন যারা তাঁর সমব্যথী ছিলেন। আমার আবেদন বিবেচনার জন্য বাবা তাদের অনুরোধ করেন। অবশেষে সেই দিন এল, যেদিন আমি সবচাইতে কাছের বাসুদেব মন্দিরে পরীক্ষার জন্য যাত্রা করলাম।'

কিন্তু এর সঙ্গে তার মায়ের কি সম্পর্ক?

'কিন্তু যখন আমি যাই তখন আমার জানা ছিল না যে আমার দাদু মারা গেছেন। তিনিই ছিলেন একমাত্র যিনি মায়ের পরিবারের বর্বরদের আটকে রেখেছিলেন। তাঁর প্রভাব কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই তারা এতদিন ধরে যা করতে চাইছিল তা করার জন্য মনস্থির করে ফেললো। সাম্মানিক হত্যা।'

'সাম্মানিক হত্যা?'

পরশুরাম শিবের দিকে তাকালো। 'যখন কোনো গোষ্ঠীর লোকেরা মনে করে যে তাদের গোষ্ঠীর কোনো মহিলা তার পরিবারের সম্পর্ককে অসমান করেছে, তখন সেই গোষ্ঠীর অধিকার আছে সেই মহিলা ও তার সাথে যুক্ত প্রত্যেককে হত্যা করার—তাদের অসম্মানের বদলা হিসেবে।'

স্তম্ভিত শিব শুধু চেয়েছিলেন।

এই বর্বরতার মধ্যে কি সম্মান থাকতে পারে?

'মায়ের পরিবারের পুরুষেরা—তাঁর নিজের ভায়েরা ও কাকারা আমার বাবার গুরুকুল আক্রমণ করে।'

পরশুরামের কথা আটকে গেল। বহু দিনের আটকে রাখা চোখের জল বেরিয়ে এল।

'তারা ' দম বন্ধ করে কথা বলার মতো শক্তি খুঁজলো পরশুরাম।

'তারা আমার ভাই আর বাবার সমস্ত ছাত্রকে হত্যা করলো। তারপর মাকে একটা গাছে বেঁধে রেখে দেখতে বাধ্য করলো যা যা অত্যাচার সারাদিন ধরে চললো বাবার উপর—অবর্ণনীয় ভয়ানক অত্যাচার। তারপর বাবার শিরচ্ছেদ করলো তারা।'

এহেন পাগলামো আর পাপে গা গুলিয়ে উঠেছিল বীরভদ্রের। সহ্য হচ্ছিল না তার।

'কিন্তু আমার মাকে ওরা মারলো না। মাকে ওরা জানালো যে মাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তারা—এই দিনটা যেন ঘুরে ঘুরে আসে তাঁর কাছে। অন্য সব মেয়েদের কাছে যেন মা উদাহরণ হয়ে থাকেন—যাতে বাকীরা আর কখনো তাদের পরিবারের অসম্মান করার সাহস না পায়। ফিরে দেখলাম আমার বাবার গুরুকুল ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘরের বাইরে মা বসে—কোলে বাবার ছিন্নমুণ্ড। দেখে মনে হচ্ছিল মায়ের জীবনটাই যেন জ্বলে খাক হয়ে গেছে। চোখগুলো বিস্ফারিত—শূন্য দৃষ্টি। আগে যা ছিলেন তার যন্ত্রণাকাতর ভাঙাচোরা ছায়াটাই শুধু পড়ে আছে।'

কথা থামিয়ে নদীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে থাকলো পরশুরাম। সেই ভয়ংকর দিনের পর এই প্রথম সে তার মায়ের কথা বললো। 'মা এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি অচেনা কেউ। তারপর সেই কথাগুলো বললেন—যা চিরকাল ধরে আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। মা বলেছিলেন "তোমার বাবা আমার জন্যে মরেছেন। এ অপরাধ আমার। আমিও ওঁর মতোই মরতে চাই।" '

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল শিবের মুখ—এই দুর্ভাগা ব্রাহ্মণের জন্য তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়ে গিয়েছিল।

'প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি। তারপরই মা আদেশ দিলেন "আমার শিরচ্ছেদ কর!" কি যে করবো বুঝতে পারছিলাম না।" তারপর মা আবার বললেন, "আমি তোমার মা। আমি তোমায় আদেশ দিচ্ছি। আমার শিরচ্ছেদ কর।" '

শিব পরশুরামের কাঁধে হালকা চাপ দিলেন।

'আমার কোনো উপায় ছিল না। মা ছিলেন নাছোড়বান্দা। বাবার ভালোবাসা ছাড়া মা একটা ফাঁকা খোলস ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। তাঁর আদেশ পালনের জন্য আমি কুঠার উঠাতেই সোজা আমার চোখের দিকে তাকালেন তিনি। "তোমার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিও। ভগবানের সৃষ্টিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর বদলা নিও। ওদের প্রত্যেককে হত্যা কোরো! প্রত্যেককে!" '

পরশুরাম চুপ করলো। শিব ও বীরভদ্রেরও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর মতো অবস্থা ছিল না। এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। একমাত্র শব্দ ছিল রণতরীর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়া মধুমতীর ঢেউয়ের ঝিমধরা শব্দ।

'মা যা বলেছিলেন তাই করলাম। শিরচ্ছেদ করলাম তাঁর', চোখ মুছে লম্বা শ্বাস টানলো পরশুরাম। তারপর তার চোখ জ্বলে উঠলো রাগে-স্মৃতিতে। দাঁত কড়মড়িয়ে বললো, 'তারপর ওই বেজন্মাগুলোর সবকটাকে খুঁজে বার করলাম। এক একটা করে ওদের সবকটার শিরচ্ছেদ করলাম। প্রত্যেকের। বাসুদেবরা আমাকে বহিষ্কার করলো। বললো—আমি তাদের গোষ্ঠীর অনুমতি ছাড়াই লোকেদের হত্যা করেছি—ন্যায় বিচার ছাড়া। আমি অপরাধ করেছি, বললো ওরা। তাই করেছি কি, প্রভু?'

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরশুরামের চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন শিব। তিনি ব্রাহ্মণের তীব্র যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারছিলেন। শিব জানতেন যে প্রভু রামও হয়তো বাসুদেবদের মতোই পদক্ষেপ নিতেন। ওই মহান সূর্য্যবংশী প্রত্যেক অপরাধেরই শাস্তি চাইতেন—কিন্তু তা কেবলমাত্র ন্যায়বিচারের পরই। শিব এও জানতেন যে যদি তাঁর নিজের পরিবারের প্রতি কেউ এহেন কাজ করার সাহস দেখাতো তো তিনি তাদের পুরো জগৎটাই জ্বালিয়ে খাক করে দিতেন। 'নাঃ। তুমি কোনো অন্যায় করনি। তুমি যা করেছো তাতে ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত হয়নি।'

পরশুরাম আশ্বস্ত হয়ে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়লো।

আমি যা করেছি তা ঠিক।

শিব পরশুরামের কাঁধে হাত রাখলেন। হাতে চোখ ঢেকে নাক টানলো পরশুরাম। অবশেষে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ তুললো। 'ব্রঙ্গরাজ আমাকে গ্রেফতার করার জন্য ক্ষত্রিয়ের দল পাঠালেন। আপাতভাবে বিচারের জন্য। একুশবার ওরা আমাকে ধরতে দল পাঠিয়েছিল। আর একুশবারই আমি ওদের পরাজিত করেছি। অবশেষে ওরা থেমে গেল।'

'কিন্তু তুমি একা কীভাবে ব্রঙ্গদের সাথে লড়লে?' জানতে চাইলো বীরভদ্র।

'আমি একা ছিলাম না। সে অবিচার আমি সয়েছি তা কিছু দেবদূতের জানা ছিল। তারাই আমাকে এই স্বর্গে নিয়ে এল—দেখা করালো এখানে বসবাস করা কিছু একঘরে দুর্ভাগা লোকেদের সাথে। আমি নিজের সেনাবাহিনী বানাতে পারলাম। জঙ্গলে যতক্ষণ না আমি আমার লোকেদের প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারি ততক্ষণ তারা আমাকে খাদ্য আর ওষুধ জোগালো—যাতে এখানকার অপরিষ্কার জলের হাত থেকে বাঁচতে পারি। তারা আমায় অস্ত্র দিল ব্রঙ্গদের সাথে লড়বার জন্য। আর এসবই আমার থেকে কিছুমাত্র আশা না করেই। আর এই যে ব্রঙ্গরিডি-এর সাথে যুদ্ধ এ তো তখনই বন্ধ হল যখন তারা শেষ পর্যন্ত রাজা চন্দ্রকেতুকে হুমকি দিল। আর রাজা চন্দ্রকেতু তো তাদের অস্বীকার করতে পারেন না। তারাই আমাদের সকলের মধ্যে সেরা মানুষ। দেবদূত তারা—যারা অত্যাচারিতদের জন্যে লড়াই করে।'

ভুরু কুঁচকে গেল শিবের। 'কারা?'

'নাগরা', পরশুরামের উত্তর এল।

'কি?'

'হ্যাঁ, প্রভু। এই জন্যেই তো আপনি ওদের খোঁজ করছেন, ঠিক কিনা? যদি আপনি অশুভ শক্তির খোঁজ করেন, তাহলে শুভকে আপনাকে তো সাথী বানাতেই হবে, তাই না?'

'কি বলছো তুমি?'

'ওরা কখনো নিরপরাধীদের হত্যা করে না। ওরা ন্যায়ের জন্য লড়ে—তাদের যে অবিচার সহ্য করতে হয় তার পরেও। যেখানে পারে যখনই পারে ওরা অত্যাচারিত-নিপীড়িতদের সাহায্য করে। ওরা প্রকৃতই আমাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

শিব পুরো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাক হয়ে তিনি এক দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণভাবে পরশুরামের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'আপনি ওদের রহস্যের খোঁজ করছেন, তাই না? জানতে চাইলো পরশুরাম।

'কিসের রহস্য?'

'তা জানি না। শুধু এটুকু শুনেছি যে নাগদের রহস্যের সাথে অশুভ শক্তির গভীর সম্পর্ক আছে। এই জন্যেই কি আপনি ওদের খোঁজ করছেন?'

শিব কোনো উত্তর দিলেন না। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি—গভীর চিন্তার মগ্ন।
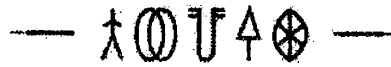
বাংহের পালের সাথে লড়াইয়ের পর দুসপ্তাহ কেটে গেছে। আহত সেনাদের সকলে বেশ ভালভাবেই আরোগ্যের পথে। কিন্তু গণেশের জখম পা তখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি।

ভবিষ্যতে জন্তুর আক্রমণ ঠেকাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ইছাওয়ারের গ্রাম ঘিরে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছিল। তারই তদারকী করছিলেন সতী। শিবিরে ফিরে তাঁর চোখে পড়লো কালী গণেশের ক্ষতের উপরের পট্টি পালটাচ্ছে।

তাদের চেহারা সতী যেরকম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাতে উৎসাহিত হয়ে কালী ও গণেশের দুজনেই গত দু সপ্তাহ ধরে আর তাদের মুখোশ পরছিল না। চন্দ্রবংশী সেনারা কিন্তু তখনও তাদের দেখলেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নিত।

কালী সবে নিমের পট্টি দেওয়া শেষ করে উঠেছিল। সে গণেশের মাথা চাপড়ে দিয়ে খোলা মাঠের একদিকে জ্বালানো আগুনের দিকে যাওয়ার জন্যে উঠেছিল। সতী তার ভঙ্গী দেখে হাসলেন। তিনি কাবস-কে তার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়ে কালীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

‘ওর ক্ষতটার এখন কি অবস্থা?’

আরেক সপ্তাহ লাগবে দিদি। গত সপ্তাহ থেকে নিরাময়ের গতিটা কমে আসছে।’

অখুশী সতী মুখ বেঁকালেন।

‘বেচারীর প্রচুর রক্ত আর মাংস গেছে।’

‘কিছু ভেবো না। ও খুব শক্তপোক্ত। সেরে উঠবে’, বললো কালী।

সতী হাসলেন। কালী পট্টিটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পট্টির উপরের প্রলেপ সংক্রমণের অনেকটাই টেনে নিয়েছিল। সেটা গাঢ় নীল হয়ে জ্বলতে থাকলো।

সতী মুখ তুলে কালীর দিকে তাকালেন। একটা বড় শ্বাস টানলেন। তাদের দেখা হওয়ার পর থেকেই যে প্রশ্নটা তাকে অস্থির করে তুলেছিল সেটা বলে ফেললেন—‘কেন?’

কালীর ভুরু কুঁচকে গেল।

‘তোমরা মানুষ ভালো। যেভাবে তুমি গণেশ ও তোমার লোকেদের দেখাশোনা কর তা আমি দেখেছি। তুমি বেশ কড়া—তবে ঠিকঠাক। তবে যে কেন এইসব ভয়ংকর কাজকর্ম কর?’

কালী কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস আটকে রাখলো। সে আকাশের দিকে মুখ তুলে মাথা ঝাঁকালো। ‘আরেকবার ভেবে দেখো দিদি। আমরা কোনো অন্যায় করিনি।’

‘কালী, তুমি আর গণেশ ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কোনো অন্যায় করনি। কিন্তু তোমার লোকেরা ভয়ানক সব অপরাধ করেছে। নিরপরাধদের হত্যা করেছে।’

‘দিদি, আমার লোকেরা আমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। তুমি যদি তাদের দোষ দিতে চাও, তাহলে আমাকে বাদ দিতে পারো না। আবার ভাবো—কোনো নিরপরাধী আমাদের আক্রমণে মারা পড়েনি।’

‘আমি দুঃখিত কালী—কিন্তু এটা সত্যি নয়। তোমরা যারা যোদ্ধা নয়

তাদের আক্রমণ করেছ। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছি। হ্যাঁ, নাগদের সাথে যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে—তা আমি মানছি। মেলুহা নাগশিশুদের সাথে যে ব্যবহার করে তা অন্যায়। কিন্তু তার মানে তো আর এই নয় যে যেকোনো মেলুহী, তা সে ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে আঘাত করার জন্য কিছু না করে থাকলেও তোমার শত্রু।'

'দিদি, তোমার কি মনে হয় যে আমরা শুধু এই জন্যেই লোকেদের আক্রমণ করি কেননা তারা সেই ব্যবস্থার অংশ যা আমাদের অপমান করেছে—আহত করেছে? এটা ঠিক নয়। আমরা কখনোই এমন কাউকে আক্রমণ করিনি যে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করেনি।'

'করেছো। তোমার লোকেরা মন্দির আক্রমণ করেছে। নিরপরাধীদের আক্রমণ করেছে। অসহায় ব্রাহ্মণদের হত্যা করেছে।'

'না। প্রত্যেকটা আক্রমণে মন্দিরের ব্রাহ্মণদের ছাড়া সমস্ত লোকেদের আমরা চলে যেতে দিয়েছি। সব্বাইকে। কোনো নিরপরাধী মারা যায়নি। কক্ষনো নয়।'

'কিন্তু তোমরা মন্দিরের ব্রাহ্মণদের তো হত্যা করেছো। তারা তো যোদ্ধা নয়। তারা নিরপরাধী।'

'মানতে পারলাম না।'

'কেন?'

'কেননা তারা প্রত্যক্ষভাবে আমার লোকেদের ক্ষতি করে।'

'কি? কিভাবে? মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা তোমাদের প্রতি কি অন্যায় করে?'

'আমি তোমাকে জানাবো।'

— ⚹ —

শিবের নৌবাহিনী বৈশালীতে নোঙর ফেলেছিল। গঙ্গার পাড়ে সুন্দর বৈশালী ব্রঙ্গের নিকটতম নগরী। পরশুরামের সাথে শিবের যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। বৈশালীতে এক বিষ্ণু মন্দির আছে।

সেটা প্রভু মৎস্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত—পৌরাণিক মৎস্যদেবতা। নাগদের সম্বন্ধে পরশুরাম যা যা বলেছিল তাতে শিব রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। রণতরীর বহিস্কৃত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বাদে অন্য কোনো বাসুদেবের সাথে কথা বলতে চাইছিলেন শিব। স্থান-কাল এই উপজাতির প্রতি তাঁর ক্রোধ কমিয়ে দিয়েছিল।

নগরীর বন্দর ঘেঁষেই ছিল মন্দির। রাজার সাথে বিপুল জনতার স্রোত শিবকে অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু শিব অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে তাদের সাথে যেন তাকে পরে দেখা করতে দেওয়া হয়। তিনি সোজা মৎস্য মন্দিরের দিকে হাঁটা দিলেন। সেটা একশ চল্লিশ হাতের চেয়ে সামান্য উঁচু। বাসুদেবদের বেতার তরঙ্গ সম্প্রসারণ করার পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উচ্চতার চাইতে যথেষ্ট বেশিই।

মন্দিরটা ছিল গঙ্গার পাড়েই। সাধারণত মন্দিরের বাইরের জায়গায় বেশির ভাগটাতেই বাগান ও জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যকীর্তি থাকে। এই মন্দিরটা অন্যরকম ছিল। বাইরের জমিতে প্রাধান্য পেয়েছে জটিল প্যাঁচালো জলাশয়। মূল মন্দিরের চারপাশে বিস্তৃত পরিখা ব্যবস্থায় ঢোকানো হয়েছে গঙ্গার জলধারা। আর এইসব পরিখা মিলে যেসব অপূর্ব নকশার সৃষ্টি করেছে তা শিবের চোখে আগে কখনো পড়েনি। সমুদ্র স্তর যখন অনেক নিচে ছিল তখনকার প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র ফুটে উঠেছে এই নকশায়। এতে বলা হয়েছে প্রভু মনুর কাহিনী—যাতে তিনি কিভাবে তার সমর্থকদের নিয়ে তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্ত জন্মভূমি সঙ্গমতামিল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাসুদেবদের সাথে তাঁর দেখা করার তাড়াহুড়ো থাকলেও এই বিস্ময়কর নকশার আকর্ষণে শিব কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। অবশেষে খানিকটা জোর করেই চোখ সরিয়ে মূল মন্দিরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। নীলকণ্ঠের অপেক্ষায় তাঁর অনুরোধ মেনে বাইরে অপেক্ষায় ছিল জনতার ঢল।

মন্দিরের একপ্রান্তের কোণের নিভৃত গর্ভগৃহর দিকে তাকালেন শিব। তাঁর দেখা অন্য সব মন্দিরের চাইতে এটা ঢের বড়। সম্ভবত অধিষ্ঠাতা দেবতার বিশাল মূর্তির প্রয়োজনেই। উঁচু বেদীতে শোয়ানো প্রভু মৎস্য দৈত্যাকার এক মাছ যে মনু ও তার উদ্বাস্তু দলবলকে সঙ্গমতামিল ছেড়ে নিরাপদ স্থানে

পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। বৈদিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা মনু তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি নির্দেশাবলীতে এটা স্পষ্ট করে গিয়েছিলেন যে প্রভু মৎস্য যেন চিরকাল প্রথম প্রভু বিষ্ণু হিসাবে সম্মানিত ও পূজিত হন। তাঁদের মধ্যে একজনও যদি বেঁচে থাকে তবে তা মহান প্রভু মৎস্যের আশীর্বাদের ফলেই।

এখানকার নদীতে যে শুশুক দেখেছি প্রভু মৎস্য অনেকটাই তার মতো। শুধু অনেকটা বড় এই যা।

শিব, মাথা ঝুঁকিয়ে প্রভুর প্রতি সম্মান জানালেন। দ্রুত প্রার্থনা জানিয়ে থামগুলোর একটায় হেলান দিয়ে বসলেন। তারপরই তিনি মনে মনে বলতে শুরু করলেন।

বাসুদেবগণ? আপনারা কি এখানে আছেন?

কেউ সাড়া দিলো না। মন্দিরের থেকে কেউ বেরিয়ে তাঁকে দেখতে এল না।

এখানে কি কোনো বাসুদেব নেই?

পুরোপুরি নিস্তব্ধ।

এটা কি বাসুদেব মন্দির নয়? আমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছি?

মন্দির প্রাঙ্গণের ঝরণার মৃদু ঝিরঝির শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলেন না শিব।

ধ্যাত্তেরি।

শিব বুঝতে পারলেন যে হয়তো তার একটা ভুল হয়ে গেছে। এই মন্দিরটা হয়তো বাসুদেবদের ঘাঁটি নয়। সতী তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা শিবের মনে পড়লো।

হয়তো সতী যা বলেছিল তাই ঠিক। হয়তো বাসুদেবরা আমাকে সাহায্যই করতে চাইছে। সাহায্য করেওছে। কার্তিকের কিছু হয়ে গেলে আমি একদম ভেঙে পড়তাম।

তাঁর মাথায় একটা শান্ত পরিষ্কার গলার শব্দ জোরে বেজে উঠলো। *আপনার পত্নী বিচক্ষণ, মহান মহাদেব। একজনের মধ্যে এরকম সৌন্দর্য্য*

আর বিচক্ষণতার অবস্থান সত্যিই দুর্লভ।

শিব মুখ তুলে দ্রুত চারদিকে চোখ বোলালেন। কোথাও কেউ নেই। গলাটা অন্য বাসুদেব-মন্দির থেকে আসছে। তিনি গলাটা চিনতে পারলেন। ইনি সেই যিনি কাশীর বাসুদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে নাগ ওষুধ দিতে। *পণ্ডিতজী, আপনিই কি দলপতি।*

না, বন্ধু। আপনি। আমি আপনার অনুগামী মাত্র। আর আমার সাথে আছেন বাসুদেবরা।

আপনি কোথায়? উজ্জয়িনীতে?

সব চুপচাপ।

আপনার নাম কি, পণ্ডিতজী?

আমি গোপাল। আমি বাসুদেবদের প্রধান। প্রভু রাম আমাদের যে মূল দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন—তার চাবিকাঠি আমার কাছে—দায়িত্বটা ছিল আপনার কর্মে সাহায্য করা।

আপনার পরামর্শ আমার প্রয়োজন, পণ্ডিতজী।

আপনি যা চাইবেন, মহান নীলকণ্ঠ। আপনি কি নিয়ে কথা বলতে চান?

সতী, কালী, গণেশ ও ব্রঙ্গ-কাশীর সৈন্যেরা কাশীর দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। তাদের কথাবার্তার শব্দে জঙ্গলের শান্তি নষ্ট হচ্ছিলো।

বিশ্বদ্যুম্ন গণেশের দিকে ফিরলো। 'প্রভু আপনার কি জঙ্গলটা কিরকম যেন শান্ত বলে মনে হচ্ছে না?'

গণেশ ভুরু তুললো। কেননা সৈন্যরা রীতিমতো হট্টগোল করছিল। 'তোমার কি মনে হয় যে আমাদের লোকেদের আরও জোরে জোরে কথা বলা উচিত?'

'না, প্রভু। আমরা যথেষ্ট হইচই করছি! আমি আসলে বাকী জঙ্গলটার কথা বলছি। ওটা যেন বড় বেশি চুপচাপ।'

গণেশ মাথা হেলালো। বিশ্বদ্যুম্ন ঠিকই চলেছে। একটাও জানোয়ার বা পাখীর শব্দ নেই। সে চারদিকে তাকালো। তার ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছিলো যে কিছু একটা ঠিকঠাক নেই। গাছপালার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো সে। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে আরও জোরে ঘোড়া ছোটালো।

সামান্য দূরে এক আহত পশু গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলো। চেহারায় সেটা অতিকায়—ক্ষতগুলো কিছুটা সেরে উঠেছে। কাঁধে গেঁথে থাকা ভাঙা তীরের বাঁটটা বাংহকে সামান্য খোঁড়াতে বাধ্য করেছে। তার পেছন পেছন চুপচাপ চলেছে দুটো সিংহী।

অধ্যায় ১৮

অশুভের কার্যপ্রণালী

এ দেশটা সত্যিই বড় গোলমেলে।

গোপালের চিন্তাতরঙ্গ হালকাভাবে ভেসে এল: *এমন কেন বলছেন বন্ধু?*

নাগেরা তো নিঃসন্দেহেই এমন মানুষ যারা অশুভ, ঠিক তো? একথাটা প্রায় সকলেই মানে। আবার, এরাই কিনা ন্যায় বিচারে স্বার্থে মানুষকে বিপদের সময় সাহায্য করে। অশুভর যেমনটি হওয়া উচিত এত ঠিক সেরকম নয়।

ভালো জায়গাটা ধরেছেন, মহান নীলকণ্ঠ।

যে ভুল আমি এর মধ্যেই করে ফেলেছি তাতে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে আর আক্রমণ করছি না।

ভালো সিদ্ধান্ত।

তাহলে আপনিও মনে করেন যে নাগেরা অশুভ নাও হতে পারে।

কি করে তা বলি বন্ধু। এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার মতো প্রাজ্ঞতা আমার নেই। আমি তো আর নীলকণ্ঠ নই।

শিব হাসলেন। *কিন্তু আপনার নিজের তো একটা মত আছে। নেই কি?*

গোপালের কথা বলার অপেক্ষায় থাকলেন শিব। বাসুদেব পণ্ডিত কথা না বলায় শিবের মুখে হাসি আরও বেড়ে গেল। এই আলোচনায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎই একটা অস্বস্তিকর চিন্তায় ধাক্কা খেলেন তিনি। *দয়া করে আবার এটা যেন বলবেন না যেন যে নাগেরাও নীলকণ্ঠের দৈব মাহাত্মে বিশ্বাস করে।*

গোপাল কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপচাপ রইলেন।

ভুরু কুঁচকে শিব পুনরাবৃত্তি করলেন। *পণ্ডিতজী, দয়া করে উত্তর দিন। নাগেরাও কি নীলকণ্ঠের দৈব মাহাত্মে বিশ্বাসী?*

হে মহান মহাদেব, অন্ততঃ আমি যতদূর জানি, তাদের অধিকাংশেরই নীলকণ্ঠে বিশ্বাস নেই। কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে এটাই তাদের পাপী করে তুলেছে।

শিব মাথা ঝাঁকালেন। *নাঃ, তা তো নয়ই।*

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

শিব বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। *তাহলে কি সেই উত্তর? আমি সারা ভারত ঘুরেছি। সত্যি বলতে কি একমাত্র নাগ ছাড়া আর সমস্ত উপজাতিদের সঙ্গে মিশেছি। আর কেউই যদি অশুভ না হয় তবে হয়তো অশুভর উত্থানই হয়নি। হয়তো আমার প্রয়োজনও ছিল না।*

বন্ধু, আপনি কি নিশ্চিত যে শুধুমাত্র লোকেরাই অশুভ হতে পারে? হয়তো কারোও কারোও অশুভ শক্তির সাথে যোগসুত্র থাকতে পারে। হয়তো অশুভ শক্তির সামান্য অংশ থাকতেও পারে তাদের মধ্যে। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষের গণ্ডী ছাড়িয়ে থাকতে পারে কি সেই ভয়ংকর অশুভ শক্তির অস্তিত্ব— যে নীলকণ্ঠের অপেক্ষায় রয়েছে?

শিব ভুরু কুঁচকালেন। *আমি ঠিক বুঝলাম না।*

অশুভ শক্তি কি এতটাই ব্যাপক যে এই সামান্য কটা লোকের মধ্যে জমা হতে পারে?

শিব চুপ করে রইলেন।

প্রভু মনু বলেছিলেন যে এমন নয় যে মানুষই অশুভ। প্রকৃত অশুভ শক্তি থাকে তাদের ছাড়িয়ে। সে লোকেদের আকৃষ্ট করে—তার শত্রুদের মধ্যে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু সে নিজে এতটাই বড় যে সামান্য কিছু জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

শিব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। *আপনার কথা শুনে তো এমনটাই ঠেকছে যে,*

অশুভ শক্তি শুভ শক্তির মতোই ক্ষমতা ধরে। আর সে নিজে থেকে কাজ করে না—লোকেদের তার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এইসব লোকেরা—হয়তো ভালো মানুষেরাও অশুভের পথে কাজ করার একটা কারণ খুঁজে পায়। আর যদি সে কোন উদ্দেশ্যের কাজে লাগে তাহলে সে কিভাবে ধ্বংস হবে?

হে নীলকণ্ঠ, পাপ কোন একটা উদ্দেশ্যে কাজ করে এই চিন্তাটা চিত্তাকর্ষক বটে।

কি সেই উদ্দেশ্য? ধ্বংসের উদ্দেশ্য? কেনই বা ব্রহ্মাণ্ড তেমন কোন পরিকল্পনা কষবে?

অন্য একদিক থেকে দেখা যাক। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছু খাপছাড়া নেই? সব কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে কোন কারণের জন্য। সব কিছুই কোনো উদ্দেশ্যের কাজে লাগে।

হ্যাঁ। যদি কিছু খাপছাড়া ঠেকেও তবে তার একমাত্র মানে এটাই দাঁড়ায় যে আমরা এখনও সেটার উদ্দেশ্যটাকে ধরতে পারিনি।

তাহলে অশুভ শক্তি রয়েছে কেন? কেনই বা এটা একবারই—চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। এমনকী যখন আপাতভাবে ধ্বংস হচ্ছে তার পরেও আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। হয়তো বেশ কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর—হয়তো বা অন্যরূপে। কিন্তু অশুভ শক্তি জাগছে আর জাগতেই থাকবেই—বার বার করে। কেন?

গোপালের কথাগুলো আত্মস্থ করছিলেন শিব। চোখ কুঁচকে গিয়েছিল তাঁর। কেননা অশুভ শক্তির কোনো উদ্দেশ্যের কাজে আসে.

প্রভু মনুও ঠিক এমনটাই মানতেন। আর মহাদেবের কাজ ভারসাম্য বজায় রাখা—উদ্দেশ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা—আর সময়মতো সমীকরণ থেকে অশুভ শক্তিকে বের করে আনা।

সমীকরণ থেকে বের করে আনা? বিস্মিত শিবের মুখ থেকে ছিটকে এল।

হ্যাঁ। প্রভু মনু সেটাই বলেছেন। তাঁর নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা একটা বাক্যমাত্র। তিনি বলেছিলেন যে অশুভর বিনাশকারীরা তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা বুঝতে পারবেন। আমি নিজে যা বুঝেছি তা হল যে অশুভ শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা সম্ভব নয়—আর উচিতও নয়। আর যখনই তা সম্পূর্ণ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে জেগে ওঠে তখনই তাকে সমীকরণ থেকে বের করে নেওয়া দরকার। আপনার কি মনে হয় না যে মনু এই কারণেই কথাটা বলেছেন যে হয়তো এই একই অশুভ শক্তি অন্য সময়ে ভালো উদ্দেশ্যের কাজে আসতে পারে?

বন্ধু, আমি এখানে উত্তরের জন্যে এসেছি। আর আপনি আমাকে আরো প্রশ্নের মুখে ফেলছেন।

গোপাল মৃদু হাসলেন। দুঃখিত, বন্ধু। *আমাদের যেটুকু সূত্র জানা আছে তা আপনাকে জানানোই আমাদের কাজ। আপনার সিদ্ধান্তে নাক গলানোটা আমাদের কাজ নয় বলেই ধরা হয়। কারণ তাতে হয়তো অশুভ শক্তিকে জয়ের পথে এগোনো হয়ে যাবে।*

আমি শুনেছিলাম যে শুভ আর অশুভ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

হ্যাঁ তা উনি বলেছিলেন বটে। ওরা একই মুদ্রার দুই পিঠ। কিন্তু উনি আর কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

অদ্ভুত। তাতে তো কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না।

গোপাল হাসলেন। *শুনতে অদ্ভুত ঠিকই। কিন্তু আমি জানি যে সময় এলে এর মানে আপনি ঠিকই ধরে ফেলবেন।*

শিব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মন্দিরের থাম বরাবর তাকালেন তিনি। দূরে দরজার বাইরে নীলকণ্ঠের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশালীর জনতা তাঁর চোখে পড়লো। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর তিনি আবার প্রভু মৎস্যের মূর্তির দিকে ফিরলেন। *বন্ধু গোপাল, রুদ্রদেব সমীকরণ থেকে যে অশুভকে টেনে বার করেছিলেন সেটা কি ছিল। আমি জানি যে অসুরেরা অশুভ ছিল না। তাহলে তিনি কোন অশুভকে ধ্বংস করলেন?*

উত্তর আপনার জানা।

না। আমি জানি না।

হ্যাঁ, জানেন। হে নীলকণ্ঠ—এটা নিয়ে ভেবে দেখুন। রুদ্রদেবের উত্তরাধিকারী কে?

শিব হাসলেন। উত্তর একবারে স্পষ্ট। *ধন্যবাদ পণ্ডিতজী। মনে হয় আজকের পক্ষে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।*

আমি কি আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমার মত জানাতে পারি?

শিব অবাক হলেন। *নাগেদের সম্বন্ধে?*

হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই! দয়া করে বলুন।

আপনি যে নাগেদের প্রতি টান অনুভব করছেন সেটা স্পষ্ট। আর স্পষ্ট যে আপনি মনে করেন আপনার অশুভর দিকে যাওয়ার যে পথ তা ওদের মধ্যে দিয়ে গেছে।

ঠিক।

সেটা দুটো কারণে হতে পারে। হয় অশুভ শক্তি রয়েছে সেই পথের শেষে।

নাহলে?

নাহলে সেই পথ বরাবর অশুভ শক্তি সবচাইতে বেশি ধ্বংস ঘটিয়েছে।

শিব লম্বা শ্বাস টানলেন। *আপনি কি বলতে চান যে হয়তো নাগরাই অশুভ শক্তির হাতে সবচাইতে বেশি কষ্ট পেয়েছে?*

হয়তো।

শিব থামে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। *হয়তো নাগদের বক্তব্যটাও শোনা উচিত। হয়তো সকলেই তাদের প্রতি অবিচার করে এসেছে। হয়তো তাদের অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ না থাকার ফলে তাদের নিরপরাধ বলেও ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ওদের মধ্যে একজনকে উত্তর দিতে হবে। বৃহস্পতির হত্যার জন্য একজনকে শাস্তি পেতেই হবে।*

শিব কি ভাবছেন তা গোপাল জানতেন। তিনি চুপ করে রইলেন।

সতী অতিথিগ্ব‌র ব্যক্তিগত কক্ষের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে কালী ও গণেশ। স্তম্ভিত কাশীরাজ যে কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন তাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

সকালেই সতী ইছাওয়ার থেকে সাতাশখানা সিংহের চামড়া নিয়ে ফিরেছেন—মানুষখেকোর পালের ধ্বংসের প্রমাণ নিয়ে। কাশীর যে সমস্ত বীর সৈনিকরা সেখানে মারা পড়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কাবসকে সেনানায়কের পদে উন্নীত করা হয়েছে। স্বীকৃত হয়েছে ব্রঙ্গ বাহিনীর সাহস। কাশীর ব্রঙ্গদের পরবর্তী তিনমাসের খাজনা রদ করা হয়েছে। কিন্তু অতিথিগ্বর কাছে বিশেষ করে এই সমস্যাটা ছিল জটিল। বুঝতেই পারছিলেন না সতীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই নাগের সাথে তিনি কি করবেন। নীলকণ্ঠের পত্নীর আত্মীয়দের কাশী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সাহস তাঁর নেই। আবার এদের একইসাথে কাশীতে খোলামেলা ভাবে জীবনযাপনের অনুমতিও দিতে পারেন না। তাঁর প্রজারা সেটাকে কর্মের নীতির বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে গণ্য করবে। নাগদের সম্বন্ধে কুসংস্কার মনের অনেক গভীরে চলে গেছে।

'দেবী', অতিথিগ্ব ধীরে ধীরে সাবধানে বললেন, 'কি করে আমরা এটাকে মেনে নিই?'

কালী অতিথিগ্বর দিকে তাকিয়েছিল। সে নিজে একজন রানী। তার প্রতি এই অপমানে সে জ্বলছিল। সতীর হাত ছুঁয়ে সে বলে উঠল, 'এসব ভুলে যাও, দিদি . . '

সতী শুধু মাথা নাড়লেন। 'দেখুন মাননীয় রাজা, কাশী ভারতের মধ্যে সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল জ্যোতি। সে সমস্ত ভারতীয়কে মেনে নেয়—তাদের জীবনযাত্রার ধরণ বা বিশ্বাস যাই হোক না কেন। শুধুমাত্র নাগ বলে মহান বীর লোকেদের ত্যাগ করলে কি সেই কারণকে আঘাত করা হবে না—যে

কারণ আপনার নগরকে সমস্ত অবহেলিত, নিপীড়িত, প্রান্তিক মানুষদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস করে তুলেছে?

অতিথিগ্ব মাথা নিচু করলেন। 'কিন্তু, দেবী, আমার প্রজারা . . .'

'রাজা, আপনার লোকেদের কুসংস্কারের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেবেন? নাকি তাদের আরো ভালো পথে পরিচালিত করবেন?'

কাশীরাজ চুপ করে রইলেন—দোদুল্যমান অবস্থায়।

'কাশীরাজ, দয়া করে এটা ভুলে যাবেন না যে এই যে আজ কাশীর সেনাদল ফিরে এসেছে আর ইছাওয়ারের গ্রামবাসীরাও বেঁচে আছে তা শুধু কাশী, গণেশ ও তাদের লোকেদের জন্য। আমরা সব্বাই সিংহের হাতে মারা পড়তাম। ওরাই আমাদের বাঁচিয়েছে। প্রতিদানে কি ওরা সম্মান পেতে পারে না?'

অতিথিগ্ব কিন্তু কিন্তু ভাবে মাথা নাড়লেন। নিজের ব্যক্তিগত কক্ষের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন অতিথিগ্ব। গঙ্গার ম্লান ধারার উপর দূরে থাকা তীরের উপরের পূর্ব পারের প্রাসাদের ছায়া ভাসছে। যেখানে তাঁর প্রিয় বোন মায়া দুর্ভাগা জীবন কাটাচ্ছে—একরকম বন্দীর মতোই। তিনি নিজে তাঁর প্রজাদের মধ্যে গেড়ে বসা নাগদের প্রতি এই ভয়কে অস্বীকার করতেই চাইতেন। কিন্তু কখনোই তাঁর সে সাহস হয়নি। এই যে এখন নীলকণ্ঠের পত্নী তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতেই তাঁর মনে আশা জেগেছে। কেননা নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার সাহস কারই বা আছে? শিব যে কিভাবে অন্যায় নিয়মের একটা গুচ্ছকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন তা সকলেরই জানা। তাহলে নাগদের ক্ষেত্রেই বা নয় কেন?

রাজা সতীর দিকে ঘুরলেন। 'দেবী, আপনার পরিবার থাকতে পারে। আমি নিশ্চিত যে ওরা প্রভু নীলকণ্ঠের জন্য রাখা কাশীর প্রাসাদের দিকটায় স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই', হেসে জানালেন সতী। 'অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় রাজা।'

— ᛉ〇ᚢᛏ⊛ —

জলযানের গলুইয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শিব। পাশেই পর্বতেশ্বর।

'প্রভু, সামনের জলযানের গতি দুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছি', বললেন পর্বতেশ্বর।

তাঁদের নৌবহর যাতে দ্রুত কাশী পৌছায় তা নিশ্চিত করতে পর্বতেশ্বরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শিব।

প্রায় দুবছর শিব নিজের পরিবারের থেকে দূরে। সময়টা অনেকটাই আর তিনিও তাদের ছাড়া আর থাকতে পারছেন না।

'ধন্যবাদ প্রধান সেনাপতি', হাসলেন শিব।

পর্বতেশ্বর অভিবাদন জানিয়ে আবার গঙ্গার দিকে তাকালেন।

মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন শিব, 'তা বিবাহিত জীবনটা কেমন, সেনাপতি?'

পর্বতেশ্বর হাসিমুখে শিবের দিকে ফিরলেন। 'স্বর্গীয় প্রভু—একদম স্বর্গ। যদিও খুবই তীব্রভাবে স্বর্গীয়।'

হাসলেন শিব। 'সাধারণ নিয়মগুলো আর চলে না, চলে কি?'

পর্বতেশ্বর হো হো করে হেসে উঠলেন। 'হ্যাঁ, আসলে, প্রত্যেকদিনই আনন্দময়ী নিয়মগুলো পালটায় আর আমি শুধু তা অনুসরণ করি!'

শিবও হো হো করে হেসে উঠে পর্বতেশ্বরের পিঠ চাপড়ালেন। 'নিয়মগুলো মানুন—নিয়মগুলো মানুন। ও আপনাকে ভালোবাসে। ওর সাথে আপনি সুখী থাকবেন।'

পর্বতেশ্বর তৃপ্তিতে মাথা নাড়লেন।

'আনন্দময়ী আমাকে বলেছে যে ও অযোধ্যায় সম্রাট দিলীপের কাছে দ্রুতগামী তরী পাঠিয়েছে আপনাদের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য', বললেন শিব।

'হ্যাঁ, তা ও পাঠিয়েছে', বললেন পর্বতেশ্বর। 'সম্রাট আমাদের অভ্যর্থনার জন্য কাশীতে আসছেন। উনি জানিয়েছেন আমাদের কাশী পৌছানোর দিন

দশেকের মধ্যেই আরেকটা জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।'

'ভালোই মজা হবে!'

— ⅄ᗝᏌ↑⊛ —

'বলুন প্রভু?' বললো নন্দী।

শিবের কক্ষে নন্দী ও ভগীরথ ছিলেন।

'আমরা যখন কাশী পৌঁছাবো, সম্রাটপুত্র ভগীরথের একদম কাছাকাছি থাকবে।'

'কেন প্রভু?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

শিব হাত তুললেন। 'আমার উপর আস্থা রাখো।'

ভগীরথের চোখ সরু হয়ে এল। 'বাবা কি কাশী আসছেন?'

শিব মাথা নাড়লেন।

'প্রভু আমি সম্রাটপুত্রের সাথে ছায়ার মতো থাকবো', বললো নন্দী। 'যতক্ষণ আমি বেঁচে ততক্ষণ ওনার কিচ্ছু হবে না।'

শিব মাথা তুললেন। 'দেখ নন্দী, তোমারও কিছু হোক, তা আমি চাই না। তোমরা দুজনেই সাবধানে থেকো আর চোখ খোলা রেখো।'

— ⅄ᗝᏌ↑⊛ —
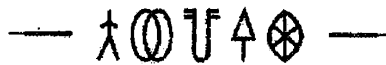
'খোকা!' সতী বলে উঠলেন আর কার্তিকও ছুটে তাঁর কোলে এল।

কার্তিকের বয়স মোটে তিন হলেও সোমরসের কল্যাণে তাকে প্রায় ছয় বছরের বাচ্চার মতো দেখায়। সে চেঁচালো, 'মা!'

সতীও তাঁর ছেলেকে একবার ঘুরপাক খাইয়ে আনন্দের সাথে বলে উঠলেন, 'তোকে দেখতে বড্ড মন চাইছিল রে।'

কার্তিক মৃদুস্বরে বললো, 'আমারও।' সে তখনো তার মায়ের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল তাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য।

'খোকারে, আমাকে যেতে হয়েছিল তার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু আমার যে একটা খুউব দরকারী কাজ করার ছিল রে।'

'পরের বার আমায় তোমার সাথে নিয়ে যেও।'

'চেষ্টা করবো রে।'

কার্তিক হাসলো। দেখে মনে হচ্ছিল সে ঠাণ্ডা হয়েছে। তারপর সে তার খাপ থেকে কাঠের তলোয়ারটা বের করলো। 'এই দেখো মা।'

সতী ভুরু কুঁচকালেন। 'এটা আবার কি?'

'তুমি যেদিন গেলে সেদিন থেকেই আমি লড়াই করা শিখছি। যদি আমি ভালো যোদ্ধা হতে পারি তাহলে তো তুমি আমায় সাথে করে নিয়ে যাবে। তাই না?'

সতী হেসে উঠে কার্তিককে কোলে টেনে নিলেন। 'তুই জন্ম থেকেই যোদ্ধা রে।'

কার্তিক হেসে তার মাকে জড়িয়ে ধরলো।

'হ্যাঁরে কার্তিক, তুই সবসময় আমাকে একটা ভাইয়ের জন্য বলতিস না?'

কার্তিক উৎসাহিত হয়ে মাথা নাড়লো। 'হ্যাঁ! হ্যাঁ!'

'তা আমি তোর জন্য একটা চমৎকার ভাই খুঁজে পেয়েছি। একটা বড় ভাই যে সবসময় তোর খেয়াল রাখবে।'

কার্তিক ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে তাকালো। সে এক দৈত্যাকার ব্যক্তিকে কক্ষে ঢুকতে দেখলো। তার পরণে সাধারণ সাদা ধুতি আর একটা কাঁধ বরাবর আলগাভাবে ঝোলানো অঙ্গবস্ত্র। প্রতিটি শ্বাসের সাথে নেচে উঠছে বিশাল ভুঁড়ি। কিন্তু কার্তিককে যেটা অবাক করে দিয়েছিল সেটা ছিল ওর মুখ। মানুষের ধড়ের উপর যেন হাতির মাথা বসানো।

দুরু দুরু বুকে গণেশ হাসলো। কার্তিক কি তাকে মেনে নেবে—সেই চিন্তায় ছিল সে। 'কেমন আছ, কার্তিক?'

কার্তিক সাধারণভাবে সাহসী হলেও মায়ের পেছনে লুকোলো সে।

'কার্তিক', হাসলেন সতী। তার বড় ভাই গণেশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'তোমার দাদার সাথে কথা বলছো না কেন?'

কার্তিক তখনো গণেশের দিকে তাকিয়ে। 'তুমি কি মানুষ?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার দাদা হই', হাসলো গণেশ।

কার্তিক কোনো সাড়া দিল না। কিন্তু সতী গণেশকে ভালোমতোই শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিলেন। নাগ হাত বাড়ালো। তাতে একটা টুসটুসে আম—কার্তিকের প্রিয় ফল। বছরের এত দেরীতে আম দেখে সে একই সাথে আনন্দিত ও বিস্মিত হয়ে উঠলো। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

'কার্তিক, তোমার কি এটা চাই?' বললো গণেশ।

ভুরু কুঁচকে কাঠের তলোয়ার বের করে কার্তিক বলে উঠলো, 'ওটার জন্য নিশ্চয়ই আমায় লড়াই করতে হবে না। তাই না?'

গণেশ হাসলো। 'আরে না না। তবে তোমার একবার আমাকে জড়িয়ে ধরতে হবে, এই যা।'

কার্তিক ইতস্তত করে সতীর দিকে তাকালো।

সতী হেসে মাথা নাড়লেন। 'তুই ওকে বিশ্বাস করতে পারিস।'

কার্তিক আস্তে আস্তে এসে খপ করে আমটা ধরলো আর ধরেই খেতে আরম্ভ করলো। গণেশও তার ছোট্ট ভাইটাকে জড়িয়ে ধরলো। কার্তিক হাপুস হুপুস করে খেতে খেতে গণেশের দিকে তাকিয়ে হাসলো আর ফিসফিস করে বললো। 'উম্‌ম . ধন্যবাদ দাদা।'

গণেশ আবার হেসে কার্তিকের মাথায় হাল্কা করে চাপড়ালো।

— ⅄ⓄƱ↑⊛ —

সামনের জলযান ধীরে ধীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে ভিড়লো। সেতুটা যখন ফেলা হচ্ছিলো শিবের চোখ হন্যে হয়ে সতীর খোঁজ করছিল। তিনি সম্রাট দিলীপ ও রাজা অতিথিগ্বকে পরিবার সমেত রাজকীয় মঞ্চের উপর দেখতে পাচ্ছিলেন। ঘাট জুড়ে থই থই করছিল কাশীর নাগরিকদের দঙ্গল। কিন্তু

.।

'ও কোথায়?'

'আমি খুঁজে দেখছি, প্রভু' নৌকা থেকে নামতে নামতে বললেন ভগীরথ। তার ঠিক পেছনেই নন্দী চলছিল।

'আর, ভগীরথ . . .'

'হ্যাঁ, প্রভু . . .' থেমে পড়ে বললেন ভগীরথ।

'সব কিছু চুকে যাওয়ার পর, পূর্বককে দয়া করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেও। নিশ্চিত করো উনি যেন আমার পরিবারের মধ্যে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে, প্রভু' এই বলেই ভগীরথ তাঁর বাবা স্বদ্বীপের সম্রাট দিলীপকে উপেক্ষা করে তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু সম্রাটের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিলো তাতে নন্দী অবাক হয়ে গিয়েছিল। দিলীপের বয়স অন্তত বছর দশেক কম বলে ঠেকছে—তাঁর চোখেমুখে ভালো স্বাস্থ্যের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। ভগীরথের পিছু যাওয়ার জন্য ঘুরতে ঘুরতে ভুরু কোঁচকালো নন্দী।

শিব সেতু বেয়ে নামলেন।

দিলীপ তাঁর ছেলের চলে যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে মাথা নাড়লেন। তারপর নীলকণ্ঠের দিকে ফিরে ঝুঁকে তাঁর পা ছুঁলেন।

শিব নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে দিলীপকে নমস্কার জানালেন। 'আপনার সাম্রাজ্য আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, মাননীয় সম্রাট।'

বীরভদ্র ইতিমধ্যে কৃত্তিকাকে খুঁজে পেয়ে একপাক ঘুরিয়ে নিয়েছিল। পুলকিত হলেও অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে কৃত্তিকা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছিল। লজ্জায় সে তার পতিকে জনসমক্ষে এরকম ভালোবাসা প্রকাশ করতে না বললো।

অতিথিগ্বও এগিয়ে এসে শিবের আশীর্বাদ চাইলেন। আনুষ্ঠানিক আচার শেষ করে নীলকণ্ঠ ঘুরে তাঁর পরিবারের খোঁজ করলেন, 'মাননীয় রাজা, আমার পরিবার কোথায়?'

'বাবা!'

শিব হেসে ঘুরলেন। কার্তিক তাঁর দিকে ছুটে আসছিল। ছেলেকে কোলে তুলে শিব বলে উঠলেন, 'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, তুই সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছিস কার্তিক।'

'তোমায় ছাড়া আমার মন খারাপ করছিল', শক্ত করে তার বাবাকে জড়িয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলো কার্তিক।

'আমারও' শিব জানালেন। ছেলেকে দেখে তাঁর যে আনন্দের উদ্রেক হয়েছিল তা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হল যখন তিনি পাকা আমের লোভনীয় গন্ধটা চিনতে পারলেন। 'বছরের এই সময়ে, এত দেরীতে কে তোকে আম দিচ্ছে?'

ঠিক তখনই সতী শিবের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। শিব হেসে কার্তিককে ডান হাতে আর সতীকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর জগৎকে যে আরও কাছে টেনে নিলেন তিনি, তা হাজার হাজার চেয়ে থাকা দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট। 'তোমাদের দুজনেরই অভাবটা খুব টের পাচ্ছিলাম।'

'আমরাও', সতী হেসে মাথা ঘুরিয়ে শিবের দিকে তাকালেন।

শিব আবার তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন। চোখ তাঁর বন্ধ। নিজের পরিবারের ভালোবাসার ছোঁয়া আর সাথে সাথে কাঁধের উপর স্ত্রী-ছেলের হেলানো মাথা তাঁকে আনন্দিত করে তুলেছিল। 'চলো, ঘর যাওয়া যাক।'

— ⊗ —

রথ ধীরে ধীরে কাশীর পবিত্র রাস্তা দিয়ে চলছিল। তাঁদের পেছনে চলছিল অযোধ্যা সম্রাট ও কাশীরাজের রথ দুটিও। আর তারও পিছনে আসছিল সেই বাহিনী যা শিবের সাথে যাত্রা করেছিল। প্রায় আড়াই বছর পরে তাদের প্রভুকে প্রথমবারের মতো চোখের দেখা দেখতে কাশীর নাগরিকরা রাস্তার দুধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল।

শিব স্বস্তিতে ভালো করে বসেছিলেন। তাঁর ঠিক পাশেই কার্তিককে কোলে নিয়ে সতী। ওঁরা জনতার দিকে হাত নাড়াচ্ছিলেন।

শিব ও সতী দুজনেই একসাথে বলে উঠলেন, 'আমার কিছু বলার ছিল

শিব হেসে উঠলেন। 'প্রথমে তুমি।'

'না, না, আগে তুমি', বললেন সতী।

'নাঃ। তুমিই আগে বলো।'

সতী ঢোঁক গিলে বললেন, 'নাগদের বিষয়ে তুমি কি জানতে পারলে?'

'সত্যি বলতে কি, অদ্ভুত সব ব্যাপার। হয়তো আমি ওদের ভুল ভেবেছিলাম। ওদের ব্যাপারে আমাদের আরও খোঁজখবর নেওয়া দরকার। হয়তো ওদের সবাই খারাপ নয়। হয়তো ওদের মধ্যে কয়েকজন মন্দ লোক রয়েছে—অন্য সব জাতের মতোই।'

সতী একটা বড় শ্বাস ছাড়লেন। যেন যে আশঙ্কাটা সাপের মতো তাঁর মধ্যে পাক খাচ্ছিলো সেটা কিছুটা কমলো।

'কি হলো?' একদৃষ্টে সতীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন শিব।

'হুমম্, আসলে সম্প্রতি আমিও কিছু আবিষ্কার করেছি। অত্যন্ত বিস্ময়কর কিছু। যা এখন পর্যন্ত আমার থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এটা নাগদের নিয়ে।'

'কি?'

'আমি জানতে পেরেছি . . . যে . . .'

শিব সতীকে এতটা বিচলিত দেখে অবাক হলেন। 'কি ব্যাপার, প্রিয়ে?'

'জানতে পেরেছি আমার সাথে ওদের সম্পর্ক আছে।'

'কি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কি করে তা হতে পারে। তোমার বাবা তো নাগদের ঘৃণা করেন।'

'সেটা ঘৃণার থেকে বেশি অপরাধবোধ হতে পারে।'

'অপরাধবোধ?'

'আমি একা জন্মাই নি।'

শিব বিচলিত হলেন।

'আমার সাথে এক জমজের জন্ম হয়েছিল। আমার একটা বোন আছে।'

শিব চমকে গিয়েছিলেন। 'কোথায় সে? কে তাকে অপহরণ করেছিল? কি করেই বা মেলুহায় এমনটা ঘটতে পারে?'

'ও অপহৃত হয়নি', ফিসফিস করে জানালেন সতী। 'ওকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল।'

'ত্যাগ করা হয়েছিল?' শিব সতীর দিকে চেয়েছিলেন। কোনো কথা তাঁর মুখে আসছিল না।

'হ্যাঁ। ও নাগ হয়ে জন্ম নিয়েছিল।'

শিব সতীর হাত ছুঁলেন। 'ওকে তুমি কোথায় পেলে? ও ঠিক আছে তো?'

সতী শিবের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ। 'আমি ওকে খুঁজে পাইনি। ওই আমাকে খুঁজে পেয়েছে। ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

শিব হাসলেন। নাগের বীরত্ব ও মহানুভবতার আরেকটা ঘটনা শুনে তিনি একেবারেই অবাক হননি। 'ওর নাম কি?'

'কালী। রানী কালী।'

'রানী?'

'হ্যাঁ, নাগদের রানী।'

বিস্ময়ে শিবের চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল। কালীই হয়তো সেইজন যে তাঁকে বৃহস্পতির হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। হয়তো সেইজন্যেই ভাগ্য তাদের একসাথে করার ষড়যন্ত্র করেছে। 'কোথায় সে?'

'এইখানে, কাশীতে। আমাদের প্রাসাদের বাইরে। তোমার সাথে দেখা করার অপেক্ষায়। তোমার ওকে মেনে নেওয়ার অপেক্ষায়।'

শিব হাসলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে সতীকে আরও কাছে টেনে নিলেন। 'ওতো তোমার পরিবার। ফলে আমারও পরিবার। আমার না মানার প্রশ্নই নেই।'

সতী সামান্য হেসে শিবের কাঁধে মাথা রাখলেন। 'কিন্তু ওই একমাত্র নাগ নয় যে তোমায় মেনে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

'আরো একটা—আরো বেদনাদায়ক তথ্য আমার থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল', সতী বললেন।

'কি?'

'নব্বই বছর আগে আমায় বলা হয়েছিল যে আমার প্রথম সন্তান মৃত। মূর্তির মতো।'

শিব মাথা নাড়লেন। যদিও তিনি বুঝতে পারছিলেন যে আলোচনাটা কোন দিকে চলেছে। শক্ত করে সতীর হাত ধরলেন তিনি।

'সেটা মিথ্যা ছিল', ফোঁপাচ্ছিলেন সতী। 'ও . . '

'ও বেঁচে?'

'ও এখনও বেঁচে!'

বিস্ময়ে শিবের চোয়াল ঝুলে পড়লো। 'তুমি বলতে চাইছো . আমার আরেক ছেলে আছে।'

সতী শিবের দিকে চাইলেন। চোখে জল। মুখে হাসি।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি! আমার আরেক ছেলে আছে।'

সতী মাথা নাড়লেন। শিবের আনন্দে তিনিও আনন্দিত।

'ভদ্র! জোরে চালা। আমার ছেলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

অধ্যায় ১৯

নীলকণ্ঠের ক্রোধ

শিবের গাড়ি দ্রুত অথিথিগ্বের প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মাঝখানের বাগান ঘিরে যে পথ সেটা বেয়ে যখন দ্রুত রথ ছুটছিল তখনই উত্তেজিত শিব কার্তিককে কোলে তুলে দরজার দিকে এগোতে শুরু করে দিয়েছিলেন। থামতেই তিনি নেমে পড়লেন। কার্তিককে মাটিতে নামিয়ে তার হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। পেছনে সতী।

পূজার থালা, অনুষ্ঠানের প্রদীপ আর ফুল হাতে কালীকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন শিব। তাঁর পেছনে সতী।

'এ কি . . .!'

শিবের সামনে দাঁড়িয়ে সতীরই এক ভাঙাচোরা মূর্তি। তার চোখ, মুখ, গঠন—সব এক। শুধু চামড়ার রঙটা কুচকুচে কালো—সতীর যেখানে ব্রোঞ্জের মতো। তার চুল খোলা—যেখানে সতী সাধারণত তার চুলের ঢল বেঁধেই রাখেন। মহিলার পরণে রাজকীয় পোষাক ও অলঙ্কার। সারা ধড় ঢাকা লাল অঙ্গবস্ত্রে। তারপরই শিবের দৃষ্টি পড়লো তার কাঁধের ওপরের অতিরিক্ত হাত দুটোর দিকে।

বিচলিত কালী অনিশ্চিতভাবে শিবের দিকে চেয়েছিলেন। তাকে অবাক করে দিয়ে শিব এগিয়ে গিয়ে তাকে আস্তে করে জড়িয়ে ধরলেন। সেটাও সাবধানে যাতে পূজার থালা না পড়ে যায়।

'তোমায় দেখে ভারী আনন্দ লাগছে', হেসে বললেন শিব।

কালীও অস্বস্তির সাথে হাসলো। শিবের উষ্ণ আচরণে সে কথা হারিয়ে

ফেলেছিল।

শিব পূজার থালাতে টোকা মেরে বললেন। 'আমার তো মনে হয় যে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তোমার এটা আমার মুখের চারপাশে ছয়-সাত বার ঘোরানোর কথা।'

কালী হেসে ফেললো। 'দুঃখিত। আসলে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম এই যা।'

'বিচলিত হওয়ার তো কিছু নেই', মুচকি হাসলেন শিব। 'থালাটা শুধু গোল করে ঘোরাও, মাথায় কিছু ফুল ফেলো আর প্রদীপ আবার যেন গায়ে ফেলো না। পোড়া ভারী যন্ত্রণাদায়ক!'

কালী হেসে অনুষ্ঠান শেষ করে শিবের কপালে একটা লাল তিলক কেটে দিল।

'এবার আমার আরেক ছেলে কোথায়' জানতে চাইলেন শিব।

কালী একপাশে সরে গেলো। শিব দূরে গণেশকে দেখতে পেলেন। সিঁড়ির ধাপগুলো উঠতে উঠতে যেখানে অতিথিগ্বের মূল প্রাসাদে পৌচেছে সেইখানটায় দাঁড়িয়ে।

'ওই তো আমার দাদা', উচ্ছ্বসিত কার্তিক তার বাবাকে বলে উঠলো।

কার্তিকের হাত ধরে শিব সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। পেছনে সতী ও কালী। বাকীদের সকলে নীচে চুপচাপ অপেক্ষা করছিল পরিবারের ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোর জন্য।

গণেশের পরণে লাল ধুতি আর সাদা অঙ্গবস্ত্র। তার মায়ের দিকের প্রাসাদের অংশটা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেই প্রবেশপথে রক্ষীর মতোই দাঁড়িয়ে সে। শিব তার কাছে পৌঁছাতে, গণেশ তার বাবার পা ছুঁতে ঝুঁকলো।

শিব গণেশের মাথায় আস্তে করে হাত রাখলেন—তার কাঁধ ধরে টেনে তুললেন জড়িয়ে ধরার উদ্দেশ্যে। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো দীর্ঘ জীবনের জন্য আশীর্বাদবাণী: 'আয়ুষ্মাণ ভব, আমার . ’

গণেশের শান্ত টানা-টানা চোখের দিকে ভালোভাবে চোখ পড়তেই হঠাৎই

থমকে গেলেন শিব। গণেশের কাঁধের উপর তাঁর হাত আরও চেপে বসলো। চোখ হল কুঞ্চিত।

গণেশ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ নিজের কপালকে গাল দিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়ে গিয়েছে।

শিবের চোখ গণেশের উপর আটকে ছিল।

বিস্মিত সতী, ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে শিব?'

শিব তাঁকে উপেক্ষা করে চাপা ক্রোধের সঙ্গে গণেশের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি তাঁর কোমরের বটুয়ার দিকে হাত বাড়ালেন। 'তোমার একটা জিনিস আমার কাছে রয়েছে।'

গণেশের একদৃষ্টে চুপচাপ শিবের দিকে চেয়েছিল। চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। শিব যে বটুয়া থেকে কি বার করছেন তা জানার জন্যে তার তাকানোর প্রয়োজন ছিল না। সেই তাবিজটা যেটার আঁকড়াগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সেটা তার। মন্দার পর্বতে ওটাকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। আগুনের আগ্রাসী শিখায় সেটার ধারগুলো পুড়ে গেছে। তবে মাঝখানে খোদাই করা ওঁ চিহ্নটায় কোন ছাপ পড়েনি। কিন্তু সেটা কোন সাধারণ ওঁ চিহ্ন নয়। প্রাচীন পবিত্র শব্দের সেই প্রতিরূপ যা সাপেদের দিয়ে তৈরি হয়েছে। সর্প ওঁ!

গণেশ দ্রুত তার তাবিজটা শিবের হাত থেকে নিয়ে নিল।

সতী অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে ছিলেন। 'শিব! এসব কি হচ্ছে?'

শিবের চোখ থেকে যে উন্মত্ত ক্রোধ ঠিকরে পড়ছিল।

'শিব', বিচলিতভাবে তার স্বামীর কাঁধ ছুঁয়ে আবারও বললেন সতী।

সতীর স্পর্শে শিব ঠিকরে উঠলেন। হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তোমার ছেলে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।'

সতী চমকে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি।

শিব আবার কথা বললেন। এবার তাঁর গলা কঠোর ও ক্রুদ্ধ। 'তোমার ছেলে বৃহস্পতিকে হত্যা করেছে।'

কালী ছিটকে সামনে এল। 'কিন্তু সেটাতো ছিল . . ' গণেশের ইশারায় চুপ করে গেল নাগরানী।

নাগ সোজা শিবের দিকে তাকিয়েই থাকলো। কোনো ব্যাখ্যায় নারাজ সে। নীলকণ্ঠের সিদ্ধান্ত ও তাঁর শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছিল সে।

শিব গণেশের একদম কাছে এগিয়ে গেলেন। অস্বস্তিজনকভাবে কাছাকাছি যতক্ষণ না তাঁর জ্বলন্ত নিঃশ্বাস গণেশের উপর আছড়ে পড়ে। 'তুমি আমার স্ত্রীর ছেলে। শুধুমাত্র এই কারণেই আমি তোমায় হত্যা করছি না।'

গণেশ চোখ নামালো। সবিনয় প্রার্থনায় উন্মুখ দুই হাত। কোনো কথা বলতে অসম্মত সে।

'আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও', গর্জে উঠলেন শিব। 'এ স্থান ছেড়ে চলে যাও। আর কখনো এখানে তোমার মুখ দেখিও না। পরের বার আমি এতটা ক্ষমাশীল নাও হতে পারি।'

কিন্তু . . কিন্তু শিব। ও আমার ছেলে!' অনুনয় করলেন সতী।

'ও বৃহস্পতিকে হত্যা করেছে।'

'শিব . . .'

'ও বৃহস্পতিকে হত্যা করেছে।'

সতী শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। তাঁর দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। 'শিব, ও আমার ছেলে। আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারবো না।'

'তাহলে আমাকে ছাড়া থাকো।'

সতী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'শিব, দয়া করে এরকম কোরো না। কি করে তুমি আমায় এরকম ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলছো বল?'

গণেশ অবশেষে বলে উঠলো, 'বাবা, আমি . . .'

ক্রুদ্ধ শিব মাঝপথেই বলে উঠলেন, 'আমি তোমার বাবা নই!'

গণেশ মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বড় শ্বাস টেনে আবার বলে উঠলো, 'হে মহান মহাদেব, আপনি আপনার সঠিক নীতির জন্য পরিচিত—আপনার ন্যায় বিচারের জন্য। অপরাধটা আমার। আমার মাকে আমার অপরাধের জন্য শাস্তি দেবেন না।' গণেশ তার ছুরি টেনে বের করলো। এ সেই ছুরিটা যেটা অযোধ্যায় সতী তার দিকে ছুঁড়েছিলেন। 'আমার জীবন নিন। কিন্তু আমার মাকে এমন ভাগ্য বহনে অভিশাপ না দেবেন যা মৃত্যুর থেকে খারাপ। উনি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবেন না।'

'না!' আর্তনাদ করে গণেশের সামনে ছিটকে এসে দাঁড়ালেন সতী, 'শিব, দয়া করো। ও আমার ছেলে। . . . ও আমার ছেলে . . .'

শিবের ক্রোধ হিমশীতল হয়ে গেল। 'দেখে মনে হচ্ছে তুমি তোমার পছন্দ ঠিক করে ফেলেছ।'

তিনি কার্তিককে কোলে তুলে নিলেন।

'শিব, কাতরস্বরে অনুরোধ করলেন সতী। 'দয়া করে যেও না, দয়া করো . . .'

শিব সতীর দিকে চাইলেন। তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হলেও গলা হিমশীতল। 'কিছু জিনিস রয়েছে যা আমি মানতে পারি না, সতী। বৃহস্পতি আমার ভাইয়ের মতো ছিল।'

শিব কার্তিককে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। স্তম্ভিত কাশীর নাগরিকরা একদম নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

— ⚹ —

'শিবের পুরো ছবিটা জানা নেই। তুই ওকে বললি না কেন?' অস্থির হয়ে

কালী জানতে চাইলো।

অতিথিগ্বের প্রাসাদে সতীর কক্ষে কালী ও গণেশ বসেছিল। বহুদিনের হারানো ছেলের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর স্বামীর প্রতি আনুগত্যের মাঝে ছিন্নভিন্ন সতী ব্রঙ্গ অট্টালিকায় গিয়েছিলেন। শিব সেখানেই অস্থায়ী ভাবে থাকছেন। সতী তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন।

'আমি তা পারি না। আমি কথা দিয়েছি, মাসী' উত্তরে বললো গণেশ। তার শান্ত কণ্ঠস্বর ভেতরের গভীরের দুঃখ লুকিয়ে রেখেছিল।

'কিন্তু . '

'না, মাসী। এটা আমার আর তোমার মধ্যেই থাক। একমাত্র একটা শর্তেই মন্দার পর্বত আক্রমণের রহস্য প্রকাশ পেতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি সেটা ঘটার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

'কিন্তু তোর মাকে অন্তত জানা।'

'কথা দেওয়া হলে সেটা মায়ের কাছে এসে থেমে থাকে না।'

'দিদি কষ্ট পাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম তুই ওর জন্য যে কোন কিছু করতে পারবি।'

'করবো। মা আমায় ছাড়া থাকতে পারবে কিন্তু মহাদেবকে ছেড়ে নয়। আগে আমার কাছে না থাকার জন্য মায়ের যে অপরাধবোধ সেটার জন্যই মা আমাকে যেতে দিচ্ছে না।'

'কি বলছিস তুই? তুই চলে যাবি?'

'হ্যাঁ। আর দিন দশেক পরে। শুধু মেলুহী সেনাপতি আর চন্দ্রবংশী সম্রাটকন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক। তারপরেই বাবা বাড়ি ফিরতে পারবেন।'

'তোর মা এটা মেনে নেবে না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমি যাবোই। আমার বাবা-মার মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ আমি হবো না।'

— ᛉ⦿ᚢ⍏⊗ —

'মাননীয় সম্রাট', মেলুহী প্রধানমন্ত্রী কনখলা বলছিলেন, 'আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ ছাড়া আপনার স্বদ্বীপযাত্রাটা ঠিক হবে না। এটা আচরণবিধির বাইরে।'

'কি সব যাতা ব্যাপার। আমি ভারতের সম্রাট। আমার যেখানে খুশী যেতে পারি', দক্ষ বলে উঠলেন।

'কনখলা অনুগত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি চাইছিলেন না যে তাঁর সম্রাট এমন কোনো কাজ করেন যা সাম্রাজ্যকে অস্বস্তিতে ফেলবে। 'কিন্তু অযোধ্যার চুক্তির শর্তে ছিল যে স্বদ্বীপ আমাদের সামন্ত মাত্র আর তার নিজের অঞ্চলের উপর তার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। আচরণবিধির বলে আমরা ওদের অনুমতি চাইবো। ওরা অনুমতি দিতে বাধ্য। আপনি ওদের প্রভু। কিন্তু এটা একটা অনুষ্ঠানিকতা, যেটা সম্পন্ন করতে হবেই।'

'কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু একজন বাবা যে তার প্রিয় মেয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে!'

কনখলা ভুরু কুঁচকালেন। 'মাননীয় সম্রাট, আপনার একজনই মেয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি,' তাচ্ছিল্যের সাথে হাত নেড়ে দক্ষ বলে উঠলো। 'দেখ, আমি আর তিন সপ্তাহের মধ্যেই বেরোচ্ছি। তুমি অনুমতি চেয়ে স্বদ্বীপে দূত পাঠাতে পারো। ঠিক আছে?'

'মাননীয় সম্রাট, পক্ষীদূতকে এখনোও অযোধ্যায় পাঠানোর জন্য ঠিক করে সাজানো হয়নি। আপনি তো জানেনই যে ওই লোকগুলো কেমন আনাড়ী। আর অযোধ্যা তো কাশীর থেকেও দূরে। কাজেই আজকেও যদি দূত বেরিয়ে পড়ে, তাহলেও তার অযোধ্যা পৌঁছাতে মাস তিনেকের সামান্য বেশিই লেগে যাবে। একই সময়ের মধ্যে আপনিও কাশী পৌঁছে যাবেন।'

দক্ষ হাসলেন, 'হ্যাঁ, তা যাব। যাও, গিয়ে আমার যাত্রার আয়োজন করো।'

কনখলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন তিনি।

— ⅄Ⓞᑌᐱ⊛ —
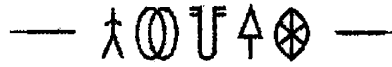
স্বদ্বীপের সম্রাট দিলীপ তার মেয়ে আনন্দময়ী ও পর্বতেশ্বরের বিয়ের অনুষ্ঠানে বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু মহাদেব ও তাঁর স্ত্রী মধ্যের অযাচিত তিক্ততা উৎসবের মেজাজটাই তেতো করে দিয়েছিল। তবে যাই হোক না কেন পূজা তো আর বাতিল করা যায় না। ওতে দেবতাদের অপমানিত করা হতে পারে। অন্যান্য সব অনুষ্ঠানগুলো স্থগিত রাখলেও প্রকৃতির দেবতাদের—অগ্নি, বায়ু, পৃথ্বী, বরুণ, সূর্য ও সোমের পূজা রীতি অনুযায়ী এগোচ্ছিলো।

আশী ঘাটের সামান্য দক্ষিণে পবিত্র রাস্তার পাশেই যে সূর্য মন্দির সেইখানের সূর্যদেবের পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। রাস্তার উপরেই একটা জমকালো মঞ্চ খাড়া করা হয়েছিল যেখান থেকে সরাসরি মন্দিরটা দেখতে পাওয়া যায়। শিব ও সতী তাঁদের জন্যই বিশেষভাবে সাজানো সিংহাসনে একদম পাশাপাশি বসেছিলেন। তাঁরা আগে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশের সময় যেভাবে আসতেন এবার সেরকম নয়। দুজনেই ছাড়া ছাড়াভাবে আড়ষ্ট হয়ে বসে। শিব সতীর দিকে তাকানও নি। তখনও তাঁর শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রের থেকে ক্রোধের হল্কা বেরোচ্ছে। তিনি শুধু পূজার জন্যই এসেছেন আর পূজা শেষ হলেই ব্রঙ্গ আবাসস্থলে ফিরে যাবেন।

কাশী ও প্রতিটি নাগরিকই রীতিমতো বিচলিত। তারা আগে কখনও শিবের ক্রোধ দেখেনি। কিন্তু সব চাইতে বিচলিত হয়েছে কার্তিক। সে তার বাবা-মাকে একসাথে করার জন্য ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছিল। তাঁদের দুজনকে একসাথে দেখলে কার্তিক আরো জ্বালাবে জেনে শিব কৃত্তিকাকে বলেছিলেন যে সে যেন কার্তিককে পাশের সঙ্কটমোচন মন্দিরের লাগোয়া উদ্যান-এ নিয়ে যায়।

মঞ্চে শিবের পাশে কালী, ভগীরথ, দিলীপ, অতিথিগ্ব ও আয়ুর্বতীর জন্যও সিংহাসন তৈরি করা হয়েছিল। পর্বতেশ্বর ও আনন্দময়ী ছিলেন মন্দির চত্বরে। সেখানে সূর্যপণ্ডিত তাঁদের ভালোবাসাকে সূর্যদেবের বিশোধক আশীর্বাদে

পবিত্র করে তুলছিলেন।

অস্বস্তিকর পরিবেশ এড়াতে গণেশ বিচক্ষণের মতো পূজার আমন্ত্রণ এড়িয়ে গিয়েছিলো।

কাশীর সকলেই পূজায় থাকলেও, গণেশ একা সঙ্কটমোচন মন্দিরে বসেছিলো। প্রথমে সে এক ঝুড়ি আম নিয়ে লাগোয়া উদ্যানে তাঁর ছোট্ট ভাইটার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। গত দশ দিনের মধ্যে এটাই তার প্রথম যাওয়া। প্রাণোচ্ছল পঁচাত্তর পল সময় কাটার পর সে কার্তিককে কৃত্তিকা ও পাঁচ দেহরক্ষীর সাথে খেলতে ছেড়ে দিয়ে মন্দিরে এসে বসেছিল। চুপচাপ একদৃষ্টে প্রভু রামের সবচাইতে অনুগত ভক্ত প্রভু হনুমানের দিকে তাকিয়েছিল সে।

প্রভু হনুমানকে একটা কারণে সঙ্কটমোচন বলা হত। লোকেরা বিশ্বাস করত যে তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তদের বিপদের সময় সাহায্য করতেন। গণেশ ভাবছিল যে প্রভু হনুমানও তাকে এই জটিলতা থেকে বেরোতে সাহায্য করতে পারতেন না। না সে মা ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতে পারছিল আর না পারছিল তার বাবা-মার আলাদা আলাদা ভাবে জীবনযাপনের কারণ হওয়াটা সহ্য করতে। সে পরের দিনই কাশী ছেড়ে যেতে মনস্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু জানতো, একবার মায়ের ভালোবাসা পাওয়ার পর সারা জীবন তাকে মায়ের জন্য আকুল হয়ে কাটাতে হবে।

কার্তিকের হুল্লোড় ও খিলখিল হাসির শব্দ তার কানে আসতেই হাসল সে।

মায়ের ভালোবাসায় পুষ্ট প্রাণের চিন্তাভাবনাহীন হাসি।

গণেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এরকম চিন্তাভাবনাহীন হাসি যে তার জীবনের অংশ কখনোই হবে না তা সে জানতো। ক্ষত্রিয়দের যখন আর কোনো কাজ থাকে না তখন তারা সাধারণত যা করে তাই করলো সে। তলোয়ার বার করে একটা মসৃণ পাথর নিয়ে ফলায় ধার দিতে লাগলো।

গণেশ তার চিন্তায় এতটাই হারিয়ে গিয়েছিল যে যতক্ষণে সে তার সহজাত অনুভূতিতে সাড়া দিল অনেকটাই দেরী হয়ে গেছে। উদ্যানে অদ্ভুত কিছু

একটা হচ্ছে। সে দম বন্ধ করে শুনতে চেষ্টা করল। আর তারপরই তার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল। উদ্যানটা একদম চুপচাপ হয়ে গেছে। কার্তিক, কৃত্তিকা আর তার দেহরক্ষীদের হাসি-হুল্লোড়ের কি হল?

গণেশ দ্রুত উঠে, খাপে তলোয়ার ভরে উদ্যানের দিকে হাঁটা লাগালো। আর তারপরই আওয়াজটা তার কানে এল। একটা চাপা ঘড়ঘড়ে শব্দ আর তারপরই একটা কান ফাটানো গর্জন। কাছাকাছিই হত্যা চলছে।

সিংহ!

গণেশ তলোয়ার বাগিয়ে দৌড়তে শুরু করল। একটা লোক হুমড়ি খেতে খেতে তার দিতে আসছিল। কাশীর সৈন্যদের একজন। তার হাত বরাবর ফালাফালা হয়ে গেছে। স্পষ্টতই ধারালো নখের আঘাত।

'কতগুলো?' গণেশের চিৎকার অতদূর থেকেও সৈনিকের শুনতে পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

কাশীর সৈনিক সাড়া দিচ্ছিল না। সে স্তম্ভিত হয়ে হুমড়ি খেতে খেতে এগোচ্ছিল।

গণেশের মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে পৌঁছে একটা জোরালো ঝাঁকানি দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কতগুলো?'

'তি . . . তিন', বললো সৈনিক।

'মহাদেবকে আনো!'

সৈনিক তখনও স্তম্ভিত হয়ে ছিল।

গণেশ তাকে আবারও একটা ঝাঁকানি দিল, 'মহাদেবকে আনো। এক্ষুনি!'

সৈনিক সূর্যমন্দিরের দিকে দৌড় দিল আর গণেশ ঘুরল উদ্যানের দিকে।

কাশী সৈনিকের জানা ছিল যে সে কি থেকে পালাচ্ছে। কিন্তু তবুও তার পা টলোমলো ছিল। গণেশ জানতো যে সে কোন দিকে দৌড়োচ্ছে—তবুও তার গতি ছিল দ্রুত, নিশ্চিত।

সে পাশের একটা পাথরকে চাপ দিয়ে ব্যবহার করে নিঃশব্দে, উদ্যানের বেড়া লাফিয়ে টপকালো।

অন্যদিকে যেখানটায় লাফিয়ে নামলো সে ঠিক সেইখানে একটা সিংহী চোয়ালের মধ্যে ইতিমধ্যেই মৃত এক সৈনিকের ভাঙা ঘাড় কামড়ে চূর্ণ করছিল—শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টায়। সেটার পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় গণেশ তলোয়ার চালালো। সিংহীর কাঁধের একটা প্রধান ধমনী কাটলো তাতে—ক্ষতের থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোলো রক্তধারা।

গণেশ তখন কৃত্তিকা, কাশীর আরেক সৈনিক ও কার্তিকের দিকে দৌড়োচ্ছিল। বাগানের ঠিক মাঝখানটায় ছিল তারা। দূরেই কোণে আরো দুজন সৈনিক মরে পড়েছিল। তাদের অবস্থান দেখে বিচার করলে মনে হয় তারাই বোধ হয় প্রথম মারা পড়েছিল।

গণেশ মুহূর্তের মধ্যে কৃত্তিকার পাশে পৌঁছোলো। তাদের ঘিরে একদিকে একটা সিংহী আর প্রকাণ্ড বাংহ।

ভূমিদেবী করুণা করুন! ওরা আমাদের ইছাওয়ার থেকে অনুসরণ করে এসেছে।

আরেকদিক ঘিরে ছিল সেই সিংহীটা। গণেশের আঘাতে সেটার কাঁধ থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

কার্তিক তার কাঠের তলোয়ারটা বাগিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। গণেশ জানতো যে কার্তিকের পক্ষে শুধুমাত্র কাঠের তলোয়ার নিয়ে বাংহকে আক্রমণ করার বীরত্ব ছেলেমানুষী। সে তার ভাইয়ের সামনে দাঁড়ালো। তার একধারে কৃত্তিকা ও আরেকধারে কাশীর সৈন্য।

'কোনো পথ নেই', তলোয়ার বাগিয়ে ফিসফিস করে কৃত্তিকা বলে উঠলো।

গণেশ জানতো যে কৃত্তিকা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা নয়। তার মাতৃত্বভাবই বোধ হয় তাকে কার্তিকের রক্ষায় উদ্যত করেছে। কিন্তু বোধহয় সে একটাকেও মারতে পারবে না। আর অন্যদিকের সৈন্যটা তো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সে কোন সাহায্যে আসবে বলে মনে হয় না।

রক্তাক্ত যে সিংহীটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের দিকে আসছিল সেটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো গণেশ। ওটা বেশিক্ষণ টিকবে না। আমি একটা মূল ধমনী কেটে দিয়েছি।'

বাংহ্‌ তাদের ঘিরে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে এগোচ্ছিল আর সিংহীগুলো মানুষগুলোকে পাশ থেকে চাপছিল। গণেশ জানতো যে এ শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

'পেছনে পিছোও, ফিসফিস করে বলল গণেশ। 'আস্তে আস্তে।'

তাদের পেছনের বট গাছটার মূল গুঁড়িটায় একটা ফোকর ছিল। গণেশের ছক ছিল কার্তিককে সেটার মধ্যে ঠেলে দিয়ে গুঁড়িটাকে সিংহীদের থেকে আগলানো।

'আমরা বেশিক্ষণ টিকবো না', বলল কৃত্তিকা, 'আমি ওদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছি। তুমি কার্তিককে নিয়ে দৌড়াও।'

গণেশ কৃত্তিকার দিকে ঘুরলেন। সে একদৃষ্টিতে বাংহের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু বীরভদ্রের স্ত্রীর প্রতি তার শ্রদ্ধা একলাফে অনেকটাই বেড়ে গেল। কৃত্তিকা কার্তিকের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।

'ওতে কাজ হবে না', বলল গণেশ। 'আমি কার্তিককে নিয়ে যথেষ্ট দ্রুত যেতে পারবো না। দেওয়ালগুলোও উঁচু। সাহায্য আসছে। মহাদেব আসছেন। আমাদের শুধু কিছুক্ষণের জন্য সিংহগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে।'

কৃত্তিকা ও অন্য সৈনিক গণেশকে সামনে রেখে কার্তিককে পেছনে ঠেলতে ঠেলতে ধীরে ধীরে পিছোচ্ছিল। বাংহ্‌ ও সিংহীগুলো গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলো। এই কিছুক্ষণ আগেই তারা যেরকম অন্ধের মতো আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে এক দৈত্যাকার লোককে দেখে সেটা দূর হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্তিককে ঠেলে বটের ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। গাছের ঝুলন্ত শিকড়গুলো এমনভাবে গুঁড়িটাকে পেঁচিয়ে ছিল যে তার বেরোনোটা অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। সে নিরাপদ। অন্তত যতক্ষণ গণেশ দাঁড়িয়ে।

সিংহীগুলো আক্রমণ করলো। খোঁড়াতে থাকা সিংহীটাকে লাফিয়ে এগোতে দেখে গণেশ অবাক হয়ে গেল। ওই জায়গাটা কৃত্তিকা আগলাচ্ছিল।

'নিচু হও!' চেঁচালো গণেশ। সে কৃত্তিকাকে সাহায্য করতে যেতে পারছিল

না। কেননা সেক্ষেত্রে বাংহ সামনে খোলা পেয়ে কার্তিককে আক্রমণ করবে। ‘কৃত্তিকা, নিচু হও! ও আহত। বেশি উঁচুতে লাফাতে পারবে না!’

কৃত্তিকা তলোয়ার নিচু করে ধরেছিল। সে অপেক্ষায় ছিল কখন সিংহী তার কাছে পৌছায়। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে সিংহীটা হঠাৎ বাঁদিকে বাঁক নিল। কৃত্তিকা সেটাকে আক্রমণ করবে কি একটা রক্ত-জমাট বাঁধা আর্তনাদ তার কানে এল।

অন্যদিকের সিংহীটা কাশী সৈনিকের বিক্ষিপ্তভাবকে কাজে লাগিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাকে নখরাঘাতে ফালাফালা করতে করতে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সিংহীটা আর সৈনিকও যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছিল। সে মাটি আঁকড়ে সিংহীকে ঠেলে সরানোর চেষ্টায় ছিল। তলোয়ার দিয়ে সিংহীটাকে দুর্বলভাবে আঘাত করছিল সে। এদিকে সিংহীটা সৈনিককে কামড়েই যাচ্ছিল। অবশেষে সিংহীটা কাতরাতে থাকা সৈনিকের ঘাড়ে মোক্ষম কামড় বসালো। মুহূর্তের মধ্যেই মারা পড়লো সৈনিক।

বাংহ গণেশের সামনে থেকে নড়ছিল না। পালানোর কোন পথ সে রাখেনি। অন্য সিংহীটাও কাশীর মৃত সৈনিককে ছেড়ে তার অবস্থানের দিকে গেল। গণেশ ধীরে ধীরে শ্বাস টানলো। এই জন্তুগুলো যে ধরনের বুদ্ধিমান শিকারীর আচরণ করছিল তাতে সে চমৎকৃত হয়েছিল। এটা সাধারণত কোন পালই করে থাকে।

‘নিচু হয়ে থাকো’ গণেশ কৃত্তিকাকে বলল। ‘আমি বাংহ আর এই সিংহীটাকে সামলাচ্ছি। তুমি ওই আহতটার উপর নজর রাখো। আমার একার পক্ষে তিন-তিনটার মহড়া নেওয়া সম্ভব নয়। এই জন্তুগুলো দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করছে। যেই বেখেয়ালী হবে সেই মারা পড়বে।’

কৃত্তিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। আহত সিংহীটাও ধীরে ধীরে তার দিকে এগোতে শুরু করেছিল। সেটার কাঁধের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে সেটা খুবই ধীরগতিতে চলাফেরা করছিলো। হঠাৎ সেটা কৃত্তিকাকে আক্রমণ করে বসলো।

কাছাকাছি এসেই সিংহীটা উঁচুতে লাফ দিল। অন্তত তার জখম কাঁধে

যতটা উঁচুতে লাফানো সম্ভব। লাফানোটা ছিল দুর্বল। কৃত্তিকা নিচু হয়ে তলোয়ারটা উঁচিয়ে রেখেছিল। সেটা নৃশংসভাবে সিংহীর হৃদপিণ্ডের মধ্যে বসে গেল। কৃত্তিকার উপর আছড়ে পড়ল সিংহীটা আর দ্রুত মারা পড়লো।

গণেশ চোখের কোণ থেকে কৃত্তিকাকে দেখেছিল। আছড়ে পড়ার আগে সিংহী থাবা চালিয়ে কৃত্তিকার কাঁধের একটা অংশ ছিন্নভিন্ন করে দিতে পেরেছিল। সেটা থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছিল। সিংহীর দেহের চাপে কৃত্তিকার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না। সেটা কৃত্তিকাকে মাটিতে ঠেসে ধরেছিল। কৃত্তিকা কিন্তু বেঁচে ছিল। গণেশের দিকে তাকিয়েছিল সে।

গণেশ দ্রুত তার ঢালটাকে পেছনে ঝুলিয়ে তার অন্য খাটো তলোয়ারটা বের করলো আর বটগাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। খাটো তলোয়ারটার দুটো ফলা যেটা শিকারের দেহ নড়াচড়া করলেই একসাথে গেঁথে যায়। অস্ত্রটা ভয়ানক কারণ শরীরের গভীরে ঢুকলে সেটা বারবার কাটতে থাকে।

গণেশ অপেক্ষা করছিল। সময় কাটাচ্ছিল সে। আশায় ছিল যে খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই মহাদেব চলে আসবেন।

বাংহ গণেশের ডানে ঘুরলো। আর সিংহীটা বামে। জন্তু দুটোর মধ্যে এতটাই দূরত্ব ছিল যে একসাথে দুটোর খেয়াল রাখা গণেশের পক্ষে কঠিন হচ্ছিল। আক্রমণাত্মক অবস্থানটা ঠিক করে নিয়ে জন্তু দুটো একসাথে এগোতে শুরু করল।

হঠাৎই আক্রমণ শানালো সিংহীটা। বাঁ হাতে আঘাত হানলো গণেশ। কিন্তু খাটো তলোয়ারটা তো আর অতটা লম্বা নয়। এই আক্রমণ গণেশকে বাঁয়ে তাকাতে বাধ্য করেছিল। সেই সুযোগে বাংহ গণেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ডান পায়ের ঠিক সেই জায়গাটায় কামড় বসালো যেখানটায় ইছাওয়ারেও আঘাত লেগেছিল।

যন্ত্রণায় কাতরে উঠে ডান দিকে তলোয়াড় সজোরে ঘোরালো গণেশ। বাংহের মুখ বরাবর চিরে গেল তাতে। বাংহ পিছু হটলেও তার আগেই গণেশের উরু থেকে খানিকটা খাবলে নিয়েছিল।

দ্রুত রক্ত ঝরছিল গনেশের। সে পিছু হটে বটগাছে হেলান দিল। তার

পেছনেই তার ক্ষুদে ভাই বেরোনোর জন্যে চেঁচাচ্ছিল যাতে সেও সিংহীদের সাথে লড়তে পারে। তার জন্যে তাকে বেরোতে দিতে বলছিল সে। গণেশ নড়লো না আর সিংহীগুলোও আবার আক্রমণ শানালো।

এবার বাংহটা প্রথম এল। তাদের আক্রমণে একটা ধাঁচ দেখে গণেশ ঠিক মাঝামাঝি চোখ রাখলো। এবার সে বাংহ আর সিংহীর দুটোকেই দেখতে পাচ্ছিল। ডান দিকের তলোয়াড় উঁচিয়ে ধরলো গণেশ যাতে বাংহ খুব কাছাকাছি না আসতে পারে। বাংহ গতি কমালো আর গতি বাড়ালো সিংহী। গণেশ তার খাটো তলোয়াড়টা সিংহীর কাঁধে ভালোরকম বসিয়ে দিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেটা তার হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল। কাঁধে বসে যাওয়া দুই ফলার তলোয়াড়টা নিয়ে পিছু হটলো সিংহী। এর মধ্যেই গণেশের বাঁ-হাতে আরেকটা বড়সড় আঘাত হেনেছিল সে।

গণেশ বুঝতে পারছিল যে সে বেশিক্ষণ খাড়া থাকতে পারবে না। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার। পাশের দিকে ঢলে পড়তে সে চায় না। কারণ, সেক্ষেত্রে কার্তিক অসহায় হয়ে পড়বে। সে পিছু হটে গাছে হেলান দিয়ে বসল। ফোকরটা তার দেহে ঢাকা পড়লো। তার ভাইকে পেতে হলে জন্তুগুলোকে তার দেহের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে গণেশের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দেখতে পাচ্ছিল যে সিংহীর ক্ষত ফল দিতে শুরু করেছে। তার থেকে কিছুটা দূরে সিংহীটা সেটার কাঁধের ক্ষত চাটতে চেষ্টা করছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সেটা। নড়লেই ফলা দুটো তার শরীরে আরও গভীরে ঢুকে হাড়-মাংস আলাদা করে দিচ্ছে। গণেশ বাংহকে ডানদিক থেকে আস্তে আস্তে কাছে আসতে দেখল। অনেকটা কাছে এসে সেটা লাফিয়ে পড়ে থাবা চালালো আর গণেশও একই সাথে ঘোরালো তার তলোয়ার। গণেশের মুখের ওপর দিয়ে চলে গেল বাংহের থাবা—তার লম্বা নাকে একটা বড় ক্ষতের সৃষ্টি হল। একইসাথে গণেশের আঘাতও বাংহের বাঁ চোখে লাগল। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে জন্তুটা পিছু হটলো।

কিন্তু গণেশ যেটা দেখতে পায়নি কার্তিক দেখেছিল। সে তার কাঠের

তলোয়ারটা নিয়ে বেরোতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু যথেষ্ট বেরোতে পারছিল না।

'দাদা! ওদিকে দেখো!'

গণেশের অমনোযোগকে কাজে লাগিয়ে সিংহীটা গুঁড়ি মেরে কাছে চলে এসেছিল। সেটা ঝাঁপিয়ে পড়ে গণেশের বুকে কামড় বসালো। সেটার মুখ বরাবর সাঁ করে তলোয়ার ঘোরালো গণেশ। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে সিংহী পিছু হটলেও তার মধ্যেই গণেশের দেহ থেকে অনেকটা মাংস খাবলে নিয়েছিল সে। গণেশের হৃদপিণ্ড থেকে ভয়ংকরভাবে রক্ত আর অ্যাড্রিনালিন ঝরছিল। অসংখ্য ক্ষত থেকে অঝোরে রক্ত ঝরায় সে আর গণেশের সঙ্গ দিতে পারছিল না।

গণেশ বুঝতে পারছিল যে তার অন্ত ঘনিয়ে এসেছে। সে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। তারপরই এক গর্জে ওঠা রণহুঙ্কার তার কানে এল।

'হর হর মহাদেব!'

উষ্ণ, আরামদায়ক আঁধার ডাকছিল গণেশকে। সে প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

প্রায় জনা পঞ্চাশেক ক্ষিপ্ত সূর্যবংশী সৈনিক উদ্যানে ঢুকে পড়ল। তারা সিংহীদুটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুর্বল প্রাণীগুলোর কোনো বাঁচার উপায় ছিল না। অচিরেই প্রাণ হারালো সেগুলো।

গণেশ দ্রুত দৃষ্টি হারাচ্ছিল—তার মনে হল সে যেন এক সুঠাম চেহারার কাউকে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখছে—পাশে ধরা তার রক্তাক্ত তলোয়ার। তার গলা—উজ্জ্বল নীল। লোকটার পেছনে যেন প্রায় ঝাপসা এক তামাটে মহিলা দৌড়ে আসছে তার দিকে।। তাঁর সারা দেহে বাঘের রক্তমাখা।

নাগ হাসলো। তার জগতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের দুজনকে ভালো খবরটা দিতে পারার জন্য আনন্দিত সে।

'কিছু ভেবো না . *বাবা*', গণেশ ফিসফিস করে তার *বাবা*-কে বলল।

তোমার ছেলে নিরাপদ . . লুকানো আছে . আমার পেছনে।'

এই কথা বলেই গণেশ ঢলে পড়লো। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে।

অধ্যায় ২০

কখনোই একা নও, ভাই আমার

গণেশ ভাবছিল সে যন্ত্রণা অনুভব করবে কিন্তু কোনোরকম যন্ত্রণাই নেই।

সে চোখ খুললো। তার পাশেই সমীহ জাগানো আয়ুর্বতীর চেহারা সে কোনোক্রমে দেখতে পাচ্ছিল।

সে নিচে তার ক্ষতবিক্ষত চেহারার দিকে চোখ সরালো। চামড়া ফালা ফালা। খাবলা খাবলা মাংস বেরিয়ে পড়েছে। সারা দেহে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। হাতের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বুকে একটা গর্ত হাঁ করে আছে। ভাঙা পাঁজরগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ভূমিদেবী দয়া করুন। আমার বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

গণেশ আবার অন্ধকারে ফিরে গেল।
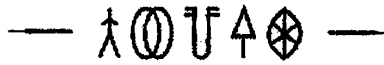
বুকের উপর একটা তীক্ষ্ণ চিনচিনে যন্ত্রণা। সে কোনোমতে ধীরে ধীরে চোখ খুললো।

চোখের কোণ দিয়ে সে আয়ুর্বতীকে দেখলো তার পট্টি পাল্টাতে।

সে আবার অনুভব করতে পারছে।

ভালো ব্যাপার তো, তাই না?

সে আবারও তার স্বপ্নের জগতে ফিরে গেল।

একটা মৃদু স্নেহস্পর্শ। তারপরই হাতটা সরে গেল। ঘুমন্ত গণেশ মাথা নাড়ালো। সে আবার সেই হাতের স্পর্শ চায়। এবার সেটা তার মুখের উপর নেমে এল। মৃদুভাবে মাথা চাপড়ালো সেটা।

গণেশ সামান্য চোখ খুললো। সতী তার পাশেই বসে—তার উপরেই ঝুঁকে। চোখ লাল—ফোলা।

মা।

কিন্তু সতী উত্তর দিলেন না। হয়তো শুনতেই পাননি।

সতীর পাশের জানলার বাইরে দেখতে পাচ্ছিল গণেশ। বৃষ্টি পড়ছে।

বর্ষাকাল? কতকাল অচেতন আছি আমি?

জানলার ঠিক পাশেই একজনকে দেওয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখল গণেশ। এক শক্তিশালী লোক। তার সাধারণত কৌতুকে ঝিকিমিকি করা চোখ এখন ভাবলেশহীন। নীল গলার একজন। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। তাকে বুঝতে চেষ্টা করছে।

ঘুম আবারও গণেশকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

— ⅄⓪Ʉ⍏⊛ —

হাতের উপর একটা উষ্ণ ছোঁয়া। কেউ আস্তে আস্তে তার উপর মলম লাগাচ্ছে।

নাগ ধীরে ধীরে তার চোখ খুললো আর বিস্মিত হল এই দেখে যে যে হাতটা এত কোমলভাবে ওষুধ লাগাচ্ছে সেটা নরম মেয়েলী নয়। উল্টে শক্তসবল পুরুষের হাত।

সে দয়ালু চিকিৎসককে দেখতে আস্তে আস্তে চোখ ঘোরালো। চেহারাটা শক্তিশালী পেশীবহুল কিন্তু গলা! অন্যরকম। পবিত্র নীল আলোর বিকিরণ হচ্ছে সেটার থেকে।

গণেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে ঢোক গিললো।

ওষুধ লাগাতে থাকা হাতটা থমকে গেল। গণেশ তার উপরে নিবদ্ধ

তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ অনুভব করতে পারছিল। আর তারপরই নীলকণ্ঠ উঠে কক্ষ ত্যাগ করলেন। গণেশ আবার চোখ বন্ধ করলো।

— ⚲ —

বহুকাল পরে অবশেষে গণেশ তার ঘুমের ঘেরাটোপ থেকে বেরোলো। আপাতত এক্ষুণি তার আবার সেই নিরাপদ ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ার জরুরী প্রয়োজন নেই। সে বৃষ্টির মৃদু টুপটাপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো।

বর্ষাকাল তার প্রিয়। পুনরুজ্জীবিত পৃথিবীর স্বর্গীয় বাতাস আর বৃষ্টি পড়ার সুরের ঝঙ্কার।

সে মাথা বাঁদিকে সামান্য ঘোরালো। সতীকে জাগানোর পক্ষে এটা যথেষ্ট ছিল। তিনি কক্ষের শেষপ্রান্তের বিছানা থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে হেঁটে গণেশের কাছে এলেন। একটা চেয়ার কাছাকাছি টেনে নিয়ে তাঁর ছেলের মাথায় হাত রাখলেন।

'কেমন আছিস বাছা আমার?'

গণেশ মৃদু হাসলো। সে আরও একটু মাথা ঘোরালো।

সতী হেসে তাঁর ছেলের মুখে আঙুল বোলালেন। তিনি জানতেন গণেশ এটা পছন্দ করে।

'কৃত্তিকা?'

'ও অনেক ভালো আছে', বললেন সতী। 'ও তোর মতো গুরুতর জখম হয়নি। সত্যি বলতে কি ওতো চিকিৎসালয় থেকে খুব তাড়াতাড়িই ছাড়া পেয়ে গেছে। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে।'

'কতদিন . ?'

'কতদিন তুই এখানে রয়েছিস?'

উত্তরে মাথা নাড়লো গণেশ।

'ষাট দিন।' 'চেতন আর অচেতন অবস্থার মধ্যে।'

'বৃষ্টি . '

'বর্ষাকাল প্রায় শেষ। আদ্রতাই জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তোর নিরাময়ের গতি কমিয়ে দিয়েছে।'

গণেশ একটা লম্বা শ্বাস টানলো। সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'ঘুমিয়ে পড়', বললেন সতী। 'আয়ুর্বতীজী বলেছেন তুই খুব ভালোভাবে আরোগ্যের পথে চলেছিস। খুব তাড়াতাড়িই তুই এখান থেকে ছাড়া পাবি।'

গণেশ হেসে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

— ⅄⏀Ʊ⍏⊗ —

আয়ুর্বতী হঠাৎই গণেশকে ঘুম থেকে তুলে দিলেন। তিনি একদৃষ্টে তার দিকেই চেয়েছিলেন।

'আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

'শেষ যখন জেগেছিলে তখন থেকে? কয়েক ঘন্টা। আমি তোমার মাকে ঘরে পাঠিয়েছি। ওঁর বিশ্রামের দরকার।'

গণেশ মাথা নাড়লো। আয়ুর্বতী তাঁর বানানো একটা মলমের খানিকটা তুলে বললেন, 'মুখ খোলো।'

গণেশ মলমের বিচ্ছিরি গন্ধে নাক সিঁটকালো।

'এটা কি, আয়ুর্বতীজী?'

'এটা যন্ত্রণা দূর করে দেবে।'

'কিন্তু আমি তো কোনো যন্ত্রণা বোধ করছি না।'

'করবে—যখন আমি মলমটা লাগাবো তখন। কাজেই মুখ খোলো আর এটা জিভের তলায় রাখো।'

ওষুধের ক্রিয়া শুরু হওয়া অব্দি অপেক্ষা করলেন আয়ুর্বতী। তারপরে তিনি গণেশের বুকের পট্টি খুলতে শুরু করলেন। তার ক্ষত নাটকীয়ভাবে সেরে উঠেছে। মাংস গজিয়ে উঠেছে আর কিছু আঘাতজনিত মাংসতন্তুও গজিয়ে উঠেছে।

'চামড়াটা মসৃণ হয়ে যাবে', নির্লিপ্তভাবে বললেন আয়ুর্বতী।

'আমি যোদ্ধা', হাসলো গণেশ। 'মসৃণ ত্বকের চেয়ে ক্ষতের দাগ বেশি পছন্দের।'

আয়ুর্বতী অবিচলভাবে গণেশের দিকে চাইলেন। তারপর একটা পেয়ালা তুলে নিলেন।

আয়ুর্বতী মলম লাগাতে শুরু করতে গণেশ দম বন্ধ করে রইলেন। বেদানানাশক ওষুধ সত্ত্বেও, মলমের জন্য যন্ত্রণায় চিনচিন করে উঠছিল স্থানটা। আয়ুর্বতী দ্রুত মলম লাগানো সেরে ফেলে ক্ষতস্থানটা আবার নিম পাতার পট্টিতে বেঁধে দিলেন।

আয়ুর্বতী চটপটে, কুশলী ও দক্ষ। এই গুণগুলিকে গণেশও খুবই প্রশংসা করতো।

মানবপ্রভু একটা বড় শ্বাস টেনে আরও কিছু শক্তি সঞ্চয় করল। 'আমি যে বেঁচে যাব তা ভাবিনি। আয়ুর্বতীজী, আপনার খ্যাতি সত্যিই যথাযোগ্য।'

আয়ুর্বতী ভুরু কুঁচকালেন। 'তুমি আমার কথা কোথায় শুনলে?'

'আমি ইছাওয়ারেও জখম হয়েছিলাম। আর মা বলেছিলেন যে আপনি দুগুণ দ্রুতগতিতে আমাকে সরিয়ে তুলতে পারতেন। মা বলেছিলেন যে আপনি পৃথিবীর সেরা চিকিৎসক।'

আয়ুর্বতী ভুরু তুললেন। 'তুমি বেশ বলিয়ে কইয়ে। যে কাউকে হাসাতে পারে। ঠিক প্রভু নীলকণ্ঠের মতন। তবে এটাই দুঃখের যে তুমি ওনার নিষ্কলঙ্ক হৃদয় পাওনি।'

গণেশ চুপ করে রইলো।

'আমি বৃহস্পতিকে শ্রদ্ধা করতাম। উনি শুধু ভালো মানুষই ছিলেন না জ্ঞানের সাগরও ছিলেন। উনি অসময়ে প্রাণ হারানোয় জগতের ক্ষতি হয়েছে।'

গণেশ কোন সাড়া দিল না। তার বেদনাভরা দৃষ্টি চিকিৎসকের চোখের গভীরে নিবদ্ধ ছিল।

'এখন, ওই হাতটা দেখতে দাও।' বললেন আয়ুর্বতী।

তিনি হ্যাঁচকা টানে গণেশের পট্টি খুলে ফেলল। ব্যথা লাগার পক্ষে টানটা যথেষ্ট হলেও কোনো গুরুতর ক্ষতি না ঘটানোর পক্ষে যথেষ্টই কোমল।

গণেশ একটুও কাতরালো না।

পরের দিন গণেশ ঘুম থেকে উঠেই তার মা আর মাসীকে ঘরের মধ্যে ফিসফাস করতে দেখল।

'মা, মাসী', গণেশ ফিসফাস করে বললো।

দুই বোনই হেসে ফিরলো তার দিকে।

'তুই কিছু খেতে চাস কি?' বললেন সতী।

'হ্যাঁ, মা। কিন্তু আজ কি আমি বাইরেও বেরোতে পারি? ষাট দিন ধরে তো ঘুমিয়েছি। ভয়ানক ব্যাপার।'

কালী হাসলো। 'আমি আয়ুর্বতীর সাথে কথা বলবো। এখনকার মতো শুয়ে থাক।'

কালী আয়ুর্বতীর সাথে দেখা করতে বেরিয়ে যেতেই সতী চেয়ার টেনে গণেশের কাছে এসে বসলেন।

'তোর জন্য পরোটা এনেছি', তাঁর সঙ্গে থাকা ছোট্ট হাতীর দাঁতের কৌটো খুলতে খুলতে বললেন সতী।

গণেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। তার মায়ের বানানো ওই চ্যাপ্টা পুর ভরা ময়দার পরোটাগুলো তার খুবই প্রিয়। কিন্তু ওগুলো যে তার সৎ-বাবা শিবেরও প্রিয় সেটা মনে পড়া মাত্রই তার হাসি মিলিয়ে গেল।

গণেশের খাওয়ার আগে মুখ ধোওয়ার জন্য যে শোধকের বিধান আয়ুর্বতী দিয়েছেন তা খুঁজতে উঠলেন সতী।

'মা, বাবা কি তোমার ঘরে ফিরেছেন?'

সতী ওষুধের আলমারি থেকে ঘুরে তাকালেন। 'তোকে এখন ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'শেষ পর্যন্ত কি তোমার সাথে কথা বলা অন্তত শুরু করেছেন?'

'তোর এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই', গণেশের দিকে ফিরে আসতে আসতে বললেন সতী।

নাগ ছাদের দিকে তাকিয়েছিল। তার হৃদয় অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে। 'উনি কি . '

'হ্যাঁ উনি করেছেন', সতী উত্তর দিলেন। 'শিব প্রত্যেকদিন তোর দেখাশোনা করতে আসতেন। কিন্তু আজ থেকে আর আসবে বলে আমার মনে হয় না।'

গণেশ বিষণ্নভাবে হেসে ঠোঁট কামড়ালো।

সতী তার মাথা চাপড়ে বললেন, 'যখন ঠিক সময় আসবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'মন্দার পর্বতে কি ঘটেছিল তা যদি বোঝাতে পারতাম। যদি কেন তা ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারতাম। জানি না উনি আমাকে ক্ষমা করবেন কিনা। কিন্তু উনি বুঝতে অন্তত পারতেন।'

'কালী আমাকে সামান্য জানিয়েছে। আমি যাহোক তাহোক করে বুঝছি। কিন্তু বৃহস্পতিজী? উনি মহান ব্যক্তি ছিলেন। উনি মারা যেতে পৃথিবী কিছু হারিয়েছে। আর শিবতো ওঁকে ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতেন। উনি বুঝবেন বলে কি করে আশা করবো আমরা?'

গণেশ বিষণ্ন দৃষ্টি সতীর দিকে চাইলো।

'কিন্তু তুই কার্তিকের জীবন বাঁচিয়েছিস', সতী বললেন। 'আমাকে বাঁচিয়েছিল। আমি জানি যে শিবের কাছে এটাই অনেক। ওনাকে সময় দে রে। উনি ঠিক কাছে আসবেন।'

গণেশ চুপ করে রইলো। স্পষ্টতই তার সন্দেহ আছে।

— ⁂ —

পরের দিন আয়ুর্বতীর অনুমতি নিয়ে গণেশ অতিথিগৃহের জমকালো

প্রাসাদের লাগোয়া বাগানে সামান্য হাঁটার জন্য চিকিৎসালয় থেকে বেরোলো। সে আস্তে আস্তে কালীর কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছিল। সাথে ভর দেওয়ার জন্য একটা লাঠি যা তার শরীরের ভার বহন করছিল। সে একাই হাঁটতে চেয়েছিল। কিন্তু কালী কোনো কথাই শোনেনি। তারা বাগানে পৌঁছোতে একটা ইস্পাতের জোরালো ঝনঝন আওয়াজ শুনতে পেল।

গণেশের চোখ সরু হল। 'কেউ অভ্যাস করছে—রীতিমতো।'

কালী হাসলো। সে জানতো যে যোদ্ধাদের অভ্যাস করতে দেখতে পাওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দের কিছু নেই গণেশের। 'চল যাই।'

নাগরানী গণেশকে বাগানের মাঝখানটায় আসতে সাহায্য করলো। গণেশ এর মধ্যেই যে শব্দগুলো তার কানে আসছে তার গুণবিচার করে অভ্যাসের মান নিয়ে বলছিল, 'নড়াচড়া দ্রুত। তলোয়ারগুলো ইস্পাতের—অভ্যাসের জন্য নয়। ওখানে কুশলী যোদ্ধারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করছে।'

কালী শুধু গণেশকে বেষ্টনীর দরজা পেরোতে সাহায্য করছিল।

তারা ঢুকতেই গণেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কালী তাকে শক্ত করে ধরলো। 'আস্তে। ও বিপদের মধ্যে নেই।'

খানিকটা দূরে কার্তিক পর্বতেশ্বরের সাথে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালাচ্ছে। সে যা গতিতে নড়াচড়া করছে তাতে গণেশ চমকে গেল।

তিন বছরের বাচ্চার শরীর সাত বছর বয়সীর মতো হতেই পারে। কিন্তু তা হলেও সে দৈত্যাকার পর্বতেশ্বরের তুলনায় লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্ষুদে। মেলুহী সেনাপতি বেশ জোরের সাথেই তলোয়ার চালাচ্ছেন। কিন্তু কার্তিক তার চেহারার জন্য ভয়ানকভাবে আঘাত হানছে। সে নিচু হচ্ছে। ফলে পর্বতেশ্বরকেও তলোয়ার নিয়ে ঝুঁকতে হচ্ছে যেটা অধিকাংশ কুশলী তলোয়ারবাজেরাও ভালো পারে না। কাউকেই বামনদের সাথে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। কার্তিকের খোঁচানোর ক্ষমতাও আছে আর আছে অসাধারণ নিখুঁত গতিও। সে এমন একটা কোণ থেকে পর্বতেশ্বরের উপর আঘাত হানছে যা যে কোন বড় একজন লোকের পক্ষেই আটকানো অসম্ভব প্রায়। কয়েক পলের মধ্যেই কার্তিক মেলুহী সেনাপতির উপর তিন তিনখানা

মারণ আঘাত হানার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল—সবগুলো আঘাতের লক্ষ্যই ছিল ধড়ের নিচের দিককার অংশ।

গণেশ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল।

'তুই জখম হওয়ার পরদিন থেকেই ও অভ্যাস করছে', বললো কালী।

অতি সামান্য যোদ্ধাকে যা করতে দেখেছে সে সেটা দেখেই গণেশ আরও অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'কার্তিক একই সাথে দুটো তলোয়ার ব্যবহার করছে।'

'হ্যাঁ', হাসলো কালী। 'ও ঢাল ব্যবহার করে না। বাঁ হাতেও আক্রমণ শানায়। ছেলেটা বলে যে, রক্ষণের থেকে আক্রমণ আরও ভালো।'

গণেশ সতীর জোরালো গলা শুনতে পেল।

'থামো।'

সে ঘুরে তার মাকে কোণের বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের খাঁজ থেকে উঠতে দেখলো।

'পিতৃতুল্য, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত', সতী পর্বতেশ্বরকে বললেন। পর্বতেশ্বরকে তিনি বাবার মতোই সম্মান করতেন। 'কিন্তু হয়তো কার্তিক তার দাদার সাথে দেখা করতে চাইতে পারে।'

পর্বতেশ্বর গণেশের দিকে তাকালেন। মেলুহী সেনাপতি সতীর বড় ছেলেকে কোনো স্বীকৃতি জানালেন না। একটা সামান্য মাথা নাড়াও নয়। তিনি শুধু পিছিয়ে গেলেন।

গণেশকে ধীরে ধীরে তার দিকে আসতে দেখে হাসলো কার্তিক। কার্তিকের মধ্যের পরিবর্তন দেখে চমকে গিয়েছিল গণেশ। তার চোখে ছোট্ট বাচ্চার সেই সরল দৃষ্টি আর নেই। সেখানে রয়েছে ইস্পাত—বিশুদ্ধ নিখাদ ইস্পাত।

'ভাই, তুই সত্যিই খুব ভালো লড়ছিস', বললো গণেশ। 'আমি তো জানতামই না।'

কার্তিক তার দাদাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। জড়ানোয় গণেশের ক্ষতে লাগলো কিন্তু সে পিছিয়ে গেল না বা উঃ আঃ করলো না।

বালক পিছিয়ে গেল। 'দাদা, তোমাকে আর কখনোই একা লড়তে হবে না। কক্ষনো নয়।'

গণেশ হেসে তার ছোট্ট ভাইকে আবারও জড়িয়ে ধরলো। তার চোখে জল।

নাগ দেখলো যে সতী আর কালী চুপচাপ আছে। পর্বতেশ্বরকে দরজার দিকে ঘুরতে দেখে সেও ঘুরলো। ডান হাতের মুষ্টি বুকে চাপড়ে নিচু হলেন পর্বতেশ্বর—মেলুহার সামরিক অভিবাদন জানাচ্ছিলেন তিনি। পর্বতেশ্বর যেদিকে ফিরে সেইদিকে ঘুরলো গণেশ।

দরজায় শিব দাঁড়িয়ে। বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা হাত। অনুভূতিহীন। চুল উড়ছে বাতাসে আর ফুরফুরে বাতাসে কাপড়ও পতপত করছে। গণেশের দিকে তাকিয়ে তিনি।

গণেশ কার্তিককে জড়িয়ে রেখেই নীলকণ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধায় ঝুঁকলো। যখন সে সোজা হল শিব ততক্ষণে চলে গেছেন।
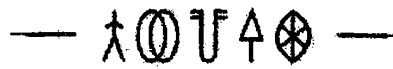
'শিব, ও অতটা খারাপ মানুষ নাও হতে পারে', আস্তে আস্তে গাঁজার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো বীরভদ্র।

অনুভূতিহীন ভাবে মুখ তুললেন শিব। নন্দী ভয়ে ভয়ে বীরভদ্রের দিকে তাকালো।

কিন্তু বীরভদ্র নাছোড়বান্দা। 'শিব, আমরা ওর ব্যাপারে সবকিছু তো জানি না। আমি পরশুরামের সাথে কথা বলেছি। গণেশই ওকে সাহায্য করেছিল। যে অবিচারের সম্মুখীন সে হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেছিল। আপাতভাবে, ব্রঙ্গরা যখন প্রথম পরশুরামকে আক্রমণ করে তখন সে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল। গণেশই আহত ব্রাহ্মণকে মধুমতী তীরে খুঁজে পেয়ে উদ্ধার করে। পরশুরামের ভয়ঙ্কর জীবন কাহিনী শুনে ও তাকে যেকোন উপায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেয়।'

শিব কোনো কথা না বলে বীরভদ্রের থেকে ছিলিম নিয়ে তাতে টান দিলেন শুধু।

'কৃত্তিকা যা বলেছিল তাও তুই জানিস। কার্তিককে বাঁচাতে গণেশ এমনভাবে লড়েছিল যেন কেউ তাকে ভর করেছে—নিজের জীবনও এইভাবে প্রায় বিপন্ন করেছিল ও। কৃত্তিকা চরিত্র ভালো বিচার করতে পারে। ও বলছিল গণেশের হৃদয় সোনার।'

শিব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চুপ করে রইলেন।

'রানী কালীর থেকে শুনেছি', বীরভদ্র বলে যাচ্ছিল, 'যে গণেশই সেই নাগ ঔষধের ব্যবস্থা করেছিল যা জন্মের সময় কার্তিককে বাঁচিয়েছিল।'

শিব অবাক হয়ে মুখ তুললেন। তাঁর চোখ সরু হয়ে এল। 'ও অদ্ভুত। জানি না ওকে কি ভাববো। তোর কথা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে ও আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছে—দু-দুবার। ইছাওয়ার-এ ও আমার স্ত্রীর জীবন বাঁচিয়েছে। এসবের জন্য আমি ওকে ভালোবাসতে বাধ্য। কিন্তু ওর দিকে তাকালেই আমার কানে সাহায্যের জন্য বৃহস্পতির আর্তনাদ বাজতে থাকে। তখন আমি ওর মাথা কাটতে ছাড়া আর কিছু চাই না।'

বীরভদ্র বিষণ্ণভাবে মাথা নিচু করলো।

নীলকণ্ঠ মাথা ঝাঁকালেন। 'কিন্তু একজনকে আমি জানি যার থেকে আমি উত্তর চাইবো।'

বীরভদ্র শিবের দিকে চাইলো। তাঁর চিন্তাধারা সে আঁচ করতে পারছিল। 'সম্রাট?'

'হ্যাঁ', বললেন শিব। 'ওঁর অনুমতি ছাড়া কালী আর গণেশকে ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।'

নন্দী সম্রাটের পক্ষে বলে উঠলো, 'কিন্তু প্রভু, সম্রাট দক্ষের কোনো উপায় ছিল না। এটাই আইন। নাগ শিশুরা মেলুহায় থাকতে পারে না।'

'তা, এটাও কি আইন নয় যে নাগের মাকেও সমাজ ছাড়তে হবে? মাকে তার ছেলের ব্যাপারে সত্যিটা জানাতে হবে?' জানতে চাইলেন শিব। 'আইন

বেছে বেছে প্রয়োগ করা যায় না।'

নন্দী চুপ করে রইলো।

'সম্রাটের সতীর প্রতি ভালোবাসায় আমার কোনো সন্দেহই নেই', বললেন শিব। 'কিন্তু তিনি কি এটাও বুঝতে পারলেন না যে সতীর ছেলেকে তাড়িয়ে সতীকে কতখানি আঘাত করতে চলেছেন তিনি?'

বীরভদ্র মাথা নাড়লো।

'সতীর সারা জীবন উনি এই ঘটনা লুকিয়ে রেখেছেন। এমনকী যমজ বোনের অস্তিত্ব লুকিয়েছেন উনি। উনি যেভাবে জন্মের সময় কার্তিকের দেহ পরীক্ষা করছিলেন তা আমার অদ্ভুত ঠেকেছিল। এখন তার মানে বুঝতে পারছি। উনি যেন আরেকজন নাগের আশায় ছিলেন এমন আচরণ করছিলেন।'

'হুমম্', বললো বীরভদ্র।

'আর আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে যে এখানেই হয়তো গল্পের শেষ নয়।'

'তুমি কি বলতে চাইছো?'

'আমার সন্দেহ যে চন্দ্রধ্বজ স্বাভাবিকভাবে মারা যায়নি।'

'ওঁর প্রথম স্বামী।'

'হ্যাঁ। গণেশের জন্মের দিনই চন্দ্রধ্বজের ডুবে যাওয়াটা খুবই সুবিধাজনক।'

'প্রভু!' চমকে উঠলো নন্দী। 'কিন্তু এটা সত্যি হতে পারে না। এ অপরাধ। কোনো সূর্যবংশী শাসক এতটা নিচে নামতে পারেন না।'

'আমি যে নিশ্চিত, তা বলছি না, নন্দী', বললেন শিব। 'এটা আমার একটা অনুভূতি মাত্র। মনে রেখো কেউই ভালো বা মন্দ নয়। তারা হয় সবল নয় দুর্বল। সবল লোকেরা তাদের নীতিবোধকে আঁকড়ে থাকে—তা যতই আইন-আদালত হোক না কেন। দুর্বলেরা, অনেক সময়েই, এটাও বুঝতে পারে না যে তারা কতটা নিচে নেমেছে।'

নন্দী চুপ করে রইলো।

বীরভদ্র সরাসরি শিবের দিকে চাইলো। 'তোমার সন্দেহ ঠিক হলে আমি আশ্চর্য হব না। হয়তো এটাই সম্রাটের বিকৃত চিন্তাধারা যে তিনি সতীকে সাহায্য করছেন।'

অধ্যায় ২১

মাইকা রহস্য

গণেশ কার্তিকের জীবন বাঁচানোর পর থেকে প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। যদিও সে তখনও খোঁড়াচ্ছে, সে এটা জানে যে পঞ্চবটিতে তাকে ফিরে যেতে হবে আর সে যথেষ্টই সেরে উঠেছে। এখন প্রায় মাস খানেক ধরেই সে সচেতন। প্রতিটা জেগে থাকা মুহূর্ত তাকে তার মায়ের হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। শিব ও সতীর দ্বন্দ্ব সে আর সহ্য করতে পারছিল না। সে যতদূর জানতো তা হল একমাত্র উপায়টা ছিল তার চলে যাওয়া।

'মাসী, চলো কালই যাই', বলল গণেশ।

'তোর মাকে বলেছিস?' জানতে চাইলো কালী।

'আমি ভাবছি কি তার জন্য একটা চিঠি রেখে যাবো।'

কালীর চোখ কুঁচকে গেল।

'মা আমায় যেতে দেবে না—বাধ্য হলেও।'

কালী একটা বড় শ্বাস টানলো। 'তাহলে তুই শুধু ওকে ভুলতে চাইছিস।'

গণেশ বিষণ্ণভাবে হাসলো। 'এই গত কয়েক মাসে ওর যে ভালোবাসা পেয়েছি তাতে সারা জীবন কেটে যাবে। আমি স্মৃতি নিয়ে থাকতে পারবো। কিন্তু মা নীলকণ্ঠকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না।'

— ⅄OUT⊗ —

হতভম্ব শিব অতিথিপ্বকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। কাশীরাজ এর আগে কখনো ব্রঙ্গ আবাসস্থলে পদার্পণ করেননি। তিনি সবসময়ই

নীলকণ্ঠের জন্য বাইরে অপেক্ষা করে থেকেছেন।

'কি ব্যাপার, মাননীয় রাজা?'

'প্রভু, আমি এখুনি খবর পেয়েছি যে সম্রাট দক্ষ কাশীর দিকে আসছেন।'

শিব ভুরু কোঁচকালেন। 'এত তাড়াহুড়ো তো বুঝলাম না। আপনি যদি আজকেই খবর পান তাহলে আমি নিশ্চিত যে সম্রাটের এখানে পৌঁছাতে আরও দু-তিন মাস লেগে যাবে।'

'না, প্রভু। উনি আজকেই আসছেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। আমি অগ্রগামী বার্তাবাহকদের থেকেই খবরটা পেয়েছি।'

শিবের ভুরু বিস্ময়ে উপরে উঠে গেল। তিনি কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

'প্রভু', অতিথিগ্ব বলছিলেন, 'আমি আপনাকে সিংহাসন-কক্ষে আপনার যোগ্য আসন নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি যাতে আমরা সম্রাটকে স্বাগত জানাতে পারি।'

শিব বললেন, 'আমি আসছি। তবে এটা নিশ্চিত করুন যে শুধু আপনিই ওখানে থাকবেন। আমি ওনাকে আপনার সভাসদদের সাথে স্বাগত জানাতে চাইছি না।'

এটা প্রথা-বহির্ভূত। অতিথিগ্ব অবাক হলেও শিবের অস্বাভাবিক দাবীতে প্রশ্ন তুললেন না। তিনি শুধু আদেশ পালন করতে বেরিয়ে গেলেন।

'নন্দী, পর্বতেশ্বর আর ভগীরথকেও খবর পাঠানো যেতে পারে', বললেন শিব। 'ওদেরকে দয়া করে বোলো যে আমার ইচ্ছা যে ওরা যেন এক্ষুনি সভায় না আসে। আমরা খানিক বাদে মাননীয় সম্রাটের জন্য আনুষ্ঠানিক স্বাগত অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো।'

'ঠিক আছে, প্রভু', নন্দী অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

বীরভদ্র ফিসফিস করে শিবকে বলল, 'তোমার কি মনে হয় যে উনি জানেন?'

'না। আমি যদি ওর ব্যাপারে একটুও জেনে থাকি তবে বলবো যে কালী

ও গণেশ এখানে আছে জানলে উনি আসতেন না। উনি তাড়াহুড়ো করে আসছেন—কোন প্রথামাফিকতার তোয়াক্কা না করেই। এটা এক বাবার কাজ, সম্রাটের নয়। উনি বোধ হয় সতী আর কার্তিককে ছাড়া থাকতে পারছেন না।'

'তুমি কি করতে চাও? যেতে দেবে না সত্যটা আবিষ্কার করবে?'

কোনোভাবেই আমি এটাকে যেতে দিচ্ছি না। আমি সত্যিটা জানতে চাই।'

বীরভদ্র মাথা নাড়লো।

শিব বলে চললেন, 'সতীর জন্যেই আমি আশা করছি যে আমার সন্দেহগুলো যেন মিথ্যা হয়। উনি যেন কিছু না জানেন। যা ঘটেছিল তা যেন এটাই হয় যে মাইকার প্রশাসন আইন মেনেছিল শুধু।'

'কিন্তু যদি তোমার সন্দেহ সত্যি হয়?' বীরভদ্র জানতে চাইলো।

'অ্যাঁ।'

'কোনো ধারণা আছে কি যে ওদিন কি ঘটেছিল সেটা আমরা কিভাবে জানবো?'

'ওর মুখোমুখি হব। ওকে অবাক করে দিয়ে ধরবো। এটাই একদম ঠিক সময়।'

বীরভদ্র ভুরু কোঁচকালো।

'আমি কালী ও গণেশকে ওর সামনে উপস্থিত করতে চাই। ওর মুখই বাকীটার জানান দেবে', বললেন শিব।
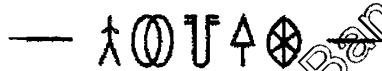
'সম্রাট এখানে কি করছেন?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন। 'ওনার পরিকল্পনার কথা তো আমায় কেউ জানায়নি। কাশী কি করে এমন করে। এতো প্রথা ভাঙা।'

'মাননীয় প্রধান সেনাপতি, এ ব্যাপারে কেউই জানতো না', নন্দী বললো।

এমনকী রাজা অতিথিগ্বও এখুনি জানতে পেরেছেন। মেলুহা আগে কোনো খবর পাঠায়নি।'

পর্বতেশ্বরকে বিরক্ত দেখালো। মেলুহার কূটনৈতিক পদ্ধতিতে এ ধরনের ভুল শোনা যায় না।

ভগীরথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সব রাজাই একরকম।' তাঁর সম্রাটের প্রথা-আনুষ্ঠানিকতা ভাঙার প্রতি খোঁচাটা উপেক্ষা করলো পর্বতেশ্বর। সে নন্দীকে বললো, 'প্রভু নীলকণ্ঠ কেন আমাদের সিংহাসনের কক্ষে চান না?'

'বলতে পারবো না', নন্দী উত্তর দিল। 'আমি শুধু আদেশ পালন করছি।'

পর্বতেশ্বর মাথা নাড়লেন, 'ঠিক আছে। যতক্ষণ না প্রভু আমাদের ডাকছেন আমরা এখানেই অপেক্ষা করবো।'

— ⋏ⓄⱯ⍏⊗ —

'কালীর সাথে দেখা করার যেকোন কারণ থাকতে পারে শিবের। কিন্তু গণেশ কেন? কি চলছে?' বিস্মিত সতী জানতে চাইলেন।

বীরভদ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কালীর কক্ষে শুধু গণেশই নয়, সতীও আছেন। দক্ষ ইতিমধ্যেই কাশীতে পৌঁছে গেছেন ভেবে দেখলে তাকে যতদ্রুত সম্ভব কালী, গণেশকে সিংহাসন কক্ষে আনতে হবে। খুবই সম্ভব যে দক্ষ হয়তো তার নাগকন্যা ও নাতির উপস্থিতি ধরে ফেলবেন। সময়টাই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাদের হঠাৎ দেখা হওয়াটা কাজে লাগাতে হয় তো এক্ষুনি তা ঘটাতে হবে। শিবের কালী ও গণেশকে ডেকে পাঠানোর নির্দেশটা ঘোষণা করা ছাড়া বীরভদ্রের আর কোনো উপায় ছিল না।

'দেবী, আমি আদেশ পালন করছি মাত্র।'

'আদেশ পালন করায় কি হচ্ছে সেটা তোমার না জানার কথা নয়।'

'ও ওনাদের কিছু দেখাতে চায়।'

সতী বলে উঠলেন, 'ভদ্র, আমার স্বামী তোমার প্রিয় বন্ধু। আমার প্রিয়

বান্ধবীর সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে। আমি জানি যে তুমি আরো কিছু জানো। তুমি আমাকে না বলা অব্দি আমি আমার ছেলেকে যেতে দিচ্ছি না।'

সতী গোঁয়ার্তুমিতে মাথা ঝাঁকালো বীরভদ্র। সে বুঝতে পারছিল যে সতী ও শিবের সাময়িক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও সতীর কোন জিনিসটা শিবকে টেনে এনেছে। 'দেবী, আপনার বাবা এখানে এসেছেন।'

সতী অবাক হয়ে গেলেন। খানিকটা তার বাবার অঘোষিত আবির্ভাবে। কিন্তু আরো বেশি শিবের কালী ও গণেশকে দক্ষের সাথে দেখা করানোর জন্য ডাক পাঠানোয়।

মনে মনে কোথাও শিব সত্যিই ভাবে যে আমার বোন ও ছেলের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

'তুই কি যেতে চাস?' সতী কালীকে জিজ্ঞেস করলেন।

নাগরানীর চোখ সরু হয়ে এল। তলোয়াড়ের বাঁটের উপর হাত চেপে বসলো। 'হ্যাঁ। পাগলা ঘোড়াও আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।'

সতী ছেলের দিকে ফিরলেন। সে মুখোমুখি ঝামেলা হওয়াটা চায় না। সত্যিটা বেরিয়ে আসুক সেটা তার ইচ্ছা নয়। মা আরো আঘাত পাক তা সে চায় না। সে মাথা নাড়লো।

কালী অবাক হয়ে বলে উঠলো, 'কেন? তোর ভয় কিসের?'

'এ আমি চাইনা মাসী,' উত্তরে বললো গণেশ।

'কিন্তু আমি চাই। নব্বই বছর ধরে তোর অস্তিত্ব আমার থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' বললেন সতী।

'কিন্তু সেটাই নিয়ম, মা' বললো গণেশ।

'না, নিয়ম হল যে নাগশিশু মেলুহাতে থাকতে পারে না। মায়ের থেকে সত্যিটা লুকোনো নিয়মের অংশ নয়। আমি আগে জানলে, তোর সাথেই মেলুহা ছেড়ে যেতাম।'

'আইন যদি ভাঙা হয়ে থাকে তো সেটা অতীতে, মা, দয়া কর এসব ভুলে যাও।'

'না, ভুলবো না। ভুলতে পারবো না। আমি জানতে চাই যে উনি কতটা জানেন। আর যদি জানেন তো মিথ্যা বলেছিলেন কেন? তাঁর নাম বাঁচাতে? যাতে কেউ তাকে নাগের জন্মদাতা বলে অভিযুক্ত না করতে পারে? যাতে তিনি রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারেন?'

গণেশ বললো, 'মা, এর থেকে কিছু আসবে না।'

কালী হাসতে শুরু করলো। গণেশ বিরক্ত হয়ে তার দিকে ঘুরলো।

'যখন তুই সতীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছিলি, তখন আমিও তোকে এই কথাটাই বলেছিলাম', বললো কালী। 'আর তুই কি বলেছিলিস? তোর উত্তর চাই। যে তুই যতক্ষণ না তোর মায়ের সাথে তোর সম্পর্কের ব্যাপারে সত্যিটা জানতে পারবি ততক্ষণ তুই শান্তি পাবি না। ওতে তুই সম্পূর্ণ হবি। তাহলে তোর মাও বা কেন তার বাবার থেকে এটা জানতে চাইতো বা আশা করতে পারে না?'

'কিন্তু এটা সম্পূর্ণতা নয় মাসী', বললো গণেশ। 'এ শুধু মুখোমুখি হওয়া আর যন্ত্রণা পাওয়া।'

'সোনা, সম্পূর্ণতা হল সম্পূর্ণতা', বললো কালী, 'কখনো তাতে সুখ আসে আর কখনো দুঃখ। তোর মায়ের এটা করার অধিকার আছে।' একথা বলেই কালী সতীর দিকে ফিরলো।

'দিদি, তুই কি নিশ্চিত যে এটাই করতে চাস?'

'আমার উত্তর চাই' বললেন সতী।

বীরভদ্র ঢোঁক গিললো। 'দেবী, শিব শুধু রানী কালী আর গণেশের কথা বলেছেন। আপনার কথা নয়।'

'আমিও আসছি, ভদ্র। আর তুমি খুব ভালোভাবেই জানো যে আমি আসবোই।' বললেন সতী।

বীরভদ্র মাথা নিচু করলো। সতীই ঠিক। ওঁর ওখানে থাকার অধিকার আছে।

'মা . ' গণেশ ফিসফিস করে বলে উঠলো।

'গণেশ, আমিও যাচ্ছি', সতী জোর দিয়ে বললেন।

'তুই হয় সাথে আসবি বা নয়। সেটা তোর ইচ্ছা। কিন্তু তুই আমাকে আটকাতে পারিস না।'

মানবপ্রভু একটা বড় শ্বাস টেনে তাঁর কাঁধে অঙ্গবস্ত্র চড়ালো। 'বীর বীরভদ্র, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

***
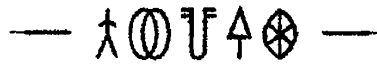
'মাননীয় সম্রাট, আপনাকে দেখে সত্যিই ভারী আনন্দিত আর বিস্মিত হয়েছি', ভারতসম্রাটের প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে অতিথিগ্ব বলে উঠলেন।

সভার খাসকামরার বাইরের ঘরটায় ঢুকতে ঢুকতে মাথা নাড়লেন দক্ষ। 'অতিথিগ্ব—সাম্রাজ্যটা আমার। আমার তো মনে হয় যে একবার কি দুবার আমি অন্যদের অবাক করতেই পারি।'

অতিথিগ্ব হাসলেন। দক্ষের সাথেই আছেন বীরিনি আর বিখ্যাত অরিষ্টনেমী যোদ্ধা মায়াশ্রেণীক ও বিদ্যুন্মালী। স্বদ্বীপে পর্বতেশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য মায়াশ্রেণীককে অস্থায়ীভাবে মেলুহার সামরিক বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে।

দক্ষ মূল সিংহাসনের কক্ষে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন। সাধারণভাবে অভিজাত সভাসদ ও রাজকর্মচারীরা সেখানে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রয়েছেন শুধু শিব ও নন্দী। নন্দী তৎক্ষণাৎ বুকের কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ঝুঁকে সম্রাটকে অভিবাদন জানালেন। দক্ষও নন্দীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

শিব বসে বসেই হাত জড়ো করে নমস্কার জানালেন। 'কাশীতে স্বাগত, মাননীয় সম্রাট।'

দক্ষের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি সারা ভারতের সম্রাট। সম্মান তাঁর প্রাপ্য। এমনকী শিব নীলকণ্ঠ হলেও প্রথানুমাফিক সম্রাটের জন্য তাঁর উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল। অতীতে শিব সব সময়েই এমনটা করেও ছিলেন। এ তো অপমান।

'কেমন আছো, জামাই?' নিজের ক্রোধকে বশে রাখার চেষ্টা করতে করতে বললেন দক্ষ।

'ভালোই আছি, মাননীয় সম্রাট। আপনি আমার পাশেই বসুন না কেন?' দক্ষ বসলেন। সাথে বীরিনি ও অতিথিগ্বও।

অতিথিগ্বের দিকে ফিরে দক্ষ বললেন, 'অতিথিগ্ব, এই রকম একটা হই-হট্টগোলের শহরে আপনি খুবই চুপচাপ সভা চালাচ্ছেন দেখছি।'

অতিথিগ্ব হাসলেন। 'না, মাননীয় সম্রাট, আসলে ব্যাপারটা হল কি . . . '

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মাননীয় সম্রাট' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন শিব। অতিথিগ্বের থেকে দক্ষের দিকে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম যে, আপনি আপনার সন্তানদের সঙ্গে নিরালায় দেখা করবেন—এটাই ভালো হবে।'

বীরিনি তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। 'ওরা কোথায়, প্রভু নীলকণ্ঠ?'

ঠিক তখনই বীরভদ্র ঢুকলো। তার পেছনে সতী।

'মা আমার!' দক্ষের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। শিবের করা অপমান তিনি ততক্ষণে ভুলে গিয়েছিলেন। 'আমার নাতিকে সাথে নিয়ে এলি না কেন?'

'এনেছি', বললেন সতী।

গণেশ ভেতরে ঢুকলো। পেছন পেছন কালী।

শিব একদৃষ্টিতে দক্ষের মুখের দিকে চেয়েছিলেন। মেলুহী সম্রাটের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। তিনি চিনেছেন। বিস্ময়ে তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

উনি জানেন।

তারপরই দক্ষ খাড়া হয়ে কষ্টেসৃষ্টে ঢোঁক গিললেন।

উনি ভয় পেয়েছেন। কিছু একটা লুকোচ্ছেন।

বীরিনির মুখভঙ্গীও শিবের চোখে পড়লো। তীব্র বিষণ্ণতা। ভুরুগুলো জড়ো হয়েছে। কিন্তু ঠোঁটগুলো যেন কুঁচকে সামান্য ফাঁক হয়েছে—একটা হাসি বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন।

উনিও জানেন। আর ওদের ভালোও বাসেন।

দক্ষ অতিথিগ্বের দিকে ফিরে গর্জে উঠলেন, 'কাশীরাজ, কোন সাহসে আপনি আতঙ্কবাদীদের সাথে যোগ দিয়েছেন?'

'ওরা আতঙ্কবাদী নয়', বললেন সতী। 'আতঙ্কবাদীরা নিরপরাধদের হত্যা করে। কালী ও গণেশ কখনোই তা করেনি।'

'সতী কি এখন কাশীরাজের হয়ে কথা বলছে নাকি?'

'বাবা, ওনার সাথে কথা না বলে আমার সাথে বলো?' সতী বলে উঠলেন।

'কি জন্যে?' বলে উঠলেন দক্ষ। 'কালী ও গণেশকে দেখিয়ে বললেন, 'ওদের সাথে তোর কিসের সম্পর্ক?'

'সমস্তটাই। ওদের স্থান আমার সাথে। চিরকালের আমার সাথে থাকাটাই উচিত ছিল।'

'কি? নোংরা নাগদের জায়গা একটাই। নমর্দার দক্ষিণে। সপ্তসিন্ধুর মধ্যে থাকার অনুমতি তাদের নেই।'

'আমার বোন ও ছেলে নোংরা নয়। ওরা আমারই রক্ত। তোমার রক্ত।' দক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে সতীর দিকে এগিয়ে গেলেন। 'বোন! ছেলে! কি সব যা তা? এই সব বাজে লোকগুলো তোকে যেসব ফালতু কথা বলেছে তাতে বিশ্বাস করিস না। ঠিকই তো—ওরা আমায় ঘৃণা করে। আমায় কলঙ্কিত করতে যেকোন কিছু বলবে ওরা। আমি ওদের জাতশত্রু। মেলুহার সম্রাট আমি। ওদের ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

কালী তার তলোয়াড়ের দিকে হাত বাড়ালো। 'আমার তো তোকে এই মুহূর্তে অগ্নিপরীক্ষায় আহ্বান জানাতে ইচ্ছা করছে, জানোয়ার, পাঁঠা কোথাকার!'

'তোর কি কোনো লজ্জাও নেই?' দক্ষ কালীর দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'স্নেহময় বাবা ও কন্যার মধ্যের সম্পর্ককে বিষিয়ে না তুলে আগের জন্মের পাপের জন্যে চুপচাপ প্রায়শ্চিত্ত কর! ওকে আমার ব্যাপারে কি কি মিথ্যা বলেছিস?'

'ওরা কিছুই বলেনি বাবা', সতী বলে উঠলেন। 'কিন্তু ওদের অস্তিত্বটাই তোমার ব্যাপারে অনেক কিছু বলে দিচ্ছে।'

'এটা আমার জন্যে নয়। ওদের অস্তিত্ব তোর মায়ের জন্য। ওঁর আগের জন্মের পাপের ফলেই এমনটা হয়েছে। ওঁর আগে আমাদের পরিবারে নাগেরা কখনোই ছিল না।'

সতীর চোয়াল ঝুলে পড়লো। তার বাবা যে কতটা নিচে নামতে পারে সেই এই প্রথমবার তা দেখছিল।

বীরিনি দক্ষের দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর চোখ থেকে চাপা ক্রোধ যেন ঝলসে বেরোচ্ছিলো।

'এটা অতীত জীবনের ব্যাপার নয়, বাবা', সতী বললেন। 'এটা এই জীবনেরই ব্যাপার। তুমি জানতে কিন্তু আমায় বলনি।'

'আমি যে তোর বাবা। সারা জীবন তোকে ভালোবেসে এসেছি। তোর জন্যে সারা পৃথিবীর সাথে লড়েছি। তুই আমায় বিশ্বাস করবি না কয়েকটা বিকলাঙ্গ জন্তুকে করবি?'

'ওরা বিকলাঙ্গ জন্তু নয়! ওরাই আমার পরিবার!'

'তুই এই লোকগুলোকে তোর পরিবার করতে চাস? যারা তোকে মিথ্যা বলে? তোকে তোরই বাপের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়?'

'ওরা কখনোই আমায় মিথ্যা বলেনি! বলেছো তুমি', সতী চেঁচিয়ে উঠলেন।

'না, আমি বলিনি।'

'তুমি বলেছিলে যে আমার সন্তান মৃত।'

দক্ষ একটা লম্বা শ্বাস টেনে ছাদের দিকে মুখ তুললেন। তিনি যেন নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিলেন। তারপর কটমটিয়ে সতীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুই বুঝছিস না কেন? মিথ্যা যে বলেছিলাম তা তো তোর ভালোর জন্যেই! যদি তোকে এক নাগের মা বলে ঘোষণা করা হত তা হলে তোর জীবনটা কেমন হত তা জানিস কি?'

'আমি আমার ছেলের সাথে থাকতাম।'

'যত্তসব আলতু-ফালতু ব্যাপার। কি করতিস শুনি? পঞ্চবটীতে থাকতিস?'

'হ্যাঁ!'

'তুই আমার মেয়ে! দক্ষ ককিয়ে উঠলেন। 'আমি সবসময় তোকে ভালোবেসেছি—সব্বার চাইতে বেশি। তোকে পঞ্চবটীতে কষ্টভোগ করতে দিতে আমি পারি না।'

'সেটা তুমি বাছতে পারো না।'

বিপর্যস্ত দক্ষ শিবের দিকে ফিরলেন। 'প্রভু নীলকণ্ঠ, ওকে একটু অন্তত বোঝান।'

শিবের চোখ সরু হয়ে এসেছিল। এই চক্রান্তের জাল কতদূর ছড়ানো তার হদিশ পেতে চাইছিলেন তিনি। 'মাননীয় সম্রাট, চন্দ্রধ্বজকে কি আপনিই খুন করিয়েছিলেন?'

দক্ষ ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। তাঁর সারা মুখে আতঙ্কের ছাপ আঁকা। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সতীর দিকে তাকিয়ে তারপর শিবের দিকে ফিরলেন।

হায় ভগবান! উনিই করেছেন।

পুরোপুরি নিস্তব্ধতায় বিস্মিত সতীর মাথা ঘুরছিল। তবে কালী বা গণেশ অবাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না।

দক্ষ দ্রুত সামলে উঠে শিবের দিকে আঙুল উচাঁলেন। তাঁর সারা শরীর তখন কাঁপছে। 'তুইই এটা করেছিস। এ পরিকল্পনা তোরই।'

শিব চুপ করে রইলেন।

'তুইই আমার মেয়েকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছিস', দক্ষ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'মহর্ষি ভৃগুই ঠিক। অশুভ বাসুদেবরাই তোকে চালাচ্ছে।'

শিব একদৃষ্টিতে দক্ষের দিকে চেয়েছিলেন। তিনি যেন দক্ষকে এই প্রথম ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন।

দক্ষ, যেন রাগে ফুটছিলেন। 'তুই কি ছিলিস রে? এক বর্বর জায়গার এক মুর্খ আদিবাসী। এই আমি তোকে নীলকণ্ঠ বানিয়েছি। তোকে শক্তি দিয়েছি। এইজন্যেই দিয়েছি যাতে তুই চন্দ্রবংশীদের মেলুহার অধীনে আনিস। যাতে

সারা ভারতে আমি শান্তি আনতে পারি। আর তোর এত সাহস যে আমারই দেওয়া শক্তি তুই আমারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিস?'

শিব চুপ থাকলেন—ফলে দক্ষও আরো বিষ ওগরাতে থাকলো।

'আমি তোকে তৈরি করেছি। আর, তোকে ধ্বংসও করতে পারি!'

দক্ষ ছুরি বের করে সাঁ করে সামনে চালালেন।

নন্দী সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢালের উপর আঘাতটা নিলো। তার মেলুহী প্রশিক্ষণ সম্রাটের বিরুদ্ধে তলোয়ার বের করার অনুমতি দেয় না। তবে কালী আর গণেশের তো তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে মুহূর্তের মধ্যে তলোয়াড় বের করে দক্ষের দিকে উঁচিয়ে ধরলো তারা। বিদ্যুন্মালী তলোয়ার বের করতে করতেই গণেশ লাফিয়ে শিবের সামনে চলে এল। মায়াশ্রেণীক কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। সে এমনই এক অনুগত মেলুহী যে তার সম্রাট জন্য লড়াইতে জীবনও দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে শিবের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা রাখে। কি করেই বা সে নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে তার তলোয়াড় বের করে?

'শান্ত হও', হাত তুলে শিব বললেন।

বিদ্যুন্মালী তখনও তলোয়ার উঁচিয়ে। তবে দক্ষের ছুরি মাটিতে খসে পড়েছে।

শিব আবারও বললেন, 'নন্দী, গণেশ, কালী তলোয়ার নামাও। এক্ষুনি!'

শিবের যোদ্ধারা তলোয়ার নামাতে বিদ্যুন্মালীও তার তলোয়ার খাপে ভরলো।

'মাননীয় সম্রাট', শিব দক্ষকে ডাকলেন।

দক্ষের চোখ তখন সতীর উপর আটকে। সতীর চোখ জলে ভরা—তাঁর তলোয়াড় তাঁরই বাবার গলার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে মাত্র। দক্ষের মুখে ফুটে উঠেছে বিশ্বাসঘাতকতা আর হারানোর অভিব্যক্তি। সতীই সেই একমাত্র জন যাঁকে তিনি সত্যিই ভালোবেসেছিলেন।

'সতী . . .' শিব ফিসফিস করে বললেন। 'ওটা দয়া করে নামাও। উনি এর যোগ্য নন।'

সতীর তলোয়াড় ইঞ্চিখানেক এগিয়ে এল।

শিব আস্তে আস্তে এগোলেন। 'সতী . . '

সতীর হাত সামান্য কাঁপছে। ক্রোধ তাকে বিপজ্জনকভাবে কিনারার দিকে ঠেলছে।

শিব আলতো করে সতীর কাঁধ ছুঁলেন। 'সতী, ওটা নামাও।'

শিবের স্পর্শ সতীকে সর্বনাশের কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনলো। তলোয়ার সামান্য নামালেন তিনি। তাঁর চোখ সরু হয়ে এসেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। শরীর শক্ত।

দক্ষ সতীর দিকে তাকিয়েই ছিলেন।

'আমার শিরায় শিরায় যে তোমার রক্ত বইছে তাতে আমি লজ্জিত', বললেন সতী।

দক্ষর মুখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল।

'বেরিয়ে যাও' দাঁতে দাঁত ঘষে ফিস ফিস করে সতী বললেন।

দক্ষ মড়ার মতো নিশ্চল।

'বেরিয়ে যাও'।

সতীর চিৎকারে বীরিনি যেন ঝাঁকুনি খেলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় যেন রাগ আর দুঃখ মিশে গেছে। তিনি হেঁটে দক্ষের কাছে এলেন। 'চলো'।

দক্ষ অসাড়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘটনার পরম্পরায় এই বাঁকে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

'চলে এসো', বীরিনি আবারও জোরে বলে উঠলেন। স্বামীর হাত ধরে টান দিলেন তিনি। 'মায়াশ্রেণীক, বিদ্যুন্মালী, বেরিয়ে পড়।'

ভারতসাম্রাজ্ঞী তাঁর স্বামীকে টেনে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন। সতী ধ্বসে গিয়েছিলেন। তলোয়ার ফেলে দিলেন তিনি। মুখ বেয়ে বয়ে

যাচ্ছে অশ্রুধারা। গণেশ তাঁর দিকে দৌড়ে গেলো। কিন্তু সতী পড়ার আগেই শিব তাঁকে ধরে ফেললেন।

ফোঁপাতে থাকা সতীকে শিব দুহাতে তুলে নিলেন। তাঁকে আর সামলানো যাচ্ছিল না।

অধ্যায় ২২

একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

তাহলে, তুই কি ভাবছিস? কালী বললো।

গণেশ ও কালী নাগরানীর ঘরে বসেছিল। আগের দিন যে নাটকের উন্মোচন হয়েছিল তারপরে শিব সতীকে অতিথিগ্বের প্রাসাদে নিজেদের কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষ, বীরিনি তাঁদের দলবল নিয়ে তৎক্ষণাৎ মেলুহার রাজধানী দেবগিরির দিকে রওনা দিয়েছিলেন।

'এটা আশা করা যায়নি', চিন্তিত গণেশ হালকা হেসে বললো।

কালী ভুরু কোঁচকালো। 'কখনো তোর এই নির্বিকার ভাব ভারী অসহ্য লাগে!'

গণেশ হেসে ফেললো। দুখানা লটপটে কান জুড়ে একটা চওড়া দুর্লভ হাসি খেলে গেল মুখে। বেরিয়ে থাকা দাঁতগুলো আরো বাইরে বেরিয়ে এল।

'এইতো, এই মুখটাই তো আমি আরো বেশি করে দেখতে চাই—তোকে সত্যিই ভারী মিষ্টি লাগে রে', বললো কালী।

গণেশের মুখের ভাব আবার গম্ভীর হয়ে গেল। সে গোটানো ভূর্জপত্র তুলে নিল—পঞ্চবটির থেকে আসা সংবাদ 'হয়তো হাসতাম মাসী। কিন্তু এইটার জন্যেই যা . . .।'

'আবার কি হল?' চিন্তিত কালী বলে উঠলো।

'ব্যর্থ হয়েছে।'

'আবার?'

'আবারও।'

'কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম . . '

'আমরা ভুল ভেবেছিলাম, মাসী।'

কালী-শাপ-শাপান্ত করলো। গণেশ তার মাসীর দিকে চেয়েছিল। কালীর হতাশা সে অনুভব করতে পারছিল। অন্তিম মীমাংসা প্রায় হয়ে গিয়েছিল আর কি। এর সফলতাটাই তাদের জয় সম্পূর্ণ করতো। কিন্তু হয়তো তারা যা কিছু করেছে তার সবই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি।

'আবার চেষ্টা করবো কি?' কালী জিজ্ঞাসা করলো।

'মাসী, আমার তো মনে হয় যে শেষ পর্যন্ত আমাদের সত্যিটাই মেনে নিতে হবে। এই পথটা বন্ধ। আমাদের কোন পথ নেই। গুপ্তকথা প্রকাশের সময় এসে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ। নীলকণ্ঠের জানা উচিত।' কালী বললো।

'নীলকণ্ঠ?' গণেশ বিস্মিত হল—এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা পরিবর্তনে সে চমকে গেছে।

কালী ভুরু কোঁচকালো।

'তুমি ওর নাম না বলে নীলকণ্ঠ বললে যে।

তুমি কি এখন দৈবে বিশ্বাস করছো?'

কালী হাসলো। 'দৈবে আমি বিশ্বাস করি না। কখনোই করিনি, আর করবোও না। কিন্তু আমি ওনাকে বিশ্বাস করি।'

নিয়তি যদি শিবের মতো কাউকে আমার জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ এনে দিতো তাহলে জীবনটা কত অন্যরকমই না হতে পারতো। হয়তো দিদির মতোই আমার জীবনের সমস্ত বিষও বেরিয়ে যেত। হয়তো আমিও জীবনে আনন্দ আর শান্তি খুঁজে পেতাম।

'ওকে আমাদের গোপন রহস্যটা দেখাতেই হবে।'

কালীর চিন্তার মধ্যে ঢুকে পড়লো গণেশ।

'দেখাবে?'

'আমার মনে হয় না যে সেটা এখানে সম্ভব। ঠিক কিনা? ওনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে।'

'তুই কি ওনাকে পঞ্চবটীতে নিয়ে যেতে চাইছিস?'

'কেন নয়?' গণেশ বলে উঠলো। 'তুমি কি ওঁকে বিশ্বাস করো না?'

'নিশ্চয়ই করি। মন-প্রাণ দিয়ে করি। কিন্তু উনি তো আর একা আসবেন না। ওঁর সঙ্গে অন্যরাও আসবে। ওদেরকে সাথে নিয়ে গেলে ওরা তো জেনে ফেলবে যে কেমন করে পঞ্চবটীতে যেতে হয়। এতে আমাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'মাসী, আমার তো মনে হয় পর্বতেশ্বর আর ভগীরথের মতো লোককে বিশ্বাস করাই যায়। আমার মনে হয় না যে ওঁরা কখনোই নীলকণ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবেন। নীলকণ্ঠের জন্যে ওঁরা জীবনও দিয়ে দিতে পারেন।'

'জীবনে যে জিনিসটা আমি শিখেছি তা হল খুব বেশি লোককে বিশ্বাস করাটা উচিত নয়। আর কখনোই কোনো কিছুই বিনা বিচারে ঠিক বলে ধরে নিবি না।'

গণেশ ভুরু কুঁচকে বললো, 'যদি তুমি ওঁর সব অনুগামীকেই সন্দেহ কর তাহলে পরশুরামের ব্যাপারে কি হবে? সে তো ইতিমধ্যেই পথটা জেনে গেছে। নীলকণ্ঠের প্রতি ওর আনুগত্যতো তোমার জানা আছেই।'

'মনে করে দেখ, তোকে আমি বলেছিলাম যে পরশুরামকে পঞ্চবটীতে আনিস না। কিন্তু তুই শুনিসনি।'

'তো এখন কি হবে মাসী?'

'আমরা ওদের ব্রঙ্গের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবো। ওরা পঞ্চবটীতে পৌছানোর পথ জানতে পারবে কিন্তু চন্দ্রকেতুর অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে। ওরা কখনোই ওদের নিজের নিজের দেশ থেকে সরাসরি আমাদের কাছে পৌছাতে পারবে না। আর যদি ওরা চেষ্টা করেও দেখে তো দণ্ডকারণ্য ওদের গ্রাস করে নেবে! আমাদের অনুমতি ছাড়া যে ব্রঙ্গরা কাউকে আসতে দেবে না সে ব্যাপারে

ওদের বিশ্বাস করা যেতে পারে। এমনকী পরশুরামও অন্য কোনো পথ জানে না।

গণেশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। 'এই পরিকল্পনাটা মন্দ নয়।'

— ⁂ —

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে হট করে এমন কিছু করে বসিনি যাতে আমায় ভবিষ্যতে অনুশোচনা করতে হত, সতী বললেন।

শিব তাঁদের ঘরের ঝুলবারান্দায় একটা লম্বা কাঠের আসনে বসেছিলেন। সতী তাঁর কোলে। মাথা নোয়ানো শিবের পেশীবহুল বুকে। চোখ লাল, ফোলা। সুউচ্চ কাশী প্রাসাদ থেকে পবিত্র পথ আর বিশ্বনাথ মন্দির পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো। সেগুলোর পেছনে বয়ে চলেছে বিশাল গঙ্গা।

'প্রিয়ে, তোমার রাগটা ন্যায্য।'

সতী তার স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছিল তাঁর। 'তোমার রাগ হয়নি? উনি তো আসলে তোমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিলেন।'

সতীর মুখে হাত বোলাতে বোলাতে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন শিব। 'তোমার বাবা তোমার প্রতি যা করেছেন ওঁর প্রতি আমার রাগটা সেই জন্যেই, আমার প্রতি উনি কি করার চেষ্টা করেছেন সে জন্যে নয়।'

'কিন্তু কোন সাহসে বিদ্যুন্মালী তোমার উপরে তার তলোয়ার তুললো?' ফিসফিস করে বললেন সতী। 'ভগবানকে ধন্যবাদ যে গণেশ . '

তাঁর গণেশের নাম নেওয়াতে এই মুহূর্তটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সতী থেমে গেলেন।

শিব তাকে আস্তে করে চাপ দিয়ে বললেন, 'ও তোমার ছেলে।'

সতী চুপ করে রইলেন। তাঁর শরীর শক্ত। বৃহস্পতিকে হারানোর শিবের তীব্র যন্ত্রণা তিনি অনুভব করতে পারছিলেন।

শিব সতীর মুখ ধরে সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালেন। 'আমি যত

চেষ্টাই করি না কেন, তোমার আত্মার একটা অংশকে তো আর ঘৃণা করতে পারি না।'

সতী হাঁফ ছাড়লেন। নিঃশব্দে তাঁর চোখ থেকে নতুন করে জলের ধারা গড়াতে শুরু করলো। শক্ত করে শিবকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। শিবও সতীকে আঁকড়ে থাকলেন। তিনি মুহূর্তটাকে নষ্ট হতে দিতে চাইছিলেন না। শুধু একটা জিনিস তাঁকে ধ্বন্দে ফেলে দিয়েছিল। ভৃগু কে?
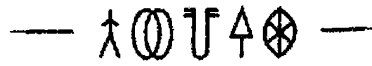
'সম্রাট চন্দ্রধ্বজকে হত্যা করিয়েছিলেন?' বিস্মিত বিচলিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, সেনাপতি', জানালো বীরভদ্র।

বিস্ময়ের ধাক্কায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন পর্বতেশ্বর। তিনি আনন্দময়ী ও ভগীরথের দিকে তাকালেন। তারপর আবার বীরভদ্রের দিকে ফিরলেন। 'মাননীয় সম্রাট এখন কোথায়?'

'উনি মেলুহার পথে, প্রভু,' বীরভদ্র বললো।

পর্বতেশ্বর মাথায় হাত দিলেন। তাঁর সম্রাট তাঁর মাতৃভূমি মেলুহাকে অসম্মান করেছেন। তিনি ভাবতেও পারছিলেন না যে এই ঘটনা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ায় তাঁর কতটা যন্ত্রণা হয়েছে, যাকে তিনি মেয়ের মতো দেখেন— তাঁর নিজের মেয়ে নেই বলে। 'সতী কোথায়?'

'শিবের সাথে, প্রভু।'

আনন্দময়ী হেসে পর্বতেশ্বরের দিকে চাইলেন। এই নোংরা অধ্যায় থেকে অন্তত কিছু ভালো বেরিয়ে এসেছে।

মেলুহী রাজকীয় জলযান ধীরে ধীরে গঙ্গা বেয়ে চলছিল। সূর্যবংশী নৌবাহিনীর সুরক্ষামূলক রীতি অনুযায়ী সেটাকে ঘিরে চলছিল চারখানা

রণতরী। দক্ষের দলবল ঘরের পথে। কাশী থেকে বেরোনোর পর একদিন কেটে গেছে।

মায়াশ্রেণীক একদম সামনের রণতরীতে ছিল। দ্রুতগতি বজায় রেখেছে সে। কাশীর ঘটনাবলীতে তাঁর ঘোর এখনও কাটেনি। তার আশা যে দক্ষ ও নীলকণ্ঠ তাঁদের বিবাদ মিটিয়ে নেবেন। তাঁর দেশের প্রতি আনুগত্যে ও তার ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়ার মতো ভয়াবহ নিয়তিকে সে এড়াতে চাইছিল।

বিদ্যুন্মালী দক্ষের জলযানের সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। নীলকণ্ঠের অনুগতদের তার সম্রাটের উপর কোন মারণ আক্রমণ চালানোর বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ তৈরি করতে ইচ্ছুক সে। যদিও তা হবে না বলেই মনে হয়, সে সমস্ত রকমের আগাম সতর্কতা নিয়ে রাখতে চায়।

মাঝের রাজকীয় জলযানে রাজকীয় কক্ষে জানলার পাশেই বসেছিলেন বীরিনি। জলযানের গায়ে গঙ্গার জলের ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পড়ার দিকে চেয়ে আছেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি তাঁর সব সন্তানকেই এখন হারিয়েছেন। ক্রোধের সাথে স্বামীর দিকে ফিরলেন তিনি।

দক্ষ বিছানায় শুয়ে। চোখে সব হারানোর দৃষ্টি। মুখে বিষাদের ভাব। ভয়ংকর পরিস্থিতির কবলে পড়ে তার সামনাসামনি হওয়া এই প্রথম নয়।

বীরিনি মাথা ঝাঁকিয়ে আবার সামনের দিকে তাকালেন।

শুধু যদি ও আমার কথাটা শুনতো।

বীরিনি সেই ঘটনাটার কথা এতটাই স্পষ্টভাবে মনে করতে পারছিলেন যেন তা গতকালই ঘটেছে। প্রায় প্রত্যেকদিনই তিনি ভাবেন যে ঘটনাগুলি যদি অন্যরকম ঘটতো তাহলে তার জীবন তো অন্যরকমও হতে পারতো। ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় একশো বছরেরও আগে। সতী সবেমাত্র মাইকা গুরুকুল থেকে ফিরেছে। তখন সে কঠিন মানসিকতার আদর্শবাদী ষোলো বছরের এক কিশোরী। তার চরিত্রের সঙ্গে মানানসইভাবে এক অভিবাসী মহিলাকে একদল ভয়ংকর বন্য কুকুরের পাল থেকে বাঁচানোর জন্য সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পর্বতেশ্বর ও দক্ষ তাকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁরা কুকুরের

পালকে পেছনে হটিয়ে দিতে পারলেও, দক্ষ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন।

বীরিনি দক্ষকে সাথে করে চিকিৎসালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে চিকিৎসকেরা তাঁর স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সবচাইতে দুশ্চিন্তাজনক আঘাতটা ছিল তার বাঁ পায়ে, যেখানে কুকুরটা কিছুটা মাংস খাবলে ছিঁড়ে নিয়েছিল—একটা প্রধান ধমনী কেটে গিয়েছিল তাতে। রক্তক্ষরণের ফলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষ।

কয়েক ঘন্টা পরে চোখ খুলতেই দক্ষের প্রথম ভাবনা হল তার ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে। 'সতী?'

'ও পর্বতেশ্বরের সাথে', বীরিনি তাঁর স্বামীর কাছে সরে এসে হাত ধরে বললেন। 'ওকে নিয়ে ভেবো না।'

'ওকে আমি বকেছি। বকতে চাইনি যদিও।'

'জানি।'

'ও শুধু ওর দায়িত্ব পালন করছিল। মহিলাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে ও ঠিক কাজটাই করছিল।

'আমি ওকে বলে দেব যে . '

'না, না, আমি এখনো ভাবি যে এই মহিলার জন্যে ওর নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলাটা উচিত হয়নি। আমি ওকে বকতে চাইনি, এই যা।'

বীরিনি চোখ কুঁচকে তাকালেন। তার স্বামী সূর্যবংশী হিসাবে কোনো অংশে কম হতে পারেন না। তিনি সবে কিছুমাত্র বলতে যাবেন, এমন সময়ে দরজা খুলে ব্রহ্মনায়ক ঢুকলেন।

দক্ষের পিতা ও মেলুহার শাসক ব্রহ্মনায়ক লম্বা বিশাল চেহারার মানুষ। লম্বা কালো চুল, গোঁফ ভালোভাবে সাজানো, দেহে প্রায় চুল নেই, একটা সাদাসিদে মুকুট আর সাদামাটা সাদা কাপড় মানুষটার অদম্য তেজকে লুকিয়ে রাখতে পারে নি। তার নিজের মহান সব কাজের সাথে তুলনা করে আশেপাশের সবার জন্যে তিনি অসম্ভব মাপকাঠি খাড়া করে দিয়েছেন।

মেলুহায় ওকে শুধু সম্মানই করা হয় না, ভয়ও করা হয়। তাঁর সাম্রাজ্যের যে সম্মান ও আনুগত্য প্রাপ্য তা নিয়ে আবিষ্ট থাকার ফলে, তাঁর ছেলের সাহসের অভাব ও দুর্বল চরিত্র তাঁর মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তি জাগিয়ে তোলে।

বীরিনি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে চুপচাপ পেছনে সরে গেলেন। ব্রহ্মনায়ক একমাত্র আদেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো সময়েই তাঁর সাথে কথা বলেন না। ব্রহ্মনায়েকের পেছনে সেই দয়ালু চিকিৎসক যিনি দক্ষের ক্ষতবিক্ষত পা সেলাই করেছিলেন।

ব্রহ্মনায়ক এমনভাবে চাদর তুলে দক্ষের পায়ের দিকে চাইলেন যেন কিছুই হয়নি। পায়ের চারপাশে নিম পাতার পট্টি বাঁধা। চিকিৎসক মোলায়েম ভাবে হাসলেন। 'মাননীয় সম্রাট, আপনার ছেলে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের মধ্যেই নিজের পায়ে খাড়া হতে পারবেন। আমি খুব ভালোভাবেই লক্ষ্য রাখবো। ক্ষতচিহ্ন খুব সামান্যই থাকবে।'

দক্ষ মুহূর্তের জন্য তাঁর বাবার দিকে চাইলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'না, চিকিৎসক। ক্ষতচিহ্ন যেকোন ক্ষত্রিয়ের গর্ব।'

ব্রহ্মনায়ক তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, 'ক্ষত্রিয় হওয়ার ব্যাপারে তুমি জানোটা কি? অ্যাঁ?'

দক্ষ চুপ করে গেলেন। বীরিনি রাগে ফুঁসতে শুরু করেছিলেন।

তুমি কয়েকটা কুকুরকে তোমার এই হাল করতে দিলে?' ক্রোধের সাথে বলছিলেন ব্রহ্মনায়ক। আমি তো মেলুহায় হাসির পাত্র হয়ে গেছি। হয়তো সারা পৃথিবীতেও। আমার ছেলে কিনা নিজে থেকে একটা কুকুরও মারতে পারে না।'

দক্ষ এক দৃষ্টিতে তাঁর বাবার দিকে চেয়েছিলেন।

ঝগড়া আরও বাড়ার আগে আর রোগীর মানসিক সুস্থতা রক্ষা করার জন্য চিকিৎসক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'মাননীয় সম্রাট, আমি আপনার সাথে কিছু আলোচনা করতে চাই। আমরা কি বাইরে কথা বলতে পারি?'

ব্রহ্মনায়ক মাথা ঝাঁকালেন। 'আমি শেষ করিনি', বলে কক্ষ থেকে বেরোনোর দিকে পা বাড়ানোর আগে দক্ষের দিকে চাইলেন তিনি।

ক্ষিপ্ত বীরিনি তাঁর স্বামীর দিকে এগিয়ে এলেন। দক্ষ তখন কাঁদছিলেন। 'আর কতদিন এরকম সহ্য করে চলবে?'

দক্ষ হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন। 'উনি আমার বাবা! 'ওঁর সম্বন্ধে সম্মানের সাথে কথা বলো।'

'দক্ষ, তোমায় নিয়ে ওঁর কোনো হেলদোল নেই', বললেন বীরিনি। উনি শুধু নিজের উত্তরাধিকার নিয়ে ভাবেন। 'তুমি তো সম্রাটও হতে চাওনা। তাহলে আমরা এখানে করছিটা কি?'

'আমার দায়িত্ব পালন করছি। আমাকে ওঁর পাশে পাশেই থাকতে হবে। আমি ওঁর ছেলে।'

উনি তা ভাবেন না। তুমি শুধু এমন একজন যে ওঁর নাম—ওঁর উত্তরাধিকার বহন করবে—এই যা।'

দক্ষ চুপ করে রইলেন।

'উনি তোমার আরেক মেয়েকে ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। আর কত ত্যাগ করবে তুমি?'

'ও আমার মেয়ে নয়!'

'হ্যাঁ! সতীর দেহে যতটা তোমার রক্ত কালীরও তাই।'

'আমি এ নিয়ে আর আলোচনা করবো না।'

'আগে কতবার তুমি এ নিয়ে ভেবেছো। একবার অন্তত সেটা অনুসরণ করার সাহস দেখাও।'

'আমরা পঞ্চবটিতে কি করবো?'

'তাতে কিছু যায় আসে না। মূল ব্যাপারটা হল আমরা কেমনভাবে থাকবো।'

দক্ষ মাথা নাড়লেন। 'আমরা কেমন ভাবে থাকবো বলে তোমার মনে হয়?'

'সুখী থাকবো।'

'কিন্তু আমি সতীকে ফেলে রেখে যেতে পারবো না।'

'কে তোমায় ওকে ফেলে রেখে যেতে বলছে? আমি শুধু আমার পরিবারকে একত্র করতে চাই।'

'কি? সতী কিজন্যে পঞ্চবাটিতে থাকবে? ও তো নাগ নয়। তোমার আমার আগের জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—সেই পাপ যার জন্যে আমরা শাস্তি পেয়েছি। ও কেন শাস্তি পাবে?'

নিজের বোনের থেকে আলাদা থাকাটাই আসল শাস্তি। আসল শাস্তিটা হল প্রতিটা দিন নিজের বাবাকে অপমানিত হতে দেখতে পাওয়া।'

দক্ষ চুপ করে রইলেন—দোনামনা করতে লাগলেন।

'দক্ষ, আমার উপর ভরসা রাখো,' বললেন বীরিনি। আমরা পঞ্চবটিতে আনন্দে থাকবো। কালী ও সতীর সাথে একসঙ্গে থাকার মতো আর কোনো স্থান যদি পৃথিবীতে থাকতো তো তাই বলতাম। কিন্তু তা তো আর নেই।'

দক্ষ একটা বড় শ্বাস টানলেন। 'কিন্তু কিভাবে . . '

সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি সব ব্যবস্থা করবো। তুমি শুধু হ্যাঁ টুকু বলো। কাল তোমার বাবা করচপ যাচ্ছেন। না বেরোতে পারায় অতটা খারাপভাবে আহত তুমি নও। আমরা চলে গেছি সেটা উনি জানতে পারার আগেই আমরা পঞ্চবটিতে পৌঁছে যাব।'

দক্ষ একদৃষ্টে বীরিনির দিকে চেয়েছিলেন। 'কিন্তু . '

'বিশ্বাস কর। দয়া করে আমায় বিশ্বাস কর। এটা আমাদের সবার ভালোর জন্যেই। আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাসো—তোমার মেয়েদের ভালোবাসো। আর কিছুতে তোমার যে যায় আসে না তা আমি জানি। আমার উপর শুধু একটু ভরসা করো।'

দক্ষ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বীরিনি হাসলেন। সামনে ঝুঁকে পরে স্বামীর কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

আনন্দিত হয়ে বীরিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তাঁর এখন অনেক কাজ। বেরোতেই তাঁর চোখে পড়লো সতী আর পর্বতেশ্বর বাইরে বসে আছেন। তিনি সতীর মাথা চাপড়ে বললেন 'ভেতরে যাও মা। তুমি যে তোমার বাবাকে কতটা ভালোবাসো তা বল গিয়ে। ওনার এখন তোমাকে প্রয়োজন। আমি শিগগীরই ফিরবো।'

বীরিনি হনহন করে চলে যাওয়ার সময়ে তাঁর চোখে পড়লো যে ব্রহ্মনায়ক আবার তাঁর স্বামীর কক্ষের দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

কয়েকটা শুশুকের আওয়াজে চমকে উঠে বর্তমানে ফিরলেন মেলুহী সম্রাজ্ঞী। একশো বছরের পুরনো এই স্মৃতিতে তার চোখে এখনও জল আসে। তিনি স্বামীর দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন। সে দিন যে কি ঘটেছিল তা তিনি কখনোই ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেননি। ব্রহ্মনায়ক কি বলেছিলেন? তিনি যা জানেন তা হল পরের দিন যখন তিনি পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে দক্ষের কক্ষে ফিরে গেলেন, তখন দক্ষ যেতে অস্বীকার করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে তিনি সম্রাট হতে চান।

তোমার নির্বোধ অহংকার আর বাপের থেকে অনুমোদন পাওয়ার আকাঙ্খা আমাদের জীবনগুলো নষ্ট করে দিয়েছে।

— ⸙ —
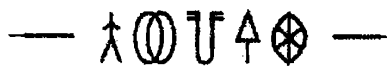
'রহস্য?' পরশুরামের সাথে হওয়া কথাবার্তা মনে করে বললেন শিব।

শিব পরশুরাম, পর্বতেশ্বর, বীরভদ্র ও নন্দীর সাথে বসে আছেন। কালী সবেমাত্র কক্ষে ঢুকেছে। গণেশ তার আর শিবের সম্পর্কটা নিয়ে এখনও নিশ্চিত না হতে পেরে চুপচাপ পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সতীর বড় ছেলেকে স্বীকার করতে শিব সামান্য মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কিছু করেননি।

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় আপনার জানাটা দরকার', বললো কালী। 'ওটা ভারতবর্ষের প্রয়োজন যে নাগদের লুকিয়ে রাখা রহস্যের কথা নীলকণ্ঠ জানুন। তারপরে আমরা যা করেছি তা ঠিক না ভুল সে বিচার আপনি করতে পারেন। এখন কি করতে হবে তা ঠিক করুন।'

'তুমি আমায় এইখানে বলতে পারছো না কেন?'

'আমি চাই আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি বলতে পারি না।'

শিব ভালো করে কালীর দুচোখে চোখ রাখলেন। সেখানে কোন ছল চাতুরী বা ক্ষতি করার ইচ্ছা তাঁর চোখে পড়লো না। তিনি অনুভব করলেন যে তিনি কালীকে বিশ্বাস করতে পারেন। 'পঞ্চবটিতে পৌঁছাতে কতদিন লাগবে?'

'এক বছরের সামান্য বেশি', কালী উত্তর দিলেন।

'এক বছর?'

'হ্যাঁ, প্রভু নীলকণ্ঠ। আমাদের নদী দিয়ে নৌকায় করে ব্রঙ্গ পর্যন্ত যেতে হবে—মধুমতী বেয়ে। তারপর দণ্ডকারণ্যের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। যাত্রায় সময় লাগবে।'

'কোন সরাসরি পথ নেই?'

কালী হাসলেও এর মধ্যে ঢুকতে চাইলেন না। দণ্ডকারণ্যের রহস্য তিনি ফাঁস করতে চান না। ওটাই যে তার মূল প্রতিরক্ষা।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু মনে হয় তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না।'

'প্রভু নীলকণ্ঠ, আমি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।'

কালীর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শিব হাসলেন। কালী তাঁকে বিশ্বাস করলেও তাঁর সব সঙ্গীকে বিশ্বাস করে না। 'ঠিক আছে। পঞ্চবটিতেই যাওয়া যাক। আমার দায়িত্ব পালনের জন্য হয়তো এই পথটাই ধরতে হবে।'

শিব পর্বতেশ্বরের দিকে ফিরলেন। 'সেনাপতি, আপনি কি যাত্রার আয়োজন করতে পারবেন?'

'হয়ে যাবে, প্রভু', পর্বতেশ্বর বললেন।

কালী শিবকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে যাওয়ার জন্যে ফিরলেন। গণেশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'আর, কালী . ' শিব বলে উঠলেন।

কালী এক ঝটকায় ঘুরলেন।

'আমি শিবই পছন্দ করবো, নীলকণ্ঠ নয়। তুমি আমার স্ত্রীর বোন— আমার পরিবার।'

কালী হেসে মাথা ঝোঁকালেন। 'আপনার যা ইচ্ছা . . শিব।'

— ⅄OƱ↑⊛ —

শিব ও সতী বিশ্বনাথ মন্দিরে ছিলেন। তাঁরা প্রভু রুদ্রের আশীর্বাদ চেয়ে নিভৃতে একটা পূজা সারতে এসেছেন। প্রার্থনা শেষ করে তাঁরা মন্দিরের একটা থামে হেলান দিয়ে বসলেন। প্রভু রুদ্রের মূর্তির পেছনে থাকা দেবী মোহিনীর মূর্তির দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁরা।

শিব তাঁর স্ত্রী হাত টেনে নিয়ে তাতে মৃদু চুমু খেলেন। সতী হেসে তাঁর মাথা শিবের কাঁধে রাখলেন।

'ভারী প্যাঁচালো মহিলা' শিব বললেন।

সতী স্বামীর দিকে চাইলেন, 'দেবী মোহিনী?'

'হ্যাঁ। ওঁকে অবতার বলে সবাই মেনে নেয় না কেন? কেনই বা অবতারের সংখ্যা সাতেই থেমে গেছে?'

'ভবিষ্যতে আরও অবতার হতে পারে। কিন্তু সকলে ওঁকে অবতার বলে মানে না।'

'তুমি মানো?'

'এক সময়ে মানতাম না। কিন্তু এখন ওঁর মহত্ত্ব বুঝতে পেরেছি।'

শিব ভুরু কুঁচকালেন।

সতী বলে চললেন, 'ওকে বুঝতে পারাটা সহজ নয়। এমন অনেক কিছু উনি করেছেন যা অন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে। উনি যে অসুরদের প্রতিই সেগুলো করেছিলেন তাতে কিছু যায় আসে না। ওগুলো এখনো অন্যায়। প্রভু রামের বিধান মেনে চলা সূর্যবংশীর পক্ষে ওঁকে বুঝতে পারাটা কঠিন।'

'তা এখন কোনটা বদলেছে?'

'আমি ওঁর সম্বন্ধে আরো জানতে পেরেছি। কি করেছিলেন—কেন করেছিলেন তা সম্বন্ধে। ফলে উনি যা যা করেছিলেন সেগুলো আমি এখনো মানতে না পারলেও ওঁর কাজকর্মে আমার করুণাটাই বেশি হয়।'

'এক বাসুদেব একবার আমাকে বলেছিলেন যে ওঁদের বিশ্বাস যে মোহিনী দেবীর সাহায্য ছাড়া প্রভু রুদ্র তাঁর লক্ষ্য পূরণ করতে পারতেন না।'

সতী শিবের দিকে চাইলেন। 'ওঁরা হয়তো ঠিকই বলেছেন। হয়তো, মানে—এমনটাও তো হতে পারে যে কখনো কখনো একটা ছোটোখাটো অন্যায় মহত্তর কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে।'

শিব সতীর দিকে চেয়ে রইলেন। সতী এটা নিয়ে কোন দিকে চলেছেন তা তিনি দেখতে পারছিলেন। যদি কোনো মানুষ নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হয়েও সারা জীবন সৎ ভাবে থাকে—যদি সে অন্যদের সাহায্য করে থাকে, তবে যে কাজে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় তা সে কেন করলো তা আমাদের বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা হয়তো ওকে ক্ষমা করতে পারবো না। যাইহোক, ওকে হয়তো বুঝে উঠতে পারবো।'

শিব জানতেন সতী গণেশের ব্যাপারে বলছে।

'ও যা করেছে তা কেন করেছে সেটা কি তুমি বুঝেছ?'

সতী একটা লম্বা শ্বাস টানলেন। 'নাঃ'

শিব আবার দেবী মোহিনীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

সতী শিবের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, 'কখনো কখনো কোন ঘটনাকে বুঝতে পারাটা কঠিন হয়ে ওঠে যদি সেটা ঘটার পেছনের সমস্ত কারণ না জানা থাকে।'

শিব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চোখ বন্ধ করে গভীর নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। 'ও তোমার জীবন বাঁচিয়েছে—কার্তিকের জীবন বাঁচিয়েছে। এর জন্যে ওকে ভালোবাসতে আমি বাধ্য। ও যে ভালো মানুষ আমাকে তা ভাবানোর মতো যথেষ্ট করেছে ও।'

সতী চুপ করে রইলেন।

'কিন্তু . . .' শিব একটা বড় শ্বাস টানলেন। 'আমার পক্ষে এটা সোজা নয় সতী . আমি শুধু পারছি না।'

সতী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। *হয়তো পঞ্চবটিতে গেলেই সবকিছু পরিষ্কার হবে।*

— ⅄ⓄŰ↑⊗ —
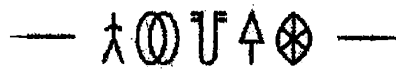
'প্রভু, এ আপনি কি বলছেন? আমি কি করে?' হতভম্ব দিলীপ বলে উঠলেন।

তিনি তখন অযোধ্যায় তাঁর প্রাসাদে—তাঁরই ব্যক্তিগত কক্ষে মহর্ষি ভৃগুর পদতলে বসে। প্রধানমন্ত্রী শ্যমন্তক অযোধ্যায় ভৃগুর ঘন ঘন আনাগোনা দক্ষতার সাথে গোপন রেখে এসেছেন। মহর্ষির ঔষধ জাদু দেখাতে শুরু করেছে। প্রত্যেকটা দিন যাওয়ার সাথে সাথে দিলীপকে আরও স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে।

'মাননীয় সম্রাট, আপনি কি সাহায্য করতে অস্বীকার করছেন?' ভৃগুর কণ্ঠস্বর ভয়ংকর। চোখ সরু।

'না, না, প্রভু। কখনোই নয়। কিন্তু এতো অসম্ভব।'

'আমি আপনাকে পথ দেখাবো।'

'কিন্তু একা একা এতসব আমি করবো কি করে?'

'আপনার সঙ্গীসাথী থাকবে। সেটার নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি।'

'কিন্তু এই ধরনের আক্রমণ? যদি কেউ ধরে ফেলে? আমার নিজের প্রজারাই আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।'

'কেউ ধরতে পারবে না।'

দিলীপকে বিচলিত দেখাচ্ছিলো। *'আমি নিজেকে এ কোথায় এনে ফেলেছি?*

'কেন? এর প্রয়োজন কি জন্যে মহর্ষিজী?'

'ভারতের ভালোর জন্যে।'

দক্ষ চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখে চিন্তার রেখা।

ভৃগু জানতেন যে আত্মমগ্ন দিলীপ বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হবেন না। ফলে তিনি এটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আসতে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। 'মাননীয় সম্রাট, আপনাকে এটাও করতেই হবে—যদি আপনি আপনার দেহকে রোগব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান।'

দিলীপ ভৃগুর দিকে তাকালেন। হুমকিটা পরিষ্কার আর একেবারে খোলাখুলি। তিনি মাথা ঝোঁকালেন।

'বলুন কি ভাবে করতে হবে মহর্ষি।'

শিবকে করা নাগরানীর অনুরোধের দুমাসের মধ্যেই পর্বতেশ্বর পঞ্চবটিতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন।

যে নগরে দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় সেখানে ঢোকার পর থেকে শিবের দলবল রীতিমতো বড় হয়ে উঠেছে। অভিযানে শিবের সাথে রয়েছেন তার সম্পূর্ণ পরিবার যেহেতু শিব সতী ও কার্তিককে ছেড়ে যেতে চাননি। আর কালী ও গণেশকে তো সেখানে থাকতেই হবে। বীরভদ্র আর নন্দী তো নীলকণ্ঠের বাঁধাধরা সঙ্গী। আর বীরভদ্র এইবার তার স্ত্রী কৃত্তিকাকে সাথে রাখার উপর জোর দিয়েছিল। সেটা শুধু এইজন্যে নয় যে তারা পরস্পরকে ছাড়া থাকতে পারছিল না। সেটা এই জন্যেও বটে যে যে এতদিন ধরে কার্তিকের সাহচর্যহীনতা কৃত্তিকার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। দলে চিকিৎসকের জন্যে আয়ুর্বতীকে বেছে নেওয়াটা তো নিশ্চিত ছিলই। শিব ভগীরথ ও পরশুরামকেও সাথে চেয়েছিলেন। আর তার সেনাপতি ও সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান পর্বতেশ্বরের তো আনন্দময়ীকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়।

পর্বতেশ্বর তাদের সাথে যাত্রার জন্য দুখানা বাহিনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই চন্দ্রবংশী ও সূর্যবংশী মিলিয়ে দুহাজার সৈন্য চলেছিল নখানা রণতরীর এক নৌবহরে। সাথে ছিল নীলকণ্ঠ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের নিয়ে রাজকীয়

জলযান। গণেশের একনিষ্ঠ ব্রঙ্গ অনুগামী বিশ্বদ্যুম্নও তার দল নিয়ে চন্দ্রবংশী বাহিনীতে সামিল হয়েছিল।

তারা ধীরে চলছিল যাতে সমস্ত জলযানগুলোকে একসাথে রাখা যায়। কাশী ছেড়ে বৈশালীর কাছাকাছি পৌঁছাতে দুমাস কেটে গেল।

বাসুদেবদের প্রধান গোপালের সাথে তার কথোপকথন মনে পড়াতে শিব বীরভদ্র, নন্দী ও পরশুরামের দিকে ঘুরলেন। একমাত্র নন্দী ছাড়া বাকীরা নদীর দিকে তাকিয়ে পাটাতলের উপরে বসে গাঁজা টানছিল।

'আপাতভাবে প্রভু মনু বলেছিলেন যে শুভ আর অশুভ একই মুদ্রার দুই পিঠ', মুহূর্তের নিস্তব্ধতা ভেঙে শিব বলে উঠলেন। পরশুরামের থেকে গাঁজার কলকে নিচ্ছিলেন তিনি।

পরশুরাম ভুরু কুঁচকে বললো, 'এটা আমিও শুনেছি। কিন্তু কখনোই বুঝে উঠতে পারিনি।'

শিব গাঁজায় একটা লম্বা টান দিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে কলকেটা আবার বীরভদ্রকে ফিরিয়ে দিলেন। 'ভদ্র তোর এটা নিয়ে কি মনে হয়?'

'রেখে ঢেকে যদি না বলি তো, তোমার বাসুদেব বন্ধুরা যা বলেন তার বেশির ভাগটাই হেঁয়ালী।'

শিব হো হো করে হেসে উঠলেন। সাথে সাথে বাকীরাও।

'আমি কিন্তু তা বলবো না, বীর বীরভদ্র।'

শিব চমকে ঘুরতেই দেখলেন গণেশ পেছনে দাঁড়িয়ে। শিব চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে হাসির সব আভা মুছে গিয়েছিল। পরশুরাম তৎক্ষণাৎ গণেশের প্রতি মাথা ঝোঁকালেও নীলকণ্ঠকে রাগিয়ে তোলার ভয়ে কিছু বললো না।

মানবপ্রভুর প্রতি বীরভদ্রের আকর্ষণ দিনদিন বেড়ে চলছিল। সে গণেশকে সৎ, ন্যায় পরায়ণ বলে ভাবতো। বীরভদ্র জিজ্ঞেস করলো, 'তা তুমি ওর থেকে কি বুঝছো, গণেশ?'

'আমার মনে হয় এটা একটা সংকেত', বীরভদ্রের দিকে তাকিয়ে হেসে

গণেশ বললো।

'সংকেত?' ধাঁধায় পড়ে শিব জানতে চাইলেন।

'হয়তো নীলকণ্ঠকে বোঝাবার জন্য যে তাঁর কি খোঁজা উচিত?'

'বলে যাও।'

'শুভ আর অশুভ একই মুদ্রার দুই পিঠ। কাজেই নীলকণ্ঠকে মুদ্রার একটাই পিঠ খুঁজতে হবে, কি তাই তো?'

শিব ভুরু কোঁচকালেন।

'কোনো মুদ্রার একটা পাশ খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব?' গণেশ জানতে চাইলো।

শিব কপালে করাঘাত করে বলে উঠলেন, 'ঠিক তো, তার বদলে পুরো মুদ্রাটাই খুঁজতে হবে!'

গণেশ হেসে মাথা নাড়লো।

শিব গণেশের দিকে চেয়ে রইলেন। নীলকণ্ঠের মনে একটা ধারণা দানা বাঁধছিল।

শুভের সন্ধান কর। আর তাহলেই তুমি অশুভকেও খুঁজে পাবে। শুভ যত শক্তিশালী, অশুভও ততটাই।

বীরভদ্র কলকেটা গণেশের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

'চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'গণেশ জীবনে কখনো ধাঁয়া টানেনি। সে তার বাবার দিকে চাইলো কিন্তু তাঁর গভীর রহস্যময় চোখ দুটোতে কি লেখা রয়েছে পড়তে পারলো না।

'দাও দেখি।'

সে বসে পড়ে বীরভদ্রের থেকে কলকে নিল।

'এটা তোমার মুখে এইভাবে বসাও', বীরভদ্র হাত জড়ো করে দেখাতে থাকলো, 'আর বড় করে শ্বাস টানো।'

যেরকম বলা হয়েছিল সেরকম করতেই গণেশ একটা প্রচণ্ড কাশির

দমকে প্রায় এলিয়ে পড়ে আর কি।

শিব ছাড়া সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো। শিব কিন্তু সরাসরি গণেশের দিকে চেয়েছিলেন।

বীরভদ্র হাত বাড়িয়ে গণেশের পিঠ চাপড়ে তার থেকে কলকেটা নিয়ে নিল। 'গণেশ এই খারাপ জিনিসটার ছোঁয়া তুমি কখনো পাওনি।'

'নাঃ। তবে আমি নিশ্চিত যে এটা আমার আস্তে আস্তে ভালো লেগে যাবে।' অস্বস্তিতে পড়ে হাসলো গণেশ। আরেকবার কলকের দিকে হাত বাড়ানোর আগে সে শিবের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিল।

বীরভদ্র সেটা তার নাগাল থেকে সরিয়ে দিল। 'না, গণেশ। তুমি বরং নিষ্পাপই থাকো।'

— ⁂ —

নৌবহর ব্রঙ্গদ্বারে পৌঁছে গেছে। পর্বতেশ্বর, আনন্দময়ী ও ভগীরথ কাজকর্মের তদারকি করতে সামনের পথপ্রদর্শক রণতরীতে চলে এসেছেন।

'আমি এটা আগেও দেখেছি। আমি জানি।' দ্বারের দিকে তাকিয়ে আনন্দময়ী বলে উঠলেন।

'কিন্তু এখনো আমি ওদের চমৎকার অভিনবত্বে চমকে যাই।'

পর্বতেশ্বর হেসে আনন্দময়ীকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আর তারপরই আনন্দময়ীর বিরক্তি উদ্রেক করে হাতের কাজটা সারতে পিছু ফিরলেন, 'উত্তঙ্ক, দ্বিতীয় জলযানটা যথেষ্ট উঁচু নয়। ব্রঙ্গদের জলাশয়ে আরও জল ভর্তি করতে বল।'

আনন্দময়ী যে ভুরু উঁচিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালেন তা পর্বতেশ্বরের চোখে পড়েনি। তারপরই আনন্দময়ী স্বামীর মুখ ঘুরিয়ে মৃদু চুম্বন করলেন। হেসে ফেললেন পর্বতেশ্বর।

'এই যে শুক-সারী, ঠিকই আছে, তবে লুকোছাপা রাখো', ভগীরথ বলে উঠলেন।

আনন্দময়ী হেসে ভাইয়ের কবজিতে চাপড় মাড়লেন।

পর্বতেশ্বর হেসে জলযানগুলোর বেরোনোর দেখাশোনা করতে আবার ব্রঙ্গদ্বারের দিকে ঘুরলেন।

'সেনাপতি, এই পেরোনোটা ভালোই হবে', ভগীরথ বললেন। 'অত চিন্তিত হবেন না। আমরা জানি যে ব্রঙ্গরা কি করছে। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই।'

পর্বতেশ্বর ভুরু কুঁচকে ভগীরথের দিকে ফিরলেন। অযোধ্যার যুবরাজ 'সেনাপতি' শব্দটা ব্যবহার করায় তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি ধরতে পেরেছিলেন যে তার শালা অতি সতর্কভাবে কিছু বলতে চাইছেন। 'বলে ফেলুন, ভগীরথ। কি বলতে চাইছেন?'

ভগীরথ বললেন, 'এখানকার পথ আমাদের জানা। ব্রঙ্গরা কি করছে তাও জানা। অবাক করার মতো কিছুই নেই। কিন্তু নাগেরা কোন পথে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে তার কোনো ধারণাই আমাদের নেই। একমাত্র সর্বশক্তিমানই জানেন যে আমাদের জন্য কি কি বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকতে পারে। ওদের এরকম অন্ধের মতো বিশ্বাস করাটা কি বিচক্ষণের মতো কাজ হবে?'

'আমরা নাগদের বিশ্বাস করছি না, ভগীরথ', বাধা দিয়ে বলে উঠলেন আনন্দময়ী।

'আমরা নীলকণ্ঠকে বিশ্বাস করছি।'

পর্বতেশ্বর চুপ করে রইলেন।

'মহাদেবকে বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয় আমি তা বলছি না', ভগীরথ বলে উঠলেন।

'কি করে তা বলবো? কিন্তু নাগদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি। আমরা ভয়াবহ দণ্ডকারণ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর পথপ্রদর্শক হচ্ছে নাগরা। এখানে কি শুধু আমি একাই চিন্তা করছি?'

'শোনো, প্রভু নীলকণ্ঠ রানী কালীকে বিশ্বাস করেন। এর মানে আমিও কালীকে বিশ্বাস করবো। আর তুমিও।' বিরক্ত হয়ে আনন্দময়ী বলে উঠলেন।

ভগীরথ মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনি কি বলেন, পর্বতেশ্বর?'

'উনি আমারও প্রভু। উনি আমায় নির্দেশ দিলে আগুনের প্রাচীরের মধ্যেও হেঁটে যেতে পারি।' এই বলে পর্বতেশ্বর তীরের দিকে চাইলেন যেখানে শক্তি উৎপাদক যন্ত্রগুলো সবে আলগা হয়ে হয়ে নেমে এসে তাঁদের রণতরীকে প্রবল শক্তিতে টান দিয়েছে। মেলুহী সেনাপতি এরপর ভগীরথের দিকে চাইলেন। 'কিন্তু গণেশ যে মেলুহার মহত্তম বিজ্ঞানী বৃহস্পতিকে হত্যা করেছে তা ভুলি কি করে? সে যে আমাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মন্দার পর্বত ধ্বংস করেছে সেটাই বা কি করে ভুলবো? এই সবের পরে কি করে ওকে বিশ্বাস করবো?'

আনন্দময়ী অস্বস্তির সাথে তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর ফিরলেন ভাইয়ের দিকে।
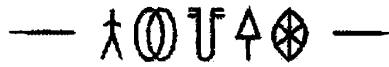
'না কৃত্তিকা, এটা আমি করবো না', আয়ুর্বতী জানালেন।

কৃত্তিকা ও আয়ুর্বতী রাজকীয় জলযানে মেলুহী চিকিৎসকের কার্যালয়ে ছিলেন। ধারের পাটাতনের আঁকড়াগুলো যন্ত্রের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে সেটা জলযানকে ব্রঙ্গের দ্বারের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে। প্রায় সকলেই ব্রঙ্গীয় যন্ত্রপাতির অসাধারণ নিপুণ কাজকর্ম দেখতে পাটাতনের উপরে উঠে এসেছিলেন। এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে বীরভদ্রকে না জানিয়ে কৃত্তিকা আয়ুবর্তীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল।

'আয়ুবর্তীজী, দয়া করুন। আপনি তো জানেন যে এটা আমার প্রয়োজন।'

'না, প্রয়োজন নেই। আর আমি নিশ্চিত যে তোমার স্বামী যদি জানতে পারে তো সেও নাই বলবে।'

'ওর তো জানার দরকার নেই।'

'কৃত্তিকা, তোমার জীবনকে বিপদে ফেলার মতো কোনো কিছু আমি করবো না। এটা কি পরিষ্কার?'

আয়ুর্বতী কার্তিকের জন্যে একটা ওষুধ তৈরি করছিলেন, পর্বতেশ্বরের সঙ্গে অনুশীলন করার সময়ে ওর কেটে গেছে।

কৃত্তিকা এই সুযোগটা নিলো। আয়ুর্বতীর আসবাবের উপর একটা বটুয়া পড়ে ছিল। কৃত্তিকা জানতো এটাই সেই ওষুধ যা পেতে সে মরীয়া। সে চুপচাপ সেটা তার অঙ্গবস্ত্রের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি', কৃত্তিকা বলে উঠলো।

আয়ুর্বতী ঘুরে দাঁড়ালেন। 'আমি রুষ্ট হয়ে থাকলে দুঃখিত কৃত্তিকা। কিন্তু এটা তোমার স্বার্থের জন্যেই।'

'দয়া করে আমার স্বামীকে বলবেন না।'

'অবশ্যই নয়। কিন্তু তোমার নিজেরই বীরভদ্রকে বলা উচিত। ঠিক কিনা?' আয়ুর্বতী বললেন।

কৃত্তিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর ছাড়তে যাবে কি, আয়ুর্বতী তাকে ডাকলেন। কৃত্তিকার অঙ্গবস্ত্রের দিকে দেখিয়ে আয়ুর্বতী বললেন, 'দয়া করে ওটা রেখে যাও।'

অস্বস্তির সাথে কৃত্তিকা আস্তে আস্তে অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে হাত চালিয়ে বটুয়াটা বের করে আসবাবের উপর রাখলো। সে মুখ তুললো—চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন আর মিনতিভরা।

আয়ুর্বতী আলতো করে কৃত্তিকার কাঁধে হাত রাখলেন। 'নীলকণ্ঠের থেকে কি তুমি কিছু শিখোনি? তুমি ঠিক যেরকম তাতেই তুমি একজন সম্পূর্ণ মহিলা। তুমি যেমনটি তেমনটির জন্যই তোমার স্বামী তোমাকে ভালোবাসেন—তোমার তাকে কিছু দিতে পারার জন্যে নয়।'

কৃত্তিকা বিড়বিড় করে ক্ষমা চেয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায় ২৩

সকল রহস্যের গভীরে

বাহিনী ব্রঙ্গদ্বার পেরিয়ে এসে মধুমতীর পশ্চিম কিনারায় শাখানদীতে ঢুকলো। কয়েক সপ্তাহ পরে তারা সেই স্থানটা পেরিয়ে গেল যেখানটায় পরশুরামের সাথে লড়েছিলেন শিব।

'এইখানটায় আমরা পরশুরামের সাথে লড়েছিলাম' ভূতপূর্ব দস্যুর পিঠ চাপড়ে বললেন শিব।

পরশুরাম শিবের দিকে তাকালো। তারপর দৃষ্টি ঘোরালো সতির দিকে, 'সত্যি বলতে কি, এই সেই স্থান যেখানে প্রভু আমাকে রক্ষা করেছিলেন।'

সতী পরশুরামের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এই অনুভূতি তার জানা ছিল—শিবের হাতে রক্ষা পাওয়ার অনুভূতি—প্রেমভরা দৃষ্টি ফেললেন স্বামীর দিকে। এমন একজন লোক যে আশেপাশের সক্কলের জীবন থেকে বিষ শুষে নিতে পারেন। কিন্তু তবুও নিজের স্মৃতির বিষ শুষে নিতে অক্ষম। নিজেরই স্মৃতির বিভীষিকায় জর্জরিত হয়ে চলেছেন আজ পর্যন্ত। যত চেষ্টাই সতী করুন না কেন শিবকে শিবের অতীত ভোলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। হয়তো এটাই শিবের ভাগ্য।

সতীর চিন্তাভাবনায় বাধা পড়লো পরশুরামের কথাতে 'প্রভু, এইখানটায় আমরা বাঁক নেবো।'

বিতাড়িত বাসুদেব যে দিকটা দেখাচ্ছে সেদিকে তাকালেন সতী। সেখানে কিচ্ছু নেই। নদীটা যেন একটা মস্ত সুন্দরী গাছের ঝাড় ঘেঁষে পূর্বদিকের নদীর দিকে বয়ে গেছে।

'কোথায়?' জানতে চাইলেন শিব।

'ঐ সুন্দরী গাছগুলো দেখুন প্রভু', কাটা হাত লাগানো আঁকড়া দিয়ে ঝাড়গুলো দেখালো পরশুরাম। 'ওদের থেকেই এই জায়গার নামটা এসেছে—*সুন্দরবন।*'

'সুন্দর বন?' বলে উঠলেন সতী।

'হ্যাঁ দেবী', বললো পরশুরাম 'ওরা একটা চমৎকার রহস্যও লুকিয়ে রেখেছে।'

কালীর নির্দেশে সামনের নৌকাটা পরশুরামের দেখানো ঝাড়ের দিকে বাঁক নিল। দূরে থাকা তাঁর তরী থেকে সতী পর্বতেশ্বরের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি পাটাতনের উপরে নাগরানী কালীকে যুক্তি দেখাতে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

কালী তাঁকে স্রেফ উপেক্ষা করলেন। আর জলযান চলতে লাগলো তার সর্বনাশের পথে—অন্ততঃ দেখে তো তাই বোধ হচ্ছিল।

'ওরা যাচ্ছেটা কোথায়?' আতঙ্কিত সতী বলে উঠলেন। 'মাটিতে ধাক্কা মারবে যে।'

তাদের চমকে দিয়ে প্রথম জলযানটা গাছগুলোকে পাশে ঠেলে সরিয়ে মাঝখান দিয়ে ভেসে চললো।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, এ যে শিকড়হীন গাছ' বিস্মিত শিব ফিসফিস করে বললেন।

'শিকড়হীন নয় প্রভু', পরশুরাম সংশোধন করে বলে চললো। 'ওদের শিকড় আছে। তবে মাটিতে গাঁথা নয়। শিকড়গুলো হ্রদে ভাসে।'

'কিন্তু এইরকম গাছ বাঁচে কিভাবে?' জানতে চাইলেন সতী।

'ওই ব্যাপারটাই যা আমি বুঝতে পারি না। হয়তো ওটা নাগদের জাদু।' পরশুরাম বললো।

মহাদেবের রাজকীয় জলযানের পিছু পিছু অন্য নৌকাগুলোও সুন্দরীগাছের ভাসমান ঝাড়ের মধ্য দিয়ে একটা লুকোনো উপহ্রদে প্রবেশ করলো যেখানে

মধুমতীর শান্ত ঢেউ এসে থেমেছে।

শিব অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলেন। স্থানটা সবুজে মাখা—পাখিদের কলকাকলিতে ভরপুর। ঘন গাছগাছালি জলাশয়ের ওপর একটা পাতার চাঁদোয়া তৈরি করেছে আর তাই এতটাই বড় উপহ্রদ যে সে দশ-দশটা বড় জলযানকে রাখতে পারে? তখন দ্বিতীয় প্রহরের প্রায় শেষ আর সূর্য শীর্ষে বিরাজ করছে। তবে ছায়াভরা হ্রদে যে কেউ তখন সন্ধ্যা বলে ভুল করতেই পারে।

পরশুরাম শিবের দিকে চাইলো। 'খুব কমজনই এই ভাসমান ঝাড়ের অস্তিত্বের খবর রাখে। আমি কয়েকজনকে জানি, যারা এটাকে খোঁজবার চেষ্টায় শুধুমাত্র মাটিতে নৌকা ধাক্কা মেরেছে। পেছনে ভাসমান ঘন সুন্দরী গাছের ঝাড়কে ঠেলে দিয়ে জলযানগুলোকে পরস্পরের সাথে বাঁধা হল। তারপর পাড়ে পোঁতা লম্বা লম্বা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল সেগুলোকে। এখন সেগুলো নিরাপদ আর পুরোপুরি দৃষ্টির আড়ালেও বটে।

এবারে হাঁটাপথ। দুহাজারেরও বেশি সৈন্যকে দণ্ডকারণ্যের মধ্যে দিয়ে সারি বেঁধে যেতে হবে। তাদের সকলকেই প্রধান জলযানে ও তার চারপাশে জড়ো হতে বলা হয়েছিল।

যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায় সেজন্যে মূল মাস্তুলটা বেয়ে উপরে উঠলো কালী। 'আমার কথা শোন' বলে উঠলো সে।

চারপাশের ভীড় চুপচাপ হয়ে গেল। কালীর গলা সঙ্গে সঙ্গে মান্যতার দাবী রেখেছিল।

'দণ্ডকারণ্য নিয়ে গুজব তো তোমরা সকলেই শুনেছো। এই যে দণ্ডকারণ্য বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম। এটা পূর্বসাগর থেকে পশ্চিমসাগর অব্দি বিস্তৃত। এটা এতটাই ঘন যে সূর্যালোকও একে ভেদ করে আসতে পারে না। এই যে এটা ভয়ংকর জন্তুতে পরিপূর্ণ যারা পথভ্রষ্টদের গ্রাস করে নেয়। এর কিছু গাছ নিজেরাই বিষাক্ত। এখানে মুর্খের মতো কিছু খাওয়া বা ছোঁয়া থেকে এড়িয়ে থাকাটাই ভালো।'

সৈন্যেরা চিন্তিতভাবে কালীর দিকে চেয়েছিল।

'গুজবগুলো ভয়ংকর রকমের সত্যি।'

সৈন্যদের এটা জানা ছিল যে দণ্ডকারণ্য নর্মদার দক্ষিণে—প্রভু মনুর বেঁধে দেওয়া সীমা ছাড়িয়ে। সেই সীমা যা কোন সময়েই অতিক্রম করা উচিত নয়। তারা যে শুধু প্রভু মনুর আদেশ অমান্য করছে তাই নয়, সেইসাথে ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যেও প্রবেশ করছে। তাদের মধ্যে কেউই এই অভিশপ্ত জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে নিজের নিয়তিকে টেনে আনতে চাইছিল না। কালীর কথাগুলো তাদের সিদ্ধান্তকে সুনিশ্চিত করলো মাত্র।

'শুধুমাত্র গণেশ, বিশ্বদ্যুম্ন ও আমিই এই মাণফাঁদের মধ্যে থেকে বেরোনোর পথ জানি। বেঁচে থাকতে চাইলে, আমাদের নির্দেশ মেনে চলো ও কথামতো কাজ করো। বিনিময়ে, আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি যে তোমাদের সকলে বেঁচে পঞ্চবটীতে পৌঁছাবে।'

সৈনিকেরা উৎসাহের সাথে মাথা নাড়লো।

'দিনের বাকী সময়টায় নিজেদের তরীতে বিশ্রাম নাও, পেট ভর্তি করে খেয়ে নাও, আর খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। কাল সকালে সূর্য উঠলেই আমরা রওনা দেব। আজ রাতে কেউই যেন নিজে থেকে সুন্দরবনে ঢুকে দেখতে যেও না। হয়তো জঙ্গলটাকে সুন্দরের চেয়ে বেশি ভয়াবহরূপে আবিষ্কার করে ফেলতে পারো।'

কালী মাস্তুল থেকে নেমে শিব ও সতীকে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সতী জানতে চাইলেন, 'দণ্ডকারণ্য এখান থেকে আর কতটা দূরে?'

কালী চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সতীর দিকে ফিরলো। 'আমরা বিশাল দলবলের সাথে চলেছি। সাধারণত দূরত্বটা এক মাসে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আমাদের দুই কি তিন মাস লেগে যাবে। তাতে অবস্যি আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো বলি না মরে আস্তে আস্তে যাওয়াটাই শ্রেয়।'

'বোন, তুই কথাগুলো বড় পেঁচিয়ে বলিস।'

কালীর হাসিটা ঠিক সুবিধার ঠেকলো না।

'পঞ্চবটি কি দণ্ডকারণ্যের মাঝখানে নাকি?' শিব জানতে চাইলেন।

'না, শিব। ওটা পশ্চিমপ্রান্তের দিকটায় পড়ে।'

'অনেকটাই দূর।'

'সেইজন্যেই তো বলছি যে অনেকটা সময় লাগবে। দণ্ডকারণ্যে ঢুকে পড়ার পর পঞ্চবটিতে পৌঁছে উঠতে আরও ছয়মাস লেগে যাবে।'

'হুমম্। নৌকা থেকে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে খাবার-দাবার নিয়ে নেওয়া উচিত' শিব বললেন।

'দরকার নেই শিব। অতিরিক্ত বাক্স-প্যাঁটরা আমাদের গতি কমিয়ে দেবে। আমাদের চাহিদার সবরকম ফলেই জঙ্গল ভরে আছে। আমাদের শুধু এইটে নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে যেন এমন কিছু খেয়ে না ফেলি যেটা খাওয়া উচিত নয়।'

'কিন্তু খাদ্যই তো আর একমাত্র সমস্যা নয়। জঙ্গলে আমাদের নয় মাস কাটাতে হবে। আরও কত রকমের বিপদ আছে।'

কালীর চোখগুলো দপ করে জ্বলে উঠলো। 'আমার সাথে থাকলে—নেই।'

প্রধান জলযানের পাটাতনের উপরে রাত্রির খাবার বাড়া হচ্ছে। শিব নাগদের গোষ্ঠীর সকলে মিলে একসাথে খাওয়ার যে রীতি সেটাকে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন। এই রীতি অনুযায়ী অনেকে একটাই বিশাল পাত্র থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। পাত্রটা তৈরি হয় অনেকগুলো কলাপাতা জুড়ে জুড়ে।

বিশাল পাত্রের চারপাশে গোল হয়ে বসেছিলেন শিব, সতী, কালী, গণেশ, কার্তিক, পর্বতেশ্বর, আনন্দময়ী, ভগীরথ, আয়ুর্বতী, পরশুরাম, নন্দী, বীরভদ্র ও কৃত্তিকা। এই রীতিটা পর্বতেশ্বরের অদ্ভুত ও অস্বাস্থ্যকর ঠেকেছিল। কিন্তু প্রতিবারের মতো তিনি শিবের নির্দেশ মেনে চলছিলেন।

দেবী, এই রীতির পেছনে কি কারণ আছে? ভগীরথ কালীর কাছে জানতে চাইলেন।

আমরা—নাগেরা যেসব দেবীকে মেনে চলি তাঁদের সকলের মধ্যে একজন

হচ্ছেন দেবী অন্নপূর্ণা—খাদ্যের দেবী। যাই হোক না কেন, তিনিই তো আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ঠিক কিনা? এই রীতি আমাদের সকলকে একসাথে ওনার আশীর্বাদের ভাগীদার করে তোলে। যাত্রাকালে খাওয়ার সময় আমরা এইভাবেই খেয়ে থাকি। এখন আমরা সকলেই ভাই-বোন। যাত্রার পরিণতির ভাগ সকলের।'

'তা ঠিক', ভগীরথ বললেন। একইসাথে তার মাথায় যা ঘুরছিল তা হল এই ধরনের সকলে মিলে খাওয়াটা বিষপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার একটা ভালো পদ্ধতি।

'দেবী, দণ্ডকারণ্য কি সত্যিই এতটা ভয়ানক?' পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন। 'নাকি এই গুজবগুলো নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য?'

'জঙ্গলের নিয়মগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে স্নে ভরাট আর প্রশ্রয়শীল মায়ের মতোই আমাদের প্রতি লক্ষ রাখবে। কিন্তু নিয়মরেখার বাইরে গেলে সে বিভীষিকা হয়ে উঠে আঘাতের চোখে শুইয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, গুজবগুলো নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে বটে। এপাশ-ওপাশ না করে নির্দিষ্ট পথ ধরে চলার পক্ষে নয় মাস সময়টা যথেষ্ট বেশিই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যারা নিয়ম ভাঙবে তারা বুঝতে পারবে যে গুজবগুলো কঠোর সত্যের থেকে খুব বেশি দূরে নয়।'

'ঠিক আছে। যথেষ্ট হয়েছে। এবার খাওয়া যাক।' শিব বললেন।

এতক্ষণ ধরে আয়ুর্বতী কৃত্তিকা ও বীরভদ্রের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। খাওয়ার মাঝে মাঝে বীরভদ্র কার্তিককে দেখিয়ে তাঁর স্ত্রীর সাথে ফিসফিস করছিল।' কার্তিকের প্রতি স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তারা—ঠিক যেন সে তাদের নিজেদের সন্তান।

আয়ুর্বতী বিষণ্ণভাবে হাসলেন।

— ⚹ —

'সেনাপতি', ডাকলো বীরভদ্র।

পর্বতেশ্বর স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ওঁরা দুজন মূল জলযানের

পাশে ভাসা পাটাতনটার উপরে দাঁড়িয়েছিলেন। সাথে শতখানেক সৈন্য। একদম সামনে কালী আর গণেশ। কোন পথই চোখে পড়ছিল না। ঘন ঝোপ চারদিক ঢেকে রেখেছে।

বীরভদ্রকে দেখে পর্বতেশ্বর শান্ত হলেন। 'প্রভু আসছেন নাকি?'

'না সেনাপতি, আমি একাই।'

পর্বতেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, 'তাহলে ঠিক আছে। এরপর কালীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'দেবী, আশা করি আপনি এটা আশা করছেন না যে আমার লোকেরা পঞ্চবটি অব্দি সারাটা রাস্তা ঝোপ কাটতে কাটতে যাবে।'

'যদি সেটাই আশা করে থাকি, তাহলেও আমি নিশ্চিত যে আপনার সূর্যবংশী সেনারা অতি সহজেই তা করতে পারবে।'

বিরক্তিতে চোখ কুঁচকোলেন পর্বতেশ্বর। 'দেবী, আমি আমার সহ্যের শেষ সীমায় রয়েছি। হয় আমাকে সোজাসুজি উত্তর দিন নয়তো আমি আমাদের লোকেদের নিয়ে এখান থেকে ফিরে যাবো।'

'সেনাপতি, আমি তো বুঝতেই পারছি না যে আপনার বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে আমায় কি করতে হবে। এই যাত্রায় এখন অব্দি আপনার লোকেদের আঘাত করার মতো কিছু করেছি কি?' কালী পশ্চিমের একটা দিক দেখিয়ে বললেন, 'আমি এখন শুধু এটাই চাই যে আপনার লোকেরা ওদিক বরাবর ঠিক দুশো হাত ঝোপগুলো কাটতে কাটতে চলুক।'

'তাই কি?'

'ঠিক তাই।'

পর্বতেশ্বর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তলোয়াড় বার করে সার বেঁধে দাঁড়ালো। বীরভদ্রও যোগ দিল। প্রায় দুর্ভেদ্য ঝোপ কাটতে কাটতে আস্তে আস্তে এগোতে থাকলো তারা। সারির দুই প্রান্তে তলোয়াড় বাগিয়ে বিপরীত দিকে মুখ করে ছিল গণেশ ও বিশ্বদ্যুম্ন। তাঁদের ভাবভঙ্গি থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা লোকেদের কোনো অজানা বিপদ থেকে রক্ষা করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘন ঝোপের থেকে একটা পথ এসে পড়তেই বীরভদ্র ও সৈনিকেরা অবাক হয়ে গেল। পথটা যথেষ্ট চওড়া। দশটা ঘোড়া পাশাপাশি চলতে পারে সেটা দিয়ে।

'প্রভু রামের দিব্যি, এটা আবার কোত্থেকে এল?' বিস্মিত পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন।

'স্বর্গের পথ। তবে তার আগে নরকের মধ্যে দিয়ে গেছে, এই যা।' বললেন কালী।

পর্বতেশ্বর নাগরানীর দিকে ফিরলেন।

হাসলেন কালী। 'আপনাকে তো বলেই ছিলাম। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।'

বীরভদ্র এগিয়ে এসে অবাক হয়ে সামনের পথটার দিকে দেখলো। সোজা পথ। সরাসরি দূরে চলে গেছে। পাথুরে পথ হলেও যথেষ্ট সমান করা হয়েছে। দুধারে গাছের সারি বরাবর দু ধরনের কাঁটাওলা লতাপাতার ঝাড় চলে গেছে।

'ওগুলো কি বিষাক্ত?' জোড়া বেষ্টনীর দিকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন পর্বতেশ্বর।

পথের ধারের ভেতরেরটা নাগবল্লী লতার' কালী জানালেন। 'চাইলে ওর পাতাও খেতে পারেন। কিন্তু বাইরের দিকে—জঙ্গলের দিকে মুখ করে থাকা ঝোপটা রীতিমতো বিষাক্ত। ওটার কাঁটার খোঁচা খেলে জীবনের শেষ প্রার্থনাটা উচ্চারণের সময়টুকুও মিলবে না।'

পর্বতেশ্বর ভুরু তুললেন। *ওরা এতসব বানালোটা কি করে?*

বীরভদ্র কালীর দিকে ফিরলো। 'দেবী, শুধু এটাই কি? আমাদের কি শুধু শুধু এরকমই করতে হবে? জঙ্গল কাটো আর চলতে থাকো। আর তবেই নাগদের নগর খুঁজে পাবো?

কালী মুচকি হাসলেন। 'জীবনটা যদি অতই সহজ হতো।'

— ⅄ⵔ⊍⍏⊗ —

প্রথম প্রহর শেষ হচ্ছে বলে। দিকচক্রকাল ঘিরে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। কয়েক পলের মধ্যেই সে পুরো তেজের সাথে আলো আর উষ্ণতা ছড়াতে শুরু করবে। এই ঘন সুন্দরবনে যদিও সে তার জ্বলন্ত রূপের একটা ছায়া হিসাবেই প্রতিভাত হয়। ঘন পাতার বুনোট ভেদ করে সামান্য কিছু সাহসী আলোকরশ্মীই শিবের দলবলের পথ আলোকিত করছে।

জরুরীকালীন নির্দেশে একদল লোককে সেই জায়গাটায় দাঁড় করানো হয়েছে যেখানটা কেটে পরিষ্কার করা হয়েছিল নাগপথ পাওয়ার জন্য। জঙ্গল থেকে যাই বেরোক না কেন সবকিছুকে হত্যা করতে হবে। পদাতিক সৈন্যেরা পরিষ্কার স্থানটা সারিবদ্ধভাবে পেরিয়ে অবাক চোখে নাগপথে পা ফেললো। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিরাপদ, আরামদায়ক পথ থাকার কথা তারা ভাবতেই পারে নি। মিছিলের দুপাশে পর্বতারোহী ঘোড়সওয়ারেরা মশাল হাতে পথ দেখাতে দেখাতে চলেছে।

একদম সামনে একটা কালো ঘোড়ায় চেপে চলেছে বিশ্বদ্যুম্ন। তার সাথে পর্বতেশ্বর, ভগীরথ ও আনন্দময়ী। নীলকণ্ঠের পরিবার চলেছেন ঠিক মাঝে। সাথে কালী, আয়ুর্বতী, কৃত্তিকা ও নন্দী। পরিষ্কার করা জায়গাটায় রয়েছে গণেশ, বীরভদ্র ও পরশুরাম। সমস্ত সৈন্য পার না হওয়া অব্দি সেখানেই গণেশ অপেক্ষা করবে। তাকে একটা কাজ করতে হবে।

'গণেশ, আমাদের কি সত্যিই কোন পশ্চাৎরক্ষীর দরকার আছে?' বীরভদ্র বলে উঠলো। 'ভাসমান সুন্দরী ঝোপ খুঁজে বের করাতো প্রায় অসম্ভবই।'

'আমরা হলাম নাগ। সব্বাই আমাদের ঘৃণা করে। আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে।'

'সৈন্যদের মধ্যে এই শেষ। এবার?'

'দয়া করে আমাকে আগলে রাখো।' বললো গণেশ।

একটা থলে ভর্তি বীজ নিয়ে পরিষ্কার জায়গাটায় গেল গণেশ। দুপাশ বরাবর হেঁটে গেল বীরভদ্র ও পরশুরাম। হাতে উদ্যত অস্ত্র। তারা গণেশের ডানদিক আর বাঁদিকটা আগলাচ্ছে। খোলা স্থানটাতে তারা কয়েক মুহূর্ত কাটিয়েছে কি, একটা বুনো শুয়োর হেলতে দুলতে বেরিয়ে পড়লো। বীরভদ্রের

দেখাগুলোর মধ্যে সেটাই সবচাইতে বড়। জন্তুটা খানিকটা দূরে থেমে গিয়ে মানুষগুলোর দিকে চেয়ে থাকলো। আস্তে আস্তে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল সেটা আর সাথে সাথে ক্ষুর সামনে পেছনে করছিল। পরশুরাম গণেশের দিকে ঘুরলো। জন্তুটা নিশ্চিতভাবে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। নাগ খোলা জমিতে বীজ ছড়ানোর কাজটা চালিয়ে যেতে যেতে মৃদু মাথা নাড়ালো। ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁই করে কুঠার চালালো পরশুরাম। মাত্র একখানা পরিষ্কার কোপেই শুয়োরের মাথা কেটে ঠিকরে পড়লো।

বীরভদ্র পরশুরামকে সাহায্য করতে এগোতেই গণেশ সঙ্গে সঙ্গে থামালো তাকে। 'বীরভদ্র, তুমি তোমার দৃষ্টি অন্য পাশটায় স্থির রাখো? পরশুরাম ওটা সামলে নিতে সক্ষম।'

ইতিমধ্যে পরশুরাম জন্তুর দেহটাকে কুঁচিকুঁচি করে কাটছিলো। তারপর সেই জন্তুটার খণ্ডবিখণ্ড দেহাংশগুলো রাস্তায় টেনে নিয়ে গেল সে।

হেঁটে ফিরতে ফিরতে পরশুরাম বীরভদ্রকে বোঝালো 'মৃতদেহটা অন্যান্য মাংসাশী জন্তুকে টেনে আনবে, এই যা।'

এর মধ্যে গণেশের সব বীজ ছড়ানো হয়ে গিয়েছিল। সে ঘুরে পথের দিকে ফিরে চললো। সাথে পরশুরাম ও বীরভদ্র।

পথে পা ফেলতেই বীরভদ্র বলে উঠলো, 'শুয়োরটা প্রকাণ্ড ছিল।'

'সত্যি বলতে কি বাচ্চা বলে ওটা যথেষ্টই ছোট', গণেশ জানালো। 'পালের বাকীগুলো আরো বড় হবে। পথ আগলানোর সময়ে ওটাকে কাছাকাছি আসতে দিতে তুমি পারো না। এই অঞ্চলে শুয়োরের পাল ভয়াবহ হতে পারে।'

বীরভদ্র ঘুরে অপেক্ষমান শ-খানেক ব্রঙ্গ সেনার দিকে চাইলো। তারা ঘোড়া প্রস্তুত করে রেখেছে। সে গণেশের দিকে ফিরলো।

'এবার কি?'

'এখন আমরা অপেক্ষা করবো', তলোয়াড় বের করে বললো গণেশ। তার গলা শান্ত। 'পথের এই মুখটা কাল সকাল অব্দি আমাদের আগলে রাখতে হবে। যাই ঢোকার চেষ্টা করুক না কেন মেরে ফেলবে।'

'শুধু কাল অব্দি? ততক্ষণে তো আর এই ঝোপগুলো পুরোপুরি বেড়ে উঠবে না।'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। বেড়ে উঠবে বইকি।'

* * *

একটা বাঘের হুঙ্কারে জেগে উঠলো বীরভদ্র। সেটা ক্ষমতার বলে কোন জন্তু শিকার করেছে—হয়তো হরিণই হবে। সে চারপাশে তাকালো। জঙ্গল জেগে উঠছে। সূর্য সবে উঠেছে। তার সামনে জনা পঞ্চাশেক সৈন্য ঘুমোচ্ছে। সামনে লালপথ—যেখান দিয়ে গতকালই শিবের বাহিনী চলে গিয়েছে। তার অঙ্গবস্ত্রটা ভালো জড়িয়ে নিয়ে হাতের তেলোয় জোরে জোরে ফুঁ দিল বীরভদ্র। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পাশে সে পরশুরামকে দেখলো। ভোঁসভোঁসিয়ে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে। মুখ সামান্য খোলা।

বীরভদ্র কনুইতে ভর করে উঠে পাশ ফিরলো। অন্য পঞ্চাশ সৈন্য তলোয়াড় উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। সঙ্গী সৈনিকদের থেকে মাঝরাতে দায়িত্ব নিয়েছে তারা।

'গণেশ?'

'এইদিকে, বীরভদ্র', বলে উঠলো গণেশ।

রক্ষীরা মানবপ্রভুকে যাতে দেখা যায় তার জন্য সরে যেতেই সেইদিকে এগিয়ে গেল বীরভদ্র। চমকে উঠলো সে।

'পবিত্র হ্রদের দিব্যি, ঝোপগুলো তো পুরোপুরি গজিয়ে গেছে দেখছি। ঠিক যেন ওদের কখনো কাটাই হয়নি।' বললো বীরভদ্র।

'পথ এখন পুরোপুরি সুরক্ষিত। এবার আমরা যেতে পারি। অর্ধেক বেলা জোরে ঘোড়া ছোটালেই বাকীদের ধরে ফেলবো।'

'তাহলে আমরা আর কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি?'

* * *

'তোমার ওকেই জিজ্ঞেস করা উচিত', বীরভদ্র কৃত্তিকাকে বললো।

সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে সার বেঁধে চলতে চলতে এক পাশ হয়ে গেছে। সেরকম কিছু আর ঘটেওনি। বাহিনীর বিশাল আয়তন সত্ত্বেও তারা যথেষ্ট ভালোই এগিয়েছে। কৃত্তিকা তার স্বামীর পাশাপাশি চলবার জন্যে দলের মাঝখান থেকে প্রান্তের দিকে সরে এসেছে। সে গণেশের সাথে কথাবার্তাটা বেশ উপভোগ করছিল। সে দ্রুত তার কর্ত্রীর বড় ছেলের ভক্ত হয়ে পড়ছিল।

গণেশের ঘোড়া বীরভদ্র ও কৃত্তিকার ঘোড়ার সাথে তাল রেখে চলছিল। গণেশ ঘুরে বললো 'আমায় কি জিজ্ঞাসা করবে?'

'মানে, বীরভদ্র আমায় বলছিল যে সম্রাট দক্ষ প্রভু চন্দ্রধ্বজকে হত্যা করেছিলেন শুনে তুমি অবাক হওনি', বললো কৃত্তিকা।

পরশুরাম উৎসুক হয়ে তার ঘোড়া টেনে অন্যদের পাশাপাশি আনলো।

'তুমি কি জানতে?' কৃত্তিকা বললো।

'হ্যাঁ'।

একদৃষ্টে গণেশের মুখের দিকে চাইলো কৃত্তিকা। সেখানে সামান্য হলেও ঘৃণা আর ক্রোধের ছাপ খুঁজছিল সে। কিছু নেই।

'তোমার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে না? অবিচারের বোধ হয় না? অবিচার হয়েছে, সেটা অনুভব করো না?'

'প্রতিশোধ আর বিচারের কোনো প্রয়োজনই আমি বোধ করি না, কৃত্তিকা', বললো গণেশ। 'ন্যায় বিচার রয়েছে মহাবিশ্বের ভালোর জন্যে তাল বজায় রাখার জন্যে। ওটা মানুষের মধ্যে ঘৃণা জাগিয়ে তোলার জন্যে নয়। আর তাছাড়া মেলুহার সম্রাটকে শাস্তি দেওয়ার মতো ক্ষমতাও আমার নেই। মহাবিশ্বের আছে। সময় হলে সেই শাস্তি দেবে, এজন্মে বা পরজন্মে।'

পরশুরাম মাঝখানে বলে উঠলো, 'কিন্তু প্রতিশোধ কি তোমায় আরও ভালো বোধ করাতো না?'

'তুমি তো প্রতিশোধ নিয়েছ। নাওনি কি?' গণেশ পরশুরামকে বললো। 'তুমি কি তাতে আরো ভালো বোধ কর?'

পরশুরাম একটা বড় শ্বাস টানলো। সে করে না।

'তাহলে, দক্ষের প্রতি কিছু করা হোক তা তুমি চাওনা, তাইতো?' বীরভদ্র জানতে চাইলো।

গণেশ চোখ কুঁচকালো। 'আমি ওসব নিয়ে ভাবিই না, এই যা।'

বীরভদ্র হেসে ফেললো। তার প্রতিক্রিয়ায় ভুরু কোঁচকালো পরশুরাম।

'কি হল?' জানতে চাইলো পরশুরাম।

'তেমন কিছু নয়', বললো বীরভদ্র। 'শিব আমাকে একবার যেটা বলেছিলেন সেটা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম, এই যা। উনি বলেছিলেন যে প্রেমের বিপরীত ঘৃণা নয়। ঘৃণা হয় ভালোবাসা যখন খারাপ দিকে মোড় নেয়। প্রেমের সঠিক বিপরীত হলো উদাসীনতা। যখন আরেকজনের প্রতি কি হচ্ছে তাতে তোমার কিছু যায় আসে না।'

— ⚲ —
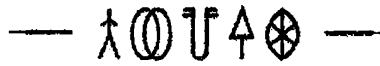
'খাবারটা চমৎকার', হেসে বললেন শিব।

ভাসমান সুন্দরী গাছের ঝাড় থেকে শিবের বাহিনীর বেরিয়ে আসার পর দুই মাস কেটে গেছে। তাঁরা সবেমাত্র ভয়ানক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছেন। পথটা একটা বিশাল খোলা চত্বরে শেষ হয়েছে। সেখানে শিবের সহযাত্রী বাহিনীর থেকেও আরো বেশি লোক থাকতে পারে। নাগরীতি অনুযায়ী সহযাত্রী দলগুলো এক একটা বিশাল বিশাল পাত্র থেকে খাচ্ছিলো।

কালী হাসলো। 'আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তার সবই জঙ্গলে রয়েছে।'

সতী গণেশের পিঠ চাপড়ালেন। সে পরিবারের বাকীদের থেকে আলাদাভাবে চলছিল। ফলে একসাথে খাওয়ার সময় তাঁর বড় ছেলের সাথে কথা বলতে পারাটা সতী উপভোগ করছিলেন। 'খাবার ঠিকঠাক আছে তো?'

'একদম ঠিকঠাক, মা', হাসলো গণেশ।

গণেশ কার্তিকের দিকে ফিরে তার ছোট ভাইকে একটা আম দিল। কার্তিক

আজকাল প্রায় হাসেই না। বড় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সে। 'ধন্যবাদ, দাদা।'

ভগীরথ কালীর দিকে চাইলেন। সে আর নিজেকে সামলাতে পারছিল না।

'দেবী এই খোলা স্থান থেকে পাঁচটা পথ বেরিয়ে গেছে কেন?'

'আমি তো ভাবছিলাম, এতক্ষণ অব্দি এই প্রশ্নটা না করে কি ভাবে ছিলেন আপনি!'

সকলেই কালীর দিকে ফিরলো।

'একেবারে সোজা। পথগুলোর চারটে তোমায় দণ্ডকের আরও গভীরে নিয়ে যাবে। সর্বনাশের পথে।'

'কোন পথটা ঠিক?' ভগীরথ জানতে চাইলেন।

'কাল সকালে যাওয়ার সময় হলে তোমায় জানাবো।'

'কালী, এরকম আর কতো খোলা চত্বর রয়েছে?' জানতে চাইলেন শিব।

কালীর মুখ হাসিতে ভরে গেল। 'শিব, পঞ্চবটির পথে এরকম আরো পাঁচখানা খোলা চত্বর পড়বে।'

'প্রভু রাম করুণা করুন, তার মনে পঞ্চবটিতে ঠিক পথ ধরে পৌঁছানোর সম্ভাবনা তিন হাজারে একটা!' বললেন পর্বতেশ্বর।

'ঠিক', হাসলেন কালী।

আনন্দময়ী মুচকি মুচকি হাসছিলেন।

'আচ্ছা, দেবী আমাদের তাহলে এটা করাই ভালো যে আপনি ঠিক পথটা ভুলবেন না।'

কালী হাসলেন। 'আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন। ভুল হবে না।'

— ⁂ —

কালী তার কিছুটা সামনে ঘোড়ায় চড়ে যেতে থাকা শিব, সতী ও নন্দীর

দিকে চাইলেন। শিব তখুনি কিছু একটা বলেছিলেন যাতে সতী ও নন্দী হেসে উঠেছিলেন। তারপরই নীলকণ্ঠ নন্দীর দিকে ফিরে চোখ টিপলেন।

কালী আয়ুর্বতীর দিকে ফিরলেন। 'ওনার সেই সহজাত গুণ রয়েছে।'

ওঁরা দলের মাঝখান ধরে পঞ্চবটির দিকে চলছিলেন। মধুমতী নদী ছেড়ে আসার পর থেকে তিন মাস হয়ে গেছে। ওঁরা এখন দণ্ডকারণ্যের গভীরে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে যাত্রাটায় তেমন কিছু ঘটেনি আর খানিকটা একঘেয়েও হয়ে পড়েছে। বাক্যালাপই এখন একঘেয়েমির থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

'কি গুণ?' আয়ুর্বতী জিজ্ঞেস করলেন।

'লোকেদের শান্তি এনে দেওয়া আর তাদের থেকে দুঃখ টেনে বার করে নেওয়া', জানালেন কালী।

সেটা উনি করেন। কিন্তু এটা ওনার অনেক গুণের মধ্যে একটা মাত্র। *ওঁ নমঃ শিবায়।*' বললেন আয়ুর্বতী।

কালী অবাক হলেন। মেলুহী চিকিৎসক প্রাচীন মন্ত্র কলুষিত করেছেন। ওঁ আর নমঃ শুধুমাত্র প্রাচীন দেবতাদের নামের সাথে জোড়া হয়। জীবিত লোকেদের সাথে কখনোই নয়।

সামনে এগিয়ে চলা শিবের দিকে দৃষ্টি ঘোড়ালেন নাগরানী। হাসলেন তিনি। কখনো সখনো সরল বিশ্বাস বিশাল শান্তি এনে দিতে পারে।

কালী আয়ুর্বতীর বাক্য আবার উচ্চারণ করলেন।

'ওঁ নমঃ শিবায়।'

মহাবিশ্ব প্রভু শিবের প্রতি নত হয়। আমি প্রভু শিবের প্রতি নত হই।

আয়ুর্বতী কার্তিকের দিকে ফিরলেন। সে সামান্য পিছনেই আসছে। চার বছরের চেয়ে সামান্য বেশি হলেও সেই বালক নয় বছরের মতো দেখতে। ওকে দেখলে অস্বস্তি হয়। ওর হাতে মুখে ক্ষতচিহ্ন দৃশ্যমান। পিঠে আড়াআড়িভাবে বাঁধা দুটো লম্বা তলোয়াড়। ঢালের চিহ্নমাত্র নেই। চোখগুলো বেড়ার বাইরে স্থির হয়ে আছে—বিপদ খুঁজছে।

যেদিন তাঁকে তার বড় ভাই মরতে মরতে একাই সিংহের থেকে বাঁচিয়েছিল, তারপর থেকেই সে আর মিশুকে নেই। কথা তো প্রায় বলেই না—শুধু তার বাবা-মা, কৃত্তিকা আর গণেশের সাথে ছাড়া। হাসে না বললেই চলে। সবসময়ে জঙ্গলে যাওয়া শিকারী দলের সাথে যায়। অনেক সময়ে একাই জন্তুগুলোকে মেরে ফেলে। ভয়ংকর যোদ্ধারা আয়ুর্বতীকে কার্তিকের শিকারে অগ্রসর হওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে চুপচাপ—অবিচলিত—নৃশংস।

আয়ুর্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কাশী ছাড়ার পর থেকেই এই ক-মাসে কালী আয়ুর্বতীর সাথে এক অদ্ভুত সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। কালী ফিসফিস করে বললেন, 'আমার তো মনে হয় ও যে জীবন থেকে সঠিক শিক্ষা নিয়েছে তাতে আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত।'

'ও শিশু। বেড়ে ওঠার আগে ওকে আরো অনেকগুলো বছর কাটাতে হবে', বললেন আয়ুর্বতী।

'ওর বড় হওয়ার সময় ঠিক করার আমরা কে? পথ বেছে নেওয়াটা ওরই হাতে। ও আমাদের সব্বাইকে একদিন গর্বিত করে তুলবে।' বললেন কালী।

— ⁂ —
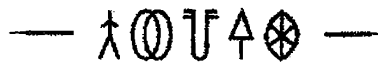
মধুমতীর তীর থেকে যাত্রা শুরুর পর থেকে আট মাস কেটে গেছে। নাগ রাজধানী পঞ্চবটি থেকে বাহিনীর আর মাত্র একদিনের দূরত্ব বাকি। তাঁরা পথের কাছে একটা বিশাল নদীর একদম ধারেই শিবির খাটিয়েছেন। নদীটার সামনের অংশ স্বরস্বতীর মতোই বড়।

ভগীরথ ভাবছিল যে এই বিশাল নদীটা নিশ্চয়ই প্রবাদপ্রতিম নর্মদা। প্রভু মনুর বেঁধে দেওয়া সেই সীমা যা কখনো অতিক্রম করা উচিত নয়। তাঁরা নদীর উত্তর দিকে।

'এটা নিশ্চয়ই নর্মদা', ভগীরথ বিশ্বদ্যুম্নকে বললেন। 'আশা করি কালই পেরিয়ে যাবো। প্রভু মনু আমাদের ক্ষমা করুন।'

পর্বতেশ্বর বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই তাই। দক্ষিণের অংশে একমাত্র নর্মদাই বিশাল স্বরস্বতীর মতো প্রকাণ্ড।'

বিশ্বদ্যুম্ন হাসলো। তাঁরা ইতিমধ্যেই নর্মদার অনেকটা দক্ষিণে চলে এসেছেন। 'প্রভু, মাঝে মাঝে আপনাদের মন আপনাদেরকে সেইটাই বিশ্বাস করায় যা আপনারা বিশ্বাস করতে চান। আবার দেখুন এ নদীকে অতিক্রম করার কোনো দরকারই নেই।'

আনন্দময়ীর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। 'প্রভু রুদ্রের দিব্যি! এ নদীতো পশ্চিম থেকে পূর্বে গেছে।'

বিশ্বদ্যুম্ন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। 'ঠিক সেটাই করেছে, মাননীয়া সম্রাট কুমারী।'

'এটা তো নর্মদা হতে পারে না। সে নদী তো পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে গেছে বলেই জানা।'

'প্রভু রাম করুণা করুন!' ভগীরথ চেঁচিয়ে উঠলেন।

এত চওড়া একটা নদীর অস্তিত্ব কিভাবে গোপন থাকতে পারে?'

'প্রভু, এই সম্পূর্ণ জায়গাটাই রহস্যময়', বিশ্বদ্যুম্ন বললো। 'এটা গোদাবরী। আর যতক্ষণে এটা পূর্বসাগরে গিয়ে পড়বে ততক্ষণে এটা কতটা বড় হয়ে উঠবে তা দেখতেই পাবেন।'

পর্বতেশ্বর বিস্ময়াহত হয়ে তাকিয়েছিলেন। তিনি দুহাত জড়ো করে বয়ে যাওয়া জলধারার প্রতি মাথা ঝোঁকালেন।

'গোদাবরীই একমাত্র নয়', বিশ্বদ্যুম্ন বলে চললো। আরও দক্ষিণের দিকে এইরকম সব দৈত্যাকার নদী থাকার গুজব আমার কানে এসেছে।'

ভগীরথ বিশ্বদ্যুম্নের দিকে চাইলেন। তিনি ভাবছিলেন পরের দিনের জন্য আরো না জানি কতসব বিস্ময় রয়েছে।

— ⁂ —

'গণেশ', নন্দী বলে উঠলো।

'হ্যাঁ, সেনানায়ক নন্দী', গণেশ সাড়া দিল।

কালীর একটা বার্তা গণেশকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে নন্দী ভ্রমণকারী দলের পেছনে চলে এসেছিল। 'নাগ নজরদারী ঘাঁটিগুলো যেন এই বাহিনীর ক্ষেত্রেও তাদের প্রচলিত প্রথা মেনে চলে। মানবপ্রভু বা নাগরানী এই দলের সাথে যাচ্ছেন তা সত্ত্বেও।'

নিজের প্রজাদের ভালোমন্দের ব্যাপারে নাগরানী সবসময়েই সতর্ক। তিনি পরোক্ষে এটাই চাইছেন যে এখন থেকে নাগ রাজধানী অব্দি পুরো পথটা যেন বাহিনীর চলাটা চোখে চোখে রাখা হয়। যাতে যেকোন রকম সাংঘাতিক আক্রমণকে প্রতিহত করা যায়।

গণেশ মাথা নাড়লো। 'ধন্যবাদ, সেনানায়ক।'

নন্দী পেছনের নাগ ঘাঁটিটার দিকে ফিরে তাকালো যেটা তারা এইমাত্র ফেলে এসেছে।

'মাত্র একশোটা লোক কিই বা নিরাপত্তা দিতে পারে, গণেশ? ওরা বিচ্ছিন্ন—নগর থেকে একদিনের পথ দূরে। ঘাঁটিটাও ঠিকমতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নয়। নাগেরা যে বিস্তৃত সুরক্ষা ব্যবস্থা রেখেছে তার অধিকাংশই প্রায় অসাধারণের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এটার তো কোনো মানেই দাঁড়াচ্ছে না।'

গণেশ হাসলো। সে সাধারণ কোনো অ-নাগকে তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানানোয় বিশ্বাস রাখে না। তবে এ যে নন্দী—নীলকণ্ঠের ছায়া। একে সন্দেহ করা মানে স্বয়ং নীলকণ্ঠকেই সন্দেহ করা। 'পথের উপর ওরা তেমন একটা প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারবে না। কিন্তু তেমন কোনো আক্রমণ হলে ওরা আগাম সতর্কবার্তা দেবে। ওদের মূল কাজ হল পঞ্চবটিতে পিছিয়ে যাওয়ার সময় পুরো রাস্তাটায় লুকোনো বিস্ফোরক ফাঁদ পাততে পাততে যাওয়া।'

নন্দী ভুরু কোঁচকালো। *শুধুমাত্র লুকোনো ফাঁদ পাতার জন্য একটা পুরো ঘাঁটি!*

'তবে ওটাই ওদের প্রধান কাজ নয়', হাত দেখিয়ে গণেশ বলে চললো, 'ওদের মূল কাজ নদীপথে আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করা।'

নন্দী গোদাবরীর দিকে চাইলো। 'একদম ঠিক! এটা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও পূর্ব সমুদ্রে মিশেছে। সেই মুখটাতো কাজে লাগানো যেতে পারে। সত্যিই নাগেরা সবরকম ভেবে রেখেছে।

— ⅄ⓞƱ⇑⊛ —

ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে এসে পড়ছে পূর্ণচন্দ্রের ক্ষীণ আলো। সেটা দণ্ডকারণ্যের সমস্ত প্রাণীকে যেন মিথ্যা নিরাপত্তার আশ্বাসে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। শিবের শিবিরে সবকিছু চুপচাপ—সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অধিকাংশই অনেক রাত অব্দি জেগেছিল। মন খুলে তাদের এই যাত্রার কথা আলোচনা করছিল তারা—সুন্দরবন ও দণ্ডকারণ্যের মধ্যে দিয়ে চমৎকার আর বিস্ময়করভাবে বৈচিত্র্যহীন যাত্রা। পঞ্চবটি আর মোটে একদিনের পথ।

হঠাৎই রাতের নিস্তব্ধতা চিরে গেল শঙ্খধ্বনির তীব্র ধ্বনিতে। আসলে অনেকগুলো শঙ্খের আওয়াজে।

বিশাল শিবিরের একদম মাঝখানে থাকা কালী তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন। শিব, সতী ও কার্তিকের মতোই।

'বলি এসব হচ্ছেটা কি?' হইহট্টগোল ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন শিব।

কালী স্তম্ভিত হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আগে কখনো এমনটা হয়নি। তিনি শিবের দিকে ফিরলেন। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার লোকেরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

শঙ্খধ্বনির মুহুর্মুহু সতর্কবার্তায় শিবিরের সবাই উঠে পড়েছিল।

নদীর সবচেয়ে ধারের আর শিবিরের শঙ্খবাদকের সব চাইতে কাছাকাছি ছিল গণেশ। সে নন্দীর আর বীরভদ্রের সাথে সেইদিকে প্রাণপণে ছুটছিল।

'হচ্ছেটা কি' গোলমালের মধ্যে নিজের গলা শোনানোর জন্য বীরভদ্র চেঁচিয়ে উঠলো।

'গোদাবরী বেয়ে শত্রু রণতরী আসছে' গণেশ চেঁচালো। 'ওরা আমাদের নদী সুরক্ষা ব্যবস্থায় হোঁচট খেয়েছে।'

'এখন কি হবে?' নন্দী চেঁচালো।

'ঘাঁটির দিকে চল। আমাদের আগুনে ছিপ আছে।'

নন্দী ঘুরে নির্দেশটা তিনশো লোককে জানিয়ে দিল। তারা ইতিমধ্যে অজানা আতঙ্কের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ঘাঁটির শক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুললো তারা। সেখানে ইতিমধ্যেই শ-খানেক নাগ তাদের আগুনে ছিপ ঠেলতে শুরু করে দিয়েছিল।

বিশ্বদ্যুম্ন ছিল শত্রুর আক্রমণের নাগালের সবচাইতে দূরের সীমায়। সে ইতিমধ্যেই তার অবিশ্বাসকে দ্রুত সামলে নিয়ে এরকম ঘটনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রথামাফিক ব্যবস্থাপনা শুরু করে দিয়েছিল। দূরে পঞ্চবটিকে সতর্ক করার জন্য একটা লাল শিখা জ্বালানো হয়েছিল। এর মধ্যে ভগীরথ দৌড়ে গিয়ে বিশ্বদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলো 'তোমাদের নদীসুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো কি?'

বিশ্বদ্যুম্ন ক্রোধের সাথে ভগীরথের দিকে তাকালো। কোনো উত্তর দিতে অস্বীকার করলো সে। সে নিশ্চিত ছিল যে নাগেরা প্রতারিত হয়েছে।

ভগীরথ মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পর্বতেশ্বরের দিকে দৌড়ে গেলেন। পর্বতেশ্বর ততক্ষণে সৈন্যদের জড়ো করে প্রতিরক্ষামূলক গঠনে তাদের মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছেন।

'কোনো সংবাদ আছে?' পর্বতেশ্বর জানতে চাইলেন।

'ও বলবে না, পর্বতেশ্বর' ভগীরথ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আমার ভয়টাই সত্যি হল। ওরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা সরাসরি ফাঁদে ঢুকে পড়েছি।'

পর্বতেশ্বর মুঠি পাকিয়ে তাঁর পেছনে পাঁচশো সৈন্যের ব্যূহের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন। 'নদী থেকে যেই আসবে হত্যা করবে!'

আর তারপরই সারা আকাশ জ্বলে উঠলো—হাজার খানেক বিন্দুতে। ভগীরথ উপরে চাইলেন। 'প্রভু রাম করুণা করুন।'

একঝাঁক অগ্নিবাণ উপরে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে দূরে গোদাবরী

বেয়ে ধেয়ে আসা রণতরীগুলো থেকে ওগুলো ছোঁড়া হয়েছে।

'ঢাল তুলে ধরো সবাই।' পর্বতেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলেন। মাঝখানে শিব ও কালীও একইরকম নির্দেশ দিয়েছেন। সৈন্যেরা নিচু হয়ে ঢালের আড়ালে থেকে অগ্নিবানের বর্ষণ থামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু বহু তীর এর মধ্যেই তাদের লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পেয়েছিল। কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল আর দেহের মধ্যে বিঁধে গিয়েছিল তীরগুলো। বহুজন আহত হয়েছিল আর কিছু দুর্ভাগা মারাও পড়েছিল।

কোনো বিরাম ছাড়াই বৃষ্টিধারার মতো তীরের ঝাঁক একটানা পড়ে চলেছিল।

একটা তীর আয়ুর্বতীর পায়ে বিঁধে ছিল। তিনি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে তাঁর পা মুড়ে শরীরের কাছাকাছি টেনে নিলেন। তিনি তাঁর ঢাল আরও কাছাকাছি আনলেন। এই আচমকা আক্রমণ আর তার তীব্রতা শিবের শিবিরের অধিকাংশকেই তাদের ঢালের তলায় গুটিয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু আসল লড়াইটা চলছিল নদীর ধারের শিবিরের কাছাকাছি—গোদাবরীর মধ্যে।

'তাড়াতাড়ি!' চেঁচালেন গণেশ। আর কয়েক পল এই তীরের বর্ষণ চললে গোটা শিবিরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাকে দ্রুত যেতে হবে। তার সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ও নাগ সৈন্যরা দ্রুত সাঁতরাছিল। তারা গোদাবরী বেয়ে ধেয়ে আসা পাঁচখানা বড় রণতরীর দিকে একশোটা ছোট ছিপ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। ছিপগুলো ঢাকা ছিল মোটা কাপড়ে। তার ভেতরে শুকনো জ্বালানী কাঠ ও একখানি ছোট্ট চকমকি পাথর। আওতার মধ্যে আসতেই, আগুনে ছিপগুলো জ্বালিয়ে নৌকায় ঠেসে ধরতে হবে। অতবড় কাঠের জাহাজ ধ্বংসের সেরা পথ আগুন।

রণতরীগুলো দ্রুত ধেয়ে আসছিল।

তখনও তাদের পাটাতন থেকে ক্রমাগত অগ্নিবান ছোঁড়া চলেছে। জলযানগুলো যে বীভৎস গতিতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তাতে শত্রু তরীতে পৌঁছাতে গণেশের সৈন্যদের খুব বেশিদূর সাঁতরাতে হয়নি। আগুনে ছিপগুলো ঠিক জায়গাতেই রণতরীতে ধাক্কা মারার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

'আগুন লাগাও!' চেঁচিয়ে উঠলো গণেশ। সৈন্যেরা দ্রুত ছিপগুলোর থেকে কাপড় টেনে সরিয়ে চকমকিতে ঠোকা দিল। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠলো ছিপগুলো। রণতরীর ঘাতকদের কোনোরকম প্রতিক্রিয়ার আগেই গণেশের লোকেরা ছিপগুলোকে ঠেলে রণতরীর দুপাশে লাগিয়ে দিল।

'ওগুলো ঠিক স্থানে ধরে রাখো!' চেঁচালো গণেশ।

'রণতরীগুলোতে আগুন ধরাতে হবে।'

রণতরীর নজরদারী ঘাতকেরা তাদের ধনুক এবার জলের আক্রমণকারীদের দিকে ঘোরালো। নদীর ভেতরের বীর সৈনিকদের উপরে মুষলধারায় তীরের বর্ষণ হতে লাগলো। অনেকে মারা পড়লো। আহতও হলো প্রচুর। ছিপের আগুন গণেশের লোকেদের উপরেও আছড়ে পড়ছিল। কিন্তু তাও তারা দাঁতে দাঁত চিপে সাঁতার চালিয়ে যাচ্ছিলো—ছিপগুলোকে জলযানের কাঠে ঠেসে রেখেছিল।

পাঁচটা রণতরীতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ধরে গেল। কিন্তু তাতে আগুন ধরার আগে যে পরিমাণে প্রাণহানি হল তাতে মনে হচ্ছিল যেন আগুন ধরতে অনন্তকাল লেগে যাচ্ছে।

'তীরে ফিরে চলো।' গণেশ চেঁচালো।

সে জানতো যে তাকে এখন গোদাবরীর তীরে তার সেনাদের সাজাতে হবে। তরীতে আগুন ছড়ানোর সাথে সাথে ঘাতকেরা জলে ঝাঁপ দেবে বা ছোট ছোট প্রাণ বাঁচানোর নৌকায় চেপে যুদ্ধ বজায় রাখার জন্য তীরে এসে উঠবে।

গণেশের লোকেরা নদীতীরে পৌছানো মাত্র একটা কানফাটানো বিস্ফোরণের শব্দ তাদের কানে এল। তারা চমকে ঘুরলো। শত্রু নৌবহরের প্রথম রণতরীটাই বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাকী রণতরীগুলোও ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল।

গণেশ বিস্মিত হয়ে পরশুরামের দিকে ফিরলো। *'দৈবী অস্ত্র!'*

পরশুরাম মাথা নাড়লো। তার মাথা কাজ করছিল না। শুধুমাত্র দৈবী

অস্ত্রেই এমন বিস্ফোরণ সম্ভব। কিন্তু কিভাবে সেইসব অস্ত্র কারোও হাতে পড়তে পারে? তাও আবার এইরকম বিপজ্জনক পরিমাণে।

গণেশ তার লোকেদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে কজন বেঁচে আছে তা গোনাগুনতি করতে লাগলো। তার পেছন পেছন যে বীর চারশো সৈনিক আক্রমণ করেছিল—যাদের অধিকাংশই ছিল পদ্ধতি জানা নাগেরা, তাদের একশোজনকে খুইয়েছে সে। মানবপ্রভু ক্রোধে দাঁত কিড়বিড় করে কালী ও শিবকে খুঁজতে শিবিরের দিকে রওনা দিল।

— ⅄⓪Ⴎ⍏⊛ —

'তোমরা আমাদের ফাঁদে এনে ফেলেছো!'

ক্রুদ্ধ পর্বতেশ্বর চেঁচাচ্ছিলেন। তীর বর্ষণে তিনি কুড়িজন সৈন্য হারিয়েছেন।

শিবিরের মাঝখানে মৃতের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেশি। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি সৈনিক মারা পড়েছে। নিশ্চিতভাবেই, সবচাইতে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে শত্রুর রণতরীর নিকটতম অংশটায়। সেখানে প্রায় তিনশো সৈন্য মারা পড়েছে যার মধ্যে রয়েছে সেই একশো সৈন্য যারা শত্রু জাহাজ আক্রমণ করার সময়ে মারা পড়েছে। আয়ুর্বতীর উরুতে তীরের ভাঙা ফলা বিঁধে থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিকিৎসক দলবল নিয়ে চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। তাঁর পক্ষে যতজনকে বাঁচানো সম্ভব সেই চেষ্টায় ছিলেন তিনি।

'যত্তসব ফালতু কথা!' কালী হুঙ্কার দিলেন।

'তোমরাই আমাদের প্রতারিত করেছ। কেউ কখনো আমাদের গোদাবরীর দিক থেকে আক্রমণ করেনি। কক্ষনো নয়!'

'চুপ!' চেঁচিয়ে উঠলেন শিব। তিনি তৎক্ষণাৎ পৌঁছানো বীরভদ্র, পরশুরাম, নন্দী ও গণেশের দিকে ফিরলেন। 'পরশুরাম, বিস্ফোরণগুলো কিসের?'

'দৈবী অস্ত্র, প্রভু', পরশুরাম জানালেন। 'পাঁচটা শত্রু রণতরী সেগুলো বয়ে আনছিল। আগুন লাগায় বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

শিব গভীর শ্বাস টেনে দূরের দিকে চেয়ে রইলেন।

ভগীরথ বলে উঠলেন, 'প্রভু, এখুনি ফিরে চলুন। পঞ্চবটী আর তার পথে আমাদের জন্য আরো ফাঁদ অপেক্ষা করছে। এখানে শুধু দুজন নাগ। ভাবুন তো পঞ্চাশ হাজারে কি করতে পারে!'

কালী ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এটা তোমাদের কাজ! পঞ্চবটিতে কখনো আক্রমণ হয়নি। তোমাদের যোদ্ধাদলকে তোমরাই এখানে এনেছ। কপাল ভালো যে গণেশ প্রতিআক্রমণে তোমাদের বাহিনী ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। নয়তো আমরা সক্কলে মারা পড়তাম।'

সতী আলতো করে কালীকে ছুঁলেন। তিনি বলতে চাইছিলেন যে গণেশের পাশাপাশি লড়তে থাকা সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী সেনারাও মারা পড়েছে।

'যথেষ্ট হয়েছে!' শিব চেঁচালেন। আসলে সত্যি কি ঘটেছে সেটা কি তোমাদের কারোর মাথাতেই ঢুকছে না?'

নীলকণ্ঠ নন্দী ও কার্তিকের দিকে ঘুরলেন।

'একশো লোক নিয়ে নদীর নিচের দিকে যাও। দেখ শত্রু রণতরীর কেউ বেঁচে আছে কি না। ওরা কারা ছিল তা আমি জানতে চাই।'

নন্দী ও কার্তিক তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।

শিব রাগে ফুলতে ফুলতে তার চারপাশের লোকেদের দিকে চাইলেন। 'আমাদের সকলের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। ওই তীরগুলো যারা ছুঁড়ছিল তারা বেছে বেছে লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়ছিল না। ওরা আমাদের সব্বাইকে মারতে চাইছিল।'

'কিন্তু কি করে তারা গোদাবরী বেয়ে এল?' কালী জানতে চাইলেন।

শিব কটমট করে তাঁর দিকে চাইলেন। 'আমি ছাই কি করে জানবো? এখানকার অধিকাংশ লোকেরা তো এটাও জানে না যে এটা নর্মদা নয়!'

'নাগরাই হবে, প্রভু', ভগীরথ বলে উঠলেন। 'ওদের বিশ্বাস করা যায় না।'

'যা বলেছ!' ব্যাঙ্গের সাথে বললেন শিব। 'নাগেরা তাদের নিজেদের রানীকে মারতে ফাঁদ পেতেছে। আর তারপর গণেশ তার নিজেদের লোকদের

নিয়েই প্রতিআক্রমণ চালিয়ে দৈবী অস্ত্রসমেত তাদের উড়িয়ে দিয়েছে। ওর যদি দৈব অস্ত্র থাকতো আর আমাদের মারতে চাইতো, তাহলে সেটা আমাদের উপরেই বা প্রয়োগ করলো না কেন?'

একদম নিস্তব্ধ। একটা ছুঁচ পড়লেও শোনা যাবে।

'আমার মনে হয় অস্ত্রগুলো ছিল পঞ্চবটি ধ্বংসের জন্য। ওদের পরিকল্পনা ছিল রণতরী থেকে সহজেই আমাদের মেরে ছারখার করে দিয়ে নাগরাজধানীতে যাবে আর ওটাকেও ধ্বংস করে দেবে। ওরা যেটা হিসাবের মধ্যে ধরেনি তা হল নাগদের সাবধানতা আর আগুনে ছিপ সমেত বিস্তৃত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ওটাই আমাদের বাঁচিয়েছে।'

নীলকণ্ঠ যা বলছিলেন তাতে যুক্তি ছিল। গণেশ নীরবে ভূমিদেবীকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলো যে এরকম কোনো ঘটনার জন্য গোদাবরীর তীরের ঘাঁটিগুলো আগুনে ছিপে সজ্জিত করার যে প্রস্তাব সে নাগ রাজ্যসভাকে দিয়েছিল তা গৃহীত হয়েছিল।

'কেউ আমাদের সব্বাইকে মারতে চায়। এমন শক্তিশালী কেউ যার হাতে এরকম বিশাল পরিমাণে দৈবী অস্ত্র আছে। এমন কেউ যে দক্ষিণে এরকম বিশাল একটা নদীর অস্তিত্বের কথা জানে আর সেটার জলপথ ঠিক করার ক্ষমতাও রাখে। এমনই ক্ষমতাবান ও বুদ্ধিমান কেউ যে একটা নৌবাহিনী আর আমাদের আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত সৈন্য যোগাড় করতে পারে। কে সে? সেটাই প্রশ্ন।' শিব বললেন।

দিকচক্রবালের উপরে ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে। ক্লান্ত শিবিরের উপরে ছড়িয়ে পড়ছে আলো আর উষ্ণতা। পঞ্চবটি থেকে সবেমাত্র খাবার-দাবার আর ওষুধ-বিষুধের মতো বিপদকালীন ত্রানসাহায্য নিয়ে একটা উদ্ধারকারী দল এসে পৌঁছেছে। আয়ুর্বতী অবশেষে থকে গিয়ে শুশ্রূষালয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আহতদের অধিকাংশের দেখাশোনা নিশ্চিত করে গিয়েছিলেন তিনি। রাত বাড়ার সাথে মৃত্যুর হার আর বাড়েনি। প্রায় মরণাপন্ন আহতরাও বেঁচে গিয়েছিল।

সারা রাত ধরে নদী ধরে খোঁজাখুঁজি চালানোর পর কার্তিক আর নন্দী শিবিরে ঢুকলো আর ঢুকেই সোজা শিবের কাছে গেল। কার্তিকই প্রথম বলে উঠলো। 'কেউই জীবিত নেই, বাবা।'

'প্রভু আমরা দুই তীরই তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি', নন্দী যোগ করলো। 'সমস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। প্রায় দুই ক্রোশ নদী বেয়ে নদীর মোহনার দিকেও গিয়েছি। যদি জীবিত কেউ ভেসে গিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা জীবিত কাউকে পাইনি।'

শিব নিঃশব্দে শাপশাপান্ত করলেন। কারা যে আক্রমণকারী তা তিনি আঁচ করতে পারলেও নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি পর্বতেশ্বর ও ভগীরথকে ডাক দিলেন।

'তোমরা দুজনেই নিজের নিজের দেশের নৌকা চেন। আমি চাই যে তোমরা ধ্বংসস্তূপটা ঠিকভাবে পরীক্ষা কর। আমি জানতে চাই যে ওই রণতরীর কোনোটা মেলুহার বা স্বদ্বীপের কি না।'

'প্রভু', পর্বতেশ্বর আর্তনাদ করে উঠলেন। 'এ হতে পারে না . . '

'পর্বতেশ্বর, দয়া করে আমার জন্যে এটা করুন', বাঁধা দিয়ে শিব বলে উঠলেন। 'আমি সৎ উত্তর চাই। এই অভিশপ্ত রণতরীগুলো এল কোত্থেকে?'

পর্বতেশ্বর শিবকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আপনার যা নির্দেশ, প্রভু।'

মেলুহী সেনাপতি চলে গেলেন। তাঁর পেছনে ভগীরথ।

'তোমার কি এটা কাকতালীয় মনে হয় যে তোমার রহস্যটা আবিষ্কার করার ঠিক আগের দিনই আক্রমণটা ঘটলো?

শিব ও সতী নদী বরাবর থাকা শিবিরের ধারে খানিকটা নির্জন একটা জায়গায় বসেছিলেন। তখন প্রথম প্রহরের শেষ ঘন্টা। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছে। আহতেরা যাত্রার অবস্থায় না থাকলেও পঞ্চবটির নিরাপত্তায় পৌঁছানোর পক্ষে জোরদার সাধারণ মত গড়ে উঠেছিল। প্রতিরোধ ব্যবস্থাহীন

এমন জঙ্গলের পথের থেকে নাগনগর বেশি সুরক্ষিত। নাগেরা ঠেলাগাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলেছিল যাতে আহত সৈনিকদের রাজধানীতে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আর তাদের এক ঘন্টার মধ্যেই রওনা দেবার কথা।

'আমি বলতে পারছি না', বললেন শিব।

সতী চুপ করে দূরের দিকে চেয়ে থাকলেন।

'তুমি কি ভাবো . যে তোমার বাবা হয়তো . . .'

সতী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'সম্প্রতি আমি ওনার ব্যাপারে যা সব জেনেছি, তাতে ওকে আমি এর বাইরে রাখবো না।'

শিব হাত বাড়িয়ে সতীকে ধরলেন।

'কিন্তু আমার মনে হয়না যে উনি নিজে নিজেই এ ধরনের ব্যাপক আক্রমণের নির্দেশ দিতে সক্ষম', সতী বলে চললেন। 'ওঁর সে ক্ষমতা নেই। পুতুল নাচের আসল পরিচালকটা কে? আর কেনই বা সে এসব করছে?'

শিব মাথা নাড়লেন। 'ওটাই তো রহস্য। কিন্তু প্রথমে আমার এই গভীর রহস্যটা জানা প্রয়োজন। আমার কেমন যেন বোধ হচ্ছে যে মেলুহা, স্বদ্বীপ ও পঞ্চবটিতে যা চলছে তার সাথে এর উত্তরের গভীর যোগ রয়েছে।'

— ⚲ —

ক্লান্ত রক্তাক্ত বাহিনী যখন গোদাবরীর তীরে নাগ রাজধানী পঞ্চবটিতে পদার্পণ করলো সূর্য তখন প্রায় মধ্য গগনে।

ওগুলো শুধুমাত্র পাঁচখানা সাধারণ খাঁপছাড়া বটগাছই ছিল না। ওদের উপকথা শুরু হয়েছিল হাজার বছরেরও আগে। এই সেই গাছগুলো যার তলায় সপ্তম বিষ্ণু অবতার প্রভু রাম অযোধ্যা থেকে নির্বাসনের সময়ে পত্নী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এই সেই দুর্ভাগা স্থান যেখান থেকে রাক্ষস রাজ রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। ফলে রামের সাথে তাঁর যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল রাবণের ঝকঝকে ও দৃষ্টিকটুভাবে ধনী রাজ্য লঙ্কা।

পঞ্চবটি গোদাবরীর উত্তর-পূর্ব তীরে অবস্থিত। নদীটা পশ্চিমঘাটের

পর্বতগুলোর থেকে পূর্বসমুদ্রের দিকে বয়ে গেছে। পঞ্চবটির পশ্চিমে নদীটা অদ্ভুতভাবে সমকোণে দক্ষিণে ঘুরে গিয়ে সিকি ক্রোশ মতো দূরত্ব সোজাভাবে পাড়ি দিয়েছে আর তারপর আবার পূর্বে ঘুরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা বজায় রেখেছে। গোদাবরীর এই বাঁকটা নাগদের বিশাল বিশাল খাল খননে সাহায্য করেছে। তারা দণ্ডকের এই খোলা জায়গাটা নাগরিকদের কৃষিকাজের চাহিদা মেটানোয় ব্যবহার করে।

মেলুহার নগরগুলোর মতোই পঞ্চবটিও উঁচু করে গড়া সমতল ক্ষেত্রের উপর গড়ে তোলা হয়েছিল। এটা দেখে সূর্যবংশীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কাটা পাথরের শক্তপোক্ত প্রাচীর খাড়া হয়ে উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। তার মাঝে মাঝে সমান দূরত্ব অন্তর আক্রমণকারীদের ঠেকানোর জন্য গম্বুজ রয়েছে। প্রাচীরের চারপাশের অনেকটা এলাকা নাগেরা চাষবাসের কাজে ব্যবহার করে। নিয়মিত ব্রঙ্গ পরিদর্শকদের জন্য আরামদায়ক অতিথিশালার অঞ্চল রয়েছে। এই অঞ্চলগুলোকে ঘিরে দ্বিতীয় আরেকটা প্রাচীর রয়েছে। দ্বিতীয় প্রাচীর ছাড়িয়ে আবার অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করা। যাতে এগোতে থাকা শত্রুকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

পঞ্চবটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন ভূমিদেবী। এই রহস্যময় অ-নাগ মহিলাই নাগদের বর্তমান জীবনপ্রণালী গড়ে তুলেছিলেন। ভূমিদেবীর পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কারোরই জানা নেই। আর তিনি তার কোন প্রতিকৃতি রাখতেও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। কাজেই বর্তমান নাগ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতার একমাত্র স্মৃতি তার বলা কথাগুলি ও আইনগুলো। পঞ্চবটি নগর তাঁর জীবনপ্রণালীর সারাংশ—এতে মিশে গিয়েছে সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশীদের শ্রেষ্ঠ জীবনযাত্রার প্রণালীগুলো। তাঁর আদর্শ নগরদ্বারের উপর বাণীর মতো জ্বলজ্বল করছে— *'সত্যম্। সুন্দরম্।'*

শিবের দলকে বাইরের সিংহ দরজা থেকে সোজা ব্রঙ্গ অতিথিশালায় আসতে দেওয়া হয়েছিল। বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য আরামদায়ক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

'শিব, আপনি একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন না কেন? আমিই রহস্যটা প্রকাশ করবো।' কালী বললেন।

'আমি এখনি পঞ্চবটিতে ঢুকতে চাই', শিব জানালেন।

'আপনি নিশ্চিত? ক্লান্ত নন তো?'

'ক্লান্ত তো বটেই। কিন্তু রহস্যটা আমার এক্ষুনি দেখা প্রয়োজন।'

'ঠিক আছে।'

— ⅄ⓄUꝊ⊗ —

শিবের দলবলকে অতিথিশালার বাইরে অপেক্ষমান অবস্থায় রেখে কালী ও গণেশ শিব ও সতীকে নগরে নিয়ে গেলেন।

তাঁরা যেরকমটা আশা করেছিলেন, নগরটা মোটেই সেরকম নয়। অনেকটা মেলুহার শহরগুলোর মতোই এটাও পরিচ্ছন্ন একটা জালের মতো ছড়িয়ে আছে। নাগেরা কিন্তু সূর্যবংশী ন্যায় বিচার ও সমতার আদর্শকে যুক্তিসংগত চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে বলেই মনে হয়। প্রতিটি বাড়িই একেবারে একই আয়তনের ও নকশার—এমনকী রানীরও। সেখানে থাকা পঞ্চাশ হাজার নাগেদের মধ্যে কোনো গরিব বা ধনী নেই।

'পঞ্চবটির সবাই একইরকম ভাবে জীবনযাপন করে?' সতী গণেশকে জিজ্ঞেস করলেন।

'একেবারেই না, মা। নিজে নিজের জীবন নিয়ে কি করবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু বাড়ি আর মূল চাহিদাগুলোর ব্যাপারে যোগান দেয় রাজ্য। আর সেটাতে সম্পূর্ণ সমতা রয়েছে।'

প্রায় সব বাসিন্দাই নীলকণ্ঠকে যেতে দেখার জন্য ঘরের বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। লোকেরা ভূমিদেবীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল যে তাদের রানী বা মানবপ্রভুর কিছু হয়ে যায়নি।

অনেকেরই কোনরকম বিকৃতি নেই দেখে শিব চমকে গেলেন। তাদের অনেককেই কোলে নাগ সন্তানদের নিয়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

'পঞ্চবটিতে এইসব অ-নাগেরা কি করছে?' শিব জানতে চাইলেন।

'ওরা নাগশিশুদের বাবা-মা', কালী জানালেন।

'আর ওরাও এখানেই থাকে?'

'কিছু বাবা-মা তাদের নাগ সন্তানদের পরিত্যাগ করে। আর কেউ কেউ তাদের বংশধরদের প্রতি প্রবল টান অনুভব করে। এমন টান যা তাদের সামাজিক কুসংস্কারকে ছাপিয়ে যায়। পঞ্চবটিতে আমরা সেইসব লোকেদের আশ্রয় দিই।' কালী উত্তর দিলেন।

'পিতা-মাতা পরিত্যক্ত নাগ শিশুদের দেখাশোনা কারা করে?' সতী জানতে চাইলেন।

'সন্তানহীন নাগেরা', কালী জানালেন। 'নাগেদের সাধারণ সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তারা মেলুহা ও স্বদ্বীপের পরিত্যক্ত শিশুদের তৎক্ষণাৎ দত্তক নেয় ও আপন সন্তানের মতো বড়ো করে তোলে—স্নেহ-ভালোবাসা ও যত্নের সাথে, যা প্রত্যেক শিশুর জন্মগত অধিকার।'

তাঁরা চুপচাপ নগরের কেন্দ্রে ঢুকলেন। এইখানেই, কিংবদন্তী পাঁচ বটগাছের আশেপাশে সমস্ত সামাজিক প্রয়োজনে গড়ে তোলা অট্টালিকাগুলো অবস্থিত। এইসব অট্টালিকা পঞ্চবটির সমস্ত বাসিন্দার ব্যবহারের জন্য। এগুলো স্বদ্বীপের অট্টালিকাগুলোর মতোই জমকালোভাবে তৈরি। সেখানে রয়েছে একটা বিদ্যালয়, প্রভু রুদ্র ও দেবী মোহিনীর প্রতি উৎসর্গীকৃত একটা মন্দির, একটা জনসাধারণের স্নানাগার ও আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনীর জন্য একটা ক্রীড়াঙ্গণ যেখানে পঞ্চাশ হাজার নাগরিক নিয়মিত জড়ো হয়। নাচ-গান আর নাটকটাই ছিল জীবনপ্রণালীর সাধারণ পছন্দ। জ্ঞানের পথ নয়।

'রহস্যটা কোথায়?' অধৈর্য হয়ে শিব জানতে চাইলেন।

'এইখানে, প্রভু নীলকণ্ঠ', বিদ্যালয়ের দিকে দেখিয়ে গণেশ বললেন।

শিব ভুরু কুঁচকালেন। একটা বিদ্যালয়ে রহস্য? তিনি আশা করেছিলেন যে রহস্য থাকবে নগরের ধর্মীয় কেন্দ্র প্রভু রুদ্রের মন্দিরে। তিনি অট্টালিকাটার দিকে পা বাড়ালেন। পেছনে বাকীরা।

একটা খোলা বারান্দা ঘিরে প্রথামাফিক নির্মাণশৈলীতে বিদ্যালয়টা তৈরি করা হয়েছে। বারান্দা বরাবর পরপর থামওলা একটা দালান চলে গেছে যার দরজাগুলো থেকে শ্রেণীকক্ষগুলো যাওয়া যায়। দূরে একদম শেষে একটা

বিশাল খোলা ঘর রয়েছে—পাঠাগার। পাঠাগারের পাশ বরাবর আরেকটা বড়ো দালান মূল অট্টালিকা ছাড়িয়ে সোজা খেলার মাঠের দিকে চলে গিয়েছে। খেলার মাঠের অন্য পাশে রয়েছে সভাকক্ষ ও অনুশীলনের জন্য পরীক্ষাগারের মতো অন্যান্য সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানগুলো।

'দয়া করে শব্দ করবেন না। শ্রেণীকক্ষগুলোতে পাঠ চলছে। আমরা শুধু একটা শ্রেণীকক্ষকেই বিরক্ত করবো—বাকী সবগুলোকে নয়।' কালী জানালেন।

'আমরা কোনোটাকেই বিরক্ত করবো না', পাঠাগারের দিকে হাঁটা লাগিয়ে শিব বললেন। নাগদের রহস্য সেখানে বলেই শিবের ধারণা হয়েছিল। হয়তো কোনো বই?

'প্রভু নীলকণ্ঠ', শিবকে মাঝপথে থামালো গণেশ।

শিব থামলেন। গণেশ একটা শ্রেণীকক্ষের কাপড় ফেলা দরজার দিকে দেখালো। শিব ভুরু কোঁচকালেন। একটা অদ্ভুত পরিচিত গলা সবিস্তারে দর্শন ব্যাখ্যা করছে। পর্দার ওপাশের গলাটা একদম পরিষ্কার-স্বচ্ছ।

'আজকের নব্য দর্শনগুলো আকাঙ্খাকে সবকিছুর জন্যে দোষ দেয়। সবরকমের কষ্ট, সব ধ্বংসের মূল কারণ তো আকাঙ্খা নয়, কি তাইতো?'

'হ্যাঁ, গুরুজী', এক ছাত্র জানালো।

'দয়া করে ব্যাখ্যা কর', শিক্ষক বললেন।

'কেননা আকাঙ্খা টানের জন্ম দেয়—এই জগতের প্রতি টান। আর যখন তুমি যা চাও তা পাওনা বা যা চাওনা তা পাও, তখনই কষ্ট হয়। এতে জন্ম নেয় ক্রোধ। আর তার থেকে হিংসা আর যুদ্ধ বা শেষপর্যন্ত ধ্বংসে পরিণত হয়।'

'কাজেই, যদি তুমি ধ্বংস আর কষ্ট এড়াতে চাও, তাহলে তোমায় আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ঠিক কিনা? শিক্ষক জানতে চাইলেন। 'এই জগতের *মায়াকে* বর্জন কর।'

যবনিকার ওপার থেকে শিব নিঃশব্দে উত্তর দিলেন, *ঠিক*।

শিক্ষক বলে চললেন, 'কিন্তু আমাদের দর্শনের একটা মূল উৎস ঋগ্‌বেদ বলে যে, সময়ের শুরুতে অন্ধকার ও প্রাগৈতিহাসিক বন্যা ছাড়া কিছুই ছিল না। তারপর এই অন্ধকার থেকে জন্ম নিল আকাঙ্খা। আকাঙ্খাই প্রথম বীজ—সৃষ্টির অঙ্কুর। আর এখান থেকে আমরা সবাই জানছি যে সমস্ত প্রাণী প্রভু *প্রজাপতি* জগৎ ও তার মধ্যেকার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাহলে, এক অর্থে, আকাঙ্খাও সৃষ্টির উৎস।'

শিব অন্যপাশের কণ্ঠস্বরের আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। *ভালো যুক্তি।*

'কি করে আকাঙ্খা একইসাথে সৃষ্টি ও ধ্বংসের উৎস হতে পারে?'

ছাত্রেরা চুপ করে উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

'এটা নিয়ে অন্যভাবে ভেবে দেখ। যা সৃষ্টি হয়নি তার কি ধ্বংস সম্ভব?'

'না, গুরুজী।'

'আবার অন্যদিকে, এটা কি ধরে নেওয়া নিরাপদ নয় যে যার সৃষ্টি হয়েছে কোনো এক সময়ে তাকে ধ্বংস হতে হবেই?'

'হ্যাঁ গুরুজী', এক ছাত্র উত্তর দিল।

'সেইটাই আকাঙ্খার কাজ। সে সৃষ্টি আর ধ্বংসের জন্য। এটাই যাত্রার শুরু ও শেষ। আকাঙ্খা ছাড়া কিচ্ছু নেই।'

শিব হাসলেন। *ওই ঘরে নিশ্চয়ই কোনো বাসুদেব পণ্ডিত আছেন।*

নীলকণ্ঠ কালীর দিকে ফিরলেন। 'চলো, পাঠাগারে যাওয়া যাক। আমি রহস্যটা পড়তে চাই। পরে গুরুজীর সাথে দেখা করবো।'

কালী শিবকে আটকালেন 'রহস্যটা কোন বস্তু নয়। ওটা একজন মানুষ।'

শিব চমকে গেলেন। বিস্ময়ে তাঁর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো।

গণেশ শ্রেণীকক্ষের যবনিকা ফেলা দরজার দিকে দেখালো।

'আর, উনি ওইখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

শিব স্থানুর মতো গণেশের দিকে চেয়ে রইলেন। মানবপ্রভু ধীরে ধীরে কাপড়টা পাশে সরিয়ে বললেন, 'গুরুজী, বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন।

প্রভু নীলকণ্ঠ এসেছেন।'

তারপর গণেশ পাশে সরে দাঁড়ালো।

শিব ভেতরে ঢুকেই যা দেখলেন তাতে মুহূর্তের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এ আবার কি রে বাবা।

তিনি হতভম্ব হয়ে গণেশের দিকে ফিরলেন। মানবপ্রভু মৃদু হাসলো। নীলকণ্ঠ আবার শিক্ষকের দিকে ঘুরলেন।

'তোমার জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম, বন্ধু' শিক্ষক বলে উঠলেন। তাঁর মুখে হাসি, চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। 'তোমায় তো বলেই ছিলাম। তোমার জন্যে আমি যেকোনো জায়গায় যেতে পারি। এমনকি যদি তোমার উপকার হয় তো *পাতাললোকেও।*'

এই বাক্যটা শিব তার মনে বারবার আঁকড়ে এসেছেন। কখনোই এই দৈত্যদের জায়গার উল্লেখের ব্যাপারটা তিনি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। এখন যেটা খাপে খাপে মিলে গেছে। দাঁড়ি কামিয়ে ফেলা হয়েছে। তার জায়গা নিয়েছে খুব সরু গোঁফ। আগেকার সামান্য মেদের আস্তরণের তলায় লুকোনো চওড়া কাঁধ ও পিপের মতো বুক এখন প্রতিনিয়ত ব্যায়ামের ফলে পুষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষদের সাংকেতিক সুতোগাছি পৈতে নতুনভাবে গড়ে ওঠা ঢেউ খেলানো মাংসপেশীর উপর দিয়ে পথ করে নিয়েছে। মাথাটা কামানোই রয়েছে। কিন্তু মাথার পেছনে থাকা টিকি আরও লম্বা আর তেল চকচকে ঠেকছে। গভীর চোখ দুটোয় রয়েছে সেই পবিত্রতা যা শিবকে পূর্বেও তার প্রতি আকর্ষিত করেছিল। ইনি তাঁর বহুদিনের হারানো বন্ধু। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর ভাই।

'বৃহস্পতি!'

. . চলবে।